শতবার্ষিকী সংস্করণ

আচার্য্যের প্রার্থনা

তৃতীয় ভাগ

(২৪শে নবেম্বর, ১৮৮১—৩রা মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

কমলকুটীর, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, দার্জিলিং, বিডনপার্ক

শ্রীমদ্-আচার্য্য
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

"ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির"
৯৫নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
জুলাই, ১৯৪১

এক টাকা

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন শতবার্ষিকী কমিটীর পাব্লিকেশন বিভাগের
যুক্ত-সম্পাদক শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ, ডাঃ কালিদাস নাগ
ও শ্রীযুক্ত সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ৯৫নং কেশব-
চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও ৩নং রমানাথ
মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" হইতে
শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

বিষয়				পৃষ্ঠা
পরোপকারের দায়িত্ব	২৪শে	নবেম্বর,	১৮৮১ খৃঃ	৮০১
প্রেমের বন্ধন	২৫শে	"	"	৮০২
হরিধন সর্ব্বস্ব	২৬শে	"	"	৮০৩
বিধান-শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ	২৭শে	"	"	৮০৫
সাধুসম্মান	৮ই	জানুয়ারী,	১৮৮২ খৃঃ	৮০৬
নববাজার	১৮ই	"	"	৮০৭
সর্ব্বাপেক্ষা হরি প্রিয়তম	১৯শে	"	"	৮০৯
পুণ্যে সুখ	২৩শে	মার্চ্চ,	"	৮১১
অতুল ধনে ধনী	২৪শে	"	"	৮১২
সত্য প্রচার	২৫শে	"	"	৮১৪
যুগলরূপ-সাধন	২৬শে	"	"	৮১৬
দাস ও দাসী	২৭শে	"	"	৮১৮
আমাদের কার্য্য	২৮শে	"	"	৮২০
সময়ের উপযুক্ত হই	২৯শে	"	"	৮২১
অনলস কার্য্য	৩০শে	"	"	৮২৩
ব্রহ্মবাণী-শ্রবণ	৩১শে	"	"	৮২৫
পবিত্র সুখ	১লা	এপ্রিল,	"	৮২৬
অস্থিরতার মধ্যে অচল	২রা	"	"	৮২৮

বিষয়				পৃষ্ঠা
রূপ দেখিয়া উন্মত্ত	৩রা	এপ্রিল,	১৮৮২ খৃঃ	৮২৯
মা-ধন	৪ঠা	"	"	৮৩১
পবিত্র অন্ন	৫ই	"	"	৮৩৩
আমার দলের লোক	৬ই	"	"	৮৩৪
উপযুক্ত দল	৭ই	"	"	৮৩৭
ভিক্ষাব্রত	৮ই	"	"	৮৩৯
নববর্ষের জন্য প্রস্তুতি	১২ই	"	"	৮৪১
সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী	১৪ই	"	"	৮৪২
নবসন্ন্যাসধর্ম্ম	১৫ই	"	"	৮৪৪
আদেশে জীবনগঠন	১৬ই	"	"	৮৪৬
একসুর	১৭ই	"	"	৮৪৭
স্বর্গের প্রেম	১৮ই	"	"	৮৪৯
অসাধ্য-সাধন	২০শে	"	"	৮৫১
ভাবে ঐক্য	২১শে	"	"	৮৫২
স্বর্গরাজ্যের আশায় উল্লাস	২২শে	"	"	৮৫৪
নূতন সময়ে নূতন উৎসাহ	২৩শে	"	"	৮৫৫
পরসেবা	২৪শে	"	"	৮৫৭
নূতন দল	২৫শে	"	"	৮৫৯
সুখের আলাপ	২৬শে	"	"	৮৬০
গোপনে প্রেম	২৭শে	"	"	৮৬২
চিরযৌবন	২৮শে	"	"	৮৬৩
আত্মজয়	২৯শে	"	"	৮৬৪
জীবনে নববিধানের মহিমা প্রমাণ	১লা	মে,	"	৮৬৬

বিষয়				পৃষ্ঠা
নববর্ষে নব ভাব	২রা	মে,	১৮৮২ খৃঃ	৮৬৮
দেবালয়ে নিয়মিত পূজা	৩রা	„	„	৮৬৯
নববিধানকে জয়ী করিব	৪ঠা	„	„	৮৭১
উচ্চ চিন্তায় উন্নতি	৫ই	„	„	৮৭২
সহজ মাতৃরূপ	৬ই	„	„	৮৭৪
অভিনয়ের জন্য বালকত্ব	৭ই	„	„	৮৭৫
নববিধান-রক্ষা	৮ই	„	„	৮৭৬
নব অনুরাগ	৯ই	„	„	৮৭৮
বিচারের শাসন	১২ই	„	„	৮৮০
বার্দ্ধক্যে বাল্যসঞ্চার	১৩ই	„	„	৮৮২
শুদ্ধচরিত্র	১৪ই	„	„	৮৮৩
উপাসনায় মিলন	১৫ই	„	„	৮৮৫
প্রেমব্রত-গ্রহণ	১৬ই	„	„	৮৮৭
মানুষকে ভালবাসিব	১৭ই	„	„	৮৮৯
আমরা উচ্চ বংশের	১৯শে	„	„	৮৯১
জাগ্রত কর	২১শে	„	„	৮৯৩
গোঁড়া হইব	২২শে	„	„	৮৯৫
সুখের সমাচার	২৩শে	„	„	৮৯৭
মনুষ্যসন্তানের পরীক্ষা	২৪শে	„	„	৮৯৯
ভাবসাগরে মগ্ন	২৫শে	„	„	৯০১
যথার্থ ভালবাসা	২৬শে	„	„	৯০২
রোগে শান্তভাব	২৭শে	„	„	৯০৪
মার সহিত কথোপকথন	২৮শে	„	„	৯০৬

বিষয়				পৃষ্ঠা
স্বর্গের সুখ	২৯শে	মে,	১৮৮২ খৃঃ	২০৮
বিশ্বাসে উজ্জ্বল দর্শন	৩০শে	"	"	২০৯
সিদ্ধাবস্থার যোগ	৩১শে	"	"	২১১
বিশ্বাসের ধর্ম্ম	৩রা	জুন,	"	২১২
বিশেষ দয়া	৪ঠা	"	"	২১৪
নববৃন্দাবনের ফুল সতেজ	৫ই	"	"	২১৭
প্রকৃতির সৌন্দর্য্য	১০ই	"	"	২১৯
আত্মমর্য্যাদা	১১ই	"	"	২২০
হিমালয়ের সদ্ব্যবহার	১২ই	"	"	২২২
স্বর্গের ছবি	১৩ই	"	"	২২৪
জীবসেবা	১৪ই	"	"	২২৫
সত্যযুগের আগমন	১৫ই	"	"	২২৭
সুখী পরিবার	১৬ই	"	"	২২৮
সুখের হরি	১৭ই	"	"	২৩১
প্রেমরাজ্যস্থাপন	১৮ই	"	"	২৩২
নববিধানবংশ	১৯শে	"	"	২৩৩
যৌবনে সঞ্চয়	২০শে	"	"	২৩৫
জীবনবেদ	২২শে	"	"	২৩৬
সহজ সুখের ধর্ম্ম	২৩শে	"	"	২৩৮
লিপিবদ্ধ সত্য	২৪শে	"	"	২৪০
নিষেধ-শ্রবণ	২৫শে	"	"	২৪২
সহজ বিশ্বাস	২৬শে	"	"	২৪৩
নবজীবন	২৭শে	"	"	২৪৫

বিষয়				পৃষ্ঠা
নীচতা-পরিহার	২৮শে	জুন,	১৮৮২ খৃঃ	৯৪৬
মার পরিবারে নিয়ত মঙ্গল	২৯শে	„	„	৯৪৭
মার প্রসন্নতা	৩০শে	„	„	৯৪৯
বাল্যখেলা	১লা	জুলাই,	„	৯৫০
দলমধ্যবর্ত্তিতা	৫ই	„	„	৯৫২
অব্যবহিত দর্শন	...	...	...	৯৫৪
মানুষে হরি	১১ই	জুলাই,	১৮৮২ খৃঃ	৯৫৫
অখণ্ড নববিধান	১৭ই	„	„	৯৫৭
নবদেবতা	১৮ই	„	„	৯৫৯
বিদুরের ক্ষুদ	১৯শে	„	„	৯৬০
দুঃখের হরি	২০শে	„	„	৯৬৩
অমর জীবন	২১শে	„	„	৯৬৫
মৃত্যুঞ্জয়-নাম-সাধন	২৩শে	„	„	৯৬৭
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা	৬ই	আগষ্ট,	„	৯৬৮
নবনৃত্য	৮ই	„	„	৯৭১
অরণ্যবাস ও বৈরাগ্য	১৩ই	„	„	৯৭৩
স্বাধীনতা	২০শে	„	„	৯৭৪
তীর্থযাত্রা	২৫শে	„	„	৯৭৬
জীবে ব্রহ্মদর্শন	২৬শে	„	„	৯৭৮
স্নান ও ভোজন	২৭শে	„	„	৯৮১
মদমত্ততা	২৮শে	„	„	৯৮৬
অভিনয়	২৯শে	„	„	৯৮৯
স্নান	৩০শে	„	„	৯৯২

বিষয়				পৃষ্ঠা
সাধুচরিত্র-গ্রহণ	৩১শে	আগষ্ট,	১৮৮২ খৃঃ	৯৯৪
অভিনয়ে নববৃন্দাবন	১লা	সেপ্টেম্বর,	„	৯৯৬
	২রা	„	„	৯৯৯
মুহূর্ত্তে পাপজয়	৩রা	„	„	১০০১
বিবেক	৩রা	„	„	১০০৪
মত্ততা	৪ঠা	„	„	১০০৬
অভিনয়ে প্রচার	৫ই	„	„	১০০৯
কার্য্যেতে বিধানের জয়	৬ই	„	„	১০১১
ভক্তচরিত্রে চরিত্রবান্	৭ই	„	„	১০১২
আধ্যাত্মিক নাট্যাভিনয়	৮ই	„	„	১০১৪
সাধুভক্তি	১০ই	„	„	১০১৫
ভক্তিসঞ্চার	১০ই	„	„	১০১৭
ভক্তমায়া	১১ই	„	„	১০১৯
বিধানের মহত্ত্ব	১২ই	„	„	১০২১
হরিসুখে সুখী	১৫ই	„	„	১০২৩
অভিনয় দ্বারা জয়ভিক্ষা	১৬ই	„	„	১০২৫
নাটকদ্বারা ভক্তিবৃদ্ধি	১৭ই	„	„	১০২৬
লজ্জা ও ভয়	১৭ই	„	„	১০২৮
ব্রহ্মে বিলীন	১৮ই	„	„	১০৩০
মুক্তিফৌজের বৈরাগ্য	১৯শে	„	„	১০৩২
প্রেমের পীড়ন	২১শে	„	„	১০৩৪
দরবারের গৌরব	২২শে	„	„	১০৩৬
যোগের সঞ্চার	২৪শে	„	„	১০৩৮

বিষয়			পৃষ্ঠা
অপরিশোধ্য প্রেমঋণ	২৬শে সেপ্টেম্বর,	১৮৮২ খৃঃ	১০৪১
হাস্যময়ীর পূজা	২৭শে "	"	১০৪২
আশ্চর্য্য গণিত	১লা অক্টোবর,	"	১০৪৫
জয়লাভ	৮ই "	"	১০৪৭
বিয়োগ ও সংযোগ	১৫ই "	"	১০৪৯
নারীপ্রকৃতির পূজা	১৬ই "	"	১০৫১
নিত্য ব্রহ্মের পূজা	১৭ই "	"	১০৫৪
আধ্যাত্মিক দুর্গাপূজা	১৮ই "	"	১০৫৬
মহাবিদ্যার পূজা	১৯শে "	"	১০৫৯
লক্ষ্মীপূজা	২০শে "	"	১০৬২
নিরাকার গণেশের পূজা	২১শে "	"	১০৬৫
জয়শক্তিরূপী কার্ত্তিকের পূজা	২২শে "	"	১০৬৮
সত্যসাধনা	২৩শে "	"	১০৭২
বিধানের জয়দর্শনে	২৪শে "	"	১০৭৪
যোগৈশ্বর্য্য-সম্ভোগ	২৫শে "	"	১০৭৬
শারদীয় উৎসব	২৬শে "	"	১০৭৮
অভিন্নহৃদয় পরিবার	২৭শে "	"	১০৮১
ইহপরলোকে দলের একতা	২৮শে "	"	১০৮৩
যুগলব্রত-গ্রহণ	২৯শে "	"	১০৮৫
সতীত্বলাভের অভিলাষ	৩০শে "	"	১০৮৯
একাত্মতা	৩১শে "	"	১০৯১
বিপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন	১লা নবেম্বর,	"	১০৯৩
শান্তিসাধন	২রা "	"	১০৯৪

বিষয়				পৃষ্ঠা
যুগলসাধনব্রত উদ্যাপন	৫ই	নবেম্বর,	১৮৮২ খৃঃ	১০৯৫
অধিক ভালবাসার আবশ্যকতা	১৩ই	”	”	১০৯৮
অন্ততঃ একটি সুসন্তান ভিক্ষা	১৪ই	”	”	১১০০
ভ্রান্তি ও কুবুদ্ধির নাশ	১৫ই	”	”	১১০২
পবিত্রাত্মার জন্য	১৬ই	”	”	১১০৪
প্রায়শ্চিত্তের জন্য	১৭ই	”	”	১১০৫
যোহনকে স্মরণপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত	১৮ই	”	”	১১০৭
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মিলনের জন্য	১৯শে	”	”	১১১০
জন্মদিন উপলক্ষে	২০শে	”	”	১১১৩
পবিত্রাত্মার বিধান	২১শে	”	”	১১১৭
দয়াভিক্ষা	২৪শে	”	”	১১১৯
ধর্ম্মসামঞ্জস্য	২৭শে	”	”	১১২১
আশার নিদর্শন	২৮শে	”	”	১১২২
অমূল্যধনলাভ	১লা	ডিসেম্বর,	”	১১২৪
বিনয়ের মহত্ত্ব	২রা	”	”	১১২৫
ত্রিবিধ ভাব	১০ই	”	”	১১২৬
জাতিনির্ণয়	১৭ই	”	”	১১২৮
শিষ্যপ্রকৃতি	২৪শে	”	”	১১৩০
অনৃত-খণ্ডন	...	...	...	১১৩২
দুঃখীদিগের জন্য	৭ই	জানুয়ারী,	১৮৮৩ খৃঃ	১১৩৩
সাধুদর্শন	৮ই	”	”	১১৩৫
জনহিতৈষীদিগের জন্য	৯ই	”	”	১১৩৭
উপকারীদিগের জন্য	১০ই	”	”	১১৩৮

বিষয়				পৃষ্ঠা
শত্রুদিগের জন্য	১১ই	জানুয়ারী,	১৮৮৩ খৃঃ	১১৪০
আত্মার জন্য	১২ই	"	"	১১৪১
চিত্তশুদ্ধির জন্য	১৩ই	"	"	১১৪৪
ঈশ্বরের করুণার সাক্ষী	১৪ই	"	"	১১৪৬
দুঃখের পর সুখ	১৫ই	"	"	১১৪৮
খাঁটি প্রেম	১৮ই	"	"	১১৫০
ব্রহ্মবাণী	১৯শে	"	"	১১৫২
মহত্বলাভ	২০শে	"	"	১১৫৪
নিত্য নূতন হরি	২২শে	"	"	১১৫৭
আত্মপরিচয়দান	২৩শে	"	"	১১৬০
তেজোময় প্রকাশ	"	"	"	১১৬৪
পরিবর্ত্তিত জীবন	২৪শে	"	"	১১৬৫
আশার কথা	...	...	...	১১৬৭
জীবন্ত প্রমাণ	...	...	...	১১৬৭
জাগ্রত জীবন	...	...	...	১১৬৯
জলাভিষেক	২৮শে	জানুয়ারী,	১৮৮৩ খৃঃ	১১৭১
হরিতে তন্ময়ত্ব	২৯শে	"	"	১১৭২
নিত্যবৃন্দাবনবাস	৩০শে	"	"	১১৭৪
শান্তিবাচন	৩১শে	"	"	১১৭৫
প্রাপ্তধনরক্ষা	১লা	ফেব্রুয়ারী,	"	১১৭৮
সকলের একই হরি	২রা	"	"	১১৮০
সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে প্রেম	৩রা	"	"	১১৮২
আচার্য্য-গ্রহণ	৪ঠা	"	"	১১৮৪

বিষয়				পৃষ্ঠা
বিধান-শিক্ষা	৫ই	ফেব্রুয়ারী,	১৮৮৩ খৃঃ	১১৮৬
মনের উচ্চতা	৬ই	"	"	১১৮৭
চিরযৌবন	৭ই	"	"	১১৮৯
নিত্য নূতন ফুল	২২শে	"	"	১১৯১
সত্যে বিশ্বাস	২৩শে	"	"	১১৯২
পূর্ণ বিশ্বাস	২৪শে	"	"	১১৯৪
পবিত্র সুখ	১লা	মার্চ্চ,	"	১১৯৫
পিতার মনের মত হ'বার জন্য	২রা	"	"	১১৯৭
জাগ্রত হরি	৩রা	"	"	১২০০

প্রার্থনা

পরোপকারের দায়িত্ব

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক ;
২৪শে নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে অপার প্রেমসিন্ধো, আমরা প্রত্যেকে সহ্য করিব, যতদুর সহ্য করা যায়, যত পরীক্ষা প্রেরণ করিবে। ধর্ম্মসাধন করিতে গেলে, 'কল্যকার জন্য ভাবিব না' এই ব্রত পালন করিতে, যতদূর কষ্ট সহ্য করিতে হয়, আমরা করিব; কিন্তু পরের দোষের প্রতি আমরা উদাসীন হইব না। আপনি ঘরে বসিয়া দুঃখ বহন করিলে কি হইবে; কিন্তু আমাদের দুঃখে যদি অন্যের পাপ হয়, তাহা হইলে তাদের কি হইবে? যাহারা দুঃখ পাইয়া বৈরাগ্য সাধন করে, তাহারা ধন্য হইল; কিন্তু যাহারা দুঃখের কারণ হইল, তাদের যে পাপ হইল, কে তাদের বাঁচাইবে? এ জন্য এই প্রার্থনা যে, পরীক্ষায় পড়িয়া সমাহিত শান্ত থাকি; আর একটি প্রার্থনা এই, যে না জানিয়া দায়ী হইল, দুঃখের কারণ হইল, জীবের প্রতি দয়া করিল, তার প্রতি ক্ষমা বিস্তার কর। পিতঃ, আমরা পরস্পরকে যে কষ্ট দিতেছি, পরস্পরের সুখের দিকে যে দৃষ্টি করি না, পরস্পরের রোগ শোক সম্বন্ধে যে যথোচিত কর্ত্তব্য সাধন করি না, ইহার জন্যে তোমার কাছে দায়ী। যে যত পরিমাণে অন্যের কষ্ট রোগ শোক পাপের কারণ হইল, তার সেই পরিমাণে ভোগ ভুগিতে হইবে। কিন্তু পরীক্ষিত ব্যক্তি যদি অন্যের দোষের প্রতি উদাসীন হইল, তার নিষ্ঠুরতা দোষ হইল। যদি আমরা, অন্যে আমাদের সর্ব্বনাশ করিলে, ঈশার মত ক্ষমা না করি, আমাদের অপরাধ হইল। হে ঈশ্বর, সকলের যেন ভাল হয়, যারা অনেক

দুঃখ দিতেছে, তাদের মঙ্গল হউক। যে নিজের জন্য দোষী, পরের জন্য দোষী, ভাই ভগ্নীদের জন্য দোষী, তার জন্য শাস্তি তোলা আছে। পরের প্রতি যা কিছু অন্যায় করিতেছি, তাহা তোমার পুস্তকে লেখা আছে। বিশেষতঃ যাহারা আমাদের আপনার লোক, যাহারা আমাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাদের যত ভাসাইব, তত নরকের নিকট হইব। আপনার লোককে, পরিবারকে, দেশকে, পৃথিবীকে যত কষ্ট দিয়াছি, তাহার জন্য শাস্তি হইবে। তাই মহর্ষি ঈশা ক্ষমার ধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছেন। আমাকে কষ্ট দিল বলিয়া পরে কেন কষ্ট পাইবে। দীনদয়াল, নিষ্ঠুর-প্রকৃতি দয়ালু হউক। জীবের প্রতি যারা উদাসীন, তারা খুব দয়ার্দ্র হউক, সকলেই যেন দুই মুষ্টি অন্ন আনিয়া ভাই বন্ধুদের মুখে দেয়। যারা কষ্ট আনিয়া দেয়, তাহাদের ভাল হউক। তাদের মন ভাল হউক, স্বার্থপরতা যাক, মন নরম হউক; পরের কষ্ট দেখিয়া আমরা যে মোচন করি নাই, সেই পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। যে প্রচারক-দল পরের মঙ্গলের দায়িত্ব লইয়াছেন, তাঁহাদের পরের মঙ্গলের প্রতি উদাসীন হইতে দিও না। হে প্রেমময়ি, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকলেই পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব-লঙ্ঘনের পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, পরের মঙ্গলের জন্য যত্নবান্ হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেমের বন্ধন

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক,

২৫শে নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে নিকটস্থ সহায়, বন্ধন অনুভব করা যায় না, যতক্ষণ না বন্ধনে টান পড়ে। তোমার সঙ্গে বাঁধা আছি, কিরূপে বুঝিব? যখন

তোমার কাছে বসিয়া আছি, প্রেমের বন্ধন বুঝিতে পারি না, কিন্তু যাই একটু দূরে যাই, টান পড়িলে বুঝিতে পারি, বন্ধন আছে। আর যখন বন্ধন ছিঁড়িয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিতে যাই, বুঝিতে পারি, দয়াল হরি, প্রেমের বন্ধন কত দৃঢ়। আমি হরির কাছে বাঁধা, সহজে যাইতে পারি না। প্রেমের ঈশ্বর, হে শ্রীহরি, বড় বন্ধনে বাঁধিয়াছ তুমি। আর খুলিয়া যাইবার যো নাই। পরীক্ষার অর্থ—বন্ধন লইয়া টানাটানি। ইহাতে ভক্তগণ বন্ধন বুঝিতে পারেন। আমি মনে করিতে পারি, আমি বন্ধন-বিহীন নির্লিপ্ত। তাই, পরীক্ষার ঝড় আসিয়া থাকে। তুমি আমাদিগকে তোমার সিংহাসনের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছ। মা, তোমার সঙ্গে চির-কালের যোগ, এই বিশ্বাস করিয়া ধন্য হইতে দাও। হে করুণাময়ি, হে মঙ্গলময়ি, দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, তোমার সঙ্গে যে আমাদের চিরকালের প্রেমের যোগ, তাহা যেন আরো দৃঢ়ীভূত হয়; মা, এই অনুগ্রহ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

হরিধন সর্ব্বস্ব

(কমলকুটীর, শনিবার, ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক;
২৬শে নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে করুণাসিন্ধো, হে দয়াময়, তুমি আমাদের ধন, তোমার নাম সাধকের ধন। মানুষের যত ক্ষতি হয়, তোমাকে পাইলে সব ক্ষতি পূরণ হয়। তোমাকে গাছ করিয়া হৃদয়ে পুতিলে সকল ফল ফলে। কেন না, তোমা হইতে টাকা কড়ি, ঘর বাড়ী সব। অর্থাৎ তুমি যদি আমাদের হও, আমরা সব পাই। এমন বিপদ্‌সাগর নাই, 'হরি' নাম করিলে যা

থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না ; এমন দৈন্য নাই, যা থেকে উদ্ধার হওয়া যায় না। তবে কি সকল সময় মানুষের শুভবুদ্ধির দ্বার খোলা থাকে না ? পাপ যখন শুভবুদ্ধির উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে, তখন আর উপায় থাকে না। তাই লোকে গরিব হয়। গরিব হ'লে কি আর উঠিবার পায় থাকে না ? তবে তোমার নাম ব্রহ্মধন কেন হইল ? যেখানে তোমাকে পাইলে সকল বিষয়ে শুভবুদ্ধি খোলে, সেখানে ভয় কি ? আমার দুষ্ট বুদ্ধি বিপদ দেখিলে, পরিবারের দুঃখ কষ্ট দেখিলে অবিশ্বাস করে। বলি, যে এত করিলাম, তবু কষ্ট যায় না, তবে নিরীশ্বর পৃথিবী। আমরা যদি খেতে না পাই, বল্‌ব, আমাদের পাপে। এত পাপ যে, জ্ঞানচন্দ্র-গ্রহণ হয়েছে। দুষ্ট বুদ্ধিকে কেবল ভয়। নতুবা কত উপায় পড়ে রয়েছে। নাস্তিক বুদ্ধি বলে, ঈশ্বর কিছু করেন না। কষ্ট কখন যাবে না, প্রচারকজীবনে সুখ সুবিধা কখন হবে না—নাস্তিক রসনা এই বলে। হে পিতঃ, চক্ষু থেকে চক্ষু নাই। প্রার্থনাতে কি না হতে পারে ? হরি, তুমি আমার ধন, আমার মাণিক, রত্ন, জহর, পান্না ; তুমি কি সত্য সত্য ধন নও ? ধন বৈকি। এই যে বিশ বৎসর কি লইয়া রহিয়াছি ? হরি, দুষ্ট বুদ্ধি আমাদের সর্ব্বনাশ করে। শুভ বুদ্ধি দাও আমাদিগকে। তোমার ভিতর আমার ধন-সম্পদ্‌ সব আছে, ইহা বিশ্বাস করিতে দাও। বিশ্বাস করি, যে বাড়ীতে প্রার্থনাধন আছে, সে বাড়ীতে কিছুরই অভাব নাই। হে মঙ্গলময়ি, হে কৃপাময়ি, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমাতে সকল ধন পাইয়া, আমরা চিরকাল দুঃখ দারিদ্র্যকে তুচ্ছ করি ; মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

বিধান-শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

(কমলকুটীর, রবিবার, ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক ;
২৭শে নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দয়ালু ঈশ্বর, হে বর্ত্তমান বিধানের সুন্দর দেবতা, তুমি না আমাদের রাজা ? আমরা না তোমার প্রজা ? তবে ত এ রাজ্যের কার্য্য-সকল তুমিই করিবে। এ দরবারের ব্যাপারে মানুষ হস্তক্ষেপ করিবে কিরূপে ? করুণাসিন্ধো, দলপতি তোমার কর্ম্মচারীর সংখ্যা তুমি বৃদ্ধি কর। কোন নরনারী যদি তোমার নিকট হইতে তোমার কার্য্যের ভার না লয়, তার জীবন শুষ্ক মৃত বৃক্ষের ন্যায় অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে। তুমি কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত কর, তাহারা তোমার অনুগত হইয়া তোমার কার্য্য করিবে। হে পিতঃ, মিনতি করি যে, যদি তোমার নববিধানে রহিলেন, তবে ইঁহারা সকলেই যেন তোমার রাজ্যের কার্য্যে কিয়ৎপরিমাণে নিযুক্ত থাকেন। নির্জ্জন প্রেমিক, স্বতন্ত্র বৈরাগী, বিচ্ছিন্ন সাধক, ইহারা মৃত্যুর পথে দাঁড়াইয়াছে। হস্ত যদি শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, সুন্দর হস্ত পচিবে, নষ্ট হইবে, দুর্গন্ধ হইবে। যতক্ষণ হস্ত পদ শরীরে আছে, ততক্ষণ ভাল সুগন্ধ, কর্ম্ম করিতে সক্ষম। হে ঈশ্বর, এ জন্য আমরা তুলনা করিয়া দেখিতেছি যে, তোমার সমাজ, তোমার বিধান একটি শরীর, ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মানুষ। মানুষ যদি পৃথক্ পৃথক্ হইয়া ধর্ম্মসাধন করে, নববিধানের পরিত্যক্ত বস্তু হয়। হে ঈশ্বর, যোগই প্রাণ। যতক্ষণ অঙ্গ শরীরে আছে, ততক্ষণ প্রাণ। বিয়োগেই মরণ। তোমার বিধানের লোকেরা সাবধান হউক। যাহারা বিধানের কার্য্য করে, তাহারাই বিধানের লোক। আমরা যতক্ষণ ইহার কার্য্য করি, ততক্ষণ বাঁচি। কাজের যোগ গেলে বিধানবাদীর বিধানবাদিত্ব ঘুচিল। নির্ব্বোধ মনুষ্য

বিধানের কার্য্য ছাড়িয়া ধর্ম্ম করিতে, কাজ করিতে বাহিরে যায়। এই এই প্রার্থনা করি, তোমার বিধানের এই বিশেষ অবস্থায় তোমার যতগুলি লোক আছে, কুড়াইয়া লইয়া বিধানশরীরের যথাস্থানে সংযুক্ত কর। যাঁর যে কাজ, তিনি করুন। বিধানের সেবক হইব। বিধান ছাড়া চলিলে, তিনি নির্জ্জীব। বিধানের রক্ত আমাদের দেহ মনে আসিলে, তবে আমরা জীবিত। আমি যদি বাহিরে গিয়া, বৌদ্ধ মতে, কি হিন্দু মতে, কি মুসলমান মতে উপাসনা করি, তবে আমি মৃত নিষ্ফল শুষ্ক তরুর ন্যায়। পিতঃ, এ জন্য তোমায় ডাকিতেছি, তোমার কর্ম্মচারী তুমি স্থির করিয়া নিযুক্ত কর। প্রত্যেকের কার্য্য স্থির করিয়া দাও; বিধানের জিনিষ যিনি যা আদর করে দেবেন, তোমার আশীর্ব্বাদ পাবেন। মা দয়াময়ি, যিনি যেখানে আছেন, তোমার বিধানের শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত কর। হে করুণাময় হরি, আমাদিগকে ডাকিয়া লও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সাধুসম্মান

(ভারতবর্ষীয়ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ২৫শে পৌষ, ১৮০৩ শক, ৮ই জানুয়ারি, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে প্রেমের সমুদ্র, কে জানে তোমাকে, কে জানে তোমার ভক্তকে? খাই দাই বেড়াই, সামান্য ভাবে আছি। এ কঠিন কর্ম্মে যে সাহস হয় না। আমি বাজারে গিয়া পুতুল বাছিয়া কিনিব, এ ভরসা আমার নাই। সাধু লইয়া মহাসংগ্রাম হইয়াছে পৃথিবীতে। কত দেশ পরিপ্লাবিত হইল সাধুর জন্য—মানুষের শোণিতে। ভক্তে ভক্তে সংগ্রাম। এখন এই উনবিংশ শতাব্দীতে কি করা উচিত? গরিবের

ছেলে আমরা, জ্ঞানহীন, পুরাণ পাঠ করিয়া ছেলে চিনিতে পারিব না। ভক্তের প্রাণধন, ভক্ত আমাদের গলার হার। ভক্ত-নামের ন্যায় মিষ্ট শব্দ আর কাণে যায় নাই। ভক্ত না থাকিলে খাওয়া হয় না, নিদ্রা হয় না। তোমাকে ভালবাসিব, আর তোমার ভক্তকে তাড়াইয়া দিব, তোমার সামনে ভক্তের গলা ছেদন করিব, ইহা আমরা কোন মতেই পারিব না। বিশেষ উৎসবের সময়, তোমার ইচ্ছার সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহাদিগকে বরণ করিব, হৃদয় শীতল হইবে। আগে তোমাকে চাই, তার পর দেবীনন্দনকে চাই। যত ধন স্বর্গে আছে, পুত্রধনের ন্যায় আর কি ধন আছে? ধন আনিবে ত, দয়াময়ি, সমুদয় ধন লইয়া এস। এক দিকে ঈশা, এক দিকে শ্রীচৈতন্য লইয়া এস। ভক্তধনে ধনী কর, ব্রহ্মধনে ধনী কর, স্বর্গধনে ধনী কর। ভাই ব'লে সমস্ত সাধুদিগকে আলিঙ্গন করিব। বলিব, জননীর সঙ্গে এসেছ, বৎসরান্তে আলিঙ্গন দাও। স্বর্গ আলিঙ্গন করিবে পৃথিবীকে, পৃথিবী কৃতার্থ হইবে। ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? এই সুখ দাও, এই শান্তি দাও। হে সন্তানবৎসলা, যেন প্রেম ভক্তি দিয়া তোমাকে পূজা করিতে পারি। সাধুকে সম্মান করিয়া যেন হৃদয়কে নববৃন্দাবন করি। এই সুখে যেন সুখী হইতে পারি, দয়াময়ি, সন্তানদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নববাজার

(কমলকুটীর, বুধবার, ৬ই মাঘ, ১৮০৩ শক;
১৮ই জানুয়ারী, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াবান্, বাজারে লাঠালাঠি, দোকানদারদের মধ্যে ঝগড়া উপস্থিত। আমি বলিতেছি, ঠাকুর, ও সকল জিনিষ এখানে বেচিতে পাবে না;

ইঁহারা বলিতেছেন, অবশ্য বেচিব। আমি বলিতেছি, ঝুঁটো জরি এখানে বিক্রয় করিতে দিব না, এ অতি পবিত্র বাজার, খাঁটি জিনিষ দেখাও; ছেঁড়া ছেঁড়া শাস্ত্র বিক্রেতাগণ খাঁটি বলিয়া বিক্রয় করিতেছেন। জলো দুধ, পচা দুধ বিক্রয় কচ্চেন। দেখ একবার, ঠাকুর, তোমার কাছে নালিশ কচ্চি, তোমার বাজারে পচা জিনিষ বিক্রয় করিতেছে। আমি ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলি, আবার সকলে আনিয়া রাখিতেছে। ঠাকুর, তোমার আজ্ঞা এখানে, এই নূতন বাজারে কেবল খাঁটি জিনিষ বিক্রয় হইবে। দামও খুব চড়া হবে, যে পারিবে, যার ইচ্ছা হবে, লইবে। কৃত্রিম জিনিষ এখানে বিক্রয় হইতে পারিবে না। মিশাল জিনিষ এখানে থাকিবে না। ষোল আনা পুণ্য, ষোল আনা শাস্ত্র, ষোল আনা ভক্তি, ষোল আনা পবিত্রতা ঠিক থাকিবে। ষোল আনা খাঁটি থাকিবে। কোন ধর্ম্মভাব খাট হবে না। ষোল আনা প্রেম দিতেই হবে। পৃথিবীর দীন দুঃখীরা তোমার এই নূতন বাজারে আসিয়া যে জিনিস কিনিবে, তাতে কেহ ঠকিবে না। ভেজাল মিশাল কৃত্রিম জিনিষ কেহ দিতে পারিবে না। ষোল আনা ক্ষমা, ষোল আনা সত্য রক্ষা করিতেই হইবে। তুমি পৃথিবীর কল্যাণের জন্য এই নূতন বাজার স্থাপন করিয়াছ। এখানে একজন প্রবঞ্চক দোকানদারও স্থান পাবে না। স্বর্গের খাঁটি অমৃত তুমি তৈয়ার ক'রে পাঠাবে, আমরা কেবল বিক্রয় করিব। প্রস্তুত আমরা করিব না। তবে সকলকে খাঁটি ধর্ম্ম প্রচার করিতে বল। দেশ দেশান্তর থেকে লোকে জিনিষ কিনিতে আসিবে। সকলে প্রতীক্ষা ক'রে, আশানয়নে তাকিয়ে আছে, কবে নূতন বাজারের হাট বসিবে। সকলে তাকিয়ে আছে, কবে নববিধানের উৎসবের নূতন বাজারে মঙ্গল হাট বসিবে। আমার ভয় হয়, পাছে দোকানদারেরা ঠকায়। জেয়াদা বিশ্বাসী পেয়ে পাছে দোকানীরা প্রবঞ্চনা করে; যে জিনিষের দুই পয়সা দাম আছে,

দুই টাকা লইয়া বিক্রয় করে। পিতঃ, তোমার বাজারে এমন যেন না হয়। দয়াসিন্ধো, রাজা, হুকুম জারি ক'রে দাও, যেন এ রকম না হয়। ষোল আনা পুণ্য, ষোল আনা ক্ষমা বিক্রয় হইবে। প্রবঞ্চক দোকানদার, আর খারাপ জিনিষ দূর কর। সকলে বলিবে, রাজার নূতন বাজারের মত আর বাজার নাই, সকলে বাজারের প্রশংসা করিবে। রাজার নাম হইবে। রাজার বাজারের মত সৎ দোকানদার আর কোথাও নাই। সকলে বলিবে, আহা, এমন উপাসনা! এমন ভক্তি! এমন বিনয়! এমন বৈরাগ্য! এমন পবিত্রতা! কেবল খাঁটি জিনিষ। নব বাজারের, আনন্দবাজারের খাঁটি জিনিষ দেখে, ক্রয় ক'রে, যাত্রীরা আনন্দে মত্ত হইবে। হে দয়াসিন্ধো, হে মঙ্গলময়, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন প্রবঞ্চনা আর না করি; কিন্তু তোমার বাজারে খাঁটি জিনিষ, স্বর্গের খাঁটি ধর্ম্মভাব বিক্রয় করিয়া, আপনারাও পরিত্রাণ পাই এবং সকল যাত্রীদিগকে সুখী করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সর্ব্বাপেক্ষা হরি প্রিয়তম

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ৭ই মাঘ, ১৮০৩ শক ;
১৯শে জানুয়ারী, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, তোমার ভালবাসা আমরা মানি। যে প্রেমময়কে প্রেম দিয়াছে, এবং তাঁহার প্রেম পাইয়াছে, সে স্বর্গে পৌঁছিয়াছে। উচ্চতম সাধন এই যে, ভগবান্‌কে ভালবাসা। তাত নরনারীরা বল্‌চেন, তাঁদের হয়েছে। তবে আর বাকী কি রহিল? তবে আর উপদেশ, সাধন, ভজনে প্রয়োজন কি? শ্রীহরি, এতই সস্তা তুমি? এতই কি

সহজ তোমাকে ভালবাসা, যে সকলেই বলিবেন, তোমাকে ভালবাসেন ? এতই কি উচ্চপ্রকৃতি তোমার প্রচারকেরা হইয়াছেন ? ভালবাসিব কাকে ? ঈশ্বরকে ? প্রেম কি পদার্থ ? প্রেম কাকে বলে ? হরি, তোমা অপেক্ষা যে আমার অন্ন প্রিয় পদার্থ। আর তৃষ্ণার জল, তোমা অপেক্ষা যে আমার কাছে বড় ! তুমি কি আমার পিপাসার বারি ? না, জল আমার প্রিয় ; ব্রহ্মত নয়। হরি আমার প্রিয় নন। ঠাকুরঘরে যাবার চেয়ে আমি ভাত খেতে, জল পান করিতে, নিদ্রা যাইতে জেয়াদা দৌড়ে যাই। তুমি আমার নিদ্রার চেয়ে জেয়াদা প্রিয় হতে পার নাই। অত্যন্ত গরমের সময় আমি স্নান ক'রে যত সুখী হই, হরিভক্ত কি উপাসনা ক'রে তত সুখী হন ? শীতল জল যেমন শরীরের পক্ষে, তুমি কি তেমনি আত্মার পক্ষে ? তাত নয়। আমি সমস্ত দিন রৌদ্রে বৃষ্টিতে ঘুরে ঘুরে বাড়ী ফিরে এলে যেমন সুখী হই, তোমার কাছে এলে কি তেমন হয় ? তাত হয় না। হরি ত আমার তত প্রিয় নন। যদিও প্রিয় হও, তোমার চেয়ে বাড়ী প্রিয়তর। টাকাতে আমার কত অভাব মোচন হয়। টাকায় খাওয়া, পরা, রোগের ঔষধ সব পাই। আমি টাকা দেখিলে সুখী হই। তাহাকে 'প্রিয়ধন, এস এস' ব'লে আদর করি। টাকা, তোমাকে খরচ করিলে সংসারের কত কাজ হয়, কত অভাব মোচন হয়। টাকা, তোমার কাছে হরি যদি বসেন, তুমি হও পূর্ণিমা, হরি হন অন্ধকার। তুমি যদি মোহর হও, হরি হন পয়সা। টাকা, তুমি আমাদের প্রিয়ধন। হরি, তুমি তবে টাকার কাছেও হেরে গেলে। অবিশ্বাসী নরাধম বলিলাম যে, আজ স্নান করিলাম, ঠিক যেন মিশ্রির মত মিষ্ট ; বলি না ত, হরির মত মিষ্ট ? বলি, ঠিক যেন পদ্মফুলের মত কোমল ; কিন্তু বলি না ত, হরির মত কোমল ? আমার হরি, তুমি পৃথিবী থেকে পালাও। * * * [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

পুণ্যে সুখ

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ১১ই চৈত্র, ১৮০৩ শক ;
২৩শে মার্চ্চ, ১৮৮২ খৃঃ)

হে মঙ্গলস্বরূপ, হে পুণ্যশান্তির মিলন, তোমার সুখ পুণ্যেতে, অন্য কিছুতে তোমার সুখ নাই। যাহার পুণ্য, তাহারই সুখ। হে ঈশ্বর, তোমার সন্তান হয়ে আমরা যদি এই স্বভাব কিয়ৎ পরিমাণে পাই, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই। বড় সুখ তাহার মনে, যে কুচিন্তা করে না, কুকথা বলে না, কুকার্য্য করে না। অনেক প্রকার নীচ হীন সুখ আছে, সে সব সুখ এক রকম; আর আত্মার পবিত্র সুখ উচ্চ সুখ, তোমার সুখ, সেইটি আমাদের প্রার্থনীয়। এখন উচ্চপদ পাইলে সুখ হয়। সুখ্যাতি পাইলে সুখ হয়। ভাল বাড়ীতে থাকিলে, ভাল খাইলে সুখ হয়। নানা প্রকার পৃথিবীর বস্তুতে সুখ হয়। মা, তোমার সুখ পুণ্যে। পুণ্যই তোমার বক্ষে আনন্দের পদ্ম হইয়া রহিয়াছে। আমাদের মা এমন, যাঁহাকে পেলে সর্ব্বাঙ্গ পবিত্র হয়। এমন মা থাকিতে, তাঁহাকে ছেড়ে আমরা নীচ সুখ চাই কেন? পৃথিবীর মায়া প্রবৃত্তি আসক্তি, সেখানে কি সুখ? নরকের সুখ পশুর। স্বর্গের সুখ দেবতার। মা, আমরা দেবীর সুখে সুখী হব।

আমাদের সুখ আবার কিসে? তোমাতে, তোমার রাজ্য-বিস্তারে, তোমার কার্য্য করিতে পারাতে, তোমার নববিধান বিস্তার হওয়াতে, এতেই আমাদের সুখ। দেখ, মা, আমাদের মন যেন তোমায় ছেড়ে অন্য সুখের দিকে না যায়। বিবেক পরিষ্কার রাখিব। মাস গেলে দেখিব, যাহার প্রতি যাহা করিবার করিয়াছি, যাহাকে যাহা দিবার দিয়াছি; কাহারও আমাদের বিরুদ্ধে বলিবার থাকিবে না। একটা

লোক বলিতে পারিবে না যে, "আমাদের প্রতি কিছু অন্যায় করেছে।" বিবেক বলিবে, ভিতরে দিন বেশ গিয়াছে। মা, বিবেক যদি ভিতরে দেয় প্রসন্নতা, তবে হয় প্রসন্ন। মা, পুণ্যবিহীন সুখ দিও না। বিবেকী হয়ে সুখী হইব। আমরা সময়, টাকা, বুদ্ধি, বল নষ্ট করিব না। আমরা ভাল হ'য়ে মার পায়ের নীচে পড়িয়া থাকিব। হে মাতঃ, পুণ্যেতে যাহা সুখ, আমাদের দেখাও। পশুর মত খাইলাম, ঘুমাইলাম, ইহাতে সুখ নাই ; খুব উৎসাহের সহিত মার কাজ করিলাম, সেবা করিলাম, সেই সুখ দাও, মা। হে মঙ্গলময়ি, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন পুণ্যেতে সুখী হই ; শুদ্ধ হব এবং শুদ্ধতাতেই সুখী হব, এই প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি !

অতুল ধনে ধনী

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ১২ই চৈত্র, ১৮০৩ শক ;
২৪শে মার্চ্চ, ১৮৮২ খৃঃ)

হে অগতির বন্ধু, হে দুর্জ্জন অধমের সখা, বণিকের ধন-গণনা যেমন আবশ্যক, তেমনি সুখপ্রদ। কাজ কর্ম্ম যখন অধিক না থাকে, তখন সে বসিয়া সুখে ধন গণনা করে। কত ধনে ধনী, সে বুঝিতে পারে এবং বুঝিয়া আনন্দিত হয়। তোমার কাছে আমরা কুড়ি বৎসরের অধিক ধর্ম্মের বাণিজ্য চালাইতেছি, এবং তোমার কৃপায় বহু রত্ন উপার্জ্জন করিলাম। হে মহাজন, তুমি তোমার ক্ষুদ্র জনকে অল্প মূলধন দিয়া তোমার ধর্ম্মের বাজারে কেনা বেচা করাইলে। কিনিলাম, বেচিলাম, সঞ্চয় করিলাম, প্রচার করিলাম, সাধন করিলাম, পুণ্য সঞ্চয় করিলাম।

দেশ দেশান্তরে কারবার করিলাম। যত প্রচার করি, মূলধন বাড়ে। ঈশ্বর, কত ধনে ধনী হইলাম। আমার হৃদয়ের ধনভাণ্ডার খুলি, খুলিয়া দেখি, কত ধন সঞ্চয় করিলাম; আমরা পৃথিবীতে তোমার স্নেহের আস্পদ; কত রত্নখনি হইতে কত রত্ন উপার্জ্জন করিলাম। সহস্র সহস্র লোক কত কষ্ট পাইতেছে, কিন্তু আমরা নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করিয়া কত সুখী হইলাম। হে পরমেশ্বর, জীব কলহ বিবাদ লোভ রাগ পরিত্যাগ করিয়া একবার দেখুক, তুমি কত দিলে। আমরা এত পাপে কলঙ্কিত হইয়াও, তোমার ঘরে আসন লইলাম। শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নববিধানের ধর্ম্ম পাইলাম। স্বর্গের দেবতাদের সহবাস সম্ভোগ করিলাম। পরলোককে বাড়ীতে আনিয়া রাখিলাম। ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গকে দুই পার্শ্বে বসাইলাম। সহস্র সহস্র লোক বলিতেছে, তোমাকে জানা যায় না। কিন্তু, মা আনন্দময়ি, আমরা তোমার ঘরে বসিয়া বলিতেছি, তোমাকে জানা যায়, দেখা যায়, স্পর্শ করা যায়। আমরা এত পাপী হইয়াও তোমার ঘরে বসিয়া বাটি বাটি অমৃত পান করিতেছি। এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? ধন্য আমাদের কপাল, যে এত দুঃখী পাপী হইয়াও এত সুখ পাইলাম। আমরা আনন্দ-স্বরূপের সন্তান। আমাদের ঘরে অনেক টাকা জমিয়াছে যে, আমরা পরিবার পুত্র পৌত্র পাড়ার লোককে দিতে পারি, আর ভারতে, সমুদয় পৃথিবীতে বিস্তার করিতে পারি। মা, আমরা এ রকম ক'রে যেন সময়ে সময়ে ধন গণনা ক'রে সুখী হইতে পারি। আমরা অসাধু, তাহা জানি; কিন্তু এই পাপের ভিতরও আমরা যাহা দেখিতেছি, পাইতেছি, শুনিতেছি, তাহা কে পারে? একেবারে মা বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া তোমার হাত ধরিতেছি। ইহা মূর্খ অসভ্যের পাগলামি নয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলাইয়া, জ্ঞানের রথে চড়িয়া, মার বাড়ী যাই। সত্যের আলো জ্বেলে, মার মুখ দেখি। মা, তোমার নববিধান

গরীব কাঙ্গালদের এত ধনী করিয়াছে! পৃথিবীর আশা বাড়ুক। পৃথিবীর অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্রের উদয় হোক্। আমার মত অনেক দুঃখী বলিতেছে, যে নববিধান মানিয়াছে, তাহার অনেক লাভ হইয়াছে। হে ঈশ্বর, যেমন করিয়া দিন কাটাইতেছি, এর চেয়ে যেন আরও ভাল ক'রে দিন কাটাই। যে সব রত্ন দিয়াছ, তাহা যেন পরলোকে লইয়া যাইতে পারি। আমরা মাকে দেখিয়া দেখিয়া সুখী হইব। অতএব সেই সুখ বাড়িয়ে দাও। হে করুণাসিন্ধো, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন কুচিন্তা পাপে মনকে ক্ষত বিক্ষত না করি, আলস্য পাপে যেন উপার্জ্জিত ধন না হারাই ; কিন্তু নববিধান সাধন করিতে করিতে, দিন দিন আরও রত্ন উপার্জ্জন করি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সত্য-প্রচার

(কমলকুটীর, শনিবার, ১৩ই চৈত্র, ১৮০৩ শক ;
২৫শে মার্চ্চ, ১৮৮২ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে নববিধান-রাজ্যের রাজা, আমরা কি পারিলাম? তোমার ধর্ম্মের জ্যোতি প্রকাশ করিলাম না। পৃথিবীতে তোমার সত্যের সাক্ষী হইতে আসিয়া, ধর্ম্মরাজ, আমরা কি ঠিক সাক্ষ্য দিয়াছি? না, আমরা কোন বিষয় গোপন করিয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া, অবিশ্বাসীর মধ্যে গণ্য হইলাম? নূতন নূতন সত্য শুনিলে, পৃথিবী জাগিয়া উঠে; পুরাতন সত্য শুনিলে পৃথিবী ঘুমাইয়া থাকে। যখন তোমার কোন লোক তোমার নূতন সত্য প্রচার করিয়াছেন, পৃথিবী জাগিয়া উঠিয়াছে। হে হরি, যদি সেই উৎসাহ, সেই সুপ্তোত্থিতের প্রথম জাগ্রত অবস্থা এই

ভারতে দেখা না যায়, তবে দোষ করিয়াছি, তবে বোধ হয়, সাক্ষীরা গোপন করিয়াছে; আরও বলি, সংসারের ঘুষ খাইয়াছে। সে জন্য তোমার বিচারের সমক্ষে সত্য কথা বলিতে পারিলাম না। হয় লোভে, কিম্বা ভয়ে, কিম্বা উভয়ের উত্তেজনায় সত্য কথা ঢাকিলাম। নতুবা নূতন কথা শুনিয়া কেন পৃথিবী জাগে না? কেন, বলিব তবে, মা? আমাদের লোকেরা ভীরু। যে যে কথা বলিলে মানুষ চটে, তাহা বলি না, বলিতে সাহস হয় না। সত্যের কথা, ভক্তি পবিত্রতার কথা, আদেশ নীতির কথা, সমাজ-সংস্কারের কথা, সবই বলি; কিন্তু এই প্রত্যেক কথায় কিছু বাদ দিয়া বলি। দল পুরু রাখিবার জন্য সত্যকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। নাথ, কি হইল? নূতন কথা কতকগুলি আছে। ভারি চমৎকার। পৃথিবীকে জাগাইয়া তুলিতে পারে। প্রত্যেকে কেন বলিতেছেন না, এই আমার হাতে ঈশ্বর,—কাণে তাঁহার কথা শুনিতেছি? একজন আগে গিয়া বলিয়া গেলেন, "যাহা বলিবার, শীঘ্র শীঘ্র বলিয়া লও।" তাই, মা, তোমার পা ছুঁইয়া এই নিবেদন করিতেছি, আমাদের মধ্যে ভীরুতা যেন আর না থাকে। সব সত্য এখনও বলি নাই, তাহা বলি। মা, কিছু ইঁহারা বলুন, যাহা শুনিয়া লোকে বুঝিবে, যাহা হয় নাই তাহা হইতেছে, যাহা শুনে নাই তাহা শুনিতেছে, যাহা কখন করে নাই করিতেছে। ইঁহারা দেশ বেড়াইতে যান, নূতন কথা বলিয়া আসুন। আমরা সত্যসকল ঢাকিয়া রাখিতেছি। চন্দ্রগ্রহণ হইয়া যাইতেছে। হে ঈশ্বর, আমরা সত্যসকল বলি। ভাল ভাল কথা বলি, নীতির কথা বলি, ধর্ম্মের কথা বলি, পুরাতন বেদান্তের কথা বলি। যাহাতে পৃথিবী চমকিয়া উঠে, আর নববিধান জাঁকিয়া উঠে, সেই সব কথা ইঁহারা বলুন। আবার বলি, মা, যাহা গোপনে শুনিয়াছি, তাহা বলিতে হইবে। মা, অভয় দান কর। আমাদের ভীরু মন বড় ভীত

হয়েছে। এবার ভয় বারণ কর; মা, নূতন কথা বলিতে ভয় পাইব কেন? সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছি, তোমার বিচারালয়ে সত্যসাক্ষ্য দিব। স্বয়ং পরব্রহ্ম বিচারপতি। গা কাঁপে ভয়ে, কাহার কাছে সাক্ষ্য দিতে হইবে। কোন ভাই মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। যাহা বিশ্বাস কর, মান, মানা উচিত, তাহাই বল। হে করুণাসিন্ধো, হে দয়াময়, আমাদিগকে দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা ঐ চরণতলে পড়িয়া যাহা শুনিব, নববিধানের সমুদয় সত্য পৃথিবীর কাছে, তোমার পুত্র কন্যাদের কাছে নির্ভয়ে যেন প্রচার করিতে পারি, এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

যুগলরূপ-সাধন

(কমলকুটীর, রবিবার, ১৪ই চৈত্র ১৮০৩ শক;
২৬শে মার্চ্চ, ১৮৮২ খৃঃ)

হে অনন্ত করুণা, জীবন্ত পিতা, আকাশে সূর্য্য এবং চন্দ্র, পৃথিবীতে অগ্নি এবং জল তোমার রাজ্যের বিচিত্রতার পরিচয় দিতেছে, এবং একটি অমূল্য তত্ত্ব শিখাইতেছে। এক বস্তুতে তেজ, আর এক বস্তুতে কোমলতা, দুইয়ের সামঞ্জস্য তোমার জগতে। ইহা হইতে এই কথা উদ্ভাবন করিয়া লইতে চাই যে ঠাকুর, ধর্ম্মজগতেও এইরূপ, আকাশে দুইটি, পৃথিবীতে দুইটি। স্বর্গে আমাদের ধর্ম্মরাজ পিতা এবং স্নেহময়ী মাতা, আবার পৃথিবীতে আমরা পুরুষ এবং নারী। দক্ষিণ হস্ত এবং বাম হস্ত, সূর্য্য এবং চন্দ্র, তেজ এবং কোমলতা, আমরা দুই ভাব লইয়া ধর্ম্ম সাধন করিব। ধর্ম্মের একাঙ্গ সাধন অধর্ম্মের কারণ হয়। দুই অঙ্গ ধর্ম্ম যখন সুচারুরূপে মিলিত হয়, তখন তোমার প্রকাণ্ড ধর্ম্মরাজ্যে আমরা সকল

প্রকার সামঞ্জস্য দেখিতে পাইব। তোমাতে পুণ্য তেজরূপে, ভালবাসা জ্যোৎস্নারূপে বাস করিতেছে। যুগলমূর্ত্তি সাধন করিতে হইবে। প্রেমস্বরূপ, তোমার মন্দিরে, পবিত্র উপাসনাস্থানে, যেখানে হরিনাম হয়, সেখানে পুরুষের বামে স্ত্রী থাকিবে; এবং দুজনে একত্র হইয়া তোমার প্রেমপুণ্যের নাম সাধন করিবে। ২০ বৎসর ধর্ম্মের খেলাতে এই বুঝিলাম, ধর্ম্ম-সাধন পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ স্ত্রী পুরুষ দুজনে মিলিত না হয়। ঈশ্বর, তুমি যাহাদের বাঁধিয়াছ, যে দম্পতি তোমার কাছে একসূত্রে বদ্ধ হইয়াছে, সাধ্য কি, পৃথিবী তাহাদিগকে ভিন্ন করে? যদি করে, মহা অনিষ্ট হয়। হে ধর্ম্মরাজ, হে পতিতপাবন, যদি বর্ত্তমান বিধানে তোমার এই বিধি হয়, তবে সকলে একত্র হইয়া ভজন সাধন করি। সকলে সংসারতীর্থের ভিতর ধর্ম্মকে অন্বেষণ কর, ধর্ম্মের অক্ষয় ফল সঞ্চয় কর। দুই না হইয়া এক হও। হে ঈশ্বর, আমরা প্রত্যেকে আপন আপন স্ত্রীকে ধর্ম্মমন্দিরে টানিয়া আনিব, এবং যদি তোমার কাছে যাই, দুইজনে যাইতে চেষ্টা করিব। হে ঈশ্বর, এই অবাধ্য মস্তক তোমার কাছে নত হউক। সময় আসিয়াছে, যখন প্রত্যেকে আপন আপন সহধর্ম্মিণীকে লইয়া তোমার ধর্ম্ম সাধন করিবেন। তোমার এই আজ্ঞা আসিয়াছে। পিতঃ, বামে যদি স্ত্রীকে বসাইতে চাও, তবে তুমি দয়া ক'রে আসন দিয়া তাঁহাকে বসাও। দুইটি দুইটি পথের পথিক হইয়া তোমার ধর্ম্ম সাধন করিব। তোমার কোলে দুই সন্তান, ঈশা এবং শ্রীগৌরাঙ্গ; তোমাতে পুণ্য এবং আনন্দ দুই। তোমার দাস আসিল, দাসীকে ডাক। দাস দাসী দুই মূর্ত্তি পৃথিবীতে; স্বর্গে পিতা মাতা দুই মূর্ত্তি। দয়াময়, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার এই যুগলরূপ-সাধনের নূতন বিধি আদর করিয়া মস্তকে ধারণ করি এবং কায়মনোবাক্যে তাহা সাধন করি। [মো] শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দাস ও দাসী

(কমলকুটীর, সোমবার, ১৫ই চৈত্র, ১৮০৩ শক ;
২৭শে মার্চ্চ, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াল প্রভো, হে চিন্তামণি, আমরা কেমন হইব? ঠিক দাসের মত, আজ্ঞাধারী ভৃত্যের মত। যেমন তোমার মুখ হইতে অনুজ্ঞা বাহির হইবে, "বিবেক দাও, ভক্তি দাও", অমনি যেন তোমার আদেশ পালন করিতে পারি। ইহা ভিন্ন জীবের পরিত্রাণ হইতে পারে না। আনুগত্যই পরিত্রাণ, প্রভুর সেবাই সুখ। কেন পারি না তোমার কথা শুনিতে? তুমি যখন কাম ক্রোধ সংসারাসক্তি ত্যাগ করিতে বল, কেন পারি না? আমরা তোমার মতে চলি না, নিজের মতে চলি। আমরা সমস্ত দিনের মধ্যে তোমার কটা কথা শুনি? কটা কথা শুনিয়া চলি? তোমার আজ্ঞা শুনিলেই আমাদের কল্যাণ হয়, তোমার নববিধানের রাজ্য স্থাপন হয়, কল্যাণের রাজ্য স্থাপন হয়। তোমার আনুগত্য যেন স্বীকার করি। তোমার আজ্ঞা যেন পালন করি। পালন করি না বলিয়া কষ্ট পাই। আমরা দিনের মধ্যে যতবার তোমার কথা শুনি ও মানি, যেন তাহার মত কাজ করি। তোমার ঈশার মাথায় কেন গৌরবের মুকুট পরাইলে? তিনি তোমার আজ্ঞা পালন করিলেন বলিয়া। অতএব, মা, এই দেবী-সন্তানের দৃষ্টান্ত আমাদিগকে গ্রহণ করিতে দাও। এই তোমার দাস এবং দাসী যেন সকল প্রকার পাপ-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, যত প্রকার পাপাসক্তির ব্যবধান আছে, তাহা যেন দূর হয়। হে পরমেশ্বর, আমরা দুই জনে, তোমার দাস এবং দাসী, তোমার হাত ধরি, ধরিয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিব। তোমার মন্দির ঝাঁট দিব। তোমার ইচ্ছামত সন্তান পালন করিব। তোমার সেবা করিব। মা, তোমার সন্তান

এই তোমার দাসীকে লইয়া আসিল। এখন যাহাতে দুজনে উদ্ধার হই, তাহাই কর। একলা নয়, কিন্তু সস্ত্রীক পরিত্রাণ অন্বেষণ করিতেছি। দেবি, নিরাশ করিও না; তাহা হইলে তোমার নববিধান পূর্ণ হইল। সকলে আসুন। দলে দলে, যোড়া যোড়া আসুন; দাস দাসী হইয়া আসুন। প্রতিজন আপন আপন ভার্য্যা বামে লইয়া আসুন। এই জলপ্লাবনের সময় সকলে যোড়া যোড়া হইয়া, নববিধানতরীতে আরোহণ করিয়া, জলপ্লাবন হইতে বাঁচুন। এই যোড়া যোড়া মিলিয়া নূতন নূতন দেশ স্থাপন করিব। দুজনে যদি খুব এক হইয়া যায়, তাহা হইলে অধর্ম্ম থাকিবে কেন? শরীরের সম্বন্ধ গেল, দুজনে মিলিয়া সংসার করিবে। দাস দাসী কেবল তোমার ঘর পরিষ্কার করিতে লাগিল, তোমার সেবা করিতে লাগিল। দয়াময়, বিবাহের সময় আসিয়াছে। পুরাতন বিবাহ উজ্জ্বল করিবার সময় আসিয়াছে। হরি হে, যদি এই হুকুম হইল, তবে হুকুম পালন করি। মা চান, দুই কোলে দু'জনকে রাখিবেন। তিনি ডাকিতেছেন, সকলে আয় না। সকলে দৌড়ে আয়, শাঁখ বাজাইতে বাজাইতে আয়, স্তব স্তুতি করিতে করিতে আয়। হে করুণাসিন্ধো, দয়া করিয়া আশীর্ব্বাদ কর এই আত্মাগুলিকে, ইহারা যেন ত্বরায় সঙ্গী আত্মাগুলিকে সঙ্গে লইয়া, যুগলরূপে ধর্ম্ম সাধন করিতে করিতে, তোমার নববিধান পূর্ণ করিতে পারে। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আমাদের কার্য্য

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ১৬ই চৈত্র, ১৮০৩ শক ;
২৮শে মার্চ্চ, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনশরণ, হে পাপীর গতি, যদি এখনই আমাদের জীবন শেষ হয়, এই মুহূর্ত্তে যদি আমরা ইহলোক ছাড়িয়া পরলোকে যাইতে পারি, তাহা হইলে কি আমরা আহ্লাদিত হইয়া যাইতে পারি ? কাজ কি শেষ হইয়াছে ? তোমার নিকট হইতে যে ভার লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা কি করিয়াছি ? হে পরমেশ্বর, দুটি জিনিষের হিসাব তোমার নিকট দিতে হইবে। একটি মনের ভিতর পুণ্যসঞ্চয়, আর একটি বাহিরে আমাদের প্রতিভা জীবদের জীবনে স্থাপন। সঙ্গের সঙ্গী কেবল খাঁটি জমাট পুণ্য। তাহাই যদি হৃদয়ে থাকে, অর্থাৎ কুচিন্তা অহঙ্কার রাগ লোভ কাম এ সব যদি মনে না থাকে, মন বিবেকী হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার সন্তান হাসিতে হাসিতে স্বর্গধামে চলিয়া যাইবে। তোমার কাছে খাঁটি না হইলে, কিছুতে পরলোকে যাইবার উপযুক্ত হইব না। হাজার কেন সত্য অনুষ্ঠান করি, প্রচার করি, বই লিখি, রাস্তায় রাস্তায় নেচে নেচে গান করি, তাহা তুমি গ্রাহ্য করিবে না, যদি লোকের ভিতর প্রতিভা স্থাপন না করি। প্রতি প্রচারক কতকগুলি লোকের জীবন প্রস্তুত করিবেন, সেই লোকেরা তাঁহার লেখা পুস্তক হইবে। তবে তুমি তুষ্ট হইবে। মা, তুমি লক্ষবার বলিয়াছ, ফল প্রসব না করিলে, তোমার বাগানে রাখিবে না। এক এক গাছে হাজার ফল ফলিবে। এক এক প্রচারক-বৃক্ষে হাজার ফল ফলিবে, তা সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। তুমি যে বলিয়াছিলে, পৃথিবীতে আসিয়া আমরা মানুষ তৈয়ার করিব, পরিবার গঠন করিব। মা, কৈ জ্ঞানে, প্রেমে, নববিধানের ভাবে

কাহাকে গড়িয়াছি? কোন পরিবারকে গড়িয়াছি? হরি, অবশিষ্ট জীবন যাহাতে এই বিষয়ে মনোযোগী হই, তাহাই কর। দয়াময়ি, রাশি রাশি পুণ্য দাও আমাদের হৃদয়ে। আমরা যেন বলিতে পারি যে, আমরা নববিধান দিয়া অনেককে প্রস্তুত করিতে পারিয়াছি। শীঘ্র শীঘ্র সকলে কাজ করিয়া লউক, যে কাজের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছি। পাপ দূর হউক। হে অগতির গতি, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে অসার কাজ ছাড়িয়া, যাহার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছি, সেই কাজ করিতে পারি, এই প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

সময়ের উপযুক্ত হই

(কমলকুটীর, বুধবার, ১৭ই চৈত্র, ১৮০৩ শক ;
২৯শে মার্চ্চ, ১৮৮২ খৃঃ)

হে পিতঃ, যাহা বলি, তাহা যেন বিশ্বাস করি। যাহা বিশ্বাস করি, তাহা যেন বলি, এ প্রার্থনা এখন খাটে না। কারণ আমরা আগে অনেক কথা বলিয়াছি, যাহা বিশ্বাস করি না, সন্দেহ করি। এই কথা এখন বলি, যাহা বলিয়াছি বা বলি, তাহা যেন অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি। দয়াময়ি, এ আমাদের সাধারণ সমাজ, সাধারণ ধর্ম্মবিধান, সাধারণ ব্যবস্থা নহে। সেই যে আমরা বলিয়াছি, যে জগৎ ঘুরিতে ঘুরিতে কখন সূর্য্যের খুব নিকটে আসিয়া পড়ে। এখন সেই সময়। শ্রীগৌরাঙ্গের সময়, ঈশার সময়, বুদ্ধের সময় আসিয়াছিল ; আর এই এক সময়। আমাদের জগৎ পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেই জায়গায় আসিয়াছে, যেখানে ঈশার জগৎ আসিয়াছিল, শ্রীগৌরাঙ্গ যেখানে নাচিয়াছিলেন, বুদ্ধ যেখানে নির্ব্বাণ

সাধন করিয়াছিলেন। আমরা মুখে বলিয়াছি এ কথা, এখন যেন তাহা বিশ্বাস করিতে পারি। নতুবা পৃথিবী আমাদিগকে প্রবঞ্চক কপট বলিবে। পৃথিবী সেই উন্নত স্থানে আসিয়াছে, সেই ধর্ম্ম-সূর্য্যের নৈকট্য অনুভব করিতেছে। কিরণ গায়ে লাগিতেছে, ভারি নিকটে আসিয়াছে। হে ঈশ্বর, সহস্রবার তোমায় ধন্যবাদ করি যে, এই পাপী বাঁচিয়া রহিল সে সময়, যে সময় পৃথিবীর উদ্ধারের সময়। স্বর্গ চুপি চুপি ডাকিলে, পৃথিবি, তুমি নাকি শুনিতে পাও? ঈশা, মুষা, তোমরা নাকি বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া পৃথিবী দেখিতে পাও? আহা কি সুখের সময়। কিন্তু এ সময় আর থাকে না বুঝি। এইবার গড় গড় করিয়া গাড়ি ষ্টেশন হইতে চলিয়া যাইবে। কত শতাব্দী পরে তোমার বাড়ীর কাছে আসিয়াছি, কি সৌভাগ্য! এইবার কাছে থাকিতে থাকিতে, ভাল করিয়া তোমার রূপ দেখিয়া লই। খানিক পরে গাড়ী সরিয়া গেলে, সকলে কাঁদিবে। ওরে মন, যদি কাঁদ্‌বি ইহার পরে, তবে আমোদ লুটিয়া লও। জীব, এইবার স্বর্গে নিশান উড়িতেছে, দেখিয়া লও। স্বর্গে ঈশা মুষা কীর্ত্তনে বাহির হইয়াছেন, দেখিয়া লও। মহোৎসবের সময় দেখিলাম ভাল, শুনিলাম ভাল, হইলাম না ভাল। প্রেমসিন্ধো, দুঃখী দুঃখিনীদের হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, সকলে যেন মনের সাধে দেখিয়া লইতে পারি। জগদীশ্বর, এখন যদি ঈশা বুদ্ধের জায়গায় পৃথিবী আর আমরা দাঁড়াইয়া থাকি, তাহা হইলে এমন অনুপযুক্ত হইলে হইবে না, আমাদের মধ্যে তাঁহাদের ভাব চাই, সে রকম জীবন চাই। প্রাণের হরি, পুণ্য শান্তি দাও। পরিবার শুদ্ধ করিয়া লও। মা, কেবল কি মুখের কথা বলিতেছি? না, হবে কিছু? এই জায়গায় কি ঈশা দাঁড়াইয়াছিলেন। এই জায়গায় দাঁড়াইয়া কি বলিয়াছিলেন যে, আমার পিতার বাড়ীতে অনেক ঘর? পরমেশ্বর, তব কৃপায় শুভক্ষণ দেখিয়াছি, খুব মহোৎসবের সময় জন্মিয়াছি।

এখন এই সময়ের উপযুক্ত যাহাতে হই, তাহাই কর। এ সব স্ত্রী পুত্র পরিবার সংসার মানি না। ধর্ম্মের সংসার, ধর্ম্মের সম্পর্ক, নূতন সংসার, নূতন পরিবার স্থাপন করি। এখানে সংসারের কান্না চলে না। এখানকার মত লইয়া চলিতে হইবে। মা জগজ্জননি, মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ। আমাদের সকলকে জাগাইয়া দাও। উপযুক্ত করিয়া দাও। মার নামে রণভেরী বাজাইয়া নববিধান পূর্ণ করি। আর বিষয়ী সংসারী পাপী হইলে চলিবে না। এই লোকগুলোকে বাঁচাও। ঈশার মত, মুষার মত কাজ করুক, অন্য কাজ ইহাদের নহে, নহে, নহে। ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরি, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন সময়ের উপযুক্ত কাজ করিয়া, স্থানের উপযুক্ত কাজ করিয়া, আমরা এ জীবনকে শুদ্ধ করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অনলস কার্য্য

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ১৮ই চৈত্র, ১৮০৩ শক,
৩০শে মার্চ্চ, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনশরণ, হে পাপীর গতি, আমরা কি ভাবে শেষ জীবন কাটাইব? আমাদের রোগ, শোক জিজ্ঞাসা করিতেছে, কি ভাবে আমরা জীবনের অবশিষ্ট ভাগ কাটাইব? দৌড়িয়া কাটাইব, কি শান্ত-ভাবে কাটাইব? হে প্রেমময়, খুব উৎসাহ চাও, না, এখন শান্ত যোগ চাও? সিংহের আস্ফালন চাও এখনও, না, তপস্বীর যোগ নির্জ্জন সাধন চাও? হে ঈশ্বর, জিজ্ঞাসা করিতেছি আমরা, উত্তর দাও। তোমার কি ইচ্ছা? এখনও এই ভগ্ন শরীর সেই রকম করিবে? করুক। ভারতে তোমার মন্দির-স্থাপন হইল কৈ? লোকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া

একবার তোমাকে ডাকে, জীবনে সাধন নাই; বিষয়চক্রে ঘুরিতেছে। তোমার আসল মন্দির অধিক নাই। এই অবস্থাতে আপনা আপনি বুঝিতেছি, এখনও উৎসাহ চাই, দৌড়াদৌড়ি চাই, দেশ কাঁপান চাই। রুগ্ন শরীর বলে, এখন এত কিরূপে পারিব? কিন্তু তোমার আজ্ঞা। তবে, ঠাকুর, আর বিলম্ব কেন? প্রহার কর। জানিয়ে দাও, তুমি ছাড়িবে না। তোমার দাস হইয়াছি, এই আমাদের গৌরব ও মহত্ত্ব। আর ইহার সঙ্গে শান্তভাবে সাধন ভজন করিতে বল, তাহাও করিব। ঠাকুর, তুমি বলিতেছ, আর দিন কতক খাট, দৌড়াদৌড়ি কর, তার পরে কোলে করিব। দয়াময়ি, আমাদের মাথায় তোমার আশীর্ব্বাদ আসুক। তোমার আজ্ঞা যেন আমরা পূর্ণ করি। ছেলে মানুষের মত, যুবার মত খুব ধুমধাম করিতে হইবে। যদি তোমার এই আজ্ঞা হইল, তবে জাগাইয়া তোল। অলসদের পরিশ্রমী কর, খাটাও। মা, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। স্বর্গেতে যেমন, পৃথিবীতে তেমনি তোমার পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তোমার দাসেরা আপনাদের রুচি ত্যাগ করুক। বলুক, প্রভু যা বলেন, তাই হউক। বাহুকে পরিশ্রমী কর। বিশ্রামের সময় পরে আছে। আমাদের মধ্যে খুব উৎসাহ হউক। আমরা খুব কাজ করি, লোক তৈয়ার করি, তাহার পরে তুমি বলিবে, "আচ্ছা, তোমরা বিশ্রাম কর, এ সব লোকেরা তোমাদের কাজ করুক।" দয়াময়ি, এ সময়ের উচিত কাজ করি। সকল সাধুদের স্মরণ করিয়া, তোমার কাজে আমরা পরিশ্রমী হই, কৃপাময়ি, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ব্রহ্মবাণী-শ্রবণ

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ১৯শে চৈত্র, ১৮০৩ শক ;
৩১শে মার্চ্চ, ১৮৮২ খৃঃ)

হে প্রেমের সাগর, হে জীবের উদ্ধারকর্ত্তা, মনের মধ্যে তোমার বাণী-শ্রবণ স্বাভাবিক অবস্থা করিয়া দাও। তুমি প্রত্যেকের হৃদয়ে তোমার কথা শুনিবার ক্ষমতা স্থাপন কর। নতুবা নববিধান নববিধানরূপে পরিণত হইবে না। হে ঈশ্বর, তুমি কি এরূপ মনে করিয়াছ যে, এবার নববিধান মানব-বুদ্ধিকে একতা দিবে এবং ভ্রম অন্ধকারে পড়িলে আলোক দিবে? এবার কি বিবাদ-বুদ্ধি যাবে? তুমি কি মনে করিয়াছ, মানুষ এক ব্রহ্মবাণী শুনিবে, এক কথা শুনিয়া চলিবে, এক পথ ধরিবে, তোমার এক বিধি গ্রহণ করিবে? তাহাই যদি তোমার অভিপ্রায়, তবে সেই শুভদিন আমাদের ভিতর আসুক। বুদ্ধি ঠিক কর, তাহা হইলে প্রেম হইবে, মিল হইবে। নতুবা সকলে পাঁচ পথ ধরিবে, অমিল হইবে, প্রেম শুকাইবে। হে পিতঃ, যদি আমাদের সমস্ত জ্ঞান তোমার প্রদত্ত জ্ঞান হয়, তাহা হইলে ভাবনা আর রহিল না। মানুষ অন্তরের সহিত তোমাকে ডাকিয়া, কখন কি বিভ্রান্ত হইয়াছে? হে ঈশ্বর, ভ্রমনিবারণ নাম ধর; ধরিয়া আমাদের মনে ভাল বুদ্ধি দাও। আমরা এই সহজ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি যে, যখন তুমি আমাদিগকে ব্রহ্মবাণী শুনিতে দিবে, তখন আমাদের ভ্রম তুমি রাখিবে না। আমরা কুবুদ্ধির ভিতর দিয়া যেন কুপথে না যাই। সকলকে এক কর। ব্রহ্মবাণী শুনিতে দাও, তাহা হইলে তো সন্দেহ আর হইবে না। তুমি এই উপাসনাঘরে বসিয়া খুব স্পষ্ট করিয়া বলিতেছ, "এই কাজ কর, এই কাজ করিও না, অমুক জিনিষ ছুঁইও না, তোমার রুচি এই রকম কর, তোমার এই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে,

তাহা তুমি কর।" হে দয়াময়, আমরা শুনিতে যদি না পাই, বড় দুঃখ। তুমি নিশ্চয় কথা কহিতেছ। যেমন পাখী ডাকে, কাণে নিশ্চয় শোনা যাইতেছে, তেমনি ব্রহ্মপক্ষী ভিতরে সুর করিয়া কথা বলিতেছ, নিশ্চয় শোনা যায়। হে দয়াময়, জানিতে দাও, শুনিতে দাও, বুঝিতে দাও। বিভ্রান্ত হইতে দিও না, যেন সেই সাধন করি, যে সাধনে তোমার কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাইব। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পবিত্র সুখ

(কমলকুটীর, শনিবার, ২০শে চৈত্র, ১৮০৩ শক ;
১লা এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, গতিনাথ, যদি সুখী করিলে, তবে ভাল করিয়াই সুখী কর। সুখের দোষ না থাকে, এমন উপায় কর। হে দীনদয়াল, তোমারই পূজা অর্চ্চনায় আমাদের আনন্দ এবং তোমারই অর্চ্চনায় আমরা সুখী থাকি, এই তোমার অভিপ্রায়। কিন্তু আমরা অন্য কার্য্য করিলে কি সুখ হয় না? তাহাও হয়। সেইটি দয়া ক'রে বন্ধ ক'রে দাও; যে কাজ করিতে তুমি বলিলে না, সে কাজ যেন আমরা না করি। মা, তোমার নিকট হইতে একটু সুখ পাইলে, আমরা খুব সুখী হইব। যদি পবিত্রাত্মা হইতাম, অন্যায় বিষয়ে কখনও সুখ হইত না। আমি যদি দয়া ধর্ম্ম না করি, ঝুটো মিথ্যা কথা বলি, মায়াতে বদ্ধ হইয়া উপাসনাদির নিয়ম লঙ্ঘন করি, সে দিনও সুখ হয়। সেইটি হইতে দিও না। তোমার সম্বন্ধে আমার ধর্ম্ম স্থির কর। তোমার হাসি মুখ দেখিলে সুখী হইব। যদি পাপ করিয়া তাহা দেখিতে না পাই, তাহা হইলে খুব দুঃখিত হইব।

তোমার প্রসন্নতা পাইলেই সুখী হইব, আর কিছুতে নয়। সুখশান্তি পবিত্র করিয়া দাও। নামে ভক্তি, জীবে দয়া সাধন করিতে করিতে, সেই যে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সন্তোষ-রস হয়, তাহাই দাও। তাহাই দাস তোমার নিকট চাহিতেছে। অনেক দিন কষ্ট পাইতেছি, এবার যেন সুখী হই। অশুদ্ধ সুখ হইতে উদ্ধার কর। শুদ্ধ সুখ দাও। তোমার ধর্ম্ম-সাধনের সুখ, তোমার কথা শুনিবার সুখ, তোমাকে ভালবাসিবার সুখ, এই সমুদয় দাস তোমার নিকটে চাহিতেছে। দয়াময়, শুদ্ধ সুখে আমাদিগকে সুখী কর, আমরা পৃথিবীর অন্যায় সুখ ত্যাগ করিয়া, ন্যায়সঙ্গত ধর্ম্মের সুখে সুখী হই, আমাদিগের এই প্রার্থনা। সুখের ভিতরে যেটুকু বিষ আছে, সেটুকু বিনাশ কর। নির্ম্মলা শান্তি দাও। শুদ্ধ সুখরস পান করি। প্রতিজ্ঞা করিয়া ধর্ম্মব্রত পালন করিব, যে পাপ করিব না; পাপ করিয়া যে সুখ হয়, তাহা আমরা লইব না। মা আনন্দময়ীর আদেশ পালন করিতেছি, ইহাতে যে সুখ, তাহা আমাদিগকে দাও। হে জননি, সংসার যদি সুখী করে, তোমার সম্পর্কে যেন সুখী করে। দয়াময়, আর কিছুতে সুখী হইব না, তোমাতে কেবল সুখী হইব। হে করুণাময়ি, দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সুখের লোভে পাপ-পথে না যাই, কিন্তু শুদ্ধ থাকিয়া সুখী হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

অস্থিরতার মধ্যে অচল

(কমলকুটীর, রবিবার, ২১শে চৈত্র, ১৮০৩ শক ;
২রা এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে হৃদয়ের সার ধন, পৃথিবীর সকল দিন সমান যায় না। হে হরি, নদীর জল আজ বাড়ে, আজ কমে; চন্দ্রের কখন হ্রাস, কখন বৃদ্ধি; কখন শীত, কখন গ্রীষ্ম; কখন যৌবন, কখন বার্দ্ধক্য; এই প্রকার পরিবর্ত্তন চারিদিকে। আমাদের অবস্থাও কখন ঠিক থাকে না; কিন্তু এই সকল অস্থিরতার মধ্যে তোমার বিশ্বাসী স্থির থাকেন। তোমার সাধু ভক্তেরা বাহিরে নানা প্রকার অবস্থার চাঞ্চল্যের ভিতর স্থির থাকিতেন। হরি, যাহারা অস্থির, তাহারা নীচ, হীন। আর বাহিরের অবস্থা যাহাই হউক না কেন, অন্তরে মেঘ নাই, বৃষ্টি নাই, অন্ধকার নাই, পরিষ্কার, এইরূপ অবস্থাই প্রার্থনীয়। আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া বায়ুস্রোতে একবার এদিক, একবার ওদিক—একবার সুখ, একবার দুঃখ—একবার রোগ, একবার স্বাস্থ্য—এইরূপে চালিত হইতেছি। তোমার বিশ্বাসী যাহারা, তাহারা নড়ে না; বড় জল পড়িলে হিমালয় ভাঙ্গে খানিক খানিক, কিন্তু তোমার বিশ্বাসী অচল অটল। ঈশ্বর, তোমার প্রহ্লাদকে পৃথিবী কি না করিল ? প্রহ্লাদ কি বলিল ? অত পরীক্ষার মধ্যে স্থির হইয়া রহিল। এইটি হওয়া, ঠাকুর, বড় শক্ত। আমাদের অবস্থার বদল হইলেই মনের বদল। হে প্রেমস্বরূপ, তুমি যদি আমাদিগকে আন্তরিক দৃঢ়তা দাও, এই অবস্থায় অস্থিরতার মধ্যে স্থির থাকিতে পারি। বাহিরে সুখ হোক, দুঃখ হোক—রোগ হোক, সুস্থ থাকি—কষ্ট হোক, বিপদ হোক—মন স্থির শান্ত থাকিবে। কাঙ্গালের প্রভো, আমাদিগকে দয়া করিয়া বাহিরের অবস্থার অতীত

করিয়া দাও। বাহিরের কোন অবস্থা আমাদিগকে যেন টলাইতে না পারে। ব্রহ্মপাদপদ্মে মন যেন চিরস্থির থাকে। মনের রাজ্য কৈ, যেখানে ভক্ত বাস করিবেন? এ তো বাহিরের রাজ্য। অন্তরের রাজ্য কৈ, ঠাকুর? যেখানে শীত গ্রীষ্ম কিছুই নাই, যেখানে পাহাড় নিম্নভূমি কিছুই নাই। কোথায় সেই শান্তির রাজ্য, যেখানে যোগী নিত্য শান্ত হইয়া ধ্যানে বসিবেন, সেই রাজ্যে লইয়া চল আমাদিগকে। সেই অনন্ত প্রেম পুণ্যের রাজ্যে আমাদিগকে লইয়া চল। সেই রাজ্য স্থির, শান্ত, সেখানে "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ" নিয়ত উচ্চারিত হইতেছে। সেখানে পাপের উপদ্রব নাই, সেখানে কোন প্রকার চাঞ্চল্য নাই, সেখানে জল স্ফীত হয় না, কমে না, সেখানে বার্দ্ধক্য নাই, রোগ নাই, সেখানে গ্রীষ্ম নাই, সেখানে অন্ধকার নাই। প্রেমময়, সেই ঘরে আমাদিগকে দয়া করিয়া লইয়া চল। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন অবস্থার অতীত হইয়া, স্থিরভাবে তোমার শ্রীপদ সাধন করিতে পারি এবং সকল প্রকার চাঞ্চল্যের ভিতর দিন দিন শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

রূপ দেখিয়া উন্মত্ত

(কমলকুটীর, সোমবার, ২২শে চৈত্র, ১৮০৩ শক ;
৩রা এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনদয়াল হরি, যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম তাপিত প্রাণের একমাত্র শান্তি, যাঁহার ধন ঐশ্বর্য্য দীন দুঃখীর একমাত্র আশা ভরসা, সেই তোমার কাছে

আমরা এই ভিক্ষা করিতেছি, যুগে যুগে ভক্তেরা তোমার যে-রূপ দেখিয়া মত্ততার অবস্থা পাইয়াছিলেন, সেই রূপ দেখাও। সকলে বলে, তোমার রূপ এক। কিন্তু এক হইলেও সকলে এক রূপ দেখে না কেন? তোমাকে বৈরাগীরা এক রকম, ভক্তেরা এক রকম, যোগীরা এক রকম, সংসারীরা এক রকম দেখে। কেহ দেখিবামাত্র আনন্দে কাঁদিয়া উঠিল, কেহ দেখিয়াও শুষ্ক মন লইয়া রহিল। এক হইয়াও তুমি কত রকম হইয়া প্রকাশিত হও। দয়াময়, এমন সময় আছে, তোমাকে কত ডাকিলাম, কিন্তু তেমন আনন্দ হয় না। আবার এমন সময় আছে, তোমাকে দয়াল বলিয়া ডাকিবামাত্র প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। হরি হে, আমার মনে এই হইতেছে যে, দেখিতে যদি হয়, তবে সেই রকম করিয়া দেখিতে হয়, যাহাতে তোমার পায়ে মাথা রাখিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, সাধু হইতে ইচ্ছা হয়, পাপে ঘৃণা হয়, খুব সামান্য পাপ করিতেও ঘৃণা হয়। মা হইয়া আসিলে যদি, এমন ভাবে দেখা দিয়া যাও যে, চিরকাল মনে থাকিবে ; সে দেখা দিলে, আর কি আমাদের সংসারের লোভ হয়, আত্মা ক্ষীণ হয়? সেই যে মাতানো দেখা, যাহা যুগে যুগে ঋষি ভক্তেরা দেখিয়াছিলেন,—সেই এক দেখা, যে দেখা পাইলে আর সব ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হয়। পাপ ছাড়িতে কি আর গৌণ হয়? হরি, দেখা দিতে এসেছ, কাছে এস না? দুটো কথা কও। পায়ে পড়ি, রূপটা দেখাও, তাহা না হইলে দুর্জ্জনের পরিত্রাণ হইবে না। মা বলিয়া ডাকিয়া অমনি চরণতলে পড়িলাম, আর কোন দিকে যাইতে ইচ্ছা হয় না, কিছু করিতেও ইচ্ছা হয় না। দয়াল হরি, যদি দেখা দিলে, তবে আর একটু মাত্রায় দেখা দাও। যদি পাষণ্ডদলন নাম ধরিতে চাও, ঐরূপ ধর ; দেখি, আর মজি, আর পড়ি। আমরা সাধন করি, মা ব'লে খুব ডাকি। প্রেমসিন্ধো, কৃপাময়, গরীব বলিয়া ভাল করিয়া দেখা দিয়া,

যুগে যুগে যেমন মন চুরি করিয়াছ, তেমনি আমাদের প্রাণ মন চুরি কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

মা-ধন

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২৩শে চৈত্র, ১৮০৩ শক ;
৪ঠা এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

হে পরম দয়ালু, হে অকিঞ্চননাথ, নববিধানের মধ্যে মার আদর কৈ ? রাজার আদর, পিতার আদর, সৃষ্টিকর্ত্তার আদর, ব্রহ্মাণ্ডপতির আদর কিছু কিছু দেখিতে পাই ; কিন্তু জননীর আদর তেমন দেখিতে পাই না। আমরা কি জননীকে ভুলিলাম ? আমরা কি নববিধানের শ্রেষ্ঠতত্ত্ব সাধন করিলাম না ? যত কেন যোগ সাধন করি না, মা ব'লে না ডাকিলে সব মিথ্যা। জীবন মিথ্যা, দিন মিথ্যা। হরি হে, আমাদের কাছে তোমার মা-নাম আদরের নাম করিয়া দিলে। মার নামে নূতন নূতন গান বাঁধিয়া দিলে। বিপদ্‌কালে মার দরজায় আঘাত করিতে বলিলে, দুঃখের সময় মার কাছে কাঁদিতে বলিলে ; আর ছোট ছেলে যেমন মার কোল জড়াইয়া থাকে, তেমনি তোমাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে বলিলে। কিন্তু মা-নামটি ধরিয়া রাখিতে পারি না। আমাদের মত নরাধম যে তোমাকে মা বলিয়া হাসিয়া হাসিয়া ডাকিবে, তোমার অঞ্চল ধরিয়া বেড়াইবে, ইহা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট কথা। মা, সুখের ধর্ম্ম পাঠাইয়াছ, এবার মা-নাম করিয়া কাজ করি, সাধন করি, বেড়াই, এইটি করিতে হইবে। বাপের চেয়ে এবার মাকে বাড়াইতে হইবে। তুমি মা হয়ে অন্তঃপুরে সংসারের ব্যবস্থা করিয়া দিবে ; মা হইয়া হৃদয়ের ভিতর পরমাত্মীয় হইয়া থাকিবে। মা

বলিয়া না ডাকিলে চলে না। মা বলিয়া উন্মাদ হইয়া, তোমার নাম কীর্ত্তন না করিলে চলে না। আমাদের মা-ধন অতি সুন্দর ধন। মার কাছে যাই, মা মা সপ্তস্বরে সাধন ভিন্ন বৃদ্ধের উপায় দেখি না। মা, দিন গেল, এখন ক্রমে ভয় বিপদ বাড়িতেছে, পাছে নিরাশ হই, শুষ্ক হই, অবিশ্বাসী হই। ভয় হয় বলিয়া মাকে ডাকিব ; ভীত মনই তোমার হাত খুব জড়াইয়া ধরিয়া থাকে। আমাদের এখন যত ভয় হইবে, এদিক ওদিক তাকাইব না। মার বুকে মুখ রাখিয়া দিব। মার আদেশ শুনিব, মার কাজ করিব, মার মুখ দেখিব, আর মাঝে মাঝে মার বক্ষের সুধা পান করিব। কেবল ডাকি মা তোমায়, ক্ষুদ্র পশুশাবকের মত। বুদ্ধিবিহীন আমরা, আমাদিগকে কোল দাও। এখন চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া মাকে ডাকিব, এখন মা মা বলিয়া কিছুদিন ডাকিয়া লই, তোমার পা খুব জড়াইয়া থাকি। তোমায় যেন খুব ভালবাসি। সকল ব্যবস্থা তুমি করিয়া দাও, আমরা সংসারের সকল ভার তোমায় দিয়া, কেবল মা মা মা মা বলিয়া ডাকিব ; তাহা হইলেই জীবন সার্থক হইল, আনন্দ পূর্ণ হইল। মার মত মিষ্ট নাম নাই, মার মত ধন নাই। অতএব, জীব, মা ব'লে আদর করিয়া ডাক, ভাল করিয়া সুধামাখা মা-নামটি কর। হে দয়াময়ি, কাঙ্গালের জননি, এই গরীবদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন অবশিষ্ট জীবন মা বলিয়া ডাকিয়া, সকল পুণ্য শান্তি পাই ; কৃপা করিয়া, ভগবতি, এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পবিত্র অন্ন

(কমলকুটীর, বুধবার, ২৪শে চৈত্র, ১৮০৩ শক ;
৫ই এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

হে পিতঃ, পৃথিবী এটা স্বীকার করিবে না যে, স্বভাব চলে যায়, ঘসিলে মাজিলে স্বভাব বদ্‌লায়। আমরা একজন নয়, সকলেই এ দৃষ্টান্ত দেখাইলাম। ইহারা প্রেম করিতে জানে না। ভক্তেরা বলেন, ধর্ম্মের মহিমা কৈ রহিল, যদি কাল সাদা না হয়, কৃষ্ণাঙ্গ গৌরাঙ্গ না হয় ? এজন্য তাঁহারা চিরকাল বলিয়া গিয়াছেন, স্বভাব বদ্‌লায়। আমরা মরিবার পূর্ব্বে ইহা দেখাইয়া যাইব। হরি, দেখ, যাহারা ঈর্ষান্বিত রাগী লোভী, তাহাদের সেগুলো আছে কি না। যদি থাকে, তবে তো স্বভাব বদ্‌লায় না। যদি দেখিতাম, রাগী লোভী অহঙ্কারীরা এ দলে এসে, বিনয়ী লোভশূন্য ক্রোধশূন্য হইয়াছে, তবে পৃথিবীকে বলিয়া যাইতাম, এই দেখ, স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় ধর্ম্মের মহিমায়। হরি, এখনও উপায় যায় নাই। বদল হয়, ইহার প্রমাণ কি এ দলে সাব্যস্ত হইতে পারিবে ? এখনও যদি সম্ভব হয়, দুটো পাঁচটা বদল হউক। স্বভাব বদল হইল না বলিয়া, কাজগুলোও সেই রকম রাখিয়া যাইতে হইবে ? মা, স্বভাব তো বদল হইল না। কিন্তু, মা, চেষ্টা করিতে হইবে। গরীবের প্রার্থনা তোমার চরণে, এই প্রেরিতদের তোমার ঠাকুরবাড়ীর অন্ন খাওয়াও। পৃথিবীর লোকে যেন ইহার পরে বলে, মরণ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছে ; ঔষধ দিবার যে, ঔষধ দিয়াছে। মা, এখানকার লোকে কেবল তুমি যাহা দিবে, তাহাই খাইবে। কেবল তোমার টাকা, তোমার চাল, তাহা নয়, তোমার রান্না পর্য্যন্ত খাইবে। তুমি অন্নকে ধর্ম্মান্ন করিয়া, প্রচারকদের ডাকিয়া, তাহাদের উদরে পবিত্র করিয়া দিবে। ভবিষ্যতের লোকে যেন

জানিতে পারে, স্বর্গ থেকে শেষ পর্য্যন্ত ঔষধ দিয়াছে, মানুষ গ্রহণ করুক, আর না করুক। তোমার ঠাকুরবাড়ীর ভাত যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, আমরা কেন কুণ্ঠিত হই? হরির প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, হরির বাড়ীর অন্ন খাই। নববিধানের ভাত খাইয়া দেখি, ইহাতে ভিতরে নববিধান গজায় কি না। যতদিন বাঁচিয়া আছি, এই হস্ত দিয়া তোমার কাজ করিব। পবিত্র অন্ন আহার করুক, প্রচারকের হস্ত পবিত্র হইবে, জিহ্বা পবিত্র হইবে, শরীর পবিত্র হইবে। যে যাহা করিবে করুক, বিধান পবিত্র থাকুক, দরবার নিষ্কলঙ্ক থাকুক। হে মাতঃ, হে অন্নপূর্ণা, দয়া করিয়া তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন ভাই বন্ধু মিলিয়া, তোমার হস্তের সাত্ত্বিক পবিত্র অন্ন খাইয়া, প্রাণকে দিন দিন শুদ্ধ এবং সুখী করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

আমার দলের লোক

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ২৫শে চৈত্র, ১৮০৩ শক ;
৬ই এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

হে ভগবন্, তুমি বলিতেছ, কিছু হইল না, আমিও তাহাতে সায় দিতেছি। আসল কাজে নববিধান যদি নিষ্ফল হইয়া থাকে, তোমার সায় না দেওয়াই ঠিক। তুমি যদি বল, তুই তো কিছু পারিলি না, তাহা হইলে আমি আমার বিরুদ্ধে তোমার নিকট সাক্ষ্য দিব। অক্ষম হইব, আবার মিথ্যা কথা কহিব? কাজ কি? যাহা হইবার হইল, এখন তোমার কথা সত্য বলিয়া মানি। নববিধানের অর্থ এই, খুব বিভিন্নতা প্রভেদ থাকিলে প্রাণের ভাই বলা যায়, খুব মাতামাতি মেশামেশি হইতে

পারে। আর প্রতি জনের ভিতরই জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঈশা মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধ সকলের ভাব দেখা যাইবে। তাহা যদি না হইল, কেহ যদি একটু একটু ভক্তি, কেহ একটু একটু জ্ঞান, কেহ একটু একটু কর্ম্ম, কেহ একটু একটু বৈরাগ্য দেখান. তবে সে পুরাতন বিধি হইল, রথখানা উল্টো দিকে গেল। তুমি 'হইল না, হইল না' বলিয়া প্রতিবাদ করিয়া উঠিলে। তবে এ নববিধি নয়, পুরাতন বিধি। মা, আমি নীল লাল সাদা সব রঙ্গ লইয়া মালা গাঁথিতে চাই, কিন্তু যে রঙ্গ চাই, সে সব রঙ্গই দেখিতে পাই না। কেমন করিয়া মালা গাঁথি? মা, তুমি বলিতেছ, অলৌকিক কীর্ত্তি স্থাপন কর; সকলেই দেখিতেছি লৌকিক, কেমন করিয়া হইবে? কোটি টাকা দিয়া বাড়ী করিতে হইবে, এক পয়সাও নাই, কেমন করিয়া হইবে? চড়চড়ি রাঁধিতে হইবে, আলু, পটল, শাক, আর এই হইল থোড়, বেগুন, উচ্ছে; যে তিনটা চাই, তাহার একটাও নাই, কেমন করিয়া হইবে? ইহারা বৈরাগ্যের খাওয়া খাইবে না, যোগাসনে বসিবে না, ধর্ম্ম-সমন্বয় করিবে না, দায়িত্ববিহীন ফাঁকির কাজেই রহিয়া গেল। এ সব লোক কেন চিহ্নিত হইল? না, লোক ভাল; আমি পারিলাম না। তাহাই বুঝি? মাল মসলা ভাল, আমি পারিলাম না. এই দুইটিই ঠিক। এ মসলাতে আমি পারিব না। নব-বিধানের গঠনের সময় এঁরা অপারক হইলেন, ব্রাহ্মসমাজ-গঠনের সময় ইঁহারা খুব পারিতেন। এখন করিলে কি, হরি, এখন বৃদ্ধ বয়সে এত বড় ধর্ম্ম আনিলে? সে রকম লোক কৈ, সে রকম মসলা কৈ, সে তরকারি কৈ? ইহারা বলে, খুব ভালবাসিয়াছি, নাচিয়াছি, মত্ত হইয়াছি; আবার সে রকম করিব? পুরাতন লোকের প্রতি নবানুরাগ আবার কি? যাহা করিবার করিয়াছি, এখন আর হয় না। মা, আমার মনের মতন লোক চিরনবীন না হইলে হইবে না। ৭০ বৎসরে যে

লোহার কড়াই খাইতে পারিবে, সে রকম লোক না হইলে আমার হইবে না; পারি না যে বলে, এমন লোক আমার দলের নহে। ভাই ব'লে ভালবাসি, কিন্তু আমার কাজ তাহাদের দ্বারা হইবে না। যৌবনকালে ইঁহারা করিয়াছেন, তাহাতে বাহাদুরি কি? সে সকলেই করে। বৃদ্ধ বয়সে ইঁহারা আর পারেন না। অন্য লোকেও তাহাই করে। তবে আর নববিধান কি হইল? নববিধানের শত্রু হইলেন ইঁহারা। মা, বল না, মসলার কি দোষ আছে? এ লোকদের দ্বারা কি হইবে? বলুন ইঁহারা, আমি লোহার কড়াই খাইতে পারি, আমি ৮০ বৎসর বয়সে ১টা রাত্রি অবধি খাটিতে পারি। আমার ভক্তিবিশ্বাস টলে না, দলপতি যাহা বলেন, আমি প্রাণ দিয়া তাহা করিতে পারি। মা, তাহা যদি না বলেন, আমার মনের মত লোক হইল না। আমাকে উপায় করিয়াছিলে, যন্ত্রী হইয়া আমাকে যন্ত্র করিয়া দিলে, যন্ত্র ভাঙ্গিয়া গেল, যন্ত্র দ্বারা কিছু হইল না। মা, তবে আমি আর কি করিব? ইঁহারা দোকান ভাঙ্গিয়া দিলেন; আমি সন্ধ্যা অবধি জিনিষ লইয়া কি করিব? ইঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের অপরাহ্ণ অবধি থাকিয়া সরিয়া পড়িতেছেন। আমি কি করিব? পৃথিবী বলিবে, তবে তোর দোষ আছে, নতুবা পুরাতন লোকেরা তোকে ছাড়িয়া যায় কেন? তুই ইহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারের ভার গ্রহণ করিস্ নাই, তুই দুখানা কাপড় দিব বলিয়া একখানা দিয়াছিস্, তুই ইহাদের উপযুক্ত বেতন দিস্ নাই, তোর দলে যাব না, তুই মিস্ত্রী যেখানে, তোর অধীনে কাজ করিব না। মা, বসিয়া হাসি, বসিয়া কাঁদি; লোক যাউক না, তোমার কাজ বাকি থাকিবে না, তোমার মন্দির নির্ম্মাণ হইবেই। আমি একলা মিস্ত্রী হইব, কামার হইব, ছুতার হইব, একলা সুরকি মাথায় করিয়া আনিব, তোমার মন্দির নিশ্চয়ই প্রস্তুত করিব। ৪০ হাজার বৎসর পরে হউক, কিন্তু হইবেই। পরিত্রাণ তো হইবেই। তুমিও ব্যস্ত

নও, আমিও ব্যস্ত নই। তোমার কাছে দশ পনর হাজার বৎসর, পাঁচ লক্ষ বৎসর পাঁচবার হাই তুলিবার সময়ের মত। আর তোমার গরীব ছেলেও তোমার প্রসাদে ব্যস্ত না হইতে শিখিয়াছে। হইবেই হইবে। ইহারা চলিয়া গেলে কি আর হইবে না? ঐ যে আবার সাজের ঘরে লোক সাজিতেছে! ৫০ হাজার বৎসর পরেও তো আসিবে। মা, এ গরীব লোকগুলির কি হইবে, বল। পারি না, পারি না, আর কেন বলে? ইহাদের ভিতর ঈশা মুষার রক্ত আছেই। মনে করিলে এখনি অলৌকিক কার্য্য করিতে পারে। তবে পারি না বলিলে, আর কি হইবে? হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধো, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা "পারি না" এই শব্দ ত্যাগ করিয়া, তোমার আজ্ঞা প্রাণপণে যেন পালন করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

উপযুক্ত দল

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ২৬শে চৈত্র, ১৮০৩ শক ;
৭ই এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

ঠাকুর, একত্রে উৎসব করিলাম, সাধন করিলাম, আমোদ করিলাম, নাটক করিলাম ; তাহার পর সব ফাঁক কেন? বন্ধুরা বলেন, আমি পাপী ; আমি বলি, আমি পাপী। যত আমি আমার পাপ বুঝি, তত ইঁহারা আপনাদের সাধুতা বুঝুন ; গুরু শিষ্যে প্রণয় হইল না, মিল হইল না, এখানে আনুগত্য সম্ভব নাই। আমার মতে সকলের পাপ বাড়িতেছে। আত্মগ্লানি বশতঃ অন্ন আহারে অনিচ্ছা। ভাইয়ের চরণ ধরিয়া কাঁদা, ইহা আমি অনেক দিন দেখি নাই। আর কেহ দলপতি হইলে, শিষ্যের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ

করিতেন। সাধু বলিয়া লইতেন, সাধুতে সাধুতে মিলন হইত। কিন্তু, ভগবন্, যে নিজে আপনাকে এত পাপী ব'লে জানে, তাহার শিষ্য কখন হইবে না। আমার চরিত্র আমি বুঝি, আমার মত মানুষ আমার কাছে আসিল না বলিয়া, আমি পারিলাম না এবার। আমার মত পাপী কয়জন আমার কাছে আসিলে, তাহাদের লইয়া আমি কাজ করিতে পারিতাম। আর যাঁহারা আমার পূজ্যপাদ হইতে চান, তাঁহাদের দোষ ধরি, কিম্বা উপাসনার সময় তাঁহাদের ঠুকি, ইহা তাঁহারা ইচ্ছা করেন না, পূজনীয় হইয়া থাকিতে চান ; তাঁহাদের লইয়া আমার কাজ হইবে না। আমি আমাকে পাপী বলিয়া জানি, ইহাতে যে কল্পনার রং দেওয়া, তাহা নহে। এ কথা ঠিক। এজন্য আমার সঙ্গে মিলিবে না কাহারও। আত্মগ্লানির রথে ইঁহারা উঠিবেন না। ২৫ বৎসর পরে এত পাপের আলোচনা ইঁহারা শুনিতে চান না। "এত প্রেম ভক্তির সময় কেবল পাপ পাপ পাপ, এখন জীবন বেশ মধুময় হইয়া আসিয়াছে, বেশ সুখে আছি। একটু ভাইকে ভাল না বাসিতে পারিলে কি ক্ষতি ?" এই কথা সকলেই বলেন, কেবল আমি বলি না। ভগবন্, আমি যে বিশ্বাস করি, ভাইকে ভাল না বাসিলে ব্রহ্মদর্শনও হইবে না, স্বর্গে যাওয়াও হইবে না। রোজ বলি যে, "বল, ভাই, আমি পাপ করিয়াছি", কিন্তু তাহা কেহই বলেন না। আরও অগ্রাহ্য। মা, তোমার ছেলে তোমার রহিল। এখানে আমার চাকরি বন্ধ হইল। না ? আমি যতদিন আমার মত পাপী না পাই, আমার কাজ করা হইবে না। যাঁহাদের পাপ নাই, লোভ নাই, যাঁহারা কল্যকার জন্য ভাবেন না, যাঁহারা সাধু, তাঁহাদের সঙ্গে আমার মত বিষয়ী সংসারী, যে ছাপাখানার পয়সা আনিয়া খায়, তাহার সঙ্গে মিলিবে না। কাল হাতে কখন সুন্দর চরণ সেবা করা যায় না। আমি যদি আমাকে খুব নীতিপরায়ণ, খুব সাধু না বলি, ইঁহাদের সঙ্গে মিলিবে না। মা, এখানে চাকরি উঠিল

বলিয়া দুঃখ কেন? তোমার সংসারে ঢের কাজ, ঢের চাকুরি। ইঁহারা যদি সেবা না গ্রহণ করেন, ইহার পরের মনিবেরা লইবেন, যাঁহারা চৌদ্দ হাজার বৎসর পরে আসিতেছেন; মনের সুখে তোমার সংসারে খাব দাব, কাজ করিব। হে কৃপাময়, হে প্রেমসিন্ধো, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন অনুরাগে প্রেমে মিলিত হইয়া, এক অবস্থার হইয়া, উপযুক্ত দল হইয়া, সুখী হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভিক্ষাব্রত

(কমলকুটীর, শনিবার, ২৭শে চৈত্র, ১৮০৩ শক;
৮ই এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

হে প্রেমময়, ভিক্ষুকের মর্য্যাদা এই দেশের শাস্ত্রকারেরা চিরদিন গান করিয়াছেন। বিষয়ী সংসারীর কাছে ভিখারী হেয় নীচ, ধার্ম্মিকের কাছে ভিখারী অতি উচ্চ। হে ভগবন্, তুমি জান, ভক্তের পক্ষে ভিখারী হওয়া কত আবশ্যক, কত প্রয়োজনীয়। ভক্তের মুখ ভিখারীর মুখ, ভক্তের ব্যবসায় ভিক্ষা করা। প্রেমময় পরমেশ্বর, এই যে আশ্চর্য্য ব্রত তুমি পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছ, ভক্তেরা তাহার মহিমা বুঝিল। কি সুখ তাঁহাদের, পবিত্র ভিক্ষার অন্ন যাঁহারা আহার করেন। কি সুখ তাঁহাদের, যাঁহারা ভিক্ষার জলে তৃষ্ণা দূর করেন। উপার্জ্জন করিবার ইচ্ছা তবে কেন এত প্রবল? ভিক্ষাই যদি বৈকুণ্ঠে লইয়া যায়, তবে মানুষ ভিক্ষা করে না কেন? তুমি যে দয়াসিন্ধু, দয়া করিয়া জীবের কল্যাণের জন্য ভিক্ষা ব্রতটি স্থির করিয়া দিয়াছ। স্বর্গের রাস্তায় ভিক্ষার নিয়ম করিয়া রাখিয়াছ। যে স্বর্গে যাইবে, সে ভিক্ষা করিতে করিতে যাইবে।

আমরা অসাত্ত্বিক অন্ন উদরে রাখিয়া অপবিত্র হইলাম। তোমার প্রেম বুঝিলাম না। তোমার সহবাস পাইলাম না, তোমার কার্য্য করিতে পারিলাম না। ভিক্ষা করিলাম না। যে অন্ন উদরে গেলে শরীর পবিত্র হইয়া যায়, সমস্ত পাপ দূর হইয়া যায়, শরীরকে দ্বিজ শরীর করিয়া দেয়, সেই ভিক্ষার অন্ন খাইলাম না। ভিক্ষা না করিলে তো দ্বিজ হওয়া যায় না, উপনয়ন হয় না ; তুমি জান, ভিক্ষা করা বড় উচ্চ কার্য্য। ভিক্ষা না করিলে দ্বিজধর্ম্ম-গ্রহণ হয় না। দেব, অবশিষ্ট জীবন যেন ভিক্ষাতে পর্য্যবসিত হয়, এই ভিক্ষা তব চরণে। কাল অন্ন উদরে দিব না। লক্ষ্মীর সংসারে লক্ষ্মীর অন্ন আমাদের শরীর রক্ষা করিবে। আমরা সংসারে আসিয়াছি অর্থোপার্জ্জন করিতে নয়, কিন্তু ভিক্ষার মহিমা দেখাইতে। তোমার দেওয়া অন্ন আমরা স্পর্শ করিলেই বুঝিতে পারিব। সংসারের অন্ন, পৃথিবীর চাল স্পর্শ করিব না। লক্ষ্মীর হাতের দেওয়া অন্ন কেবল আহার করিব। ভিক্ষা করিতে দাও, ভারতের সেবা করিয়া ভিক্ষার অন্নে জীবন ধারণ করিব। তোমার ঠাকুরবাড়ীতে তোমার দেওয়া সাত্ত্বিক অন্ন যেন তোমার পরিবারেরা পায়, এমন ব্যবস্থা করিয়া দাও। ভিক্ষা করিয়া শরীর রক্ষা করি। এই কঠিন ব্রত যাহাতে গ্রহণ করিতে পারি, এমন ক্ষমতা দাও। ভিক্ষুকের বংশ ধন্য, ভিক্ষাতে আমাদের পরিত্রাণ। হে দয়াময়, দয়া করিয়া ভিক্ষার মাহাত্ম্য আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। হে কৃপাময়, তুমি দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন পৃথিবীর লোভ বাসনা ত্যাগ করিয়া, ভিক্ষার সাত্ত্বিক অন্ন উদরে দিয়া, শরীরকে শুদ্ধ করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি !

নববর্ষের জন্য প্রস্তুতি

(কমলকুটীর, বুধবার, ৩১শে চৈত্র, ১৮০৩ শক ;
১২ই এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

হে রূপসাগর, হে গুণসাগর, অদ্য কলঙ্কসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যাহাতে কল্য পুণ্যধামে উপস্থিত হইতে পারি, এমন আশীর্ব্বাদ করিতে কৃপণ হইও না। বৎসরটা যায়, ৩৬৫ দিন যায়। গেল যে, দিন যে হইয়া আসিল। এই দুই বৎসরের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছি। হে দীনবন্ধো, এই অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত? এই যে এত বড় দায়িত্ব লইয়া, আর একটা নূতন বৎসরে প্রবেশ করিতেছি তাড়াতাড়ি। এই যে বৎসরের শেষে কত বড় বড় প্রার্থনা, এইগুলি ঠাকুরঘরে ইঁহারা শুনিলেন, আমাকে জানিতে দাও, ইঁহারা তোমার আদেশ কতদূর পালন করিবেন। কে কে কি কি ব্রত গ্রহণ করিবেন, বল। হে রাজাধিরাজ, নববর্ষের আরম্ভটা অমনি যাইতে দিও না। পুরাতন পাপের জন্য অনুশোচনা করিয়া, নববর্ষে নূতন কাজ আরম্ভ করি। তোমার রাজ্যে কি কি নূতন কার্য্য করিব, ঠিক করিয়া ব্যবস্থা করিয়া লই। পুরাতন বৎসরের সম্পর্ক আর থাকিবে না, তাহার জঞ্জাল আর সঙ্গে লইব না। সব ঠিক করিয়া, আনন্দে নূতন বৎসরে প্রবেশ করিব। ও রাস্তা কাল থেকে বন্ধ হইবে, নরনারী তোমার নূতন বিধানের পথে চলিবে। বৎসরের শেষে তোমার পদারবিন্দ আমাদের চিন্তার বিষয় হউক। যাহার যাহা করিবার থাকে, করিয়া লই। হে কৃপাময়, হে গতিনাথ, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই গম্ভীর দীনে, বৎসরের শেষ দিনে কি কি ধর্ম্মের ব্যবসায় গ্রহণ করিব, কি কি কার্য্য করিব, ঠিক করিয়া লই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ২রা বৈশাখ, ১৮০৪ শক ;
১৪ই এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনকাণ্ডারী, আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যে তোমার সন্তান সন্ন্যাসীদের পরিবারে থাকি। অবশিষ্ট জীবন আমরা যেন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী হইয়া থাকিতে পারি। পৃথিবী আশা করিয়া আছে, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীদিগের দল দেখিবে বলিয়া। দেখাও সেই নূতন সংসার। সন্ন্যাস-ধর্ম্ম জঙ্গল হইতে কিরূপে সংসারে প্রবেশ করিবে, দেখিতে চাই। সন্ন্যাসী স্ত্রীকে ছাড়িয়া, মাকে পরিত্যাগ করিয়া, নবদ্বীপ হইতে শ্রীক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন, চারি শত বৎসর পূর্ব্বে। সে রথখানি আবার হাসিতে হাসিতে, সভ্যতার নিশান মাথায় করিয়া, ঘরের দিকে ফিরিল কিরূপে, বল। পরমেশ্বর, সোজা রথের ইতিহাস লিখিলে ; এবার উল্টোরথের ইতিহাস লিখিবে না? যাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কথা বলিলে ; যাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহাদের কথা বলিবে না? নির্ব্বাসনের কথা বলিলে, ফিরিয়া আসিবার কথা বলিবে না? অবিবাহিত, ভার্য্যাত্যাগী, পরিবারত্যাগী, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর পরিচয় পৃথিবী খুব পাইয়াছে। এখন স্ত্রী পুত্র পরিবারের ভিতর সন্ন্যাস পৃথিবী দেখিতে চায়। নূতন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী একত্র হইয়া, কিরূপে সমস্ত সংসারকে ধর্ম্মের সংসার করে, সন্তান পালন করে, এবার তাহাই দেখাও। ইহাতে রাগ হয় না, লোভ হয় না, হিংসা হয় না, অহঙ্কার হয় না। ইহাতে টাকা হাতে পড়িলে কিছু ক্ষতি হয় না, যেন খড়ের মত। শ্রীহরি, সন্ন্যাসিনীর গল্পটা বল। অর্দ্ধেক গল্প বলিলে, গল্প পূর্ণ হইল না। অপূর্ণ গল্প বড় কষ্টকর। রথখানা চলিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিল না? ঘরের ছেলে ঘরে আসিল না? বিষ্ণুপ্রিয়া

চিরকাল কাঁদিবে? পরমেশ্বর, যাওয়ার পরে যে আসা, অদর্শনের পর যে দর্শন, বিচ্ছেদের পর যে মিলন, পুরাতন বিধানের পর যে নূতন বিধান। যে যাত্রার পর মিলন নাই, সে যে অযাত্রা। ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে যে যাত্রা করিয়া গেলেন, বলিয়াছিলেন, আনন্দকে পাঠাইয়া দিবেন? কৈ, আসিল না? ঈশা বর হইয়া আসিবেন, ঈশার সঙ্গে পৃথিবীর বিবাহ কবে হইবে? কৈ, বর যে আসিল না? ভাল দিন বুঝি হইল না? ঋষিরা সকলে যে ফিরিয়া গেলেন, পৃথিবী অসার জানিয়া আপন আপন হিতসাধন জন্য বনে চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসীর কি সন্ন্যাসিনী হয় না? তপস্বীর কি তপস্বিনী হয় না? ঊনবিংশ শতাব্দী ঘটক হইয়া সন্ন্যাসীর বিবাহ দিতে আসিলেন। এমন মেয়ে কে আছে, যাহার কপালে লেখা সন্ন্যাসিনী? দয়াময়, এবার তুমি দয়া করিয়া ব্যবস্থা করিয়া দিলে, পতির সহিত সতীর মিলন। যে রথে সন্ন্যাসী একলা যাইত, সে রথ ফিরিয়া গিয়াছে। এবারকার রথে সন্ন্যাসীর পার্শ্বে সন্ন্যাসিনী। এবার বর হইয়া, ঋষিগণ নূতন বেশ ধারণ করিয়া, সংসারে প্রবেশ করিতেছেন। ধন্য তবে পৃথিবী। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধো, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই উপযুক্ত সময়ে, যুগল সাধন করিয়া, বৈরাগী হইয়া, সংসার ধর্ম্মের মিলন করিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

নব সন্ন্যাস-ধর্ম্ম

(কমলকুটীর, শনিবার, ৩রা বৈশাখ, ১৮০৪ শক ;
১৫ই এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, সংসার এই কথা বলে, আমি সুখে থাকি, ভাই দুঃখে থাকুক। আমি বেশ সুস্থ-শরীর হই, যত ব্যামোহ ভাইয়ের হউক। আমার খুব টাকাকড়ি হউক, আমার খুব বিদ্যা হউক, আর ভাই গরীব হউক, মূর্খ হউক। এই সংসার বলে, মনে মনে এই ব্রত সংসারের। তাহার পর ধর্ম্ম যখন সংসার তাড়াইতে আসিলেন, কি বলিলেন? বলিলেন, আমি দুঃখী হই, ভাইও দুঃখী হউক; আমার রোগ হউক, ভাইয়েরও রোগ হউক, আমি তৃষ্ণায় জল পাইব না, ভাইও পাইবে না; আমার ছেলেদের টাকা অভাবে লেখাপড়া হইবে না, ভাইয়েরও ছেলেরা টাকা অভাবে মূর্খ হইবে। মা, তুমি এই দুই অবস্থার মধ্যে শেষটিকে ভাল বলিবে বটে, কিন্তু তাহার অপেক্ষা উচ্চ চাও, তাই নববিধান পাঠাইলে। তিনি আসিয়া ধর্ম্ম ও সংসার উভয়ের মাথায় মারিলেন, বলিলেন, আমি গরীব হইলামই বা, ভাইয়ের টাকা হউক; আমি দুঃখী হই, ভাই সুখী হউক; আমি ছোট হইয়া যাইব, আর সকলে বড় হইবে; আমি অপমান পাইব, আর সকলে মান পাইবে; আমি ছাতা হইয়া থাকিব, সব রৌদ্র আমার উপর আসিবে, আর ভাইরা শীতল স্থানে থাকিবেন; আমি ভিক্ষা করিব, অপমান সহিব; ভাইরা ভিক্ষা করিবে না, ভিক্ষার ফলভোগ করিবে, কিন্তু অপমান সহ্য করিবে না। মা, লোকে কেবল সংসার আর ধর্ম্ম এই দুইটাকে জানে। তৃতীয় যে আছে, তাহা জানে না। বাইবেলে দুইখানা বই আছে, পবিত্রাত্মা যে আছে, তাহা ভুলিয়া গেল! তেমনি সমস্ত পৃথিবী ধর্ম্ম ও সংসার এই দুই জানে। নববিধান

জানে না। মা, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পৃথিবী বুঝে না। তুমি বলিয়াছ, সন্ন্যাস-ধর্ম্মের এই নিয়ম, গুরু অপেক্ষা শিষ্য বড়। হে ভগবন্, পৃথিবীতে এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত প্রচার কর। আমি দেখিলাম, লোকে আপনার ভাল যাহাতে হয়, তাহাই করে। তাহার পরে দেখিলাম, কতকগুলি প্রচারক, অন্যের কষ্ট যাহাতে হয়, তাহাই করে। উনি খেতে পান না, আমিও পাই না। ওঁর ছেলেরা স্কুলে যাইতে পায় না টাকার জন্য, আমার ছেলেরাও পায় না। ওঁর কিছু জুটিতেছে না, আমারও জুটিতেছে না। মা, এটি বড় ভয়ানক মত। আমার না জুটুক, ওঁর কেন জুটিবে না? দয়াময়, আসল ধর্ম্ম এই, আমার কষ্ট হউক, উহার সুখ হউক। বৈরাগ্য মানে, পরে কষ্ট পাক্, তাহা নয়; বৈরাগ্য মানে, আমি কষ্ট পাই। আমরা চেষ্টা করিব, পরকে ভাল রাখিতে। সুখী হইব, মা, যে দিন এই মতে চলিব। মা, অন্যের ছেলেরা ভাল থাকুক। অন্যে ভাল আহার করুক, আমার কষ্ট হউক। প্রেমময়ি, ইঁহারা চেষ্টা করুন, কেবল পরের মঙ্গল করিতে, আপনাদের সুখের জন্য চেষ্টা করিবেন না। আপনারা দুঃখী হউক, পৃথিবী বাঁচুক। মা, এই রকম এক দল লোক পাঠাও, আপনারা কম খাইয়া, যাহারা পরকে জেয়াদা খাওয়াতে চেষ্টা করে। পরের সুখ দেখিয়া খুব সুখী হই। মা, চন্দন কাঠ হইব, ফোয়ারা হইব। নব বৃন্দাবনের রীতি শিখাও; প্রেমের উচ্চতম পথ দেখাও। নিকৃষ্ট যাহা কিছু আপনাদের জন্য রাখিয়া, যাহা কিছু ভাল, পরকে দিতে শিখিব। মা, দয়াময়ি, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন নববিধি, শ্রেষ্ঠ বিধি, উত্তম বিধি গ্রহণ করিয়া, পরসুখাকাঙ্ক্ষী হই, প্রাণ মন শরীর সমুদয় পরের ও জগতের কল্যাণের জন্য দিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আদেশে জীবন-গঠন

(কমলকুটীর, রবিবার, ৪ঠা বৈশাখ, ১৮০৪ শক ;
১৬ই এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

হে পিতঃ, বর্ত্তমান কালে যাঁহারা বলিতে পারেন, বৃদ্ধ হইলাম, তবু প্রত্যাদেশ আর ফুরায় না—সকল প্রকার শব্দ পুরাতন হইয়া গেল, বিধান-উপকূলের রবের মধুরতা আর যায় না, তাঁহারা ধন্য ; পৃথিবীর বিষয়কোলাহলে তাঁহাদের কর্ণ মলিন হইতে পারে না। নববিধানের বাদ্য বাজিতেছিল, পৃথিবী দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, তবুও কাঁশর ঘণ্টার শব্দ শোনা যাইতেছে। প্রত্যাদেশ তবে ফুরায় নাই। আর কিছু হউক না হউক, প্রত্যাদেশ শোনা যায়। তখনও যেমন নূতন নূতন আদেশ করিতে, এখনও তাহা করিতে ছাড়িতেছ না। এখনও নির্ম্মল বিধি সকল প্রচার করিতেছ, এখনও একতারা বাজাইয়া বাজাইয়া কত সুধামাখা কথা বলিতেছ। মা, এখনও তোমার দিবার ঢের আছে। এবার থেকে আশা করি যে, ভাই বন্ধুরা বৈরাগ্য প্রেম দেখাইবেন, শ্রেষ্ঠ জীবন দেখাইবেন, উদারতা দেখাইবেন। মা, এই তো দিন আরম্ভ হইয়াছে। দেখিব, দয়াময়ি, কি কি অলৌকিক ক্রিয়া হয়। তোমার সুমধুর বচন যেন বন্ধ না হয়। তোমার রসনা যেন বন্ধ না হয়। গরীবদের আর কেহ নাই। হে পিতা মাতা, এই অন্ধকারের সময়, বিপদের সময় তোমার কথা শুনা ভিন্ন আর কিছু নাই। মা, এবার দেখিব, কেমন ভাই বন্ধুরা কত ভাল হইয়াছেন। হে প্রেমময়, প্রেরিতদিগের জীবন কত উচ্চ হইতে পারে, তুমি দেখাও। আমাদের প্রতি দয়া করিয়া, ভারতের পরিত্রাণের জন্য বলিয়া দাও যে, "আমার এই কয়েকটি সন্তান যেমন সন্ন্যাস দেখাইয়াছে, আর কেহ তেমন পারিবে না।" তুমি আপন মুখে আমাদের কাণে কাণে বলিয়া দাও। আমরা

চক্ষু মুদিয়া দেখি। সকলের ঘরে পরিবার সাজাইয়াছ, ঘরে ঘরে লক্ষ্মীশ্রী বিরাজ করিতেছে, স্ত্রী পুত্র পরিবার দান ধ্যান করিতেছেন। পাঁচজন স্বাধীন জীব এক প্রেমপরিবার হইয়া থাকিতে পারে না, এই পৃথিবী বুঝিয়াছে; কিন্তু, মা, এই বার নববিধানের নূতন ব্যাপার দেখাও। তেজ কিছুতে যায় না। হে ঈশ্বর, চক্ষু যেন না বলে, কর্ণ যাহা কিছু বিধি শুনিল, আমি তাহা একটাও দেখিলাম না; চক্ষু কাণের সাক্ষী হউক। গরীবের বাড়ীতে নববিধানের ভক্তিজল ছড়াছড়ি হইতেছে, একবার দেখি। দেবি, করুণাময়ি, একবার দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন স্বর্গরাজ্যের সংবাদ যাহা কিছু শুনিয়াছি, সেই সুখ চক্ষে দেখিয়া সুখী হই। [মো।]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

একস্থর

(কমলকুটীর, সোমবার, ৫ই বৈশাখ, ১৮০৩ শক;
১৭ই এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে হিমালয়ের দেবতা, তুমি আমাদের ভিতর যখন আসিয়াছ, তখন কেন আমাদের মধ্যে অমিল থাকিবে? তুমি তো অমিলের রাজা নও, যুদ্ধের রাজা নও, অপ্রেমের রাজা নও। তুমি আসিয়াছ, শান্তি প্রেম দিবার জন্য। তোমার নাম শান্তি, তোমার গুণ শান্তি। তোমার লোক বলিয়া আমরা পরিচয় দিব। এক কর, তোমার সঙ্গে এক কর; ভগবন্, তোমার লোকদের সঙ্গে এক কর। বাদ্য-করকে ছাড়াইয়া বাদ্য স্বতন্ত্র হয় না। আমাদের বাজনা এক সুরে বাজুক। সকলের বাজনায় মিল থাকুক। তুমি বাদ্য বাজাও, আমরাও

ছোট ছোট বাজনা লইয়া' তোমার সঙ্গে বাজাই ; লোকে তোমার সুর শুনিতে পায়, প্রকাণ্ড বাদ্যের সুর, আমাদের বাজনা তাহার ভিতর লুকাইয়া থাকে। আমাদের বাদ্য তোমার সঙ্গে এক হইয়া যাক ; লোকে শুনিয়া বলিবে, পিতার সঙ্গে এমন মিল যে, ঠিক যেন একখানি সুর, এক বাদ্য। তোমার এমনি অনুগত আমরা হইতে চাই। পরমেশ্বর, আমাদের সে মিল নাই। তোমার সুরের সঙ্গে আমার সুর মিলে না। তুমি যদি পঞ্চম ধর, আমি ধরি মধ্যম। মানুষের সঙ্গেও মিলে না। ভগবন্, মানুষ কেন স্বতন্ত্র হয় ? হৃদয়ের সুর এক কর। এই ঘরে যতগুলি মানুষ সকালে ঢোকে, কাহারও বাদ্যের সঙ্গে কাহারও মিলে না। মা, সুসঙ্গীত যে হইল না। ভাইয়ের সঙ্গে সুর মিলাইয়া লই, লইয়া তোমার সঙ্গে মিলাই। একখানি সুর যেন, একটি বাদ্যযন্ত্র যেন বাজিবে। ভক্তি-জ্ঞান-যোগবাদ্য, ঈশাবাদ্য, গৌরাঙ্গবাদ্য, সব লইয়া এক তাল এক সুর করিয়া, ঝঙ্কার করিয়া বাদ্য উঠিবে, একখানি জমাট সুর। আট জন আট রকম সুর বাজায়, কিছুতেই মিলে না। মা, তুমি যদি মিলনের দেবী হইয়া আসিয়াছ, তবে সুর কয়টা এক করিয়া দাও। ভাইদের সুরে আমার গলা। আমাদের স্বতন্ত্রতা আর রাখিও না। আমরা আসিয়াছি, একখানি বাজনা বাজাইতে। আমরা এক সুরে গান শুনিতে আসিয়াছি। মা সরস্বতি, একবার বীণা ধর, ভক্তদলের সঙ্গে ঝঙ্কার করিয়া বাজাও। আমরা স্বর্গের গান শুনিয়া মোহিত হই। আমরা ভাইদের সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া, তোমার সঙ্গে এক করি। একখানি সুর, একটি বাজনা বাজুক। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধো, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন স্বর্গের বাদ্য শুনিয়া মোহিত হইতে পারি, এবং সকলে মিলিয়া তোমার সুরে যোগ দিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

স্বর্গের প্রেম

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ৬ই বৈশাখ, ১৮০৪ শক ;
১৮ই এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

হে হরি, যে প্রেম অত্যাচারীর অত্যাচার বহন করে, যে প্রেম তোমার প্রেমের সন্তান, তোমার সমুদ্রপ্রেমের বিন্দু, সেই প্রেম ভিক্ষা করি। পৃথিবীর প্রেম দেখিয়াছি, ভগবানের প্রেমের কাছে কাহারও প্রেম দাঁড়াইতে পারে না। সে প্রেম সহোদরেরও নাই, সতীরও নাই, পিতা মাতারও নাই। সে প্রেম কি, যাহা আমি পৃথিবীকে বিলাইব? সে স্বর্গের, না, পার্থিব? সে ঈশা গৌরাঙ্গের প্রেম, না, পৃথিবীর প্রেম? ভালবাসা পাইয়া যে প্রেম দেয়, সে অতি সামান্য প্রেম। পশুরাজ্যের মধ্যে প্রেম আছে, পাখীদেরও ভালবাসা আছে, বাঘেরও প্রেম আছে। যে আমাকে গালাগালি দেয়, কটু বলে, অবিশ্বাস করিয়া আক্রমণ করে, তাহাকে কে ভালবাসে? পৃথিবী এ প্রেম শিখায় না। শৃগাল সিংহ জড় জীব মানুষ এ প্রেম শিখায় না। এখানকার প্রেম অতি নীচ, বাজারের প্রেম, পয়সা দিয়া কিনিবার প্রেম। আমরা কি প্রেম চাই?—যে প্রেম ঈশা গৌরাঙ্গ পৃথিবীকে দিয়াছিলেন—যে প্রেম স্বর্গের দুটি ভাই পৃথিবীকে দিয়াছিলেন—যে প্রেম জগাই মাধাইকে ভালবাসিয়াছিল—যে প্রেম ভাল মন্দকে দিয়াছিল—যে প্রেম কিছু পায় না, তবু দেয়—খুব আক্রান্ত হইল, তবু দেয়। স্বামী স্ত্রীকে ততদিন প্রেম দেয়, স্ত্রী স্বামীকে ততদিন প্রেম দেয়, যতদিন মিষ্ট কথা। বাপ ছেলের ততদিন, ছেলে বাপের ততদিন, যতদিন মিষ্ট কথা। বিরুদ্ধ ভাব পাইলে, পৃথিবীতে আর প্রেম থাকে না। সে প্রেম চাই না। হে ঈশ্বর, মনুষ্য-প্রকৃতিকে বিশ্বাস নাই। এখন ঠাণ্ডা, তখন গরম; এখন শীতল, তখন

উত্তপ্ত। বিশ্বাস করি তাহাকে, যে ক্ষমার দাদন আগে দিয়া রাখিয়াছে—প্রেম ক্ষমা আগে দিয়া রাখিয়াছে—যে বলে, "পৃথিবী, আগে থাকিতে তোমার যাহাতে মঙ্গল হয়, সে জন্য প্রেম দিলাম।"—সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া যে প্রেম দিয়াছে। ব্রত লইবার দিন সকলকে ডাকিলাম, ডালি সাজাইলাম। বলিলাম, বন্ধো, তুমি এই লও ; শত্রু, তুমি এই লও। আগে দিয়া রাখিলাম। যদি অত্যাচার করে, আরও কিছু জেয়াদা দিলাম। অতিরিক্ত দেওয়াটাই ভাল। টাকা আগে জমা রাখিলাম। এত প্রেম করিব যে, আগে থাকিতে দাদন দিব। নববিধানের রাজা যিনি, তিনি বলেন—মনুষ্য পাপ করিবে, তাহার অন্ত আছে, কিন্তু ক্ষমা অনন্ত। মা, ছোট প্রেমের ভিখারী হইব না। অল্প ক্ষমা করিব না তো। সমস্ত দিন ক্ষমা করিব। সকালে উঠিব ক্ষমা করিয়া, রাত্রে শুইব ক্ষমা করিয়া। ক্ষমা আমাদের জীবন হউক। ক্ষমা কর তুমি, আর ক্ষমা করি আমরা। মার ক্ষমা, স্বর্গের ক্ষমা, দেবতার ক্ষমা আমরা পাইব। যাহারা কেবল ভালবাসিয়া ক্ষমা করিয়া গেল, তাহারা দিন কিনিয়া লইল। চন্দন কাষ্ঠে খোঁচা দিলে, কেবল যে সুগন্ধই বাহির হয়। মা, তুমি যাহাকে চন্দন করিয়াছ, তাহার কি চন্দনত্ব যায়? তাহার শুধু তো উপরে নয়, হাড়ের ভিতর চন্দনের সুগন্ধ। ঈশ্বর হে, যেন চন্দনের মত মধুপ্রকৃতি হই, তাহার উপায় করিয়া দাও। কেহই রাগাইতে পারিবে না। যে রাগাইতে আসিবে, তাহাকে ভালবাসিব, প্রাণের ভিতরে লইয়া গিয়া। ভগবন্, যে নিয়মে তুমি রাজ্য চালাইতেছ, সেই নিয়মে আমাদের চলিতে দাও। প্রেমসিন্ধো, দয়াময়, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার উচ্চদরের প্রেম পাইয়া, সকলকে প্রেম করিয়া, ক্ষমা করিয়া, শুদ্ধ ও সুখী হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অসাধ্য-সাধন

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ৮ই বৈশাখ, ১৮০৪ শক ;
২০শে এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে মুক্তিদাতা, যাহা হইয়াছে, তাহাই যদি কেবল হয়, তবে বিধানের মাহাত্ম্য কোথায় ? যাহা চিরকাল হইয়া আসিতেছে, আমরা যদি কেবল তাহাই সাধন করিলাম, তবে আর তোমার নূতন ধর্ম্মের গৌরব কোথায় ? তুমি অসম্ভবকে সম্ভব কর, অসাধ্যকে সহজ কর। আমাদের মুখে এখনও এমন কথা বাহির হয়, যাহা তোমার উপযুক্ত নয়। আমরা বলি, "পারিব না, হয় না, করা যায় না।" বৃদ্ধের উৎসাহ হয় না, ইহা লোকে চিরকালই জানে ; কিন্তু যদি এই বৃদ্ধদের মধ্যে নব উৎসাহ হয়, তাহা হইলে তোমার মহিমা প্রকাশ পাইবে। হে ঈশ্বর, মুসলমানেরা বিশ্বাসী হইল, কিন্তু প্রেম রাখিতে পারিল না। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তেরা খুব ভক্ত হইলেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে নীতির প্রতি দৃষ্টি কমিয়া গেল। আমরা বৈরাগী হইতে গেলে, সংসারে ধর্ম্ম রাখিতে পারি না। সংসার করিতে গেলে বৈরাগ্য থাকে না, ভক্ত হইতে গেলে পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি রাখি না। খুব পবিত্র হইয়া, জ্ঞানী হইয়া কি মন পদ্মফুলের মত থাকিতে পারে না ? হে ঈশ্বর, তোমার পদপ্রান্তে এই মিনতি, অসাধ্য সাধন কর। যৌবনে বার্দ্ধক্যে মিলন কর। ভক্তি জ্ঞানে প্রেমেতে নীতিতে খুব মিলন করিয়া দাও। হে পরমেশ্বর, তোমার ইচ্ছা, আমরা ভারি ভারি অসম্ভব কাজ করি। আমাদের ইচ্ছা, খুব সহজ যা, তাই করি। কিন্তু আমাদের দলের লোকেরা কি কেবল নিজের ইচ্ছায় কাজ করিবে ? না। তুমি খুব বল দাও। জ্ঞানবল দাও, পুণ্যবল দাও। এ সব লোক এক এক জন খুব বীরের মত বড় বড় অসাধ্য

ব্যাপার সকল করিবে। ছোট ছোট কাজ হইতে আমাদিগকে লইয়া গিয়া, যাহা পারা যায় না বলি, তাহাই করিতে দাও। খুব ভক্তি দাও। মা, তুমি এবার নববিধানকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছ, পূর্ণ করিয়া তাহার মাহাত্ম্য রক্ষা করিতে দাও। ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও। আমরা এখন হইতে, যাহা কেবল তোমার অভিপ্রেত, তাহাই করিব। কাছে এস, মা, একবার বরণ করি। ঐ পাদপদ্মে মতি রাখ। আমরা যেন অসম্ভব সম্ভব করিতে পারি। পৃথিবীতে দেবলোক আনিতে পারি যেন। দীনদয়াল, আমরা যাহাতে তোমার কৃপায় নববিধানে অসাধ্য ব্যাপার সকল সাধন করিতে পারি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

ভাবে ঐক্য

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ৯ই বৈশাখ, ১৮০৪ শক ;
২১শে এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে পতিতপাবন, শব্দের সঙ্গী অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ভাবের সঙ্গী অল্প। এক কথা আমরা অনেকে ব্যবহার করিতেছি, তাহাতে মনে হয়, আমাদের মন এক, দল বড়। কিন্তু যখন ভাবের দিকে তাকাই, সেই ঐক্য বিবাদের মত হয়, মিলনের স্থানে স্বতন্ত্রতা দেখি, আর আমাদের অতি কম লোক, এই কথা মনে হয়। "আমরা ব্রাহ্ম" এই কথা বলিলে, অনেক লোক পাই; "আমরা নববিধানবাদী" বলিলে, তার চেয়ে কম লোক পাই; ইহাতেও কথাতে অনেক লোকের মিল হয়, কিন্তু ভাবে অনেক অমিল। আমরা সকলেই বলি, নববিধান মানি। কিন্তু একজনের নববিধান আর এক জনের নয়। একজনের

ঈশ্বর আর একজনের নয়। ভাবের ঘরে আমাদের ছোট দল। শব্দের ঘরে অনেক লোক। আমরা কতকগুলি কথা লইয়া নাড়াচাড়া করি, বলি, আমাদের দল ভারি। পিতঃ, কিরূপে আমাদের মধ্যে ভাবের মিল হইবে? হে দীননাথ, আমাদের এরূপ বাহ্যিক অসার ঐক্য কত দিন আমাদিগকে সুখী রাখিবে? সকল বিষয়ে যথার্থ কি সকলের এক মত হইয়াছে? যথার্থ বিবেকী হওয়া, চরিত্রের মিল হওয়া, তাহা কি আমাদের হইয়াছে? ভাবের ঘরে তো মিল নাই। নীতি-সম্বন্ধে আমরা সহস্র প্রকার অর্থ করিতেছি, অথচ কেহই শুদ্ধ নয়; পিতঃ, শব্দেতে যেমন মিলিয়াছে, ভাবেতে তেমনি মিলাও। কেবল শব্দেতে যথার্থ মিল হয় না, ভাবেতেই মিল হয়। আমরা অর্থ কিছুই বুঝিনা, অথচ বলি, আমরা ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ মানি, আদেশ নববিধান মানি। মা, কিরূপে তবে মিল হবে? সকলে এক এক রকম বিশ্বাস করিতেছে। পিতঃ, মনের ভিতর পবিত্রাত্মা হইয়া আসিয়া, শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দাও। তাহা হইলে এক পরিবার হইয়া থাকিতে পারিব। শব্দ অনেক শিখিয়াছি, এখন এই কর যে, ভাবের অর্থ বুঝিয়া লই। তোমার মুখ দেখা কি, ভাই ভগ্নীকে ভালবাসা কি, শত্রুকে ক্ষমা করা কি, যোগসাধন কি, এ সব কিছুই বুঝি না, জানি না; কথার অর্থ বুঝিয়া, সেইগুলি সাধন করিয়া, ভাবেতে মিলিত হই। দয়াময়, সকলকে দয়া ক'রে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার বিদ্যালয়ের দীন শিষ্য হইয়া, তোমার চরণতলে শব্দের অর্থ বুঝিয়া লই এবং ভাবে এক হই; অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্বর্গরাজ্যের আশায় উল্লাস

(কমলকুটীর, শনিবার, ১০ই বৈশাখ. ১৮০৪ শক ;
২২শে এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে অন্তরাত্মা, স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, আসিতেছে, এই কথাই দলপতিরা বলিয়া গিয়াছেন। আসিল না তো ? এক এক জন এমন গম্ভীরস্বরে পৃথিবী কাঁপাইয়া বলিয়াছিলেন, যেন দুই পাঁচ দিনের মধ্যে আসিল। ঐ আসিল, আসিল ! আসিল না। যদি আসিত, ভাল হইত ; আমাদের এই পাপ জীবন ধরিতে হইত না। যদি পৃথিবীময় এই স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইত, আমাদের আর ভাবিতে হইত না। কত যোগী ঋষি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বিশ্বাসনয়নে দেখিলেন। তাঁহারা তো দেখিয়াছিলেন। নতুবা কি মিথ্যা বানিয়ে বলিলেন ? তাঁহারা কি কেবল জীবের দুঃখে কাতর হইয়া বলিলেন যে, সুখের দিন আসিতেছে ? না, আরও কিছু দেখিয়াছিলেন ? তাঁহারা কি না খুব উচ্চেতে ছিলেন, সত্য সত্য দেখিয়াছিলেন ; আর বিশ্বাসে কি না দূরতা নিকট হয়, তাহাই দেখিয়াছিলেন। দয়াময়, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, এই হাত বাড়াইলেই নিকটে। তবে তাঁহারা স্বর্গরাজ্য দেখিয়াছিলেন, পৃথিবী তো দেখে নাই। দয়াময় হরি, তুমি সুখের স্বপ্ন দেখাইলে, আনন্দের কল্পনা ভাবাইলে, কিন্তু আসিতে দিলে না। তাঁদের কাছে স্বর্গরাজ্য আসিল, কিন্তু পৃথিবী উপযুক্ত হয় নাই, তাই ফিরে গেল। তাঁদের আর পৃথিবীর মধ্যে প্রকাণ্ড একটা সমুদ্র। পৃথিবী যেখানকার, সেইখানে পড়িয়া রহিল। হতভাগা পৃথিবী ! তোমার অদৃষ্টে বারবার স্বর্গরাজ্য আসিল, তবু তুমি পাইলে না। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলে। ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ দেখাইলেন, তুমি পাইলে না। আমরাও কতবার ভাবিয়াছি, স্বর্গরাজ্য আসিতেছে,

আগতপ্রায়, কিন্তু আসিল না। মা আনন্দময়ি, কেন এমন দেখিলাম? কেন এমন স্বপ্ন দেখাইলে, আবার কাড়িয়া লইলে? ঈশ্বর, আসেই বা কেন, তফাৎই বা হয় কেন? দয়াময়, নববিধান আসিল, স্বর্গরাজ্য আসিল না কেন? পরমেশ্বর, সেই মানুষ, সেই সবই রহিল; কিন্তু কেউ আর তখনকার মত বলে না যে, স্বর্গরাজ্য আসিবে। বলে যে, আমাদের এই কটা দিন কোন রকম করিয়া কাটিলেই হইল। ধিক্ ধিক্! পরমেশ্বর, এস একবার, হৃদয়ে খুব আশা উদ্দীপন করিয়া দাও। সহস্র মুখে হরিনাম করিব। নববিধানের রাজ্য স্থাপন করিব। মা, হাসি বন্ধ হইল কেন? সিংহের নিদ্রা হয় কেন? হে মা বিশ্বধারিণি, মুক্তিদায়িনি, কোথায় রহিলে, একবার এস। সেই আনন্দরাজ্যের পূর্ব্বাভাস দেখাও। দীনবন্ধো, করুণাসিন্ধো, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন শীঘ্র শীঘ্র সেই স্বর্গরাজ্যের পূর্ব্বাভাস দেখিয়া আবার উল্লসিত হই; কৃপাময়ি, অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নূতন সময়ে নূতন উৎসাহ

(কমলকুটীর, রবিবার, ১১ই বৈশাখ, ১৮০৪ শক;
২৩শে এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

হে নববিধানরাজ্যের রাজা, ভিতরে যেন আত্মা লাফাইতেছে, কি করিবে, কিছু বুঝিতে পারিতেছে না। কিন্তু আগ্রহাতিশয়, ব্যস্ততা, আন্দোলন, সে সব বোঝা যাইতেছে। অনেক দিন শান্তভাবে চলিল, তোমার ঘরে নিদ্রা চলিল! জাগ্রত হইয়া যখন সকলে একটা ব্যস্ততা আন্দোলন দেখাইবে, তখন, হে মহেশ্বর, বুঝিব যে, একটা কিছু হইবে।

ধারাল ছুরিতে মরিচা পড়িল। তোমার দল খুব তীক্ষ্ণ ছিল। এখন ইহার মধ্যে বল নাই, শক্তি নাই, তেজ নাই। কি করিলে আবার আমরা জাগিয়া উঠিতে পারি? একবার উৎসাহাগ্নি জ্বলিল, আবার নিবিল। বিধানের কাহিনী শুনিলাম, আনন্দলহরী বাজাইলাম, আনন্দের ব্যাপার সকল আগতপ্রায় দেখিলাম। আবার কেন সব গেল? বীজ রোপণ হইল, অঙ্কুরিত হইল, গাছ বাড়িল, ফল হইবার সময় বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইল। আমাদের মত দুঃখী আর কে আছে? আমরা তোমার কথা শুনিলাম, তোমাকে দেখিলাম; তোমার পুণ্যভূমিতে যাইবার সময় শুনিলাম, আমাদের সেখানে যাইবার অধিকার নাই। পূর্ব্বে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা এদেশ ওদেশ বেড়াইতেন, দুই হাতে পুণ্য ঢালিতেন; এখন আমাদের ভিতর ভাঙ্গা বাজার, আধখানা ঘর, আধখানা মানুষ, আধখানা সবই। পূর্ণতা কবে হবে? আবার তোমার বংশী বাজাও। নর নারী সকলকে একত্র কর। আর স্বর্গের কিঙ্কর যে আমরা, আমাদিগকে খুব উচ্চৈঃস্বরে বল। আদেশ ইত্যাদি অনেকবার বলিলাম, এখন আমাদিগকে একবার গম্ভীরভাবে আন্দোলন করিতে দাও, আমরা কতদূর প্রত্যাদিষ্ট। আমাদিগকে জাগাইয়া তোল, নাচাইয়া তোল। আমরা জানি, তোমার বিধানের ভিতর অগ্নি আছে। আমাদের ভিতর অগ্নি প্রজ্বলিত হউক। নূতন নূতন কার্য্যপ্রণালী খুলিয়া দাও। এই নূতন সময় আসিতেছে, এ সময় আমরা সকলে জাগ্রত হইয়া উঠি। রাজ্যের ভিতরও আমরা পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। নীতিরাজ্য এ সময় আমরা আগতপ্রায় দেখিতেছি, অনেক বৎসরের দুর্নীতির দুর্গন্ধের পর আবার যেন সুনীতির প্রাদুর্ভাব হবে। পুরাতন রাজ্যপতির পরিবর্ত্তনে, নূতন রাজ্যপতির আগমনের সহিত যেন নীতির রাজ্য আসিতেছে। এ একটা ভারি সময় দেশের পক্ষে। এবার ধর্ম্মের মানুষদিগকে ডাকিয়া আনিয়া, ধর্ম্মের রাজ্য স্থাপন করিবে।

করুণাময়ি, মাথার উপর নীতির তেজ থাকুক। এ সময় আমরাও দুর্নীতির উপর আক্রমণ করি। যাহাতে সুশিক্ষা বিস্তার হয়, নর নারীর মন তোমার দিকে যায়, নববিধানের দিকে আসে, তাহাই কর। দয়াময়, যে তোমার রাজ্যে কার্য্য করিবে না, তাহার সদ্গতি হইবে না। অতএব, হে পরমেশ্বর, তুমি প্রত্যেককে ডাকিয়া কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দাও। কর্ম্মচারীরা এবং তোমার প্রচারকেরা কেহই তোমার কার্য্য করিতে অবকাশ পান না, ইচ্ছা নাই, প্রবৃত্তি নাই। আলস্য আসিয়াছে। নববিধানের রথ বন্ধ হইল। হে পিতঃ, আমরা নববিধান-সম্বন্ধে বড় অপরাধী হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করিয়া আমাদিগকে অনুতাপ করিতে দাও। বিধানের জন্য আমরা যেন যথাকর্ত্তব্য করি। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধো, একটিবার দয়া করিয়া তোমার শ্রীমুখের বাণীতে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আলস্য উপেক্ষা ত্যাগ করিয়া, নববিধান-সংক্রান্ত যত লোক আছি, নববিধানের রথ চালাইয়া লইয়া যাইতে পারি এবং নরনারীদিগকে, দেশকে, পৃথিবীকে মুক্তিধামে লইয়া গিয়া হাজির হই। [মো।]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

পরসেবা

(কমলকুটীর, সোমবার, ১২ই বৈশাখ, ১৮০৪ শক ;
২৪শে এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

পরম পিতা, সাধুদের পিতা, যে যে পরিমাণে আপনাকে ছাড়িবে, সে সেই পরিমাণে মহৎ হইবে। যাঁহারা পরের জন্য পাগল হইয়াছিলেন, তাঁহারাই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। যে যে পরিমাণে পৃথিবীর সেবায় নিযুক্ত, সেই মানুষ, সেই সাধক, সেই ধার্ম্মিক, মুক্তির উপযুক্ত। সেই যে সাধুর

লক্ষণ আত্মবিনাশ এবং পরসেবা, তাহাই আমাদের জীবনের ভূষণ হউক। আপনার আমিত্ব ছাড়িয়া দিয়া, পরহিতের কার্য্যে নিযুক্ত থাকি। ছোট ছোট পরহিতের কার্য্যও আছে, আবার বড় বড় পরহিতের কার্য্যও আছে; যিনি যেটা পারেন, করুন। পর কি? না, দেশ, ভ্রাতৃমণ্ডলী, সমস্ত পৃথিবীর লোক। দয়াময়, তুমি যেমন সর্ব্বত্যাগী হইয়া সমস্ত পরকে দিয়াছ, আমরা তোমার সন্তান হইয়া, সেই পরিমাণে না হোক, কতক পরিমাণে হইব। পৃথিবীতে তাহারা নীচ, যাহারা কেবল আপনার বিষয় ভাবে। নীচের নীচ হইয়া, আর কত কাল থাকিব? পৃথিবীতে কত দুঃখী আছে, কত লোক আছে, যাহারা ধর্ম্মের কথা জানে না, মা বলে তোমায় ডাকিতে শিখে নাই। কত কাজ আছে। পরের জন্য ভাবিব। পরের জন্য ছোট ছোট কাজও করিব। সাধু মহাপুরুষদের যে লক্ষণ, তাহা আমাদিগকে দাও। বাহিরে কতকগুলি পরের উপকার করিবার জন্য তাঁহারা টাকা ছড়াইতেন না। তাঁহাদের হৃদয়ে গভীর প্রেমের উচ্ছ্বাস ছিল। হে দয়াসিন্ধো, দয়া কর। সাধুদের জীবনের ভাবগুলি চক্ষের নিকটে রাখি। হে দীনবন্ধো, গরীবদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন মহাপুরুষদের যে পরসেবার দৃষ্টান্ত, তাহা অনুকরণ করি, গ্রহণ করি; তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নূতন দল

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ১৩ই বৈশাখ, ১৮০৪ শক ;
২৫শে এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, দুঃখীর সুখ, নিরাশের আশা, অন্ধকারের জ্যোতি, মৃতের নবজীবন! আমরা প্রত্যেকেই দুজন দুজন মানুষ। একজন মানুষের খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর একজন মানুষের খেলা আরম্ভ হইবার এখনও কিছু বাকি আছে। আমার মানুষের দিন শেষ হইবার সময় হইল, তোমার মানুষ যে, তাহার জন্ম হইবার সময় হইল। এই কৌটার ভিতর আর একটা জীব, এই পাখীর ভিতর আর একটা অণ্ড। কিরূপে তোমার মানুষ বাহির হইবে? নববিধানে যাহা যাহা উপকরণ দরকার, তাহা এ দলের ভিতর আছে; কিন্তু কিছু হইয়া উঠিতেছে না। পরমেশ্বর, তুমি কবে এই পুরাতন দলের ভিতর হইতে সেই নূতন দল করিয়া দিবে? আমরা তো তোমার চিহ্নিত সেই নূতন দল নই। দ্বারবান্ আমাদিগকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল। বলে, "তোমরা তো সেই নূতন দল নও, তোমরা স্বার্থপর লোভী. দূর হও।" শ্রীহরি, এ অস্বীকারের হেতু কি? আকাশে দৈববাণী বলে, "এ তোরা নয়। তোদের ভিতর আরও এক একটা মানুষ আছে, তাহারা যদি আসে, তাহারা নববিধানের লোক।" আমরা মরে যাব. চলে যাব, পুড়ে যাব, অগ্রাহ্য হইব। আমরা সে লোক নই। বুকের ভিতর একজন আছে, সে বলে, আমি চিহ্নিত লোক। হে গরীবের ঠাকুর, অদ্ভুত রহস্যের কথা কে বুঝাইয়া দিবে—স্বর্গরাজ্য কিরূপ? ভিতরে যে আর এক জন মানুষ আছে, সে। সময়ের উত্তাপ পাইয়া ভিতরের নরডিম্ব ফুটিল, উড়িতে উড়িতে বাহির হইল। অচিহ্নিত শরীরের ভিতর চিহ্নিত মানুষ

ঘুমায়। অগ্রাহ্য দেহের ভিতর, যিনি অবশ্য স্বীকৃত হইবেন, এমন ঋষি ঘুমাইতেছেন। হরি, সে মানুষ না আসিলে, তোমার ঘরে প্রবেশ করিতে পারিব না। ভিতরে কে আছে, তোমার ঘরে ডাকিয়া লও। তোমার ছেলেকে তুমি ডাকিয়া লও। আমরা তো সে মানুষ নই। আমাদের এ পাপের শরীর নববিধানে যোগ দিতে পারে না। সে মানুষ ভিতরে আছে। যোগে সে মানুষ আসে। একবার ডাক, মা, মধুরস্বরে। সাজের ঘর থেকে দিব্য দিব্য পুরুষগুলি সেজে এসে, নাট্যশালায় অভিনয় করুক। হে দীননাথ, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন শীঘ্র শীঘ্র আপনাদিগকে অস্বীকার করিয়া, ভিতর হইতে সেই মানুষগুলিকে ডাকিয়া আনিয়া, তোমার চরণতলে তাহাদিগকে প্রণত রাখি; মা, দয়া করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

সুখের আলাপ

(কমলকুটীর, বুধবার, ১৪ই বৈশাখ, ১৮০৪ শক ;
২৬শে এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে অত্যন্ত নিকট বস্তু, ভক্ত বলেন যে, তোমার নাম হউক হরি, আর আমার নাম হউক হরিসুখ। ভক্ত এই নামটি অভিলাষ করেন, এই নামটির উপযুক্ত হইতে চান। তোমার কাছে একটা সুখ আছে, যাহা মানুষকে খুব সুখী করিতে পারে। পিতঃ, সংসার এবং পাপে সন্তপ্ত হইলে, একটা সুখের হরিকে চাই। ইচ্ছা হয়, একজন কাহারও কাছে যাই, যাহার সঙ্গে কথা বলিলেই মনে সুখ হয়। সুখের কথোপকথন হইবার জন্য, দুঃখী পৃথিবী তোমাকে প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে

পরিগণিত করিল। তুমি সেই বন্ধু, যিনি অন্য সকলে দুঃখ দিলে সুখ দেন। হে দয়াল, হরিসুখ তোমাকে পাইয়া অত্যন্ত সুখী হয়। বিপদের সময়, কষ্টের সময় আরাম তুমি। রোগের সময় সুচিকিৎসক হইয়া ঔষধ দিবে। অন্য লোকে কথা কহিল না, কিন্তু এমন একজন আছেন, যাঁহার সঙ্গে কথা কহিলে, সকল দুঃখ দূর হয়। বন্ধুতার একটি বিশেষ লক্ষণ, কথা কহিয়া সুখী হওয়া। অতএব আমরা চাই, তোমার সঙ্গে গল্প করিব, কথা কহিব। হরিসুখ যে, সে সকল প্রকার আড়ম্বর ছাড়িয়া, ঘাটে মাঠে যেখানে সেখানে তোমার সঙ্গে কথা কহিবে। বন্ধু ব'লে তোমার সঙ্গে কথা বলিব, আর প্রাণ জুড়াব। সর্ব্বদা বড় বড় উপাসনা করিবার কি দরকার? হে পরমেশ্বর, তুমি মানুষের সুখ হও। তুমি ভক্তদের সুখ হও। তাহা হইলে প্রত্যেক ভক্ত হরিসুখ হইবেন। আমরা চাই যে, মার সঙ্গে যখন তখন সহজে কথা বলিয়া সুখী হইব। তাহা হইলে ধর্ম্ম কেমন সহজ হইল। তোমার পূজা অর্চ্চনা কেমন সুমিষ্ট হইল। আর সকল দুঃখ-হরণের কেমন সহজ উপায় হইল। মা দয়াময়ি, তুমি দয়া করিয়া কথা কহিবার একটা জায়গা করিয়া দাও। উপাসনা করা, তোমার সঙ্গে কথা কওয়া। দীনদয়াল, দুঃখরাশি পৃথিবীতে, তাহা জুড়াইবার কি উপায় নাই? আছে, এই কথা কওয়াতে। মা, তোমার সঙ্গে সহজে কথা কহিব। সব হইবে। তোমার দর্শন উপাসনা সব হইবে। সংসারের উত্তাপে, পাপের উত্তাপে, গ্রীষ্মের উত্তাপে, এই ত্রিবিধ উত্তাপে মানুষ গেল। এখন ঠাণ্ডা ঘরে বসিয়া, তোমার সঙ্গে শীতল হইতে চায়। হে করুণাময়ি, তুমি দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সহজে তোমার সঙ্গে কথা বলিয়া, প্রাণ শীতল করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

গোপনে প্রেম

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ১৫ই বৈশাখ, ১৮০৪ শক ;
২৭শে এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

হে পরমদয়াল, এই ভূমণ্ডলের আদি কারণ, যিনি যাহা বলুন, সকল মঙ্গল তোমার চরণে। আমরা বার বার দেখিলাম, মঙ্গলের স্রোত ঐ এক হিমালয় ভিন্ন আর কোথাও নাই। তুমি লুকাইয়া থাক, এজন্য লোকের মধ্যে এত বাদানুবাদ। যদি তোমার একটা হাত থাকিত, আর তাহা হইতে ক্রমাগত কল্যাণ ছড়াইতে, তাহা হইলে দেখিত, মানিত। কিন্তু এ যে গুপ্ত প্রেম। প্রেমের ঠাকুর, আমাদের জীবনের অনেক ভাগ আছে। কতকটা শিক্ষা-সম্বন্ধে, কতকটা রাজ্যসম্বন্ধে, কতক সমাজ-সম্বন্ধে। লোক নিজে সুখ্যাতি লইতে চায়, বলে, আমি এ করিলাম, ও করিলাম। হরি, মঙ্গলের কাজ তোমা ভিন্ন হয় না। মঙ্গল মানে ঈশ্বর, ঈশ্বর মানে মঙ্গল। মঙ্গল ভিন্ন ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর ভিন্ন মঙ্গল নাই ; এইটি ভাল করিয়া প্রাণে বিশ্বাস করিতে দাও। গৃহস্থ মঙ্গল দেখে, মঙ্গলদাতাকে দেখে না। দয়াসিন্ধো, কি হবে. বল। কেমন করিয়া আমরা বিশ্বাসী হইব ? এইটি বিশ্বাস করিতে দাও যে, কোন মঙ্গল, সমাজসম্বন্ধে কি ধর্ম্মসম্বন্ধে, আসে না তোমার কৃপা ভিন্ন। সব দয়ালের খাতায় লেখা। অন্নদায়িনী, পুণ্যদায়িনী, ভক্তিদায়িনী জননী তুমি। দয়াল, তুমি গোপনে উপকার কর। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধো, দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার এই সকল প্রেমের ব্যাপার দেখিতে দেখিতে মুক্ত হইয়া, চিরকাল তোমার চরণে পড়িয়া থাকিতে পারি ; গতিনাথ, দয়া করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিরযৌবন*

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ১৬ই বৈশাখ, ১৮০৪ শক ;
২৮শে এপ্রিল, ১৮৮২ খৃ:)

হে প্রেমময়, আমরা যদি বৃদ্ধ হইয়া যাই, তবে পৃথিবীতে যুবা থাকিবে কেন? বিশ্বাসী পুরুষদের বার্দ্ধক্য কিরূপে সম্ভব, বুঝিতে পারি না। রোগ বিপদ বিঘ্ন শোক বুঝিতে পারি, কিন্তু বার্দ্ধক্য বুঝিতে পারি না। এ যেন অবিশ্বাসীর লক্ষণ মনে হয়। পরলোক যদি নূতন জীবন হয়, তবে বার্দ্ধক্য কোথায়? যদি এইটুকু যৌবনের ভিতর আমাদের সব, তবে ধর্ম্মের গৌরব চলিয়া গেল; ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ হইল। ধর্ম্মসাধকেরা কখন বৃদ্ধ হন নাই। মুষা কি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন? তিনি তো কতকাল পরে তোমাকে পাইয়াছিলেন। নিস্তেজ শুষ্ক হইলেই বৃদ্ধ হওয়া হয়। তবে প্রকৃত ভক্ত যাঁহারা, তাঁহাদের কি বার্দ্ধক্য হয়? যাঁহাদের ধর্ম্ম চিরনূতন, যাঁহাদের জীবনে চিরবসন্ত, তাঁহারা কি কখন বৃদ্ধ হন? সাধুরা বৃদ্ধ হইয়াও এমন বালক যে, যুবারা তাহা দেখিয়া লজ্জিত হয়। পিতঃ, তুমি যেমন বৃদ্ধ, এমন বৃদ্ধ আর কে? তুমি যেমন বালক, এমন আর কে? তুমি যেমন পুরাতন, এমন আর কে? তুমি যেমন নবীন, এমন আর কে? তুমি পিতা হইয়া যখন কখনও বৃদ্ধ হইলে না, তখন আমরা ছেলে হইয়া কেন বৃদ্ধ হইব? নববিধানে চিরবাল্য, চিরনূতনত্ব। হে দয়াল, এই শরীরকে যত দিন পৃথিবীতে রাখিবে, ইহাকে যুবাধর্ম্মের আকর করিয়া রাখ। এই মন যত দিন এখানে থাকিবে, ইহাকে চিরদিন নূতন

---

* পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী প্রার্থনাদৃষ্টে সহজেই মনে হয়, এই প্রার্থনা ২৮শে এপ্রিলের প্রার্থনা। সুতরাং পূর্ব্ব সংস্করণের ২৭শে এপ্রিলের স্থলে '২৮শে এপ্রিল' করে দেওয়া গেল।

করিয়া রাখ। হে পিতঃ, সংসারের তোমার সমস্ত প্রিয় কার্য্যে যদি আমাদের মতি থাকে, তবে আমরা চিরকাল যুবা থাকিব। যৌবনের উৎসাহে তেজে তোমার কার্য্য করিব। দয়াময়, তোমার পুত্র কখন বৃদ্ধ হন না। তাঁহার লক্ষ বৎসর বয়স হইলেও, তিনি যৌবনের অনুরাগ উদ্যম উৎসাহে পূর্ণ থাকেন; কিন্তু বিশ্বাস ভিন্ন ইহা হয় না। অতএব, ভগবন্, একবার দয়া করিয়া আমাদের বক্ষঃস্থলে পদার্পণ কর। 'খুব উৎসাহিত হই, আর তোমায় খুব ভালবাসি। তুমি কাছে এসে সর্ব্বদা খুব অনুরাগ উদ্দীপন কর। হে প্রেমসিন্ধো, আমাদের উপর পৃথিবীর আক্রমণ দেখিতেছ তো? শরীরের অবস্থা দেখিতেছ তো? এখন তুমি আমাদিগকে নূতন বল, উৎসাহ দাও। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধো, দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন কখন বৃদ্ধ না হই; কিন্তু চিরনবীন যৌবনে তোমার নববিধানের, তোমার স্বর্গের নব আনন্দ ভোগ করিয়া সুখী এবং শুদ্ধ হইতে পারি। মা, তুমি গরীবদিগের উপর প্রসন্ন হইয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আত্মজয়

(কমলকুটীর, শনিবার, ১৭ই বৈশাখ, ১৮০৪ শক ;
২৯শে এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে কল্পতরু, পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এবং অলৌকিক ক্রিয়া মনকে দমন করা। রিপু সকলকে দমন করা, স্বভাবকে বশে রাখা, এই বাস্তবিক বীরত্ব। এই যথার্থ অলৌকিক অসামান্য ক্রিয়া। স্বভাবকে জয় করাই বীরের কার্য্য! পিতঃ, আমরা নীতির

বীরত্বকে সর্ব্বদা প্রশংসা দিব এবং দুর্নীতিকে নিন্দার বস্তু বলিব। হে পিতঃ, কেহ কেবল উপাসনা করিলে, যোগে ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলে, একটু পরোপকার করিলে, আমাদের প্রশংসা যেন না পায়; কিন্তু স্বভাবকে জয় করিলেই আমরা প্রশংসা করিব। যে কেহ মনের একটা পুরাতন পাপ ত্যাগ করিবেন, আমরা "ধন্য বীরশ্রেষ্ঠ, ধন্য বীরশ্রেষ্ঠ" বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করিব। মন দমন করার ন্যায় আর কিছুই নাই। পিতঃ, যে মানুষ ২৫।৩০ বৎসরের সাধনের পর যেমন ছিল, তেমনি থাকিল, তবে আমাদের শ্রদ্ধা পাইবে কিরূপে? আমরাই বা পরস্পর শ্রদ্ধা দিব কিরূপে, যদি মনের ছোট ছোট দোষগুলি যেমন ছিল, তেমনি থাকে? এই স্বভাবজয়ই অলৌকিক ক্রিয়া। আমরা জিতেন্দ্রিয় নীতিপরায়ণ হইবার জন্য, বহুদিন অভিলাষ করিয়া আছি। মনকে দমন করিতে চাই, বশীভূত করিতে চাই। আমরা লোককে দেখাইতে চাই যে, ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছি; দেখাইতে চাই যে, আমরা ধর্ম্মের সম্বন্ধে আকাশে উড়িতে পারি। আমাদের দলের লোকগুলি পুরাতন রোগগুলি ছাড়িয়াছে কি না, দেখিব; স্বার্থপরতা ছাড়িয়া প্রেমিক হইয়াছি কি না, ঈর্ষা রাগ লোভ ছাড়িয়াছি কি না, দেখিব। হে দয়াময়, সুবুদ্ধি দাও; স্বভাবের যত পাপ ছিল, সমুদয় জয় করিয়াছি কি না, দেখিব। সুবিধার ধর্ম্মকে আমরা সুখ্যাতি দিব না। যদি আত্মজয়ী হইতে পারেন, তবে পরস্পরকে প্রশংসা দিব। হরি, আমাদের মধ্যে শাসন রাখ। আমরা দুর্ব্বলতা জয় করিব, স্বভাবকে জয় করিব। লোককে দেখাইব যে, আগেকার লোকে যেমন জলের উপরে চলিতেন, আকাশে উড়িতেন, আমরা তেমনি অলৌকিক কার্য্য করিতেছি। হে প্রভো, নববিধান আমাদিগকে এই বিষয়ে উপকৃত করুন। আমরা যেন এই উপকার তাঁহার কাছে পাই, যেন স্বভাবকে জয় করিতে পারি। হে করুণাময়, হে দয়াময়, তুমি দয়া

করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার পদপ্রান্তে পড়িয়া, মনে ধর্ম্মের নূতন ভাব সকল লাভ করিয়া, পুরাতন দোষ ত্যাগ করিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি ; মা, গরীব বলিয়া, তুমি কৃপা করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

জীবনে নববিধানের মহিমা প্রমাণ

(কমলকুটীর, সোমবার, ১৯শে বৈশাখ, ১৮০৪ শক ;
১লা মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে বিশ্বনিয়ন্তা, মানুষের জীবনে যাহা ঘটে, তাহা স্থায়ী নহে ; কিন্তু মৃত্যুর পর যাহা থাকে, তাহাই স্থায়ী। তোমার পবিত্র নববিধানকে লোকে, আমরা কি করিয়াছি, কি করি, তাহা দ্বারা পরীক্ষা করিবে না ; কিন্তু আমরা কি রাখিয়া যাইব, তাহা দ্বারা লোকে ইহাকে পরীক্ষা করিবে। আমরা কি রাখিয়া যাইব, যাহা দ্বারা লোকে নব-বিধানকে স্বর্গীয় পবিত্র বলিয়া গ্রহণ করিবে ? তোমাকে বারম্বার ডাকি-তেছি, হে ঈশ্বর, আমাদিগকে ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিতে দাও। ভবিষ্য-দ্বংশীয়েরা আমাদিগের বিষয় কি ভাবিবে ? আমরা লোককে বলিতেছি, শাক্যের, ঈশার, গৌরাঙ্গের, মহম্মদের, নানকের বিধান যেমন, আমাদের বিধান তেমনি। আমরা অন্যান্য বড় বড় বিধানের সঙ্গে এই বিধানকে শ্রেণীভুক্ত করি ; কিন্তু তাঁহাদের বিধানমত জ্বলন্ত ঈশ্বরদর্শন কৈ, বিশ্বাস কৈ, সাধকশ্রেণী কৈ বাড়িতেছে, দীক্ষিতদের সংখ্যা বাড়িতেছে কৈ ? পরমেশ্বর, আমরা ঈশা মুষার মত বড় বড় কথা বলিয়াছি। এখন, প্রভো, শেষ রক্ষা যাহাতে হয়, অনুগ্রহ করিয়া তাহাই বিধান কর। পরমেশ্বর,

আমরা আপনারা মিলিয়া এই বিধানের জ্যোতি তুই দিনে নিবাইয়া দিব ; দিয়া অন্ধকার করিয়া চলিয়া যাইব। পিতঃ, আমরা যাহাতে ভারি একটা কিছু করিয়া যাইতে পারি, তাহাই কর। শ্রীঈশা স্বর্গ হইতে নামিলেন ; তুই হাতে পুণ্য প্রেম বিলাইলেন। আমরা তাঁহার পথাবলম্বী। শ্রীগৌরাঙ্গ পরিত্রাণ বিলাইলেন—আমরা তাঁহার পথে বসিয়াছি। হে পরমেশ্বর, হয় আমরা ঠকাম করিয়াছি, নতুবা যেরূপে পারি, জগৎকে নববিধানের নবসমাচার, নবমন্ত্র গ্রহণ করাইব। অতএব, হে ঈশ্বর, আরও ভক্তি দাও, প্রেমিক কর। এখন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় আর বলে না যে, প্রত্যাদেশ পাই, প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। এখন সকলে ঘুমাইয়াছে, আমরা কয়জন কেবল এই শ্মশানে বসিয়া আছি। সজীব ধর্ম্মের বিধান আর নাই, কেবল এই এক খানি। তবে চালাও এই রথ। উৎসাহিত কর, আরও প্রেমে উন্মত্ত কর। আমরা যে সব কথা বলিয়াছি, তাহা যেন ফিরাইয়া লইতে না হয়। আমাদিগকে এক একটি জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কর। আসল কাজে মতি দাও ; প্রায় সকলে শুইয়া পড়িয়াছে। সে তেজের বিশ্বাস নাই, আর দলে লোক আনিবার চেষ্টা নাই। পিতঃ, কিছু রেখে যেতে পারিব না। এজন্য এই ভিক্ষা করি তোমার চরণে যে, মরিবার পূর্ব্বে যেন দশ হাজার লোক তোমার চরণে আনিতে পারি, আর তোমার বিজয়-নিশানের গৌরব খুব চারিদিকে বিস্তার করিতে পারি, তুমি দয়া করিয়া এ বিষয়ে সহায় হও। হে কৃপাময়, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন খুব অগ্নিময় উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া, ঈশা মুষা যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথে গিয়া, নববিধানের গৌরব পৃথিবীতে রাখিয়া যাইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নবধর্ম্মে নবভাব

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২০শে বৈশাখ, ১৮০৪ শক ;
২রা মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়ার সাগর, হে দুঃখীর আশা ভরসা, তোমারি যে আমরা, আমরা আর কাহারও নই। কি করিলে ইহা আমরা বুঝাইয়া দিতে পারি ? আমরা অন্য লোকের মত হইব না, বিষয়ীদের মত বিষয়কার্য্য করিব না। প্রাচীন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিব না। আমাদের নূতন ধর্ম্মের নূতন ব্যবহার দেখিয়া, জগতের লোক বুঝিবে, নববিধানের নব ব্যবহার কি। তাহা তো কিছুই হইল না। আমাদের মুখে প্রাচীন সুখ, প্রাচীন শোক। একটা নূতন ধর্ম্মের নূতন ছবি, নূতন চরিত্র আমরা দেখাইতে পারিলাম না। গতিনাথ, তুমি গতি করিয়া দিবে, কিন্তু নূতন প্রণালীতে দিবে। নববিধানের সব নূতন হইবেই হইবে। তুমি চাও যে, এবার নূতনভাবে নিরাকার হরিকে পূজা করিতে হইবে। হে ভক্তদের ঠাকুর, হে শ্রীহরি, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে তোমার অভিপ্রায় অনুসারে নূতন প্রণালীতে কার্য্য করিতে দাও। তুমি পরিষ্কার করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দাও, কোন্ নূতন পথে চলিলে, তোমার অভিপ্রায়মত চলা হইবে। নূতন যদি না হবে, তবে কোন্ ধর্ম্মসম্প্রদায় নাটক অভিনয় করিয়া লোকের চিত্ত হরণ করিতে চেষ্টা করে ? আমরা তো পুরাতন প্রণালীতে অভিনয় করিব না। খুব যোগী গম্ভীর থাকিতে হইবে, অথচ আমোদের মধ্যে পড়িতে হইবে। আমাদিগকে তোমার আদেশে জীবনে ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে ; আবার নাট্যশালায় ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। নূতনভাবে জীবন চালাইতে হইবে। পরমেশ্বর, আগেকার মত যোগ ধর্ম্ম হইবে, কাজ কর্ম্মের ব্যস্ততার মধ্যে পড়িতে হইবে। সব করিতে হইবে,

অথচ তুমি বলিয়া দিতেছ, সব নূতনভাবে করিতে হইবে। কৃপাসিন্ধো, দয়া করিয়া বলিয়া দাও, কোন্ পথে যাইব, কিরূপ কার্য্য করিব। হে মাতঃ, হে দয়াময়ি, দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন পুরাতন পথ ত্যাগ করিয়া, তোমার নির্দ্দিষ্ট নববিধানের পথ অবলম্বন করিয়া, তোমার নবরসের মাধুর্য্য সম্ভোগ করিয়া, তোমার নবধর্ম্মের তেজ বিস্তার করিয়া কৃতার্থ হই; তুমি প্রসন্ন হইয়া, তোমার পুরাতন আশ্রিত লোক-দিগের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দেবালয়ে নিয়মিত পূজা

(কমলকুটীর, বুধবার, ২১শে বৈশাখ, ১৮০৪ শক ;
৩রা মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে অপার করুণাসিন্ধো, আমাদিগের অবস্থা ভাল নয়, ইহা আর কত বার বলা যাইবে? রোগের কথা বলিলেও অবস্থা বিশেষে বাড়ে, আবার রোগ গোপন করিলেও রোগ বাড়ে। চিকিৎসক, ইহার ঔষধ কি? রোগ-প্রতিকারের ভার কে লইবে? হে ঈশ্বর, তোমার আদেশে সংসারে যদি না চলি, তাহা হইলে আমাদের বিষম কষ্ট পাইতে হইবে। আমরা এমন উৎকৃষ্ট দান পাইয়া, অবহেলা করিলাম। এমন সকল উৎকৃষ্ট নীতি পাইয়া, অবহেলা করিলাম। পাপের প্রায়শ্চিত্ত শীঘ্র শীঘ্র করি। হে দয়াময়, একজনও আমাদের মধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ হইল না। কার্য্যক্ষেত্রে সকলকে দেখিতে পাইব; কিন্তু নীতির ঘরে, যোগের ঘরে, উপাসনার ঘরে, ভক্তির ঘরে লোক কৈ? এই এক নাটক শত্রু আসিতেছে। যাহা নীতি ছিল আমাদের মধ্যে, তাহাও, বোধ হয়,

এবার যাইবে। খুব উচ্চ পরীক্ষিত লোক না হইলে, অভিনয় করিতে পারিবে না। এবার এই প্রলোভনের মধ্যে তোমার দুর্ব্বল সন্তানদের রক্ষা করিও। সহস্র কাজ থাকিলেও, নিয়মিতরূপে এ ঘরে আসিতে হইবে। আমরা যত দিন পৃথিবীতে থাকিব, রাজভক্তি, পিতৃভক্তি, মাতৃ-ভক্তি, তোমার উপাসনা, এ সব তো থাকিবেই। দয়ানয়, আমাদের মন কেন ভাঙ্গিয়া যায়? মাতঃ, তোমার ঘরের প্রতি অনাস্থা কেন হয়? এ ঘর ঝাড়া তো কোন সাধক তাঁদের কাজ মনে করেন না! তাঁরা কেন দেবালয়ের মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন না? তোমার বসিবার ঘর তো কেহ ঝাড়েন না। ভক্তদের মধ্যে তো কেহ এ ঘর ভালবাসেন না। রৌদ্রে তুফানে বৃষ্টিতে তোমার ধর অপরিষ্কার হয়, কেহ দেখেন না। মা, তোমার বড় অপমানের অবস্থা, স্বীকার করিলাম। স্বীকার করিলে কি হয়, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। মা, আমাদের প্রাণটা অচেতন, পাথরের মত। দোহাই, মা, তোমার কাছে হাত যোড় ক'রে প্রার্থনা করিতেছি, দয়া ক'রে নিয়মগুলি ব'লে দাও। কোন্ সময় তোমার পূজা করিতে আসিব, বলিয়া দাও। কাল হইতে আমরা নয়টার মধ্যে তোমার পূজার ঘরে হাজির হইতে চেষ্টা করিব। অঙ্গীকার করিতে পারি না, কি জানি, কি হয়; কিন্তু তোমার আদেশ মনে করিলাম। হে কৃপাসিন্ধো, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন ঠাকুরঘরে নিয়মিত আসিয়া, তোমার দেবালয়ে বসিয়া, দেবদেব মহাদেবের শ্রীচরণ নিয়মের সহিত, ভক্তির সহিত পূজা করিয়া শুদ্ধ হইতে পারি; দয়াময়, তুমি দয়া করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নববিধানকে জয়ী করিব

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ২২শে বৈশাখ, ১৮০৪ শক ;
৪ঠা মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে মঙ্গলময়, হে করুণাসিন্ধো, প্রত্যেক মনুষ্যের উচিত, জয়লাভ করিতে চেষ্টা করা। পৃথিবীতে আসা এই জন্য, ধর্ম্মকে জয়ী করিব, সত্যকে জয়ী করিব, তোমাকে জয়ী করিব, নববিধানকে জয়ী করিব। যে হারিয়া যায়, রিপু যাহাকে জয় করে, সে কাপুরুষ, নীচ অধম লোক। সংগ্রাম হয় তো অনেক দিন করিতে হইবে, অনেক কষ্টে পড়িতে হইবে, খুব কঠিন অবস্থায় পড়িতে হইবে; কিন্তু অবশেষে জয়ী হইব, ইহা আমাদের লক্ষ্য থাকিবে। পরমেশ্বর, আমরা কত দিন নীচ হইয়া থাকিব? ধন্য সেই বীর, যিনি রিপুর নিকট পরাজিত হন না, মানুষের কথা শুনিয়া চলেন না, নববৃন্দাবন স্থাপন না করিয়া যিনি যমের বাড়ী যাইবেন না। দয়াময়, আমরা নরদেহ ধারণ করি না, দেবদেহ ধারণ করি। এ আত্মা কি পাষণ্ডের, না, দেবতার? এ জীবন কি কাপুরুষের, না, বীরের? হে ঈশ্বর, বাস্তবিক একটু সেই ইংরাজ জাতির সাহস, সেই মহারাষ্ট্র জাতির বীরত্ব আমাদের রক্তের ভিতর না আসিলে চলিবে না। তোমার এই দল যদি অবসন্ন দল হইল, তাহা হইলে আর মুখ দেখাইবার ইচ্ছা নাই। প্রেমের জয় কৈ হইল? এ তো স্বার্থপরতার জয়, এ তো রাগের জয়; মেষের জয় কৈ হইল? নির্দ্দোষ শান্তস্বভাব সুশীল কপোতের জয় হইবে ব্যাঘ্রের উপর। নির্লোভীর জয় হইবে, সত্যবাদীর জয় হইবে। ধন্য শান্তিসংস্থাপকেরা, কারণ তাঁহাদেরই জয় হইবে। আমাদিগকে দিগ্বিজয়ী কর। আমরা বাস্তবিক বন্দী জাতি হইয়াছি। বাস্তবিক ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্র হইয়াছি। রিপুরা প্রবল হইয়া,

বার্দ্ধক্য দেখিয়া, আমাদিগকে আরও জড়াইয়া ধরিতেছে, এবং দুর্ব্বল দেখিয়া, সকলে আক্রমণ করিতেছে। এজন্য হাত যোড় করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, হে দিগ্বিজয়ীদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম, তুমি তোমার ব্রাহ্মণদের শূদ্রত্ব হইতে বাঁচাইয়া, তাহাদের ব্রাহ্মণত্ব, ব্রাহ্মত্ব রক্ষা কর। আমরা জয়ী হইবই; স্ত্রীকে জয় করিয়া ভাল পথে আনিব, সন্তানদের জয় করিয়া এই পথে আনিব। তোমার মহিমার নিশান উড়াইব। মা, শূদ্রের নীচতা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। মা অসুরনাশিনি, এবার কি তুমি হারিবে, আর শয়তান জিতিবে? না, কখনই দুরাচার নাস্তিকতার জয় হবে না। দয়াল নামের জয় হইবেই। তুমি অসুরনাশিনীমূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াও, আমাদের নিস্তেজ রক্তে তেজ দাও, আমরা দয়াল দয়াল বলিয়া, রণস্থলে নৃত্য করিতে করিতে শত্রু জয় করি, রিপুদল সংহার করি। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধো, কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার প্রসাদে জয়ী হইয়া, শত্রুদলকে সংহার করিয়া, তোমার রাজ্য বিস্তার করিতে পারি; তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

উচ্চ চিন্তায় উন্নতি

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ২৩শে বৈশাখ, ১৮০৪ শক;
৫ই মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, এই বিধানরাজ্যের রাজাধিরাজ, জীবনের উচ্চ কাজ ভাবিলে মানুষ উচ্চ হয়, নীচ কাজ ভাবিলে নীচ হয়। যে বিষয় ভাবে মানুষ, সেই রকমই হইয়া যায়। কেহ কেহ জেয়াদা বড় বিষয় ভাবিতে

চায় না, সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকে ; মনের চিন্তা দমন করিবার চেষ্টা করিল না, মনের চিন্তাকে উচ্চ করিতে চেষ্টা করিল না। এই চিন্তাতেই মানুষ কীট হইয়া যায়, আবার এই চিন্তাতেই মানুষ দেবতা হইয়া যায়। অতএব মধ্যে মধ্যে চিন্তা করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক। পরমেশ্বর, উচ্চতা আর হইল না। আমি যদি ঋষিদের ভাবি, ঋষি হইব ; জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষদের ভাবি, জিতেন্দ্রিয় হইব। যদি যোগকুটীর ভাবি, যোগী হইব ; আর যদি নীচ চিন্তা করি, নীচ হইয়া যাইব, আপনার মহত্ত্ব হারাইয়া নীচ শূদ্রত্ব পাইব। আমরা যদি ভাবি, কিসে নববিধান স্থাপিত হইবে, যদি ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গের কথা ভাবি, উচ্চ হইয়া যাইব। পরমেশ্বর, যে যাহা ভাবে, তাহার চরিত্র সেইরূপ। উচ্চ সাধক উচ্চ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া আছেন, তাঁহার আর সামান্য বিষয় ভাবিবার সময় নাই। যোগের যাঁহারা লোক, তাঁহারা সংসারের বিষয় ভাবিবেন কিরূপে ? ভাবিতে পারেন না। যাঁহারা উদার ক্ষমাশীল, তাঁহারা তো ঝগড়ার বিষয় ভাবিতে পারেন না। অতএব, হে ঈশ্বর, আমাদের চিন্তাগুলি আরও উচ্চ কর। নববিধানের উচ্চ চিন্তা করা কৈ হইল ? ক্ষুদ্র চিন্তা যেন আর মনের মধ্যে প্রবেশ না করে। উন্নত কর, হাত ধরিয়া স্বর্গে লইয়া চল ; বড় সভায় বসিয়া উচ্চ ভাব মনে আনি। মনের দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দাও, যেন নীচ ভাবগুলি আসিতে না পারে। দেবসন্তান-দিগকে নীচ হইয়া যাইতে দিও না। ঠাকুর, খুব উন্নত কর। স্বর্গের দিকের জানালাগুলি খুলিয়া দাও। স্বর্গের পবিত্র বায়ু আসিয়া স্পর্শ করুক। ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখি। হে কৃপাময়, হে সকল মহত্ত্বের আকর, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকল নীচ চিন্তা ফেলিয়া দিয়া, আমরা কাহার সন্তান, কি করিতে আসিয়াছি, এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে উচ্চপ্রকৃতি হইয়া, তোমার ব্রতে

ব্রতী হইয়া থাকিতে পারি ; তুমি গরীবদের উপর প্রসন্ন হইয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

সহজ মাতৃরূপ

(কমলকুটীর, শনিবার, ২৪শে বৈশাখ, ১৮০৪ শক ;
৬ই মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দুর্ব্বলের বল, হে অনাথনাথ, রোগ বুঝিয়াই ঔষধ দিয়াছ। অভাব বুঝিয়াই উপায় করিয়াছ। তুমি যে বর্ত্তমান সময়ে কি আশ্চর্য্যরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছ, তাহা পৃথিবী এখন বুঝিল না, পরে বুঝিবে। হে দয়াল, বেদ বেদান্তের সময় কি কঠিন ব্রহ্মজ্ঞান ছিল ! পৌত্তলিকতার সময় কি বিকৃত ব্রহ্মজ্ঞান ছিল ! কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগকে তুষ্ট করিবে বলিয়া, ফরমাশ্ দিয়া মর্ত্ত্যে মাতৃরূপ প্রেরণ করিলে। যত রকম দেবতা কল্পনা হয়েছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম যে দেবতা, তাই তুমি প্রেরণ করিলে আমাদের মধ্যে। তুমি নিরাকার পবিত্র তেজোময়, অথচ জননীরূপে দেখা দিলে। আমরা যে ধন পেয়েছি, এমন কেহ পায় নাই। অভাব বুঝে, তুমি উপায় করিলে। বার বার তোমাকে প্রণাম করি। নববিধানের সময় বিশেষ দয়া করিয়া, বিশেষ মূর্ত্তিখানি পাঠাইলে। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রভেদ রহিল না, যুবা বৃদ্ধের ভিন্নতা রহিল না, লোকভয় শাস্ত্রভয় রহিল না। এ কি জীব তরাই-বার বিশেষ আয়োজন নয় ? জগদীশ, এই ঘরে বসিয়া ভাল করিয়া সাধন করি আর না করি, পুণ্যাত্মা হই আর না হই, শাস্ত্র পড়ি আর না পড়ি, একবার "মা" বলিয়া ডাকিলেই তুমি আসিয়া দেখা

দিয়াছ। কৃপাসিন্ধো, তোমার এই সুমিষ্ট নামটি আমাদের প্রতিদিনের সাধন ভজনের বস্তু করিয়া দাও। সহজে "মা" ব'লে তোমার স্তন্যপান করিতে পারি, সহজে কষ্ট বিপদে তোমায় ডাকিয়া শান্তি পাইতে পারি, সহজে তোমার চরণ ধরিয়া ডাকিতে পারি। মা, তোমার বিশেষ দয়া দেখিলাম, তোমার এই মাতৃরূপে। এমন সহজে তুমি আর কোন্ সম্প্রদায়ের কাছে দেখা দিয়াছ? এক আধ্‌জন এদিক ওদিকে এইরূপে তোমায় দেখিয়াছে; কিন্তু কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে তো এই মত দেখি নাই। কি শুভক্ষণে আমরা আসিয়াছি! কি সৌভাগ্য আমাদের! রোগে শোকে পাপে তাপে মলিন হইয়াও, এমন ধন পাইয়াছি। হে কৃপাসিন্ধো, হে গতিনাথ, কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন, আমাদের প্রতি তোমার বিশেষ কৃপা দেখিয়া, তোমার চরণে পড়িয়া, আমাদের কৃতজ্ঞতা-ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করি; মা, তুমি দয়া করিয়া, আজ গরীবদিগের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অভিনয়ের জন্য বালকত্ব

(কমলকুটীর, রবিবার, ২৫শে বৈশাখ, ১৮০৪ শক ;
৭ই মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াময়, বিধাতা, জীবনের অবশিষ্ট অংশ তুমি পবিত্র করিয়া দাও। তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এ পথটুকু লইয়া যাও। কোথা হইতে অভিনয় আসিয়া, এই পথে আমাদিগকে ধরিল। বৃদ্ধের পক্ষে এ শখ্ আমোদ কি ভাল? না, এই নাটকের ভিতর তোমার কোন অভিপ্রায় আছে? বার্দ্ধক্য কেন যৌবন হইবে, যৌবন কেন বাল্য হইবে? স্বর্গরাজ্য

এইরূপ যে, এক বৃদ্ধ ছিল, সে শিশু হইল, শিশুর ন্যায় খেলা করিতেছে। শ্রীহরি, বালক না হইলে চলিবে না। বালকের মত সরল হইয়া, আমরা নাট্যশালায় খেলা করিব। বালক না হইলে সুখ নাই, শান্তি নাই। বৃদ্ধের গম্ভীর ভাবে সুখ নাই, ঢের অশান্তি আছে। হে পিতঃ, আমাদের উপস্থিত অভিনয়ে তুমি আমাদিগকে যৌবনে অভিষিক্ত কর। তার পর আরও পশ্চাতে লইয়া গিয়া বালক কর। বালকের মত সুকুমারমতি কর, নির্দ্দোষ কর। বার্দ্ধক্যের কুটিলতা দূর কর। বালক না হইলে, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে কেহ পারিবে না। সংসারের নাট্যশালায় বালক যে, তাহারই জয় হয়; বালিকা যে, তাহারই জয় হয়। হে কৃপাসিন্ধো, হে গতিনাথ, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সংসারের কুটিল পথ ছাড়িয়া, সকল প্রকার কটুভাব ত্যাগ করিয়া, বালকের মত সরল নির্দ্দোষ ও শুদ্ধ হইতে পারি; মা অনুগ্রহ করিয়া আজ আমাদিগের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নববিধান-রক্ষা

(কমলকুটীর, সোমবার, ২৬শে বৈশাখ, ১৮০৪ শক;
৮ই মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়ার সাগর, হে যুবা বালক বৃদ্ধের পিতা মাতা, তোমার দলের মধ্যে রোগের উৎপাত তুমি দেখিতেছ। রোগের উপদ্রব কে না সহ্য করিতেছে? তোমার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তীর্ণ, কত কৃষক আসিত আগে বীজ পুঁতিবার সময়, ধান কাটিবার সময়! ফসলের অধিকারী কে হইবে, বল। ক্রমে লোক কমিতেছে, কার্য্যক্ষেত্রে এবং তোমার উপাসনামন্দিরে!

হরি, আমাদের এ রাজ্যমধ্যে এরূপ ব্যবস্থা নাই যে, একজনের অনুপস্থিতিতে নূতন লোক আসিয়া তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ করে। পরমেশ্বর, রোগ হয় কেন, শোক হয় কেন, কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাস হয় কেন? একজন কার্য্যে অনুপস্থিত হইলে, আর একজন তাহার ভার লইতে পারে না। নানা কারণে কাজ পড়িয়া থাকে। প্রেমসিন্ধো, ইহার ভিতর শিক্ষা আছে। যদি শত্রুদলের ভিতর লোকসংখ্যা বাড়ে, আর আমাদিগের ভিতর কমে, তাহা হইলে আমাদের কার্য্যভার তাহারা লইবেই লইবে। আমরা যদি অক্ষম হই, তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে আসিবে। এই কি বিধাতার বিধি? পিতঃ, রোগে শোকে তোমার কার্য্য অসমাপ্ত রহিল। মা ব'লে ডাকিতাম, অনেক ভাই ব'লে; এখন অনেক কম ভাই হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধের দল সরিয়া গিয়াছে, বালক যুবার দল কমিয়া যাইতেছে। উপাসনার ঘরে লোক কমিয়া গিয়াছে। এখানে কি কার্য্যভার লইতে নূতন লোকের যোগ্যতা হ'বে না? যে সব লোক সরিয়া গিয়াছে, তাহারা কি আর আসিবে না? যে আসন শূন্য হইয়াছে, তাহা কি আর পূরিবে না? 'এলো, এলো' বলিতে বলিতে, শত্রুদল আসিয়া হস্ত হইতে কার্য্যভার কাড়িয়া লইবে? আর তেমন জমাট নাই। তোমার সঙ্গে আর তেমন সদালাপ হয় না। তোমার সিংহাসনের চারিদিকে আর তেমন বসি না। বাড়ী যে গেল গেল হইয়াছে। এমন সময় একটু টুকুস্ টুকুস্ করিয়া কার্য্য করা? এত বড় রাজ্যের কার্য্য চালাতে কি একটু পড়িলে, একটু লিখিলেই হইবে? নববিধানের ছাদ এত বড়! পুরাতন থামগুলি জীর্ণ, সংস্কার করিতে হইবে, নূতন থাম বাড়াইতে হইবে; নতুবা এত বড় এমারৎ রক্ষা পাইবে কিরূপে? হরি হে, এখন তুমিই ভরসা। তোমার নববিধান পূর্ণ হইবেই, এখন না হউক, পরে হ'বে; দুই হাজার তিন হাজার বৎসর পরে হইতে পারে। আমাদের পাঁচ জনের ঝগড়া হইল বলিয়া, শরীর খারাপ

হইল বলিয়া, কি নববিধান পূর্ণ হইবে না? হরি, যে বীজ পোঁতে, সেও কেউ নয়, যে জল দেয়, সেও কেউ নয়। মা-ই সকলের মূল। হরি হে, এই প্রার্থনা করিতেছি যে, সঙ্কটকালে তোমায় দীনবন্ধু বলিয়া, তোমাকে অবলম্বন করিয়া থাকি। দয়াময়, তোমার এত দিনের দলকে রক্ষা কর। আমরা যেন ভাল করিয়া হরিনাম করিয়া, সব পাপ হইতে বাঁচি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। হে দয়াময়, কৃপাসিন্ধো, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আবার ভাল করিয়া তোমার কাজ করিতে পারি এবং তোমার নববিধানের অট্টালিকা বাঁচাইয়া, তাহার ভিতর বসিয়া, হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই; মা, তুমি গরীবদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নব অনুরাগ

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২৭শে বৈশাখ, ১৮০৪ শক;
৯ই মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনশরণ, দুর্ব্বলের বল, আমাদের মধ্যে আছে, কেবল দেখিতেছি, নূতন ভাবের আলো, নূতন কথার প্রকাশ। যত কিছু আমাদের মধ্যে বিঘ্ন দেখিতেছি, ইহাও দেখিতেছি যে, নূতন ভাব ও কথার স্রোত এখনও বন্ধ হয় নাই। অভিনয়-ব্যাপার যে ধর্ম্মজগতের মধ্যে একটি নিগূঢ় রহস্য, তাহা লোকে দেখুক। উচ্চতম যোগের পার্শ্বে যে নাটকের আমোদ কেন, তাহা, ঠাকুর, তুমি এবার বুঝাইয়া দিবে। এখনও মনে হয়, এক এক দিন এক একটা অদ্ভুত কথা যোগ ভক্তি সম্বন্ধে উঠিতে পারে, যাহা শুনিয়া লোকে আশ্চর্য্য হইবে। হে হরি, তোমার বিধান এখনও ফুরায়

নাই, তোমার ভাণ্ডার এখনও শূন্য হয় নাই। এখনও যদি আমরা তোমার সঙ্গে চলি, নূতন দেশে যাইতে পারিব, নূতন ফুল দেখিতে পাইব। কিন্তু, হরি, কোন্ কোন্ বিষয় আর নূতন নাই? সেটি ভালবাসা। আমাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা অত্যন্ত পুরাতন হইয়া গিয়াছে। আগেকার ভালবাসার ভিতর, সেবার ভিতর মিষ্টতা ছিল, সেটুকু গিয়াছে, তাহার রস শুকাইয়াছে। তখনকার মত নব অনুরাগের মিষ্টতা নাই। এখন কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। সে সবই আছে, কিন্তু প্রেম, টানিবার ক্ষমতা আর নাই। পুরাতন লোকদের উপর আর সে নূতন প্রেম হয় না। আজ কাল কর্ত্তব্য বলিয়া অনেক কাজ করি, আগে যাহা ভালবাসার সহিত করিতাম। প্রেমের সহিত কর্ত্তব্য আর এখন করিতে পারি না, ভালবাসার সহিত সেবা আর কেহ করে না। প্রভো, আগেকার মত সেই সদ্যজাত সুমিষ্ট নব অনুরাগ দাও। পরস্পরের সঙ্গ আর তেমন মধুময় নাই। তবে তোমার চরণ ধ'রে জিজ্ঞাসা করি, আর কি কিছু আসিবে না? দূরের ভাইরা আমাদিগকে যে রকম ভালবাসে, ইহারা তো পরস্পরকে সে রকম ভালবাসে না। দয়াময়, জিজ্ঞাসা করি, আবার কি সে রকম হয় না? পিতঃ, চিরপ্রেমের নববিধান, নব অনুরাগের নববিধান, যিনি চিরকাল সকলকে প্রেমে বাঁধেন, তিনি আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন। দয়াময়, নব অনুরাগ দাও। হে জননি, আমরা প্রেমের আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া, সার আড়ম্বরশূন্য ভালবাসা যাহা, তাহাই পরস্পরকে দিয়া সুখী হই। ভালবাসার অভাবে প্রাণ ক্লিষ্ট হইয়াছে। চাই সেই আগেকার ভালবাসা, দুঃখীদের ভালবাসা। হে কৃপাসিন্ধো, হে গতিনাথ, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন নববিধানের আশ্রয়ে থাকিয়া, পরস্পরকে নব অনুরাগ দিই এবং আন্তরিক প্রেমে চিরকাল বদ্ধ থাকিয়া, পৃথিবীতে

স্বর্গের সুখ অনুভব করি; মা, তুমি প্রসন্ন হইয়া, এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিচারের শাসন

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ৩০শে বৈশাখ, ১৮০৪ শক;
১২ই মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে সঙ্কটনিবারণ, বলিয়া যাওয়া, আর করিয়া যাওয়া আমাদের কর্ম্ম। ফলাফল, বিশ্বপতি, তোমার হাতে। যাহা বলিবার, বলিয়া যাইব। মৃত্যুর দিনে হিসাব হইলে ঠিক হইবে, যাহা বলিবার ছিল, তাহা আর বলিবার অবশিষ্ট নাই। ফল পাই, না পাই, যাহা কার্য্য আমাদের আছে, তাহা ষোল আনা করিতে হইবে। প্রত্যেকের কার্য্য ঠিক করিয়া লইতে হইবে। হে ঈশ্বর, ভবিষ্যৎ তোমার হস্তে, সেদিকে যেন আমরা দৃষ্টি না করি। হে প্রেমানন্দ, তোমার আনন্দের সকল তত্ত্ব কি আমরা করিয়াছি? যাহা বলিবার ছিল, তাহা কি আমরা বলিয়াছি? হে ঈশ্বর, তোমার বিচার ভিন্ন ধর্ম্ম স্থির হয় না। এজন্য তোমার ঈশার শিষ্যেরা বিচারের একটা বিশেষ মত স্থাপন করিয়াছেন। নববিধান বলেন, ইহার ভিতর একটা সত্য হইবে। মৃত্যুর শয্যায় তোমার প্রত্যেক দাসের বিচার-নিষ্পত্তি হইবে, ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে। আমরা গুরু মানি শিক্ষার জন্য, পিতা মানি, মাতা মানি, বন্ধু মানি; কিন্তু বিচারের সিংহাসন খালি রহিয়াছে। আমাদের কোন শাসনের বন্ধন নাই। আমরা প্রত্যেকে কাজ লইতে পারি, ছাড়িতে পারি; যেরূপ রুচি ইচ্ছা, মনে রাখিতে পারি, ছাড়িতে পারি। ঈশ্বর, তুমি এত বড় রাজাধিরাজ,

তোমার রাজ্যে বিচারকর্ত্তা নাই, ইহা বড় অসম্ভব। রুচি দমন কে করে, কথা শাসন কে করে, নিবৃত্তি করিতে কে আছে? কেহ নাই দেখিতেছি শাসন করিবার। তোমার রাজ্য তবে অরাজক? আমরা বিচারের ইচ্ছা করি না বটে, কিন্তু আমাদের পরিত্রাণের জন্য তাহা অত্যন্ত দরকার হইয়াছে। দয়াময়, তুমি বিচারপতি হইয়া. আমাদিগকে ন্যায়ের দণ্ড দাও। দয়াল, এত বড় বিস্তীর্ণ ব্রহ্মরাজ্যে বিচারের আদালত একটিও নাই। এ অবিচারের রাজ্যে তবে থাকিব না। খ্রীষ্টীয় ভাব তবে নববিধানে আসুক, বিচার ইহার ভিতর লুকান আছে বটে। দয়াময়, তোমার প্রচারকসভা কি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একত্রিত হইয়া, প্রতিজনের দোষ আলোচনা করিতে পারেন না? কাহারও শাসন কি মানিব না? তোমার সভার শাসনকে কি ভয় করিব না? বিচার নাই? ন্যায় অন্যায় নাই? ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই? স্বেচ্ছাচারের দমন নাই? ঠাকুর, তুমি এস, বিচার কর। মৃত্যুর আগে যেন বলিতে পারি যে, প্রভুর বিচারের নিদর্শনপত্র পাইয়াছি। দুই জন হয়, পাঁচ জন হয়, বিচারপতি নিয়োগ কর। তুমি বিচারের একটা ব্যবস্থা কর। প্রতিদিন তাহা হইলে শান্তি ও বিবেক লইয়া নিদ্রা যাইতে পারি। হে কৃপাসিন্ধো, তুমি কৃপা করিয়া একটা বিচারের কিছু ব্যবস্থা কর, যদ্দ্বারা আমাদের দৈনিক জীবন নির্ম্মল হয়; মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বার্দ্ধক্যে বাল্যসঞ্চার

(কমলকুটীর, শনিবার, ৩১শে বৈশাখ, ১৮০৪ শক ;
১৩ই মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনদয়াল, হে শান্তিদাতা, কিছু পুরস্কার সকলেই পায়। এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে সকলেই কিছু পুরস্কার ইচ্ছা করে। কাজ করিয়া রাখিয়া গেলে থাকে না। মানুষ করিয়া রাখিয়া গেলে থাকে। কাজ এই আছে, এই নাই। পৃথিবীতে রোগ বিপদ্ ঝড় আছে, নানা কারণে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তি স্থায়ী হয় না। এজন্য মানুষ চিরকাল থাকে। বংশ চিরকাল থাকে। এজন্য এই প্রার্থনা করি যে, আমাদের এই ভাবগুলি যেন এক এক পরিবারে প্রতিষ্ঠিত হয়। হে পরমেশ্বর, আমাদের দৃষ্টি যেন এখন এই দিকে থাকে। অন্য কাজে কাজ কি— যদি তোমার বিধান সমভূমি হয়ে যায়? কতকগুলো কাজ রাখিয়া গেলে কি হইবে? হে ঈশ্বর, এই চিন্তা আমাদের মনকে সময়ে সময়ে চঞ্চল করে। যদি আমরা দশ পোনের বৎসর পূর্ব্বে কার্য্যক্ষেত্র ছাড়িয়া যাইতাম, দেখিয়া যাইতাম, স্বর্গের বাগানে খুব ফুল ফল হইতেছে, তোমার বাড়ী প্রস্তুত করিতে অনেক মিস্ত্রী খাটিতেছে। তোমার কাছে গিয়া হাসিতে হাসিতে আনন্দের সংবাদ দিতাম। কিন্তু, পিতঃ, এখন কি আমরা এই বলিয়া পরিতাপ করিব যে, কেন ইহার পূর্ব্বে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাই নাই? গাছ উঠিবার সময় দেখিলাম, এখন গাছ ভাঙ্গিবার সময় দেখিব? যখন সিংহের মত উৎসাহে সকলে কার্য্য করিয়াছে, তখন ছিলাম; এখন এই সময় ভাঙ্গা দেখিতে হইল, যখন বল নাই, শক্তি নাই, উৎসাহ নাই। পিতঃ, তোমার উপর সকল আশা। আমরা কেন অন্ধকার দেখিব? সে যোগের গভীরতা, বিবেকের কঠোরতা,

হৃদয়ের পবিত্রতা নাই। সেই উদ্দীপ্ত নব অনুরাগ ফিরিয়া আসুক; নতুবা হইবে না। পিতঃ, নববিধান তো ফাঁকি দিয়া পৃথিবী হইতে পলায়ন করিতেছে। সোণার চাঁদ নববিধান পৃথিবী ছাড়িতেছে। যদি দেখে যাই যে, নববিধান কিছুদিন রাজত্ব করিয়া, শত্রুদের নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন আর আমরা কয়জন শোকগ্রস্ত রোগগ্রস্ত বিমুখ হইয়া যাই, তবে বড় কষ্টের বিষয়। পিতঃ, আবার নব উৎসাহ, আবার প্রেমধন এনে দাও; আবার আগেকার ছবি আঁক। ছেলেবেলাকার ভাব আনিয়া দাও। অলৌকিক বল দাও। দয়ার উপর নির্ভর করিয়া আছি, দেখি, আবার এই পামরদের নব বাল্য হয় কি না। কৃপাসিন্ধো, কৃপা কর, অসম্ভব সম্ভব কর, চরিত্র পরিবর্ত্তন কর। আবার বার্দ্ধক্যে বাল্যসঞ্চার কর। হে দয়াল, দয়া করিয়া, পরস্পরকে ভালবাসিয়া যে সুখ, সেই সুখ দাও। আবার সেই সময় আন। কয়টা বৎসর যৌবনের হুঙ্কার করি। হে কৃপাসিন্ধো, হে গতিনাথ, কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আবার যৌবন লাভ করিয়া, বার্দ্ধক্যে বাল্যব্যবহারের পবিত্রতা ও সুখ সম্ভোগ করি; মা তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শুদ্ধ চরিত্র

(কমলকুটীর, রবিবার, ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৮০৪ শক;
১৪ই মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, যেন জীবনে কলঙ্ক না হয়, এই তোমার নিকট ভিক্ষা। হে কলঙ্কনাশন, নববিধান-রাজ্যের কলঙ্কভঞ্জনের ভার তোমারই হস্তে।

তোমার দয়া পর্ব্বত-সমান কলঙ্ক সমভূমি করিয়া দিবে, কলঙ্কের অগ্নি নিবাইবে। এই তোমার কার্য্য। নরনারী বালক বৃদ্ধের কলঙ্ক যাইবে। বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান, চরিত্রসম্বন্ধে যাহা কলঙ্ক থাকে, যাইবে। চক্ষে যদি কাল দাগ থাকে, মুছাইয়া দিবে। জিহ্বায় যদি কলঙ্ক থাকে, দুর করিবে; হৃদয়ে যদি কাল চিন্তা থাকে, তাহাও দূর করিয়া দিবে। হে হরি, তোমার কলঙ্কভঞ্জন নামটি সর্ব্বাপেক্ষা কি হৃদয়ের নিকট সুমিষ্ট নয়? হৃদয় নির্ম্মল হবে তোমার নামে। হে দয়াল, নিষ্কলঙ্ক শ্বেত প্রস্তর এ পাপ জীবন হইতে তুমি বাহির কর। তোমার নাম নিষ্কলঙ্ক পুণ্যময়। তুমি দেখাও যে, অত্যন্ত কাল যাহা, তাহার ভিতর হইতেও সাদা বাহির করিতে পার। আমাদের দলের যেন কলঙ্ক না হয়। আমাদের যেন পৃথিবীতে কলঙ্করাশি রাখিয়া যাইতে না হয়। হরি, এতগুলি লোক এতদিন ধর্ম্মসাধন করিল, অবশেষে কি পরস্পরকে অবিশ্বাস করিবে? প্রণয় দিতে পারিবে না? পিতঃ, কাছে এসেছ, কথা শোন, আমাদের যেন কলঙ্কিত জীবন না থাকে। নির্ম্মল নাম রাখিয়া যাইতে হইবে। বড় বড় পরীক্ষায় জয়লাভ করিয়া, অবশেষে কি সামান্য প্রলোভনে পড়িব? নববিধানের লোকেরা কি শেষ কালে টলালে? শ্রীহরি, ভক্তপ্রিয়, তোমার নিকট এই চাই, যেন কলঙ্ক হইতে রক্ষা পাই। ঈশ্বর, আমরা এক স্থানে আছি, এক অন্ন আহার করি, এক মার পূজা করি, অথচ এক হইলাম না! কুলাঙ্গার নাম যেন না থাকে, কুলপাবন নাম যেন থাকে। হরি, কলঙ্ক যে পৃথিবী হইতে যায় না। কলঙ্কনাশন, সমুদ্র নিয়ে এসে দাঁড়াও, নতুবা আমাদের পাপ ধৌত হ'বে না। কলঙ্ক ভয়ানক জিনিষ। একটা দাগ পড়িলে কি শীঘ্র উঠে? পৃথিবীর লোক যেন বলে যে, খারাপ ছিল বটে, কিন্তু শেষ জীবনে সব কলঙ্ক ধৌত করিয়া ফেলিয়া, শুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু, মা, আমাদের যে উল্টো। লোকে

বলিবে, এদের জীবন নির্ম্মল ছিল, কিন্তু শেষ জীবনে কলঙ্কিত করিয়া ফেলিয়াছিল। দীননাথ, কলঙ্ক দূর কর। কলঙ্কিত জীবন যেন আমাদের দলের মধ্যে না থাকে। কোন পুরুষ, কোন নারী যেন কলঙ্কিত না থাকে। এমনি পবিত্র ক'রে দাও যে, ইহার সৌরভ চারিদিকে বিস্তার হইবে। হে দয়াময়, কোথায় তুমি, আর কোথায় আমরা! নিষ্কলঙ্ক নববিধান আমাদের হাতে কলঙ্কিত হইবে? দেব, আমরা মনে করি, লোকে যাহা বলে, ব'লে যাক্—কিন্তু সেগুলি যদি থাকে, আমাদের সৎ-সাহস দ্বারা সেগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। চরিত্র, তুমি দাঁড়াও। নিষ্কলঙ্ক পবিত্র ব্রহ্মচরিত্র, তুমি মানবগণের চরিত্রে প্রকাশ হও। হে চরিত্র, নববিধানবাদীদের মধ্যে তুমি সিংহাসন লও। হে চরিত্র, তুমি মধু ছড়াও। হে চরিত্র, আমি তোমার পূজা করি। দয়াসিন্ধো, দয়া করিয়া গরীবদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন যথার্থ স্বর্গীয় বীরত্বের সহিত কলঙ্ক নিবারণ করিয়া, জীবনের দাগগুলি মোচন করি এবং শেষ জীবন শুদ্ধ করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

উপাসনায় মিলন

(কমলকুটীর, সোমবার, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক ;
১৫ই মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াময় হরি, অন্ধকারের দিক আছে, আলোকের দিকও আছে। এক দিক দেখিলে কত কষ্ট, কত বিবাদ, কত নিরাশা। হে শ্রীহরি, অপর দিকে ঠিক তাহার বিপরীত ভাব। আনন্দ উৎসাহ বল, আর আশা এই দিকে। দিন আর রাত্রি, দুখানি পরস্পর বিরুদ্ধ ছবি দেখি।

কৃপা করিয়া অন্ধকারের পার্শ্বে আলোক রাখিয়া দিয়াছ, অমাবস্যার পার্শ্বে পূর্ণ শশী। এক দিকে কষ্ট, রোগ, আগতপ্রায় বার্দ্ধক্য, নিরাশা; এক দিকে আমাদিগের তেজ বল কমিতেছে, অপ্রেম অবিশ্বাস বাড়িতেছে; কিন্তু সাধ্য কি, তাহা তোমার পূর্ণ শশীকে ঢাকে? সব বন্ধু গেল, কিন্তু হরি বন্ধু রহিলেন। সব মধুপাত্র শুকাইয়া গেল, কেবল ঐ মধুপাত্র শুকাইল না। এত রাত্রি হইতেছে, অন্ধকারে ঝড় তুফান হইতেছে, ঘরের ভিতর পরম বন্ধু রহিয়াছেন, তাঁহার সেবা করিতেছি, এ এক দৃশ্য। এক দিকে টাকা পয়সা কমিতেছে, খাওয়া পরা ভাল হইতেছে না; কিন্তু এ ব্যাঙ্কে চেক্ পাঠাইলে, কখন মহাজন টাকা না দিয়া ফেরান না! দুঃখ শোক ঢের পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু এ সমস্ত যেমন অন্ধকারের দিক, রাত্রি, তেমনি যেমন খট্ ক'রে রাত পোহাল, সাধক কাঁদিয়া ফেলিলেন, যে রাত্রির পর এত বড় দিন। আমাদের জীবনে দুই আছে। বাহিরে কত প্রকার গোলমাল হইতেছে, কিন্তু কি প্রাণের ভিতর যে গভীরতা, তাহা ঠিক আছে। কিন্তু একটি প্রার্থনা এই, দয়াময়, মন্দ ব্যবহারগুলি দূর করিয়া দাও। দয়াময়, মানুষের খাতিরে কি হবে? কেবল তোমার খাতির রাখি। মানুষের জন্য কি আট্‌কায়? এখনি যদি আমরা মরে যাই, তুমি মন্ত্রবলে নূতন মানুষ আনিবে। হরি, নিত্যানন্দের জাহাজ আসিবেই, নিত্যানন্দের বাড়া হবেই হবে। সুখের দিন আসিবে। মন যেন বিষাদ থেকে মুক্ত হয়ে প্রসন্ন থাকে। আর কেহ যেন বিষণ্ন না থাকে। হরি হে, অন্ধকারের দিকটা বলিলাম, আবার আলোকের দিকটা বলিলাম, একটা দিয়া আর একটা কাট। এক দিকে স্বতন্ত্রতা বিরোধ অপ্রেম, অপর দিকে আনন্দ উৎসাহ প্রেম। তোমার সৌন্দর্য্য দ্বারা আমাদিগকে প্রফুল্ল করিয়া, সেই প্রফুল্লতা দ্বারা জগৎকে প্রফুল্ল করিয়া ফেল। মানুষের মধ্যে মিলন কতদূর হইতে পারে, হরি দেখাইবেন।

আমি তোমার পায়ে ধ'রে বার বার মিনতি করিতেছি, একবার দেখাইও যে, সহস্র সহস্র বিরোধ সত্ত্বেও, কেমন করিয়া হরির সঙ্গে হরিভক্তের মিলন হয় এবং হরিভক্তের সহিত হরি মিলেন। হে দয়াময়ি, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার রূপমাধুরীর আকর্ষণে প্রমুগ্ধ হইয়া, উপাসনার ভিতর সকলে একখানা হইয়া যাই; একবার দয়া করিয়া বহুদিনের গরীব আশ্রিতদিগের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রেমব্রত-গ্রহণ

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক;
১৬ই মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে প্রেমস্বরূপ, আদর্শ তুমি, গুরু তুমি, উপাস্য তুমি, দৃষ্টান্ত তুমি; তোমার নাম প্রীতি, তোমার উপাধি প্রেম, স্বভাব তোমার দয়া, বস্ত্র তোমার করুণা। জগদীশ্বর, তোমার সকল স্বরূপের মধ্যে এই প্রেমটি সুখময়। তুমি নবধর্ম্ম পাঠাইয়াছ পৃথিবীতে প্রেমের মিলনের জন্য। তুমি আচার্য্য হইয়া সর্ব্বাগ্রে প্রেমের মন্ত্রে আমাদিগকে দীক্ষিত করিলে। যখন ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে শিষ্য মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রথম মন্ত্র কি?" তিনি বলিলেন, "প্রেম।" সমুদয় শাস্ত্রের আগে প্রেম। অতএব তোমার নিকট প্রার্থনা, আমাদের ভিতর প্রেম প্রচার কর। কলহ বিবাদ মিটাইয়া দাও। যেরূপ কেন আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ব্যবহার হউক না, আমরা ভালবাসিবই বাসিব। আমরা ক্ষমা করিব। শ্রীহরি, দয়া করিয়া আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন, কে উৎপীড়ন করে, তাহা না দেখিয়া, সকলকে প্রাণের ভিতর প্রেমের মালা দিয়া বাঁধিয়া রাখি।

হে পিতঃ, তোমার সন্তানদের ভিতর তোমার মত একটুখানি প্রেম দাও। এ কথা বলিতেছি না যে, শাসন করিয়া পরস্পরকে ভাল করিব, সে ভার তোমার হাতে। আমরা আজ এই চাই যে, খুব অশাসিত দুষ্ট হইলেও, ভালবাসিতে পারিব। দয়াময়, সময় গেল, সকলেরই পরলোকে যাইবার সময় নিকট হইল। আমরা কেন এখন তোমার নবধর্ম্মের প্রথম মন্ত্র কাটিব? এবার আমরা ভালবাসা দ্বারা সকলকে জব্দ করিব। তুমি যখন বলিলে, শত্রুকে খুব পাপাশ্রিত দেখিলেও তাহাকে খুব ভালবাসিতে হইবে, তখন তোমার নিকট আরও বল চাই, ক্ষমা চাই। কোন রকম উৎপীড়ন করা আমাদের ভিতর যেন না থাকে। শাসনের বিধি তোমার হাতে। আমাদের কর্ত্তব্য, খুব ভালবাসিব, খুব সহ্য করিব। কলহ বিবাদ আর আমাদের মধ্যে থাকিবে না। মা, দয়া করিয়া তোমার বিধানের তরীকে বাঁচাও। বিধানের পরিবারকে রক্ষা কর। হরি হরি শব্দ উচ্চারণ করি, আর ক্রমাগত সাবধান হইয়া, পরস্পরের মধ্যে যেন অপ্রেম আসিতে না দিই। কথা মধুময় কর, ব্যবহার মধুময় কর, চিন্তাকে মধুময় কর। আজ হইতে আমরা ঈশার পরিবারভুক্ত হইলাম, শ্রীগৌরাঙ্গের পদানত হইলাম। আজ আমরা পৃথিবীকে সাক্ষী করিয়া, প্রেমের নিশান ধরিলাম। আজ আমরা গরীব বিনয়ী হইলাম। আজ আমরা প্রেমের ব্রত লইলাম। আজ আমরা স্বর্গের সহিত, পৃথিবীর সহিত প্রেমে বদ্ধ হইলাম। আজ আমরা স্বর্গকে সাক্ষী করিয়া প্রেমের ব্রত লইলাম। আজ ভয়ে আমাদের বুক কাঁপিতেছে; স্বর্গের প্রেমের ব্রত কিরূপে সাধন করিব? হে প্রেমসিন্ধো, আজ একবার এস। বড় ব্রত দিলে। সেই প্রেম, যাহা বিস্তার হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিল, তাহা আমাদের জীবনের ভূষণ কর। হরি, তোমার নামেই কেবল তাহা সাধন করিতে পারিব। হে প্রেমসিন্ধো, একবার আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, আমরা

যেন সকল অপ্রেম ত্যাগ করিয়া, সত্য সাক্ষী করিয়া, আজ হইতে প্রেমের ব্রতে ব্রতী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

মানুষকে ভালবাসিব

(কমলকুটীর, বুধবার, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক ;
১৭ই মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, অধমতারণ, তোমার সঙ্গে যতদূর নৈকট্য হইয়াছে, বোধ হয়, তদপেক্ষা নৈকট্য না হইলে, মানুষের সহিত নৈকট্য হইবে না। তোমাকে নির্জ্জনে সাধন করিতে পারি, যোগধ্যানে মগ্ন হইতে পারি, তাহাতে ভ্রাতৃসম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত! তোমাকে লক্ষ টাকার প্রেম দিতে পারিলে, ভাই বন্ধুকে দুই পয়সার প্রেম দিতে পারি। এই ভয়ানক সিদ্ধান্ত আমাদের হইয়াছে। ঈশ্বরকে ভালবাসা অপেক্ষা মানুষকে ভালবাসা কত কঠিন, তাহা আমাদের জীবনে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরপরায়ণ যতদূর হইবে, ঠিক সেই পরিমাণে সত্যপরায়ণ, ধর্ম্মপরায়ণ, নীতিপরায়ণ মানুষ হইতে পারে। কিন্তু ভ্রাতৃসম্বন্ধে আমাদের অতি দীনতা দাঁড়াইল। প্রচুর ব্রহ্মধনে কিন্তু মনুষ্যের প্রতি প্রেমে আমাদের দীনতা হীনতা, অতি অল্প সঞ্চয় হইয়াছে। এই দলের প্রত্যেক লোক বলিবে, ভাই তাড়াইলে মা তাড়ান না, ভাইয়ের কাছে কষ্ট পাইলে, মা কোলে করেন। উপাসনার ঘরই শান্তিভূমি। ভাইকে ভালবাসা অপেক্ষা মাকে ভালবাসা কত সহজ, সকলেই বলিবেন। যোগের গভীরতায়, খুব ভক্তির প্রগাঢ়তাতে আত্মা উন্নত হইতে পারে, এটা সকলে সহজ মনে করে। কিন্তু তোমার দিকে এত অগ্রসর হইলে, ভাইয়ের দিকে এত কম অগ্রসর

হওয়া যায়? পিতঃ, তোমার কাছে চাই অনেক টাকার কারবার, কিন্তু এদিককার মূলধন বড় অল্প। দয়া, সত্য, চরিত্রের পবিত্রতা কৈ? হে পিতঃ, মহাজনের ছুটো কারবার সমান চলিল না দেখিতেছি। এদিককার মূলধন বাড়াইতে হইবে। এত ধন এদিকে খাটালাম, আর লাভ হইল এদিকে আড়াই পয়সা? মানুষের সম্বন্ধে এত গরীব? ভাইদের ভাল-বাসিতে পারিলাম না কেন? হরি হে, সদয় হও। এই সব অদ্ভুত শাস্ত্র নববিধান প্রকাশ করিল যে, ঈশ্বর সুলভ হইলেন, মানুষ দুর্ল্লভ হইল? তুমি বুকের ভিতর আসিলে, আর মানুষ দূরে দূরে দুষ্প্রাপ্য হইয়া রহিল? তোমাকে কাছে রাখা যায়, আর মানুষকে সেবাও করা যায় না? তোমাকে দুই কথায় তুষ্ট করা যায়, মানুষকে চল্লিশ কথায় তুষ্ট করা যায় না? দয়াময়, তুমি এত নিকট হইলে, মানুষ যদি এই-টুকু নিকটে আসে, তবে তুমি আরও নিকটে এস। নতুবা মানুষধন পাওয়া যায় না। ভাইধন, ভগিনীধন পাওয়া যায় না। মানুষ-সাধন হইল না। হরি, কাছে এস, তোমার চরণ প্রেমালিঙ্গন দ্বারা আরও বদ্ধ করি। ভক্তি ভালবাসা দিয়া নরলোক দেবলোক উভয়ই কিনি। হে কৃপাসিন্ধো, গতিনাথ, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সাধনবলে, তোমার নামের গুণে, তোমার প্রেমে আরও প্রমুগ্ধ হইয়া, ভাই ভগিনীদিগকে প্রেম ছড়াইতে পারি; একটিবার কৃপা করিয়া, এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আমরা উচ্চ বংশের

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক ;
১৯শে মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াবান্, হে ভগবান্, সময়ে মনে হয় যে, আমি এবং আমাদের এই বিধান নারিকেলডাঙ্গারও নয়, খালি কলিকাতারও নয় ; ইহা পৃথিবীর। কতবার মনে মনে জাহাজে করিয়া চারিদিক ঘুরিলাম, বড় বড় ভূখণ্ডে তব শ্রীধর্ম্ম প্রচার করিলাম। বিধানবাদীর আকর্ষণে সমস্ত পৃথিবী টানে। বিধান কি পাঁচটা লোকের জন্য হইতে পারে ? জগতের মানুষ আমি এবং আমরা। বুকের ভিতর সঙ্কীর্ণ ভাব দূর করিয়া, এই ভাব উঠিতেছে কতদিন হইতে, ইহার সাক্ষী তুমি। যাহারা বড় বড় অসুরদিগকে যুদ্ধে নিপাত করিবে, তাহারা মাছি মশাকে শত্রু-জ্ঞানে পরাজয় করিতে চেষ্টা করিবে ? পিতঃ, মনটা উন্নত, হৃদয়টা ততোধিক, কিন্তু বুদ্ধি সামান্য। আমি থাকিব গিরিশিখরে, আমাকে মায়াপাশে বদ্ধ করিয়া গর্ত্তে ফেলিয়া রাখে ? ঘোর সংসারীদের সঙ্গে আমরা কারবার করিতেছি ? পরমেশ্বর, আমাদের একখানা ঘর চীনের দেশ, আর একখানা কুঠরী আমেরিকা। আমরা গোলপাতার ঘরে বাস করি, আর বলি, আমাদের কেমন বড় ঘর। আমরা ব্রহ্মসন্তান, বড় দরবারে বসিয়া রহিয়াছি ; কিন্তু বুদ্ধি এমনি ছোট লোক, কাণে কাণে আসিয়া বলিতেছে, "ঘুঁটে দিলে না", "বেগুণ খেত থেকে বেগুন তুল্‌লে না ?" আমাদের মান গেল, কৌলীন্য গেল, এখন ক্ষুদ্র কীট হইয়া পড়িয়া আছি। আমাদের এ কি হইল ? আমরা মহতের সন্তান। সেই বংশের দুর্দ্দশা এই, আমরা চাষা চামার হলাম ? দল থেকে পাঁচজন সামান্য লোক পালিয়েছে ব'লে তারা কাঁদে, যাদের রাজসংসারে ঈশা মুষা বাঁধা ? হায়, ভগবন্,

আপন বুদ্ধিতে মানুষ আপনাকে কত নীচ করিতে পারে! হলে হয় কি উচ্চ বংশ! আমাদের বুকের ভিতর যে ভগবান বসে আছেন এখনও, এই যে শোণিত ঋষিশোণিত। কি হইল! কি নীচ হইলাম! যায় যাক্ বিষয় বিভব আত্মীয় বন্ধু। বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। ব্রহ্মসন্তানের এত দুর্দ্দশা হইতে পারে? এই কণ্ঠ চিরকাল বন্দীর কণ্ঠ হইতে পারে? যদি আমাদের বংশ নীচ হইয়া গিয়া থাকে, বংশ্ নির্ব্বংশ হইয়া যাক্। গৌরাঙ্গের বংশে এমন কাল ছেলে? মা, সৎসাহস দাও, পাঁচটা রাজমুকুট টেনে ফেলে বলিতে হইবে যে, হরির আজ্ঞা—সব রাজ্য নববিধানের পদানত হইবে। সরস্বতি, সুমতি, এস ভিতরে। দুষ্ট বুদ্ধি বিনাশ কর। তোমার কাছে সুনীতি প্রার্থনা করি, সুবুদ্ধি প্রার্থনা করি, সুবোধ-চন্দ্রোদয় হোক্। মা, তোমার পাদপদ্মের তুলনায় এই সব সামান্য বিষয় লইয়া থাকি? কাল ছেলে আমরা, তোমার গৌর অঙ্গ; আর তোমার ছেলে ব'লে পরিচয় দিতে ভয় হয়। তোমার উপাসনার জল কি আমাদিগকে গৌরাঙ্গ করিয়া দিতে পারে না? লুকান মানুষ বাহির কর। বুদ্ধকে, সুজাতাকে, মেরীকে, লক্ষ্মীকে, দুর্গাকে, হরিদাসকে বাহির কর। বিশ্বাস-ভক্তিনয়নের কাছে তোমার লীলা প্রকাশ কর। নীচ বংশের নাম ধরিয়াছি বলিয়া, আরও নীচ হইয়া গিয়াছি। হে ঈশ্বর, যদি তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিতাম, তোমাকে পিতা বলিয়া পরিচয় দিতাম, এ দুর্দ্দশা হইত না। হে কৃপাসিন্ধো, গতিনাথ, কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন শোণিতের শূদ্রত্ব ঘুচাইয়া, আমরা যে রাজবংশ, উচ্চ কর্ম্মের জন্য প্রেরিত, তাহা পৃথিবীর নিকট প্রচার করি, এবং উচ্চ ব্রতে ব্রতী হইয়া পৃথিবী কাঁপাই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জাগ্রত কর

(কমলকুটীর, রবিবার, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক ;
২১শে মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে চিরসহায়, হে ধর্ম্মরাজ, শত্রুর জয় না হয়, ইহাই তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি। আর যখন আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তখন কিছুতেই শত্রুর জয় হইতে পারে না। বিধানের জয়পতাকা দেশ বিদেশে উড়িবে। আর একজনও শত্রুর সাধ্য হইবে না যে, তাহা স্পর্শ করে। দয়াময়, যদি তুমি রক্ষক হইয়া সে নিশানকে বাঁচাও, তবে শত্রুরা কখনই তাহা বিনাশ করিতে পারিবে না। হে হরি, তোমার দুর্গ যেন শত্রু-হস্ত হইতে রক্ষা পায়। তোমার একটি ভক্ত যেন শত্রু-হস্তে না মরে। যতগুলি লোক তোমার আশ্রয় লইয়াছে, বিপন্ন বলিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিও। আমরা কয়জন লোক বিশ্বাসদুর্গে রহিয়াছি। বিশ্বাসী বিজয়ী কি হইবে না? দীনবন্ধো, কেবল আত্মবিশ্বাস আত্মজ্ঞান হইল না, আত্মপরীক্ষা করিলাম না, এই জন্য এত দুর্গতি। বড় লোক-সকল ছোট লোক হইয়াছে,—যদি কেহ দেখিতে চায়, আমাদের দলের ভিতর আসিয়া দেখুক। কুবের যাহাদের প্রজা, তাহারা অন্ন বস্ত্রের কষ্টে মরিতেছে, ইহা যদি কেহ দেখিতে চায়, আমাদের মধ্যে আসুক। আমি কে, কি জন্য পৃথিবীতে আছি, এ কথা কে বুঝাইয়া দিবে? জীবনশক্তি-পরাক্রম-পরিপূর্ণ বীরশরীর কেবল বলে যে, "রোগে গেলাম, শীঘ্র শ্মশানে যাইব, আমার কেহ নাই, ধনবল নাই, বুদ্ধিবল নাই।" এই যদি আমাদের দশা হইল, বাহিরের কে আমাদিগকে বড় বলিবে? আত্মন্, একবার তোমার ঘুম ভাঙ্গুক, জাগ আর জাগাও। অসংখ্য প্রজা তোমার দ্বারে, রাজা, উঠ, আমাদের কাণে স্বর্গের সমাচার দাও। ঈশা কে,

মুষা কে, বলিয়া দাও। হায় বিমূঢ় আত্মা, আত্মবিস্মৃত আত্মা, ধিক্ তোমার বুদ্ধিকে। তোমার প্রত্যাদেশ হয়, তুমি বল, হয় না; ব্রহ্ম তোমার সঙ্গে কথা বলেন, তুমি বল, বলেন না। আত্মা, তুই দুরাত্মা, সদাত্মা নোস্। তোর হাড় পাপে পূর্ণ, তুই কাল। তুই বলিস্, ঈশ্বরকে দেখা যায় না, তাঁহার কথা শোনা যায় না। তুই রাজপুত্র হইয়া মাথায় মুকুট পরিস্ না। তুই দুরাত্মা। তুই আমার 'আমি' নোস্। ব্রহ্মজাত আত্মাই আমার আত্মা। আমার আত্মা আমার সর্ব্বনাশ করিল। আত্মা আমার শরীর মনকে দলিত করিয়া, আর একজনের হাতে সমর্পণ করিল। আমার ক্ষুদ্র আত্মাকে উন্নত কর; এ পাড়ার সকলে নিদ্রিত, আপনাদিগকে চেনে না। এখনও এমন বলবীর্য্য আছে যে, পৃথিবী জয় করিতে পারে। আমাদের কেন এমন দুর্দ্দশা হইল? আমরা এই বলিয়া কাঁদিব যে, রাজকুমারদের যে কর্ত্তব্য, না করিয়া আমরা সামান্য নীচ বংশের লোকের ন্যায় কাজ করিয়াছি। এক বিধানের ভিতর ঘুরে ফিরে সেই বিধান, ঘুরে ফিরে সেই লক্ষ্মী সরস্বতী, সেই ঈশা মুষা গৌরাঙ্গ। হায়, আমার ভিতর ঈশা মুষার, বুঝি, পরাজয় হইল। এখন যে পৃথিবী কাঁপাইবার সময়। নববিধান-পতনের সময় এখন নয়। মহেশ্বর, তুমি বলিতেছ যে, ঠিক সময় হয়েছে, তোরা গ্রাম মাতালি, নগর মাতালি, গান করিয়া বেড়াইলি; চীনের মুল্লুকের কি হইল? আমেরিকার কি হইল? এদিকে সকলের কাছে খবর গেল যে, দলের সকলের রোগ হয়েছে, সকলকে খাটে লইয়া যাইতেছে। হরি, খুব বল দাও। এখন আদেশ হইতেছে,—"ব্রহ্মাণ্ড জাগাও, ভারতের এক রকম তো হয়েছে, এখন সমস্ত পৃথিবীকে ভাই বল।" তোমার আজ্ঞা খুব বড় বড়। প্রভো, এবার কেন আমরা তোমার কাছে এসে বলি, বিশ্বাস নাই, কাজ নাই, বল নাই? জননি, আমরা তোমার সন্তান নই, যদি পৃথিবীর মহারাণী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে

তোমাকে না ডাকি। যদি তুমি চন্দ্র সূর্য্যের অধিপতি হও, ঈশা মুষার রাজা হও, আর আমাদের যদি বল—তোমরা আবার পূর্ব্বের বিধানের মত পৃথিবী কাঁপাও, তবে আমাদের জানিতে হইবে, দেখিব, অনন্তরাজ্য, অনেক কার্য্য। হে পিতঃ, মহৎ হই, ঋষি হই, ভক্ত হই। একবার জাগাইয়া দাও। সকলে জাগিয়া দেখি, কত বড় রাজ্য, কত বড় কাজ। পিতঃ, ছোট সংসারের মায়ার ভিতর হৃদয় বন্দী, এসব দূর করে দাও। কে চায় সংসার, কে চায় ক্ষুদ্র মায়া মমতা, কে চায় ছোট বাড়ী? চাই সমুদ্র, চাই আকাশ, চাই সুসমাচার সকলকে দিতে, চাই জীবের দুঃখ দূর করিতে, চাই আশা উৎসাহ, চাই পরহিতসাধন করিতে, চাই পৃথিবীর রাজা হইতে। হে কৃপাসিন্ধো, দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন জাগিয়া, চারিদিকে তাকাইয়া দেখি যে, এখনও ঢের বেলা, অনেক কাজ, এবং শ্মশান হইতে ফিরিয়া, উত্তমক্ষেত্রে গিয়া, তোমার নববিধানের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত হই; একবার অবসন্নদিগকে এইরূপ বল দাও। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

গোঁড়া হইব

(কমলকুটীর, সোমবার, ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক ;
২২শে মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে দীনজনের মাতা, ঐ সকল ঘর দেখা হইল না। এই সকল হইল। আমোদ আহ্লাদের যে সকল বিশেষ স্থান আছে, সে গুলিতে এখনও তো প্রবেশ করা হইল না? তোমার রঙ্গভূমির ওদিকটা তো দেখা হইল না? হাসিলাম অনেক, কিন্তু আরও হাসিতে হইবে।

স্বর্গের অনেক নূতন ব্যাপার এখনও দেখিতে হইবে। তোমাকে শিষ্যের ভালবাসা, সন্তানের ভালবাসা, দাসের ভালবাসা কতক দিয়াছি, কিন্তু আরও বাড়াইতে হইবে। গোঁড়ামি দেখাইতে হইবে। বাড়াবাড়ি করিতে হইবে। জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে, যে গোঁড়া। ভক্তির পরাকাষ্ঠা তাহাতে। প্রাণ শীতল, রাগ নাই তাহার, কেবল অনুরাগ। আমরা নিজের গোঁড়া। আমি বড়, আমার বুদ্ধি বড়, কাজ বড়, এই সকল লইয়া গোঁড়া। "আমার পিতার মত কেহ নাই, আমার মার যেমন রূপ, এমন কাহারও নাই। আমার মা যেমন খাওয়ান আমাকে, এমন কেহ পারে না। আমার মা যেমন একটি টাট্‌কা নববিধান ফুল দিয়াছেন, এমন আর কেউ দেয় না।" এসব কথা অনেকে বলে, কিন্তু আমি যদি গোঁড়া হই, বলিব, "আমার মা আমায় কখন দুঃখ দেন না, কষ্ট দেন না।" পৃথিবী বলিবে, মিথ্যাবাদী মিথ্যা বলিতেছে, কিন্তু এ আসল সত্য। আমি হিসাব করিয়াছি; ভাবিতেছি যে, যত দিন জন্মিয়াছি, জীবনে কখন কষ্ট পাইয়াছি কি না। কখন মা আমায় কষ্ট দেন নাই। কখন আমি খাবার পরিবার কষ্ট পাই নাই, কখন বন্ধুরা আমার মনে কষ্ট দেন নাই। আদর যত্ন উৎসাহের অভাব কখন হয় নাই। মা আমায় কখন কষ্ট দেন নাই, হরি, তোমার সম্বন্ধে এ গোঁড়ামি হওয়া দূরে থাক, তোমার বিরুদ্ধ কথা এখানে এখনও হয়। আর শুনিতে পারি না। হরি, নববিধানের শীতল ঘরে ব'সে কি সুখ শান্তি পেলাম! হরি, দুঃখ দিলে না, দিলে না, পঁচিশ বার বলিতে হইবে। হরি আমায় দুঃখ দেন নাই, আমায় কোলে ক'রে ব'সে হীরা মাণিক দিয়াছেন। কখনও আমার রোগ হয় নাই। লোকে মিথ্যাবাদী বলিবে। কিন্তু গোঁড়া হব। মা, মনে করিলে কত কষ্ট দিতে পার, একটাও দিলে না। মা, তুমি এই কয়টি লোকের সম্বন্ধে কি করিয়াছ, তাহার সাক্ষ্য দিতে হইবে। মা, এ কথা

বলিব না যে, কেহ কষ্ট পাইয়াছে। হরি, আর একবার কোলে আয়, তোকে কোলে ক'রে দৌড়ে গিয়ে বলি জগতের কাছে, ওরে, তোরা আর হরির নিন্দা করিস্ না। হরি কখন দুঃখ দেন না। দুঃখ কি? এ সব তো ভক্ত সাধকের আদরের জিনিষ। পিতঃ, দুঃখ নাই, সুখ শান্তি ঢের হয়েছে, স্বর্গের সুখ এ জীবনে পেয়েছি। আহা, প্রেমচন্দ্রের দর্শন, প্রেমের মালা পরা! আমার মাথায় সুখ, আমার দলের মাথায় সুখ, আমার পরিবারের মাথায়, ছেলেদের মাথায় সুখ! আমি এত সুখ বহিতে পারি না। আমি গোঁড়া হব, গোঁড়ার গান করিব। গোঁড়া হয়ে তোমার খোসামোদ করিব। মা, কৃপা কর, গোঁড়া কর, তব পাদপদ্মে এই মিনতি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সুখের সমাচার

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক ;
২৩শে মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে সুধাসিন্ধো, হে প্রেমময়, আগেকার চেয়ে আমাদের নিকট হয়েছ, আগেকার লোকদের চেয়ে তুমি আমাদের কাছে স্পষ্টতররূপে প্রকাশ পাইলে। তুমি নিকট হইলে, এজন্য তোমায় যেন খুব ধন্যবাদ করি। তুমি নিরাকার হইয়াও সাকারকে লজ্জা দিলে, পুরাতন লক্ষ্মী অপেক্ষা নূতন লক্ষ্মী উজ্জ্বলতররূপে আমাদের গৃহে রহিয়াছেন, ইহার জন্য যেন তোমার পদারবিন্দে কৃতজ্ঞতা দিই। পরমেশ্বর, এই সকল সুখের জন্য আমরা তোমার নাম দেশ বিদেশে ঘোষণা করিব। এই সকল উপকারকে আমরা প্রত্যেকে বিশেষ দান মনে করিব। এই সকল প্রেমের সৎকীর্ত্তির

গল্প বংশপরম্পরা কীর্ত্তিত এবং প্রশংসিত হইবে। দয়াময়, আনন্দের সমাচার বাহির করিবার জন্য দল প্রস্তুত কর। তোমার নামকীর্ত্তন হইল, নগরকীর্ত্তন হইল; কিন্তু ইচ্ছা করে যে, এ কথা পৃথিবীতে প্রচার হয়, আমরা কখন দুঃখ পাই নাই। লোকে জানুক যে, একটা দলের শরীরে কখন দুঃখের কাঁটা লাগে নাই, তাহারা দিন দিন উপাসনা করিয়া সুখী এবং প্রশান্ত হইয়াছে। যাহারা বারম্বার পরীক্ষিত হইয়াও, পরীক্ষা বিপদে পড়িয়াও, কষ্ট পাইল না, ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যাহাদের হৃদয়ে পূর্ণচন্দ্রের আলো, যাহারা দুঃখের ভিতরও সুখী, যাহাদের হৃদয়ে নিত্যানন্দের বাগান, শান্তি যাহাদের ভিতর খেলা করে, তাহাদের এই আনন্দের নূতন সমাচার প্রচার করি। বেদ, বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত প্রকাশ হইল; কিন্তু তোমার সুখোপনিষদ এখনও প্রচার হইল না। সুখী কে? না, যে বিধানবাদী। দয়াসিন্ধো, যদি এমন সুখের ধর্ম্ম আনিয়া দিলে, তাহা হইলে নবীন কথা, ইচ্ছা হইতেছে, মা, খুব উৎসাহের সহিত প্রচার করি। এই পাড়ার কাহারও মনে কষ্ট হইতে পারে না। কাহারও দুঃখ থাকিতে পারে না। মনের কষ্ট, শরীরের কষ্ট, খাবার পরিবার কষ্ট—এ কথা যে বলে, আমরা খাঁড়া লইয়া সে কথার প্রতিবাদ করিব। আমাদের কষ্ট নাই, দুঃখ কখনও এ জীবনে পাই নাই। সাধকদল বাহির হউন, এই কথা প্রচার করুন যে, বিষাদে কখন বিষণ্ণ হই নাই, জীবনে কষ্ট কখন পাই নাই, শান্তিতে হৃদয় পূর্ণ, কোন বিষয়ে দুঃখ আমাদের নাই। বাড়ীটি সুখের বাড়ী, বন্ধুগুলি সুখের বন্ধু, ধর্ম্ম সুখের ধর্ম্ম, সমুদয় সুখের সংযোগে সকলই প্রস্তুত। যে দেবীর মুখ দেখিলে প্রাণ শান্তিসলিলে ডুবিয়া যায়, সেই মুখখানি দেখাইয়া ফেলিয়াছ। দয়াল, যা করেছ, সকলই চূড়ান্ত ব্যাপার করেছ। ভাল! সুখের স্বর্গে বসাইছ যদি, তবে সুখের সমাচার এবারকার মথি লিউকেরা প্রচার করুন। আমরা একবার শুনিয়া সুখী

হই। হে প্রেমসিন্ধো, গতিনাথ, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সুখের আনন্দের সমাচার পৃথিবীতে প্রচার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি; মা, অনুগ্রহ করিয়া তোমার আশ্রিতদিগের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মনুষ্য-সন্তানের পরীক্ষা

(কমলকুটীর, বুধবার, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক ;
২৪শে মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, বিধানবাদীদিগের বিধাতা, মহর্ষি ঈশার জীবনে মানুষের পক্ষে অনেক শিক্ষা আছে। সেই যে তাঁহার পরীক্ষার দিন, সে একটি প্রকাণ্ড বেদ বেদান্ত সমুদয় জগতের পক্ষে। সেই যে একজন সাধু পরীক্ষিত হইলেন, তাহার অর্থ এই, আমরা তাঁহার ভিতর পরীক্ষিত হইলাম। তিনি আমাদের ভিতর নিয়ত পরীক্ষিত হইতেছেন। কে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন? ঈশা? না। পরীক্ষিত হইয়াছিলেন মনুষ্য-জাতি, মনুষ্যমণ্ডলী। অতএব যখন আমরা পড়িব ইতিহাসে, যে শয়তান আসিয়া ঈশাকে পরীক্ষা করিল, তখন আমরা বুঝিব, মনুষ্য সন্তান পরীক্ষিত হইলেন। প্রত্যেকের জীবনে পরীক্ষা আসিবেই। পরমেশ্বর, পরীক্ষা একবার না দিলে আমরা ঠিক হইতেছি না। সোণা না একবার আগুনে দিলে মলা তো যায় না। হে ঈশ্বর, আমাদিগকে যদি বাঁচিতে হয়, তবে যত পৃথিবীর প্রলোভন, পাপের সমষ্টি, এক আকারে আমাদিগকে ভাবিতে হইবে যে, সে আসিয়াছে। সে বলিবে, তোকে সমস্ত দেব, রাজ্য দেব, সুখ দেব; এই বলিয়া লোভ দেখাইবে। আমি শয়তানের এই বিষয়ের কথা কাণ পাতিয়া শুনিব; কিন্তু ঈশার ন্যায় বলিব, "দূর হ শয়তান!"

দয়াময়, এ পরীক্ষায় যদি তোমার সন্তানেরা উত্তীর্ণ না হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের এখনও অনিশ্চিত অবস্থা। আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছি, আমরা ভাবিতেছি, আমাদের কাছে প্রলোভন আসিতে পারে না, শয়তান আসিতে পারে না। হে পিতঃ, তোমার কাছে করযোড়ে এই ভিক্ষা করিতেছি, আমরা যেন ঈশার ন্যায় শয়তানকে একবার বাণে বিদ্ধ করি। ঈশার সেই জীবনের দিনটি আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হউক। একবার শয়তানের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। যাহাদের সঙ্গে দুইবার তিনবার অনেকবার দেখা হইতেছে, তাহাদেরই মৃত্যু। তুমি বলিতেছ, একবার দেখা করিতে হইবে। তবে শয়তান আসুক। আমরা তোমার পা ছুঁইয়া বসি। শয়-তানকে বলি, তুই কি লোভ দেখাইতেছিস্? ভগবান আমাদিগকে লোভ দেখাইয়াছেন। আমাদের হাতের ভিতর যে রত্ন পাইয়াছি, আমা-দের জীবনে যে সুখ পাইয়াছি, তুই তাহার অপেক্ষা কি অধিক দিতে পারিস্? দয়াময়, একবার জীবনের পরীক্ষার মীমাংসা করিয়া দাও। মহর্ষি ঈশা, বুকের ভিতর এস, তোমার ন্যায়, শয়তানের সঙ্গে জীবনে একবার দেখা করিয়া তাহার নিপাত করি, তাহার যাহাতে মরণ হয়, তাহাই করি। যে বিশ্বাসী হইতে চায়, তার একদিন শয়তানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, তাহাকে পরাজয় করিতেই হইবে। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা তোমার কাছে যে সুখ পাইয়াছি, তাহার জন্য সংসারের সুখসম্পদ প্রলোভন অগ্রাহ্য করি এবং শয়তানকে পরাজয় করিতে পারি; মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভাবসাগরে মগ্ন

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক ;
২৫শে মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে প্রেমসুন্দর মূর্ত্তি, হে সুখের প্রেমের আকর, মনুষ্যসন্তান ঠকে না তোমার উপাসনা করিলে, জীবের ক্ষতি হয় না তোমায় ডাকিলে ; বরং কম উপাসনাতে ক্ষতি হয়, অধিক উপাসনাতে লাভ হয়। মানুষ ক্ষতি লাভ বিবেচনা করুক। যত ভাবের ভাবুক হওয়া যায়, ততই লাভ। আর ভাববিহীনের কেবল ক্ষতি। 'হে ঈশ্বর!' ব'লে একবার ডাকিয়া গেলে ফাঁকি দেওয়া হয়। এ ঘরে যেমন ফাঁকি দেওয়া যায়, এমন আর কোথাও নয়। কাম ক্রোধ লোভ সব রিপু লইয়া বসিয়া আছে সকলে। হরি, জেতে কে ? তোমার ভাবুক। হরি হে, দয়া ক'রে, ক্ষতিবৃদ্ধি যেন আর না হয়, এমন উপায় কর। দয়াসিন্ধো, ভাবুক যাঁহারা, কথায় ডুবে ভাব তুলে লেন। দয়াময়, এ ঘরে কি আমরা জিতিতেছি ? মনটা কি পরিষ্কার করিয়া লইয়া যাইতে পারিতেছি ? দয়াময়, তোমার ভাব-নদীতে ডুব দেওয়া ভক্তের পক্ষে বড়ই আরামজনক। যে তোমার জলে ডুবে রয়েছে, তাকেই বলি ভাবুক। নতুবা এ রকম ভাসা ভাসা উপাসনায় হয় না। সেই গভীর সাগরে যখন গিয়া বসিলাম, গ্রীষ্ম এবং উত্তাপকে ফাঁকি দিলাম ; তখন মার সঙ্গে অনন্তকালের সম্পর্ক স্থাপিত হইল। দয়াময়, তুমি যেমন যুগে যুগে তোমার ভাবুকদিগকে সুখী করেছ, তেমনি কর। মা, প্রাণটাতে তোমার শীতল সুধাময় স্তন স্পর্শ করাও, চারিদিক শীতল হবে। ভাবুকের উপাসনার অধিকারী হইতে পারিতেছি না এখনও। ডুব দিতে শেখাও। যাহারা বাহিরে বাহিরে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে চলে যায়, তাহারা আর বশ হইল না। আমরা কি সেই

দলের হব ? না, আমরা তোমার বশ হব। চিরকাল তোমার কাছে থাকিতে পারি যাহাতে, তাহার উপায় কর। প্রাণটা ভাবুক কর। হে কৃপাময়ি, কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সমুদয় উত্তাপ হইতে মুক্ত হইয়া, তোমার শীতল চরণকমলের মধুপান করি, আর মধুতে স্নান করি ; মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

যথার্থ ভালবাসা

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক ;
২৬শে মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়ার ঠাকুর, প্রেমসুন্দর, প্রেম তোমাকে সুন্দর করিয়াছে। দয়াবান্ যে, রূপবান্ সেই। দয়া যাহার আছে, সেই সুন্দর। এই প্রেম আর অপ্রেম লোকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। আমরা তোমাকে যখন ভালবাসি, মনে করি, আর সকলকে ভালবাসি। জগৎকে, দেশকে, আপনার লোকদিগকে, সকলকে তখন ভালবাসি। এ এক প্রেম। আবার এক রকম প্রেম কি ?—গরীবদিগকে সাহায্য করিলাম, তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিলাম, দুঃখীকে দয়া করিলাম। সামান্য দুটি চারিটি শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, ভাবি যে, আমরা বড় দয়ালু। প্রভো, প্রেমের লক্ষণ কি, তোমার সাধকমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দাও। গভীর প্রেম কি ?—যাহা সাধুকে ভালবাসে, পাপীকে ভালবাসে, উপকারী বন্ধুকে ভালবাসে, আবার ভয়ানক শত্রু যে, তাহাকেও ভালবাসে ;—যে মহর্ষি ঈশাকেও ভালবাসে, আবার ব্যভিচারী মহাপাপী নারীকেও দয়া করে। পিতঃ, তোমার মত প্রেমের কিঞ্চিৎ আমাদিগকে দাও। তোমার যে খাঁটি প্রেম আমার

উপর আসিয়া পড়িতেছে, আবার সেই প্রেমই সাধু নির্ম্মল-চরিত্রেরা পাইতেছেন। তোমার প্রেমচন্দ্রের জোৎস্না নির্ম্মল সাধু-কমলের উপরও পড়িতেছে, আবার আমার মত অপরিষ্কার নর্দ্দমার উপরও পড়িতেছে। এ ভয়ানক রকমের প্রেম। আমরা উপকার বন্ধুতা সহানুভূতি পাইয়া, তবে একটু ভালবাসিতে পারি। আমাদের ভালবাসা কৈ? ভালবাসা নাই। আমাদের প্রেম পরিবার কিম্বা আত্মীয় বন্ধুদের উপর একটু আছে, কিন্তু আর ওদিকে টানিলে কুলায় না। আমার বড় নীচু দলের প্রেম। বড় লাজুক। ও বাহিরে দেখাইতে চায় না। লুকাইয়া থাকিতে চায়। ঈশ্বরকন্যা প্রেম, আহা, তুমি কি সুশীলা! তোমার কি লজ্জা! তোমার এত রূপ, দেখালে না? এত গুণ তোমার, বলিলে না? আমরা যদি একটু সামান্য কাজ করি, সকলের সহানুভূতি প্রশংসা পাইবার জন্য সকলকে দেখাইয়া করি। কিন্তু আমাদের কুলবধূর কি লজ্জা! হরি দাম্ভিক ব্রাহ্মগণ আপনার প্রেমের জন্য দম্ভ করে, গর্ব্ব করে। শ্রীহরি, আমাদের দয়া তদ্রূপ হউক, যেন পৃথিবী প্রশংসা করিতে যায়; কিন্তু বুঝিতে না পারে, কে দয়া করিল, কাহাকে প্রশংসা করিবে। মা, দয়ার স্বভাব গোপন, প্রেমের স্বভাব গোপন। সব লীলা করিবে ঘোম্‌টা দিয়া। তুমি চিরকাল নৃত্য করিতেছ ভক্তগণের সঙ্গে, কিন্তু কেউ দেখিতে পায় না। হরি, তোমার ভক্তগণ তোমার দৃষ্টান্ত লইয়া, গোপনে প্রেম করুক। হরি, অকৃত্রিম প্রেম একটু দাও। লুকিয়ে ভালবাসিতে দাও, যেমন তুমি লুকাইয়া গৃহস্থের ঘরে প্রেম দিয়া যাও। ঐ দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে দাও। হে দয়াসিন্ধো, হে কৃপাময়, আমরা যেন গোপনে শান্তভাবে জগৎকে ভালবাসিতে ও জগতের উপকার করিয়া যাইতে পারি; মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

রোগে শান্তভাব

(কমলকুটীর, শনিবার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক ;
২৭শে মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে প্রেমসুন্দর, রোগের শাস্ত্র বুঝাইয়া দাও ; কেন না, প্রায় আমরা সকলেই কোন না কোন প্রকার অসুস্থতায় দিন কাটাই। অতএব রোগোপনিষৎ বুঝাইয়া দাও। পাঠ কর, আমরা শুনি। অবশ্যই এক একটা বিধির এক একটা অর্থ আছে। রোগে মানুষ খারাপ হয়, মানুষের রাগ হয়, মিষ্টতা চলিয়া যায়, রোগে শারীরিক দৌর্ব্বল্যের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। রোগেতে মানুষ দুশ্চরিত্র হইয়া যায়, খিটখিটে হয়ে যায়। রোগ কি মানুষের এতই শত্রু ? তবে ধার্ম্মিকের রোগ হইবে কেন ? হে দীনবন্ধো, আমাদের কাছে রোগ এলো কেন ? আমরা যে তোমায় ডাকি, তোমার পূজা করি রোজ রোজ, তোমার পা ছুঁই রোজ ; আমাদের কাছে রোগ এলো কেন ? রোগকে শত্রু না বলিলেই বোঝা যায়। রোগ যে আত্মার মিত্র। রোগ হইলে মানুষ শান্ত নরম হয়, ব্যবহার মধুময় হয়, তোমার প্রতি আত্মসমর্পণ অধিক হয়, যোগের প্রতি অনুরাগ হয়, ধর্ম্মজগতের সব লুকান ছবি বাহির হইয়া পড়ে। রোগে বৈরাগ্য হয় ; মানুষের প্রতি বিশ্বাস হয়। রোগোপনিষৎ একটি প্রকাণ্ড শাস্ত্র। কিন্তু, মা, লোকের রোগ হইলে সকলের প্রতি অবিশ্বাস হয়। রোগের দৃষ্টি গরম মেজাজের দৃষ্টি। হে ঈশ্বর, রোগের শাস্ত্রের ভিতর আমাদের ঢের শিখিবার আছে। পিতঃ, আমাদের মধ্যে যে রোগ প্রবল হইতেছে, আমরা কি দিন দিন শান্ত হইতেছি ? সেই এক রকম রোগ আছে, যে হতাশ হইয়া তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া পড়িয়া আছে। পিতঃ, পাছে রোগ আমাদিগকে অবিশ্বাসী অহঙ্কারী

করে, ভয় করে। তোমার কাছে এই ভিক্ষা, রোগ যেন আমাদের আশীর্ব্বাদ হয়। রোগ যেন আমাদের চরিত্র মধুময় করে। হইলই বা রোগ ? পৃথিবীতে থাকিতে গেলে সকল অবস্থায় পড়িতে হয়। কাহার কি রোগ হইবে, কে জানে ? কিন্তু রোগে যেন চিত্তের মাধুর্য্য আরও বৃদ্ধি হয়। রোগের শাস্ত্র আরও শিখিতে হইবে। রোগের ভিতর যোগ হয়, রোগের ভিতর ভক্তি হয়, রোগের ভিতর বিশ্বাস হয়, রোগের ভিতর মা বলিয়া ডাকিতে হয়। রোগের সময় তোমাকে শুইয়া ডাকিতে শিখি। জননি, আশীর্ব্বাদ কর যে, পৃথিবীর কষ্ট আর রোগে যেন তোমাকে না ভুলি ; যেন আমরা লোকের নিকট দৃষ্টান্তস্বরূপ হই যে, রোগের ভিতর স্বভাব কত শান্ত ও মিষ্ট হয়। রোগের সময় শরীর দুর্ব্বল ; এ সময় আরও উৎসাহের সহিত মার পূজা করিব। রোগ বড়, না, হরি বড় ? সরল অন্তরে যেন বলিতে পারি, হরি বড়। তোমায় আরও ভাল করিয়া ডাকিতে পারি যেন। যেন অবসন্ন না হই। মা, লোকে বলে, কাণা ছেলের জেয়াদা আদর। মা, তুমি তো গরীব ব'লে অনেক দয়া করিলে, এখন রোগী ছেলে ব'লে আরও দয়া কর। মা, কাছে এসে রোগীদের মাথায় হাত দিয়া একবার আশীর্ব্বাদ কর দেখি ! এ বাহিরের রোগ, যেন আসল রোগ না হয়। বাহিরে এক রকম অসার রোগ রহিয়াছে, কিন্তু আত্মার ভিতর সুস্থতা থাকিবে। আমরা রোগ হইলে যোগিরোগী হইব, ভক্তরোগী হইব। হে কৃপাসিন্ধো, হে দয়াময়, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তাবৎ রোগ শোক দুঃখ কষ্টের মধ্যে শান্ত ও শুদ্ধ থাকিতে পারি ; তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

মার সহিত কথোপকথন

(কমলকুটীর, রবিবার, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক ;
২৮শে মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াময়, জীবনের ঈশ্বর, তুমি তো এ দেশে আগেকার সেই বেদের ধর্ম্ম, তার পর পৌত্তলিক ধর্ম্ম, দুই স্থানান্তর করিয়া নববিধান আনিয়াছ। পৌত্তলিকদের পুতুল যে রকম করিয়া মন আকর্ষণ করে, সেই রকম করিয়া আমাদের মন আকর্ষণ কর। তুমি নিরাকার থাক, কিন্তু পৌত্তলিকেরা যেমন উজ্জ্বলরূপে তাহাদের দেবতা দেখিতে পায়, তেমনি আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় এবং উজ্জ্বল কর। পৌত্তলিকেরা যেমন তাহাদের দেবতাকে আদর করে, পূজা করে, তেমনি কি ঠিক আমাদের হবে না? নিরাকারবাদী কি সাকারবাদীদের কাছে হারিবে? আমরা তোমাকে অতীন্দ্রিয় বলিয়া, কি শূন্য মন লইয়া ফিরিয়া যাইব? যদি বেদান্তের ধর্ম্ম ও পৌত্তলিকধর্ম্মের স্থানে নববিধান স্থাপিত করিলে, তবে অতীন্দ্রিয় নিরাকার দেবতাকে পুতুলের স্থানে বসাও। লোকে দেখিবে, শূন্যই আমাদের পূর্ণ। নিরাকার নিরাকারই থাক, কিন্তু খুব দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত যেন তোমাকে এ জীবনে পাই। পৌত্তলিক হ'ব না। তোমার সঙ্গে কথা বলিব, তুমি উত্তর দিবে। লোকে দেখিবে যে, আমরা ঠাকুর দেখি, ঠাকুর ছুঁই, ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলি। এইরূপে আমরা যেন সাধন করি। পরমাত্মন্, পৃথিবীতে দীর্ঘ দীর্ঘ উপাসনা স্তব স্তুতি অপেক্ষা, তোমার সঙ্গে সুমিষ্ট কথোপকথন ভাল। দোহাই, প্রভো, পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে যেন তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পারি। এটা একটা হেঁয়ালির মত,- তিনি মানুষের মত, কিন্তু মানুষ নহেন। কথা শুনা যায়, কিন্তু মুখ নাই। টাকা নাই, কিন্তু রাশি রাশি টাকা সকলকে দেন।

দেখা যায়, কিন্তু আকার নাই। রূপ আছে, কিন্তু সাকার নহেন। মা, বার্দ্ধক্য-শত্রু এসেছে, রোগ শরীরকে জড়ের মত করেছে, কেমন ক'রে তোমায় ও রকম ক'রে দেখিব, বল না? পিতঃ, আমরা কি অতীন্দ্রিয় দেবতাকে দেখিতে না পাইয়া, আবার কালীঘাটে যাইব? আবার অযোধ্যায় গিয়া রামের তপস্যা করিব? দোহাই, হরি, তুমি আমাদের রাম হও, তুমি আমাদের কালী হও। ঠিক যেমন ওরা ওদের দেবতাকে দেখে, তেমনি আমরা দেখিব। পথে, ঘাটে, গাড়ীতে, ঘুমাইবার সময় বিছানায়, তোমার সঙ্গে কথা বলিব। এই যে জীব আর পরমাত্মাতে মিলন হয়, নর হরিতে মিলন হয়, এর নাম গলাগলি। হরি, শেষ কালে পুরাণের ভিতর থেকে সাকার নিরাকার, নিরাকার সাকার দেবতা হয়ে গেলে! তুমি মানুষ হয়ে গেলে! মা, কথোপকথন শেখাও। আরাধনা ধ্যান প্রার্থনা হয়েছে, এখন কথাবার্ত্তা চাই। মা, এস। মা, কথা কইতে জান না? এমন সুন্দর মুখ, অত আমায় ভালবাস, আমার পরিত্রাণের জন্য এত করিলে; একটা কথা কহিতে পার না? অমন বোবা মা আমি চাই না, তুমি বনবাসিনী হও। মা, ঢের কথা তোমায় শুনাইয়াছি। এখন তোমার কথা শুনিতে চাই। তোমার কোমল কণ্ঠ বাহির কর, শুনি। মা, তোমার নিকট প্রার্থনা করি, যাহাতে তোমার নিরাকার অথচ সুন্দর মূর্ত্তি আমরা বেশ দেখিতে পাই, আর তুমি ঘরে এলে তোমার সঙ্গে কথা বলিতে পারি, তাই কর। বুড়ো বয়সে আর আন্দাজ নিয়ে থাকব না। এবার দেখ্‌ব আর কথা শুন্‌ব, আর সকলকে বল্‌ব— শুন্‌লি, অমৃতভাষিণী মার কথা? এই কথোপকথনই উপাসনা; এই যোগ, এই ধ্যান, এই ধর্ম্ম। শুষ্ক উপাসনা আর করিব না। যে মাকে দেখা যায়, যে মাকে ছোঁয়া যায়, যে মার কোমল কণ্ঠের সুস্বর শোনা যায়, যে মার সঙ্গে কথা কওয়া যায়, এমন মাকে পেয়ে সুখী হব।

হে কৃপাসিন্ধো, হে দয়াময়, কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন বার্দ্ধক্য রোগে শুষ্ক ও প্রেমবিহীন না হই ; কিন্তু আরও তোমার প্রেমে অনুরঞ্জিত হইয়া, তোমার সঙ্গে কথোপকথন করিয়া, তোমাকে দেখিয়া, সুখী এবং শুদ্ধ হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ . শান্তিঃ !

স্বর্গের সুখ

(কমলকুটীর, সোমবার, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক ;
২৯শে মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে শমনদমন, বড় কিন্তু সুখের ধর্ম্ম বাহির করিয়াছ তুমি, গরীবদের জন্য। হে শ্রীহরি, তুমি যেমন মিষ্ট, তোমার ধর্ম্মও তেমনি মিষ্ট হইল। এক সুখ তোমাতে, দ্বিতীয় সুখ তোমার ধর্ম্মেতে। ২৫ বৎসর খেলা ক'রে জানা গেল, ধর্ম্মটা বড় সুখের বস্তু। হে পরমেশ্বর, জানিলাম যে, পৃথিবীর বিপদ পরীক্ষা ঢের আছে ; কিন্তু সেগুলো এমন নয় যে, বলিব, আমাদের দুঃখ আছে। স্কুলে পড়িতে গেলেই একটু কষ্ট লইতে হয়। সেগুলো দুঃখ নয়। সে যে নীতির শাসন। কিন্তু সুখ যাহা পেয়েছি, তাহা তো বলিতে হইবে। আমরা নববিধানের বড় পক্ষপাতী হয়েছি—গোঁড়ামি হউক, আর নাই হউক। আমরা তোমাকে তোমার জন্য ভালবাসিব, আবার তোমার ধর্ম্মের জন্য ভালবাসিব। এমন ধর্ম্ম আর নাই। অন্তর্য্যামী, আমরা ইহা সত্য সত্য অন্তরের সহিত বলিতেছি—এই উপাসনার বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে। ইহার সব ভাল। শ্রীবৃন্দাবনের দেবতা তুমি, সকলকে সুখী করিবে, তাহা বুঝিলাম। নতুবা আমাদিগকে এত সুখ দিলে কেন? গৃহস্থের বাড়ীতে সকলেই

সুখী হইল, যে যেখানে, ছিল। একবার ক'রে তুমি মাথায় হাত দিয়ে যাচ্চ, আর নাচিতে ইচ্ছা করিতেছে। এমন ক'রে মোহিত করে এই ধর্ম্ম! হাড় পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দয়াসিন্ধো, এই সুখেতেই মজিয়ে দাও; এই সুখেতেই শুদ্ধ কর। অবশিষ্ট জীবনটা ভাল ক'রে নববৃন্দাবনের সুখরস পান করিতে করিতে কাটিয়ে দিই। তোমার নববিধানটা সুখের বিধান বলিতে হইবে। 'শান্তিঃ শান্তিঃ' বলিতে বলিতে ভিতরে অবধি শান্তি হইল! দীনদয়াল, কৃপাসিন্ধো, দয়া ক'রে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার ঘরে বসিয়া স্বর্গের সুখ, নববিধানের সুখ সম্ভোগ করিতে করিতে শুদ্ধ হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিশ্বাসে উজ্জ্বল দর্শন

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক ;
৩০শে মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে উজ্জ্বলবর্ণ, তোমার অধ্যাত্মরাজ্য এ শতাব্দীতে এত স্পষ্ট হইল কিরূপে, জানি না। কেমন করিয়া বলিব, অন্ধকার দেখিতেছি। রসনা সত্যের অনুরোধে বলিবে, যে স্বর্গের সাধু ভক্ত দেখা নববিধানে খুব স্পষ্ট হয়েছে। তুমি আত্মসম্বন্ধে তোমার জগৎটি খুব পরিষ্কার করে ফেলেছ। এবার অন্ধকার ঘোচালে, মেঘ দূর করিলে, করিয়া স্বর্গ আর তোমার মুখখানি খুব স্পষ্ট করিলে; সন্দেহ দ্বৈধ আর রহিল না। অন্ধকার বুঝি আর এ রাজ্যকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। এখন রাত্রির অবসান, আলো হয়েছে, আমরা নগরে রাজপথে চলিতেছি। যেখানে জঙ্গল ছিল, বাঘ ছিল, সেখানে এখন সহর হয়েছে। এখন এই দলটির

ভয় নাই, সব রাস্তায় বেড়াচ্চেন। এরা অন্ধকারকে নীচে রেখেছে, আলোর রাজ্যে উঠেছে। এবার ভ্রমের ব্যাপার দূর হচ্চে। সকলে ক্রমে ক্রমে আরও উজ্জ্বল হচ্চে। এখন দেখ্‌ছি, রাস্তা ঘাটে, গাছের পাতায়, ফুল ফলে ঈশ্বর বেড়াচ্চেন। তখন ব্রাহ্মধর্ম আলো আলো, ছায়া ছায়া ছিল, পরিষ্কার বুঝিতে পারিতাম না কিছু; এখন স্পষ্টাস্পষ্টি, এখন সব পরিষ্কার; কারণ, বেলা হয়েছে, সব দেখা যাবে স্পষ্ট। তুমি এখন যেখান দিয়ে চল, আমরা দেখ্‌তে পাই। আর তুমি আমাদের নিকট আত্মগোপন করিতে পার না। নিজগুণে দেখিতে পাই না, কিন্তু হরির গুণে। সূর্য্য উঠেছে যে! হরি, বেলা হয়ে গেল, কি আহ্লাদই হচ্ছে! তোমাকে ধরা গেল। তুমি চুরি করিতেছিলে, এত দিন ধরা পড় নাই; বড় বড় পণ্ডিতেরা বলেছে, তোমায় ধরা যাবে না। তোমাকে অচিন্ত্য বলেছে। নববিধান এসে বলিলেন, ধরা পড়েছে। কার গুণে হইল? আলোর গুণে। হরি, আর ঘুমন্ত গৃহস্থকে ফাঁকি দিতে পারিবে না। তুমি চুরি কর, কারণ ইহা তোমার ব্যবসায়; আপত্তি নাই, কিন্তু জেগে জেগে দেখিব। ছেলে মেয়ে স্ত্রী সকলের মন চুরি কর। চক্ষু খুলে সকলে দেখুন, এই ঘরে হরি এসেছেন, এসে হৃদয় চুরি করে লয়ে যাচ্ছেন। মা, অল্পদর্শীরাও এখন বেলার গুণে তোমায় খুব দেখ্‌ছে। তুমি যখন চক্ষের অঞ্জন হয়ে রয়েছ, আর নববিধানসূর্য্য উদয় হয়েছেন, তখন দেখ্‌ব বই কি খুব পরিষ্কাররূপে! একেবারে খোলা মুখে দর্শন দিলে, মা! অবগুণ্ঠন সব গেল! এ দিনের গুণে, আলোর গুণে। নিজগুণে নয়, অহঙ্কার করিতেছি না। হরি, আলো হয়েছে। আমি তো কাণা হতে চাই। আমি তো ব্রহ্মদর্শন করিতে পারি না। কিন্তু দিনের গুণে পরিষ্কার দেখিতে পাই। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাসিন্ধো, কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন বিশ্বাসের দিনে,

বিশ্বাসের আলোয় খুব উজ্জ্বলরূপে তোমাকে দেখিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

সিদ্ধাবস্থার যোগ

(কমলকুটীর, বুধবার, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক ;
৩১শে মে, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনদয়াল, হে মুক্তিদাতা, প্রথম মানুষ তোমার কাছে যাওয়া আসা করে, শেষে তোমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। আমরা প্রথম অবস্থা বুঝিয়াছি, শেষ অবস্থাটা এখনও বুঝি নাই। এক একবার তোমার গভীর প্রেমে মত্ত হওয়া কি, তাহা তুমি জানাইয়াছ। কিন্তু জীবনের দিন যত চলিয়া যাইবে, ততই তোমার সঙ্গে অবিচ্ছেদ যোগ স্থাপিত হইবে। এক একবার যোগ, আবার বিচ্ছেদ হইলে হইবে না। একবার আসিয়া তোমার সঙ্গে কথা কহিলাম, এ এক রকম অবস্থা ; আর তোমার সঙ্গে বসেই আছি, এ এক রকম। মানুষ যত বৃদ্ধ হইবে, উপাসনা তাহার জীবনের অবস্থা হইবে। সে দিবসে রাত্রিতে তোমার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া থাকিবে। হে ঈশ্বর, ঐ অবস্থা কি আমাদের হইয়াছে ? একবার উপাসনা করিয়া খুব উর্দ্ধে উঠিলাম, আবার উপাসনার পর খুব নীচে পড়িলাম, এ সব আমাদের মত অপক্ব সাধকের অবস্থা। দয়াময়, সিদ্ধ অবস্থা দাও। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সর্ব্বদা কেমন ক'রে যোগ হবে, তার উপায় ক'রে দাও। হরি, আমাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছ ; এবার এই কর, আমাদের যেন বৃদ্ধ এবং সিদ্ধের অবস্থা হয়। হে শ্রীহরি, এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন ক্রমাগত তোমার কাছে বসে বসে

তোমার সেবা করি। হাত দয়াতে অভিষিক্ত, চক্ষু পুণ্যে অভিষিক্ত, প্রাণ প্রেমেতে অভিষিক্ত। হে কৃপাসিন্ধো, হে মঙ্গলময়, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, সুখ সম্পদ সকল অবস্থার মধ্যে যেন, চক্ষু হস্ত প্রাণ রক্ত যাহা কিছু আছে, প্রেমে অভিষিক্ত করিয়া, দিন রাত্রি তোমার ভিতর ডুবাইয়া রাখিতে পারি; মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিশ্বাসের ধর্ম্ম

(কমলকুটীর, শনিবার, ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক ;
৩রা জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে শ্রীহরি, শুনিয়াছি দয়া সকলই বিশ্বাস করে, সকলই বহন করে; দয়া স্বর্গের ধর্ম্ম, দয়া সহিষ্ণু, দয়া ধৈর্য্যশীল। এ ভাবে কি, ঠাকুর, আমরা দয়া করি? আমরা কি বহন করি, বিশ্বাস করি? এ দুটির অভাব আমাদের ভিতর আছে। তুমি জগতের এত বড় ভার বহন করিতেছ, ইহা দেখিলে বুঝা যায় যে, ঠাকুরের মত প্রেমিক আর কেউ নাই। আর আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না, দয়া কেবল বিশ্বাস ক'রে যায়। অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিতে হউক, অপমানিত হইতে হউক, তবু আমরা বিশ্বাস করিব। বিশ্বাস না করা অধর্ম্ম। শাস্ত্রে লিখিত আছে, দয়া বিশ্বাস করে। দয়া বিচার করে না, বিশ্বাস করে। বিচার নির্দ্দয়, বিশ্বাস দয়ালু। দয়াময়, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। তুমি এত ভাল, আমি এত পাপী, আমি তোমার কুপুত্র, তবু তুমি আমায় বিশ্বাস কর। তোমার পুত্র বলিয়া, তোমার প্রেমের যোগ্য মনে করিয়া, তুমি আমাকে তোমার ছেলে বলিয়া বিশ্বাস কর। তোমার দয়ার পাত্র

বলিয়া বিশ্বাস ক'রে, দয়া করিয়া খাওয়াচ্চ। তুমি ভয়ানক দয়ালু, তোমার দয়া ভয়ঙ্কর। আশ্চর্য্য এই, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর কিরূপে? আমি এই কুড়ি বৎসর এত অপরাধ করিলাম, তবু তুমি আমায় বিশ্বাস ক'রে তোমার নববিধানের ঘরে আনিলে! ঠাকুর, তুমি দয়া ক'রে খাওয়াও পরাও, তা মানি; কিন্তু বিশ্বাস কর কিরূপে, তা বুঝিতে পারি না। আমি নীচের নীচ। আমি হরিসন্তানের মত হইলাম না। আমার হরি, ভয়ানক পাপী অধম,—যে শতবার নরহত্যা ব্যভিচার করেছে, তাকে বিশ্বাস করেন। দয়াময়, দয়ার চেয়ে বিশ্বাস বড়। দয়ার চেয়ে মহত্ত্ব বিশ্বাসে। ঐ যে বাইবেলে কথাটি আছে যে, "দয়া বিশ্বাসী, বিশ্বাস করে সকলকে।" আমি ত্রিভুবনে একজনের মধ্যে কেবল এর দৃষ্টান্ত পাইলাম। সে, পিতঃ, কেবল তুমি। পিতঃ, যে এত অপরাধী, তোমার ঘরে শতবার চুরি করেছে, তাকে তুমি বিশ্বাস কর? আমাকে তুমি বিশ্বাস কর? আত্মীয় বন্ধু বান্ধব স্ত্রী পরিবার কেহ আমাকে বিশ্বাস করে না, কেবল আমার হরি আমায় বিশ্বাস করেন। তবে আমার তোমাকে খুব তো ভালবাসা উচিত। আর সকলকেই খুব ভালবাসা ও বিশ্বাস করা উচিত। মা, তুমি একটা কলঙ্কিত পাপীকে বিশ্বাস করিলে, মেথরের ছেলেকে কোলে করিলে, আর আমি ভাইদের বিশ্বাস করিতে পারি না! মিষ্ট কথা বলিলে আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু একটু শক্ত কথা বলিলে আর বিশ্বাস থাকে না। প্রাণের হরি, আশা দাও, এ বড় উচ্চ কথা; এ যদি সাধন করিতে না পারি, বড় দুঃখ। দয়া অপেক্ষা বিশ্বাস বড়, অথবা দয়াও যা, বিশ্বাসও তা। পরস্পরকে বিশ্বাস করাই স্বর্গ, আর অবিশ্বাস করা অধর্ম্ম, নরকযন্ত্রণা। দয়ালু, কি হবে, বল না? বিশ্বাস কি করিতে পারিব? এমন ধর্ম্মভাব হবে যে, যা খুসি করুক না, অত্যাচার করুক, তবু বল্‌ব, ক্ষমা করেছি, বিশ্বাস করেছি। কেবল ভালবাসিলে হবে না,

ওর চেয়ে উঁচু বিশ্বাস করা। তাই করিতে হবে। ধবলগিরির চেয়ে আর একটা উঁচু শিখর বাহির হলো। হরি, তুমি আমাকে এত বিশ্বাস কর? নরাধম পাতকী নরকের কীট আমি, তুমি আমায় বিশ্বাস কর? বড় বাড়াবাড়ি করিলে যে! প্রেমের ধর্ম্ম ছোট হলো, বিশ্বাসের ধর্ম্মের কাছে? দয়াল, কাঙ্গালের প্রার্থনা শোন। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধো, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন নরাধমকে বিশ্বাস করিয়া, সকল জীবকে বিশ্বাস করিয়া, সর্ব্বসেবক হইয়া, প্রেমিক হইয়া, বিনয়ী হইয়া কৃতার্থ হইতে পারি; গতিনাথ, তুমি কৃপা করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিশেষ দয়া

(কমলকুটীর, রবিবার, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক;
৪ঠা জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে বিশ্বাসীর সার ধন, তুমি কাহাকেও জেয়াদা ভালবাস, কাহাকেও কম ভালবাস, পৃথিবীতে যে এই রকম একটা কথা আছে, এ কি সত্য? যেমন ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ, এঁরা তোমার যত প্রেম পান, আমাদের মত পাপীরা তা পায় না, আমাদের খাওয়া দাওয়ার খোঁজ তুমি লও না, এ কি সত্য? এই কথা পৃথিবী বার বার ব'লে আস্‌ছে। আর যদি খুব উচ্চ তত্ত্ব এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা যায়, তবে এই কথা বলা যায় যে, তোমার সাধারণ দয়া সকলের উপর; কিন্তু বিশেষ দয়া বিশেষ লোকের উপর। এ কথা কেন পৃথিবী তুলিল? স্বর্গ পক্ষপাতী, এ তো মনে হয় না। তবে কি তুমি কাহাকেও ভালবাস, কাহাকেও

ভালবাস না? তোমার ন্যায়বিচার ভারি, তোমার পক্ষপাত নাই। কিন্তু আমরা কি ধর্ম্মের বাহাদুরি করেছি যে, তোমার বিশেষ দয়ার উপযুক্ত হলাম? এই বা কেমন ক'রে হয়? ভাব্‌তে ভাব্‌তে মনে হলো, এর তবে কিছু একটা কারণ আছে। সেটা কি? যে বোঝে, তুমি তাকে দশগুণ ভালবাস, তাকে তুমি দশগুণই ভালবাস। যে বোঝে, তুমি শতগুণ তাকে ভালবাস, তাকে তুমি শতগুণই ভালবাস। যে বোঝে, তুমি তাকে লক্ষগুণ ভালবাস, তাকে তুমি লক্ষগুণই ভালবাস। হে পিতঃ, যত ভুল মানুষের কাছে। তোমার কোমল প্রেম যে কেউ দেখিতে পায় না, তাই গোল হয়; কেউ তোমার প্রেম সিকিখানা দেখিতে পায়, কেউ আধখানা দেখ্‌তে পায়। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য যে, আমরা গোপন কথা শুনেছি; আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য যে, আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি কত ভালবাস। আমরা সাক্ষাৎসম্বন্ধে তোমার কাছে নিবেদন করিতে পারি। আমাদের প্রতি বিশেষ কৃপা তোমার এই জন্য যে, আমরা তোমার হাতখানি আমাদের মাথার উপর দেখিতে পাই। সকলের মাথায় তোমার হাত আছে, কিন্তু তা তো সকলে দেখে না, মানে না। তোমার দয়া কি আবার ছোট বড়? অনন্ত দয়ার ভাগ করিবে কে? যে বলে, তোমার বিশেষ দয়া পেয়েছে, সেই পেয়েছে। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমরা তোমার বিশেষ দয়া বুঝিতে পারি। তুমি যে আর কাহাকেও দয়া কর না, তা নয়; কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি বলিয়া, আমাদের সৌভাগ্য অধিক। সকলেই যেন বলে, তুমি সকলেরই মা। আমরা যেন কখন না বলি, আমাদের মা ইতর বিশেষ করেন। তুমি তাহা কর না। মা যিনি, তিনি সকলকে ভালবাসেন। হে দয়াসিন্ধো, এই শুভ বুদ্ধি তুমি আমাদের দাও। আমাদের সকলকে তুমিই খাওয়াচ্চ, তুমিই পরাচ্চ। আমরা এ জীবনে অনেক জানিলাম। এই জানিলাম

যে, এই কটা লোক তোমার বিশেষ দয়ার অধিকারী ; কারণ, তাহারা জ্ঞান পাইয়াছে, তোমার বিশেষ দয়া বুঝিতে পারিতেছে যে, তাহারা তোমার সেবা করিতেছে, আবার তুমি তাহাদের সেবা করিতেছ। মা হয়ে আমাদের সমুদয় বিশেষ ক'রে বুঝিয়ে দিলে। মা, তুমি আমাদের বিশেষ ধন। তুমি আমাদের বিশেষ বন্ধু, বিশেষ মা, বিশেষ সম্পদ্। মা, তোমার বিশেষ করুণাটি মিষ্ট। তুমি বিশেষ আসনে আমাদের বসাইলে, বিশেষ দয়া দিলে, বিশেষ করুণার মুকুট পরাইলে। দয়াল, এই ছেলে মেয়ে, এরা তোমার ছেলে মেয়ে ; এরা তোমার অন্তঃপুরের দাস দাসী, এরা তোমার প্রজা, এদের কাছে আসিতে দিয়াছ, হাত পা ছুঁইতে দিয়াছ, যখন যা দরকার দিয়াছ, আর কি বলিব ? কৃতজ্ঞতা তোমাকে দিই। আমাদের কটি ভাই বিশেষরূপে তোমার কাছে বিশেষভাবে ধন সম্পত্তি পেয়ে, বিশেষ দয়া পেয়ে, এখন তোমাকে বিশেষরূপ কৃতজ্ঞতা দিতে পারিলে হয়। তোমার দিকে খুব হলো, আমাদের দিকে কিছু যে হলো না ; আমাদের কর্ত্তব্য ব'লে দাও। আমরা দেখি দেখাই, দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হই, কৃতার্থ হই। হরি, ভক্তদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন খুব বিশেষ যত্নে তোমাকে ভক্তি করিতে পারি, বিশেষ সেবা দিতে পারি। এবার অল্পে হবে না, এবার মাতামাতি, এবার বাড়াবাড়ি চাই। আমরা জগতের লোককে দেখাব, তোমার দিকে যেমন হলো, এ দিকেও তেমনি হবে। সকলেই প্রমত্ত হবে। সেই নববৃন্দাবনে যাহা দেখেছি, সেই রকম কর। হে দীননাথ, দয়াসিন্ধো, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেমন পাইলাম অনেক, তেমনি যেন অনেক দিই, এবং প্রাণ মন তোমার চরণে ঢালিয়া দিয়া, মত্ততার সুখে সুখী হইতে পারি ; তুমি কৃপা করিয়া এই অনুগ্রহ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

নববৃন্দাবনের ফুল সতেজ *

(সোমবার, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক ;
৫ই জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে বিধাতঃ, এই আক্ষেপ যে, তোমার বিধান পূর্ণ হইল না। আরম্ভ হইল অতি চমৎকাররূপে, উন্নতি হইল অতি আশ্চর্য্যরূপে, কিন্তু পূর্ণ হইল না। একবার সুখের ব্যাপার দেখিলাম, তার পরে কেন সে স্বপ্ন বলিয়া প্রতীত হইল? আরম্ভ যার এত ভাল, পরিণাম তার এত শোচনীয়? পুণ্যময় হরি, আমরা যে অনেক আশা করিয়া, তোমার নববিধানে যোগ দিয়াছি। শেষটা যে খুব উজ্জ্বল হবে, আমরা ভাবিয়াছিলাম। ফুলগুলি ফুটিতে ফুটিতে যদি বন্ধ হয়ে যায়, বড় কষ্ট হয়। তোমার কত বাগান আছে, কিন্তু নববিধানবাগানে যে রকম চমৎকার ফুল ফুটিতেছিল, এমন আর কোথায়? এই যে উপাসনাঘরে ফুলগুলি বসে আছে, যদি বর্ষা পায়, তেজ পায়, ধাঁ ক'রে ফুটে উঠিবে, সুগন্ধ ছড়াবে; নববিধানের তোড়া ক'রে তোমার চরণে উপহার দেব। কিন্তু এই আধফুটন্ত ফুলে যদি মালা করি, তত সুখ হবে না। দয়াল হরি, এই আধফুটন্ত ফুলগুলি কি ফুটিবে না? এই সকল ফুলের বিচিত্র রং, বিচিত্র গন্ধ। অকালবার্দ্ধক্য এসে কোন কোন ফুল অকালে সঙ্কুচিত হয়ে শুকিয়ে যাচ্চে। আধফুটন্ত ফুল যদি মরে, পৃথিবী শুদ্ধ লোক কেঁদে মরিবে। ফুল ফুটেছে, কি শোভা হয়েছে। কিন্তু, হরি, ফুলের ভিতর পোকা ধরে কেন? লোকে বলিবে, নববিধানের ফুল বছর ত্রিশ চল্লিশ থাকে, আর

---

* "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" বই দৃষ্টে দেখা যায়, কেশবচন্দ্র ৪ঠা জুন স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে দার্জ্জিলিং গমন করেন। সুতরাং এই প্রার্থনা কোথায় হয়, ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। তারিখটাও ভুল হতে পারে। সাধনকাননের প্রার্থনা বলেও মনে হয়।

থাকে না ; শুষ্ক হয়ে শীর্ণ হবে, রসভঙ্গ হবে। আর ফুলটি, কুসুমটি, দেখিতে কোমলটি আর থাকিবে না। লজ্জা নিবারণ কর, হরি। ওরে ফুল, ফোট্, ভাল করে বিকসিত হ! ফুল, তুই ফোট্ না! তোর ভিতরে যে সুগন্ধ সৌন্দর্য্য আছে, বিশ্বাসে ভাবে চরিত্রে তা বাহির কর্ না! দয়াময় হরি, তুমি আর একবার বর্ষা দাও। নতুবা ফুল আর থাকে না, মাটীতে রস নাই। আর নববৃন্দাবনের বাগানে নূতন ভাব গজাবে না, মা। আর একটা বর্ষা না হলে হবে না। মা, তোমার সিংহাসনের নীচে বসে এই প্রার্থনা করিতেছি, মা, আমাদের ভিতর যে সকল নববৃন্দাবনের ফুল আছে, তাহা প্রস্ফুটিত কর। আগে কত ভ্রমর আসিত, এখন আর তত আসে না। ঈশ্বর, মধু কমেছে, নতুবা পৃথিবীতে কি ভ্রমরের অভাব? তারা দেখ্‌লে যে, সকল ফুলের মধু কমে গিয়াছে। তাই কেউ আসে না, লোক আর নববৃন্দাবনে আস্‌তে চায় না। মা, ফুল ফুটিয়ে দাও। ভিতরে ঢের ভাব। ফুল যদি শুকিয়ে যায়, মরে যায়, কেউ গ্রাহ্য করে না ; কিন্তু যে ফুলের এত গন্ধ, এমন রং, তা যদি ফুটিতে ফুটিতে শুকিয়ে যায়, বড় দুঃখ হয়। তাই হাত যোড় ক'রে প্রার্থনা করি, এই ফুলগুলি যেন অকালে কালগ্রাসে না পড়ে। যেন আধফুটন্ত ফুলগুলি অল্প ফুটেছে, আর যেটুকু ফুটিবার বাকি আছে, যেন ফোটে। কিন্তু আর একটা বর্ষা চাই। মাটী খারাপ হয়েছে। অমন সাধনকাননের মাটীর আর তেজ নাই। এই বাগানের উপর কত লোক আশাপূর্ণনয়নে তাকিয়ে আছে। বিলাত আমেরিকার লোকের দৃষ্টি পড়েছে, এই বাগানের উপর। নববৃন্দাবনের নিকুঞ্জবনে মানুষ ঢের আছে সত্য, এখনও বলিতে হইবে। হে জননি, হে মঙ্গলময়ি, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার প্রেমের বর্ষায় নববৃন্দাবনের ফুলগুলি সতেজ সরস হয়, আর আমরা খুব আহ্লাদ উৎসাহের সহিত তোমার

সাধন করি; কৃপাময়ি, তুমি কৃপা ক'রে গরীব ব'লে এই অনুগ্রহ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য

(দার্জিলিং, শনিবার, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক ;
১০ই জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে সুন্দর, তোমার প্রকৃতি চিরকালই মানুষদের ভুলাইয়া আসিয়াছে। যুগে যুগে সকল ভক্তকেই তোমার প্রকৃতি মুগ্ধ করিয়াছে। প্রকৃতি চিরকালই সুন্দর। প্রকৃতির যৌবন চিরকালই থাকে। ক্ষয় হইবার নয়, তোমার হস্তে রচিত এই সৃষ্টি তোমার ভাবুকদের কাছে চিরকালই নূতন। নববাসাশ্রিত তোমার প্রকৃতি আজ যেমন, দশ বৎসর পরেও তেমন, পূর্ব্বেও তেমন। তোমার প্রকৃতি যুগে যুগে ভক্তচিত্তকে হরণ করিয়াছে, তোমার দিকে টানিয়া লইয়াছে, এ যুগে কি তাহা হবে না? হরি, মন যদি কাল থাকে, চারিদিক কাল থাকে; মন যদি সুন্দর থাকে, চারিদিক সুন্দর। হে হরি, তোমার প্রকৃতি আমাদের নিকট চির-মধুময় হউক। আমরা যেন বার্দ্ধক্যে পড়িয়া না বলি, আর প্রকৃতি-সতীর শোভা ভাল লাগে না; অনেক পাহাড় পর্ব্বত দেখিলাম, সকলই পুরাতন নীরস হইল। এ বলিয়া, দেখো, ঠাকুর, কখন যেন বিলাপ করিতে না হয়। প্রেমিক, আমাদিগকে প্রেমিক কর; রসিক, আমাদিগকে রসিক কর; ভাবুক, আমাদিগকে ভাবুক কর; সুন্দর, আমাদিগকে সুন্দর কর। তোমার রসপূর্ণ সৃষ্টি যেন আমাদের নিকট নীরস না হয়। হরি, তুমি সকল পাহাড়ে বোস। আমরা কীটস্থ কীট,

তোমার পদতলে বসি। তোমার উচ্চ ধবলগিরির অনন্ত হিমানির ন্যায় তোমার মুখ আমাদের নিকট সর্ব্বদা উজ্জ্বল থাকুক। যদি তোমার অনুগ্রহে শিবাগারে আসিলাম, তবে শিবভবনে শিবসৌন্দর্য্য দেখিয়া, যেন মন মধুময় হয়। চারিদিক পবিত্র, চারিদিক সুন্দর, ইহা দেখিয়া মনকে যেন প্রেমিক ও পবিত্র করিতে পারি। গিরি নদ নদী নির্ঝর সমুদয় তোমার মহিমা কীর্ত্তন করুক। ইহারা আমাদের বলিয়া দিক, আমরা অত্যন্ত জড় সামান্য। এরা যে অত্যন্ত নির্ম্মল নির্দ্দোষ। ইহারা যে অত্যন্ত সুন্দর। তোমার নিষ্কলঙ্ক সৃষ্টি দেখিয়া, আমরা যেন কিছুদিন তোমাকে সাধন করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

আত্মমর্য্যাদা

(দার্জিলিং, রবিবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক ;
১১ই জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে ভক্তের সহায়, তোমার লোক আমরা, ইহা মনে হইলে কত বল হয়, কত বল হওয়া উচিত! একজন পৃথিবীর সাধুকে লক্ষ্য করিয়া যদি আমরা বলিতে পারি, আমরা তাঁহার লোক, আমাদের কত বল হয়। যদি কোন রাজার সহিত আমাদের বন্ধুতা হয়, কোন সম্রাটের নিকট হইতে পত্র পাই, তবে আমাদের মন কত গৌরবান্বিত হয়, স্ফীত হয়। কোন মহাজন যদি গরীবদিগকে কোন দ্রব্য দেন, তাহারা কত সুখী হয়। পিতঃ, আমরা তোমার লোক, ইহা কি আমাদের কম গৌরবের বিষয়? কে আমরা? পাহাড়ে আসিয়া বসিয়াছি, এমন কত লক্ষ লক্ষ লোক আসে। আমরা পৃথিবীর ধূলি, অতি সামান্য। তুমি

এত বড় রাজাধিরাজ, তোমার নিকট হইতে আমাদের কাছে পত্র আসিয়াছে। স্বর্গীয় পত্র। বাহক আসিয়া আমাদের হাতে তারের খবর দেয়, পত্র দেয়। কে আমরা? তাই বলি, আদেশের মত সকলে মানুক। মহারাজাধিরাজ, হিমালয়পতি, তোমার রাজ্যে আসিয়া আমরা বসিয়াছি। ঠাকুর, আমরা এমনি নীচ ইতর যে, তোমাকেও ছোট ক'রে ফেলেছি। আমরা তোমাকে ছোট মনে করি। তোমার দানকে সামান্য মনে করি। আমরা কোথায় আসিয়াছি? হিমালয়ে। তোমাকে আমরা যদি পিতা বলি, তবে আমাদের সম্বন্ধ রাজকুমারের সম্বন্ধ। হরি, ইতর জাতি আমরা, তুমি আমাদিগকে খাওয়াও, পরাও, স্পর্শ কর। হরি, এটা ভেবে নীচ উচ্চ হউক্! তোমার কাছ থেকে আমাদের কাছে পত্র আসিতেছে। ত্রিভুবনপতি, ব্রহ্মাণ্ডপতি, রাজাধিরাজ যিনি, তিনি আমাদিগকে পত্র দিয়াছেন, আমরা তাঁহারই লোক। আমাদের রাজা যিনি, তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। পিতঃ, আমরা তো হাত বাড়ালে স্বর্গ পাই। উচ্চ পর্ব্বত, যা বাঙ্গালীর কাছে সকলের অতীত বস্তু, আমরা তো তাহার কাছে আসিয়া বসিলাম। আমরা গৌরব মহিমা উচ্চ পদ পাইলাম ঠিক! এই রকম যখন নীচে ছিলাম, তখন মনে হইত, উপরে কি উঠিতে পারিব? কিন্তু ক্রমেই উপরে উঠিলাম! ট্রামওয়ে কত উপরে উঠি। সকলই ট্রামওয়ের কারখানা। নীচে থাকিয়া কত উচ্চে আসিলাম, কত উচ্চ পদ পাইলাম! নীচ ব্রাহ্ম ছিলাম, স্বর্গীয় নববিধান পাইলাম। সংসারের নীচ আসক্তি বাসনা ছাড়িয়া কোথায় আসিলাম! হে কীটসুহৃদ, হে প্রেমসাগর, তুমি আমাদের সহায় হলে? তোমার কত পত্র আমাদের কাছে। একেই বলে হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পাওয়া। পিতঃ, আজ রবিবারে এই প্রার্থনা করি, যেন তোমার মনোনীত লোক, তোমার দলের লোক হইয়াছি, এই গৌরব যেন না ভুলি। সামান্য ভূমি থেকে এসে, এই উচ্চ-

গিরিশিখরে বসিলাম যদি, তবে এখানে না থাকি, আরও যেন উচ্চে উঠি। হে মঙ্গলময়, কৃপাসিন্ধো, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন লব্ধ গৌরব মহিমার উপযুক্ত হইতে পারি ; মা. তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

হিমালয়ের সদ্ব্যবহার

(দার্জ্জিলিং, সোমবার, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক ;
১২ই জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীননাথ, ভক্তধন, আমরা কোথায় আসিয়াছি ? এ যে ধ্যানশীলদিগের উচ্চ আসন ! এখানে তো মানুষ সংসার করে না। এখানে যে মানুষ ধ্যান করে। হে পিতঃ, পাহাড় যে ধ্যানের স্থান। এ যে আমাদের দেশের যোগী ঋষিদের প্রিয় স্থান। হরি, তবে আমরা কেন পর্ব্বতের অন্য ব্যবহার করিব ? নীচ সংসার-সাধনের ক্ষেত্র তো পর্ব্বত নহে। পর্ব্বত প্রথম হইতে সাধনক্ষেত্র, ধ্যানের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আহার করিব, বেড়াইব, ঘুমাইব, সংসার করিব, এ জন্য পবিত্র পর্ব্বত নহে। জগদীশ্বর, যুগে যুগে তোমার পর্ব্বত তোমার সাধকদের বড় প্রিয় হইয়া আসিয়াছেন, তোমার যোগীদের স্থান হইয়া আসিয়াছেন। এ জন্য এই প্রার্থনা করি, হে গিরিরাজ, আমরা এ শতাব্দীতে নানা পাপে কলঙ্কিত হইয়াও, যেন তোমার পর্ব্বতের মর্য্যাদা আদর বুঝিতে পারি। আমরা যেন পর্ব্বতকে ভয় করি। আমরা যেন সংসারের পাপ টানিয়া আনিয়া, এই হিমালয়কে কলঙ্কিত না করি। দোহাই, প্রভো, তুমি এই পাপ হইতে রক্ষা কর। হিমালয় যেন না বলেন, কতকগুলি পাপী আসিয়া

আমার মহত্ত্ব মর্য্যাদা নষ্ট করিল, নীচ হীন চিন্তা করিয়া আমাকে কলঙ্কিত করিল। কতকগুলি দস্যু আসিয়া আমার বুকে বসিয়া দস্যুগিরি করিল। হা ঈশ্বর, যার মন খারাপ হয়, সে স্বর্গে গেলেও, বুঝি, পাপী থাকে। ঈশ্বর, হিমালয় আমাদের অত্যন্ত আদরের বস্তু, আমাদের পিতা পিতামহের আরাধ্য বস্তু, গৌরবান্বিত, হিমানী মস্তকে করিয়া বহুকাল হইতে রহিয়াছেন। দেখো, পিতঃ, এই বৃদ্ধের অবমাননা আমরা যেন না করি। তোমার মহিমা গৌরবের পরিচয় ইনি দিতেছেন। বিশেষ আদর শ্রদ্ধা আমরা বৃদ্ধ হিমালয়ের চরণে অর্পণ করিব। হৃদয়ের শ্রদ্ধা, আদরের ফুল দিয়া ইঁহাকে বরণ করিব। চিরকাল পাপ করিলাম, তোমার সৃষ্টির অবমাননা করিলাম, আবার তোমার পর্ব্বতের অপমান করিয়া যেন আরও পাপী না হই। এখানে ধ্যান করি, যোগ শিখি; দেখি, আমাদের মা ঐখানে রহিয়াছেন, ঐ স্বর্গের জ্যোতির মুকুট মা আদর করিয়া হিমালয়ের মাথায় পরাইয়াছেন, ঐ যোগী ঋষিদের প্রিয় স্থান; এই সব ভাবিতে ভাবিতে, দেখিতে দেখিতে পবিত্র হইয়া যাই। তোমার হিমালয়ের সদ্ব্যবহার যেন করি। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাসিন্ধো, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার হস্তরচিত পবিত্র উন্নত হিমালয়ের মান রক্ষা করিতে পারি এবং এখানে তোমাকে সাধন করিয়া যেন পবিত্র শুদ্ধ জীবন লইয়া ফিরিয়া যাইতে পারি। মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্বর্গের ছবি

(দার্জিলিং, মঙ্গলবার, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক ;
১৩ই জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে শ্রীনাথ, তোমাকে ভালবাসি এবং তোমার কার্য্য করি, এই ইচ্ছা। হে বিনোদ, তোমাকে লইয়া আমোদ করি, এই ইচ্ছা। দেখ, তোমার সাধুরা সুরপুরে বসিয়া কত আমোদ করিতেছেন; সপ্তসুরে গান করিতেছেন। কি ব্যস্ততা, কি উৎসাহ তাঁহাদের মধ্যে! আমরা যেন ঘুমাইয়াছি। সেখানে পবিত্র আনন্দের উৎস। কত রকম আমোদ। পরমেশ্বর, সুরাপান একটা আমোদ। পুণ্যসুরা, প্রেমমদ পান। ঈশা দিলেন গৌরাঙ্গকে পুণ্যসুরার পাত্র, আবার গৌরাঙ্গ দিলেন ঈশাকে নামানন্দরসের পাত্র। দৌড়াদৌড়ি একটা আমোদ। ঈশা দৌড়িলেন মুষার দিকে, মুষা দৌড়িলেন ঈশার দিকে, দুইজনে মিলিয়া কোলাকুলি করিলেন। তোমার ছোট ছোট শিশুরা সেখানে লুকোচুরি খেলা করিতে-ছেন, কত দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন। ভক্ত বালক আর সতী বালিকারা কত খেলা করিতেছেন। বড় আমোদ হইতেছে উঁহাদের মধ্যে। কে আগে নিশান ছুঁইতে পারে, সব ভক্ত বালক মিলিয়া দৌড়াইতেছেন। আর একজন যাই আগে গিয়া নিশান ছুঁইতেছেন, আর সকলে কত আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। 'ধন্য ধন্য ঈশ্বরতনয়' সকলে বলিয়া উঠিতেছেন। ঈশা গিয়া আগে নিশান ছুঁইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। কেহ গান করিতেছেন। কেহ বাজাইতেছেন, কত রকম বাদ্য আছে। কেহ নৃত্য করিতেছেন বাহু তুলিয়া। কত আনন্দের নৃত্য। মা, তোমার ছেলেগুলি তো নয়, যেন পুতুলগুলি। তোমার স্বর্গ তো নয়, যেন খেলাঘর। তুমি তাঁহাদের লইয়া ক্রীড়া কৌতুকে দিন যাপন করিতেছ। স্বর্গে কি ঋষিরা

কেবল ঘুমাইতেছেন ? তাহা নয়, স্বর্গে কত ব্যস্ততা, কত উৎসাহ। স্বর্গ টলমল করিতেছে। কি রাসের ধূম, কি ঝুলনযাত্রার ধূম। আনন্দের ফাগ লইয়া সকলে সকলের গায়ে দিতেছেন। প্রেমময়, এই ছবিটি বড় সুন্দর। আমরা চাই, এই ছবিটি আমাদের হৃদয়ে সত্য সত্য আসে। দেবতাগণ আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া খেলা করুন। আমরা শুষ্ক অসার কল্পনার স্বর্গ চাই না। এই ছবিখানি সত্য করিয়া দাও। দয়াময়, দীননাথ, অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন স্বর্গের এই ছবিখানি, দেব দেবীর নৃত্য, ঠিক সত্য সত্য হৃদয়ে দেখি, আর উহার পুণ্যদর্শনে সুখী এবং শুদ্ধ হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

জীব-সেবা

(দার্জ্জিলিং, বুধবার, ১লা আষাঢ়, ১৮০৪ শক ;
১৪ই জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনশরণ, হে মহাপ্রভো, প্রত্যেকের জন্য তুমি তো কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছ ; তোমার সংসারে সেই কার্য্য করিলে জীব পরিত্রাণ পাইবে। কর্ম্মকাণ্ডকে আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না ; কিন্তু সে কার্য্য তোমার কার্য্য হইবে, আমার কার্য্য হইবে না। তোমার চরণ ধরিয়া সেবা করিব, এই হস্ত জীবসেবার জন্য উৎসর্গ করিব, এই জন্য জন্ম লইয়াছি। জীব-সেবা যে না করে, কেবল যোগে সে পরিত্রাণ পাইতে পারে ? তোমার সঙ্গে জীবের এমনি যোগ যে, তোমার কাজ করিতে হইলেই জীবের সেবা করিতে হয়, জীবকে ভালবাসিতে হয়। কাজ কি ? কেবল কি খাওয়া পরা ? না। তোমার ধর্ম্ম-প্রচার, জীবকে

জ্ঞানদান, দুঃখীর দুঃখ দূর, এই সকল কাজ করিতে হইবে। জীবের হিতসাধন-কার্য্য, পরের শ্রীবৃদ্ধির কার্য্য, এই সকল অনেক কাজ রহিয়াছে। মনে করিলেই হাসিয়া খেলা করা যায়। হরি, তোমার দুই ভাল। যোগী তোমার মুখ দেখিয়া হিমালয়ে বসিয়া স্বর্গলাভ করেন, আবার যখন নিম্ন ভূমিতে গিয়া তোমার ভক্ত তোমার সেবা করেন, সদনুষ্ঠান করেন, তখনও সুখী হন—দুইয়েতেই সুখ। দৌড়াদৌড়ি করিলেও সুখ, আবার নিস্তব্ধ হইয়া যোগাসনে বসাও সুখ। নাথ, আমাদের মধ্যে কেহ যেন কর্ম্মবিহীন না থাকে। যাহার যাহা উপযুক্ত কাজ, তুমি দাও। কত বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, মনে করিলে সকল বলবীর্য্য দিয়া করা যায়। হে ঠাকুর, আর অলস হইয়া থাকিতে দিও না। হে ঠাকুর, কর্ম্মবিহীন হইয়া থাকিতে দিও না। হে হরি, কর্ম্ম দাও। যে কর্ম্মে মুক্তি হয়, শান্তি হয়, পুণ্য হয়, এমন কর্ম্ম দাও। সুপবিত্র কার্য্য জীবের কল্যাণ। ভাল করিয়া ভাল মনে, পুণ্যজলে স্নান করিয়া, যে কাজ করে, তাহার অনেক ভাল হয়। কে সেই কার্য্যের সোপানে স্বর্গে যাইতে পারে? মানুষ আপনার উৎসাহ তেজ চারিদিকে ছড়াইয়া দিবে, যাহাতে জগতের চারি সীমায় গিয়া পড়িবে। তোমার সংসারে চাকর হইয়াছি। ভাই বন্ধুদের খুব সেবা করি। কেবল আপনার মঙ্গল ভাবিয়া, স্বার্থপরতার অগ্নিতে যেন না পুড়ি। যাও, জীবন, তুমি পরহিতে নিযুক্ত হও, তুমি পরসেবায় শুদ্ধ হও। মা, তোমার শ্রীচরণতলে পড়িয়া, খুব তোমার সেবা করিব, আর তোমার সন্তানমণ্ডলীর সেবা করিব। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন নিষ্কর্ম্মা হইয়া না থাকি; কিন্তু স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া, তোমার চরণতলে থাকিয়া, পরসেবা করিতে করিতে শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো] শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সত্যযুগের আগমন

(দার্জিলিং, বৃহস্পতিবার, ২রা আষাঢ় ১৮০৪ শক ;
১৫ই জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, হে অনাথবন্ধো, তোমার এই নবধর্ম্মে সত্য যুগ কি, তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। কলিযুগের ব্যবহার কি, জীবন কি, কি তাহাতে দেখিলাম। শুনিতেছি, সত্য যুগ আসিতেছেন, আনন্দধ্বনি করিতে করিতে আসিতেছেন, আমরা সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে আদর করিয়া আলিঙ্গন করিব। কি তিনি, কে তিনি, আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। সত্যযুগ সত্যযুগ অনেকে বলে, সত্যযুগ কি পদার্থ, আমাদিগকে জানিতে দাও। আমরা কলির কীট হইয়া রহিয়াছি, সত্যযুগের জীবন কি, জানি না। এই শোভাযুক্ত হিমালয় পূর্ব্বে তোমার যোগী ঋষিদের ভূমি ছিল। এখানে যদি এক সময় সত্যযুগ ছিল, যোগধর্ম ছিল, তবে মনে হয়, এখানে সাধন করিলে আবার বুঝি সত্যযুগ আসিবে। সেই বরফ কমে না, সেই শোভা যায় না, সেই মেঘ রহিয়াছে, সেই ঝরণা আছে, এখনও যোগ ধ্যানের স্থান আছে ; কিন্তু সে মানুষ নাই, তোমার সত্যযুগ আর নাই। মানুষ লইয়াই তো যুগ। ভারতে সব আছে, মানুষ নাই। এখানে ঋষিরা, ঋষিপত্নীরা থাকিতেন। আমরা এখানে আসিয়াছি, কিন্তু আমাদের বলিতে লজ্জা হয় যে, আমরা ঋষি, আর আমাদের পত্নীরা ঋষিপত্নী। আবার কি সত্যযুগ ফিরিয়া আসিবে ? যদি আমরা ঋষি ঋষিপত্নী না হইতে পারি, তবে আমাদের এখানে আসা বৃথা। আমরা যখন আসিতে-ছিলাম, প্রাচীন বৃদ্ধ হিমালয় আপনার ক্রোড় বাড়াইয়াছিলেন, বৃদ্ধ পিতা সন্তানদিগকে আদর করিয়া ডাকিতেছিলেন যে, নববিধানের লোকেরা আসিতেছে, আবার বুঝি সেই ঋষিবংশের ন্যায় আমার মুখ উজ্জ্বল করিবে।

কিন্তু যদি তিনি দুর্গন্ধ পাপী ভণ্ড বলিয়া আমাদিগকে দূর করিয়া দেন, তখন কাঁদিব। হরি, তুমি যদি এমন আশা দাও যে, আবার সত্যযুগ ফিরাইতে পারি, আবার পর্ব্বতকে হাসাইতে পারি, আবার ঋষি ঋষিপত্নীর ন্যায় হইব, তবে পর্ব্বতে আসা সার্থক হইবে। হে দয়াময়, হে সত্যযুগের রাজা, তোমার সেই যুগ আন। হিমালয়কে জাগাও, চারিদিকে ভক্তি উদ্দীপন কর। আমরা যদি কিঞ্চিন্মাত্রও সত্যযুগের ঋষিদের মত হইতে পারি, তবে কৃতার্থ হইব। উচ্চদেশে থাকিয়া উচ্চ হইব। নীচ বাসনা চিন্তা ছাড়িব। সত্যযুগ, তুমি এস। সত্যযুগ আসিলে আমাদের খুব উৎসাহ পুণ্য প্রেম বাড়িবে। আমাদের জড়তা দূর হইবে। পরস্পরের প্রতি ব্যবহার মধুময় হইবে। আমাদের সত্যযুগ আসুক, আর সমস্ত পৃথিবীর সত্যযুগ আসুক। হে দীনবন্ধো, হে কাতরশরণ, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন নিরুৎসাহ জড়তা ত্যাগ করিয়া, তোমার সত্যযুগ আসিতেছে, ইহা বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাসনয়নে দেখিয়া, আনন্দের সাজ পরিয়া, সপরিবারে শুদ্ধ এবং সুখী হই ; মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

সুখী পরিবার

(দার্জ্জিলং, শুক্রবার, ৩রা আষাঢ়, ১৮০৪ শক ;
১৬ই জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

হে প্রাণের বন্ধু, জগতের প্রতিপালক, এই পৃথিবীতে পরিবার লইয়া সুখী হওয়া ধর্ম্মের প্রধান তাৎপর্য্য। তোমার অভিপ্রায় এই, আমরা সাধন করিয়া একটি শান্ত সুখী পরিবার লইয়া সুখী হইব। তোমার নববিধানের

মুখ্য উদ্দেশ্য, পরিবার প্রস্তুত করা। তোমার ইচ্ছা এই, স্বামী এবং স্ত্রী, মাতা এবং পিতা, ভাই এবং ভগিনী একটি নবভাব লইয়া পৃথিবীতে জীবন কাটাইবেন। এমন ভাবে ধর্ম্মেতে পরিবারের মিলন হয় নাই, যেমন নববিধানে হইবে। মানুষ পরিবারে সুখী হইবে, এমন ভাব পৃথিবীতে হয় নাই। সমুদয় ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসী সর্ব্বত্যাগী হইয়া অনেকে বৈরাগী হইয়াছেন। এ পথ অনেকে দেখাইয়াছেন, অনেক মহাপুরুষ তোমার এই আজ্ঞা পালন করিয়াছেন। তাঁহারা পরিবার লইয়া যে সুখী হইবেন, পাঁচজন বন্ধু বান্ধব লইয়া সামাজিক সুখে সুখী হইবেন, তাহা তুমি তাঁহাদের দিলে না। তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়া, বাঘের ছালে বসিয়া, অরণ্যে তোমার সাধনে বসিলেন। তাঁহারা সকল দুঃখ বহন করিয়াও, প্রাণেশ্বর, তোমার আদেশ পালন করিলেন। কত কষ্ট তাঁহাদের পাইতে হইয়াছিল। হে করুণাসিন্ধো, এখনকার সাধকদের তো সে কষ্ট নাই। ইঁহাদের টাকার ভাবনা ভাবিতে হয় না; স্ত্রী পরিবার গৃহ বন্ধু সব আছে। কি তাঁহাদের দুঃখ ছিল, আর কি সুখই আমাদের! কিছুরই অভাব নাই, আমাদের কিছুরই কষ্ট নাই। মাতঃ, তব বন্দোবস্ত এই; নববিধানের ভক্তকে পালন করিবার জন্য তোমার বন্দোবস্ত এই। লজ্জা হয় ভাবিলে। কত দুঃখ পাইয়াছিলেন, সেই সকল পূর্ব্বকালের বৈরাগী সর্ব্বত্যাগী। তাঁহাদের কথা ভাবিলে, লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। মা, তুমি এবার সুখ দিবে। কেন না পরিবারের সুখ যে অতি মিষ্ট সুখ। ভাই বন্ধু পরিবার লইয়া তোমাকে ডাকা যে বড় সুখ। এবার সুমিষ্ট সুখের সজন সাধন। এ তো পরিবার গৃহ সুখ সম্পদ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন সাধন নয়। এ যে সুখের সাধন। কিন্তু, হরি, আমাদের দায়িত্ব অনেক। আমাদিগকে সুখী পরিবার দেখাইতে হইবে; বাপেতে ছেলেতে, মাতে মেয়েতে, ভাই ভগিনীতে খুব ধর্ম্মের

মিলন, ধর্ম্মের বন্ধন, খুব সৌহৃদ্য, এরূপ হইতে হইবে। কেবল অসার সংসারস্থাপন করিলে হইবে না। পূর্ব্বকালে তাঁহারা গৌরবের মুকুট পরিলেন বটে, কিন্তু সে দুঃখ পাইয়া। তাঁহারা স্ত্রী পরিবার সব ছাড়িয়াছিলেন। তাঁহারা তো আমাদের মত স্ত্রী পরিবারকে ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মচরণে আনিতে পারিলেন না। হায়, তাঁহাদের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, কত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। আর আমাদিগকে তুমি কত সুখ দিলে। অভাগাদের সৌভাগ্য হইল। আমরা স্ত্রী পরিবার সমুদয় লইয়া, ধর্ম্ম-সাধনে সুখী হইবার অধিকার পাইয়াছি। হরি, এ ঋণ কিসে পরিশোধ হইবে? স্ত্রী পুত্র সমুদয় একটি একটি করিয়া তোমার চরণে সমর্পণ করিতে হইবে। আপনার তো সমুদয় লিখিয়া পড়িয়া তোমাকে দিতে হইবে। আবার স্ত্রী সন্তান সকলকে ষোল আনা তোমাকে দিতে হইবে। বড় ছোট সকলকে একটি একটি করিয়া তোমার চরণে দিব। মা, তবে তো এ ঋণ-শোধ প্রাণে হইবে, শান্তি হইবে। আমরা সমুদায়গুলি তোমার ভক্ত হইব। তোমার সাধনভক্ত, তোমার দর্শনভক্ত হইব, তোমার নববিধানভক্ত হইব। তোমার ছেলেগুলি, মেয়েগুলি একখানি অখণ্ড পরিবার হইবে। একখানি সচ্চিদানন্দের পরিবার হইবে; সকলগুলি তোমার হইবে। নববিধানের সুখের পরিবার গঠন কর। একটি একটি সুখের জ্যোতির্ম্ময় পরিবার তুমি চাও। তাহাই দিতে হইবে। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন দুষ্ট অভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া, নববিধানের মূল সঙ্কল্প সাধন করিয়া, এক একটি সুখী পরিবার, শুদ্ধ পরিবার হইতে পারি; মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সুখের হরি

(দার্জ্জিলিং, শনিবার, ৪ঠা আষাঢ়, ১৮০৪ শক ;
১৭ই জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

হে প্রেমময়, হে সত্যপালন, মনুষ্য সন্তানকে কৃপা করিয়া তুমি দেখা দাও। তোমার উপর যাহারা নির্ভর করিয়া থাকে, তাহাদিগকে কৃপা করিয়া তুমি দেখা দাও। যাহারা সংসারের সমুদয় সুখ সম্পদ ঐশ্বর্য্যের পথ ছাড়িয়া তোমার পথে আসিয়াছে, তাহাদের সম্বল ঐশ্বর্য্য কেবল তুমি। তাই বলি, তুমি দিন দিন উজ্জ্বলতর মধুরতর হও। তুমি যে ভক্তদের বড় প্রিয়। তুমি সকলের কাছেই আছ, কিন্তু ভক্তদের নিকট যে বড় মনোহর। সকলেই তোমায় ঈশ্বর বলিয়া ডাকে, কিন্তু ভক্তের কাছে রসস্বরূপ। হরি, সেই ভাবে আমাদিগকে দেখা দাও। তুমি পাহাড়ে আছ, নিম্নভূমিতে আছ ; কিন্তু যেমন পাহাড়কে আলো করিয়া বসিয়া আছ, মধুময় করিয়া বসিয়া আছ, ভক্তদের নিকট, যোগীদের নিকট, এমন আর কোথায়? সকল প্রকার কষ্টের একমাত্র শান্তি তুমি, সকল প্রকার অন্ধকারের একমাত্র আলো। এজন্য সকল সময় তোমাকে ডাকি। তোমার নাম রাখিব, হৃদয়ের আরাম, চক্ষুর আরাম, তুমি আমাদের নিকট শূন্য এবং শুষ্ক হইয়া থাকিও না। তোমাকে ডাকিয়া মনে যেন কষ্ট দুঃখ কিছু না থাকে। বক্ষের ধন বক্ষে থাক, চক্ষের ধন চক্ষে থাক, তোমার সঙ্গে মধুময় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সুখী হই। তোমাকে যেন সুখের হরি বলিয়া জানি। হে প্রেমময়, হে মঙ্গলময়, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন দিন দিন ঐ চরণের মধু এবং সুধা পান করিয়া, ভিতরে যত জ্বালা, শোকসন্তাপ আছে, সমুদয় জুড়াই ; মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো] শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রেমরাজ্য-স্থাপন

(দার্জ্জিলং, রবিবার, ৫ই আষাঢ়, ১৮০৪ শক ;
১৮ই জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে হৃদয়নাথ, মন এই বলিয়া খেদ করে, জীবনের কার্য্য হইল না। যে সকল কার্য্য করিতেছি, ইহারই জন্য কি ভবে আসিলাম? তাহা তো নয়। যে জন্য ভবে আসিয়াছি, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলাম না। জীবনের যে একটা কার্য্য আছে, সেইটি অতি উচ্চ কাজ—লোক প্রস্তুত করা, নববিধানের লোক গঠন করা। বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, গৌরবান্বিত, যোগী ভক্ত উপাসনাশীলেরা আসিল। আসিল না কাহারা? যাহারা পরস্পরকে ভালবাসিয়া জগতের উপকার করিবে। তবে, হে পিতঃ, ভারতে কি করিতে আসিলাম? তোমার নববিধান যে প্রেমের ধর্ম্ম, যাহাতে শত্রুতা, অক্ষমা, বিবাদ, বিসম্বাদ দূর হইবে, এবং সকল মনুষ্য প্রেমে বদ্ধ হইয়া, আনন্দে তব গান করিবে। আমরা পৃথিবীর বিবাদ বিসম্বাদ দূর করিয়া, ধর্ম্মার্থীদিগের মধ্যে প্রেমের বন্ধন স্থাপন করিয়া দিব। সকল বিধর্ম্মী মিলিয়া এক প্রেমে বদ্ধ হইবে; সাধু অসাধু, ধনী নির্ধন মিলিত হইবে; ইহা তো হয় নাই। তবে আমাদের জীবনের কার্য্য তো হয় নাই। আমরা এতগুলি লোক যদি চেষ্টা করি, তবে কি প্রেমের পরিবার গঠন করিতে পারি না? খুব সাধক যাঁহারা হইলেন, তাঁহারা কি উদার হইতে পারিলেন না? দয়াময়, জীবন থাকিতে থাকিতে, আমরা যেন প্রেমের পরিবার দেখিয়া যাইতে পারি; অন্ততঃ অল্পসংখ্যকের মধ্যেও প্রেম স্থাপন হইবে। হরি হে, কোথায় তোমার প্রেমের রাজ্য? সে আনন্দের ভবন কৈ? সে শান্তি-নিকেতন কৈ? যেখানে গেলে স্বার্থপরতা ক্রোধ অক্ষমা অশান্তি থাকে না। সে দেশ কোন্ হিমালয়ে

স্থাপিত? জগদীশ, সে দেশে লইয়া চল। দয়াময়, প্রেমের রাজ্য আর বিস্তৃত হয় না, ক্রমে আরও সঙ্কুচিত হয়। প্রেমময়, কেন এমন হইতেছে? হে ঈশ্বর, সহস্র শক্রতা সত্ত্বেও যদি মানুষ পরস্পরের পদধূলি চুম্বন করিতে পারে, তবেই নববিধান প্রতিষ্ঠা হইল; নতুবা আমরা যতই বিরক্ত হইয়া, পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া থাকিব, ততই নববিধান মলিন হইবেন। হে মঙ্গলময়, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন, তোমার নববিধানের যে মূল উদ্দেশ্য --প্রেমরাজ্য-স্থাপন, তাহা সুসিদ্ধ দেখিয়া, জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নববিধান-বংশ

(দার্জ্জিলিং, সোমবার, ৬ই আষাঢ়, ১৮০৪ শক ;
১৯শে জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনজনের গতি, হে ব্রহ্মরাজ্যের রাজা, তোমার দল তুমি কৃপা করিয়া পরিপুষ্ট কর। আমরা যেখানে থাকি, তোমার নববিধানের পুষ্টি আকাঙ্ক্ষা করিব। আমরা যেখানে থাকি, তোমার ধর্ম্মের জয় আকাঙ্ক্ষা করিব। পৃথিবীতে মানুষের আর কি চাই। ধর্ম্ম চাই, পরিত্রাণ চাই। যদি মনের সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকে, এই ধর্ম্মই মনুষ্যের শান্তি, ভারতের মুক্তি, দুর্ব্বলের বল, দুঃখীর সম্বল, রোগীর ঔষধ, তবে যাহাতে ইহা বিস্তার হয়, এমন চেষ্টা করি। দল বাড়াও, শিষ্য প্রশিষ্য বাড়াইয়া দাও, বালক বালিকার দল, যুবার দল বাড়াইয়া দাও। সকল ধর্ম্ম বাড়িয়া উঠিয়াছে, এ গাছ কেন সতেজ হইয়া উঠিতেছে না? হরি, ভবিষ্যদ্বংশীয়দের বিষয় চিন্তা করিলে মন চিন্তাকুল হয়। কৈ, লোক কৈ? আমরা ইহলোক

হইতে অপসৃত হইলে, কে এ সমুদয় কাজের ভার লইবে, কে আমাদের স্থান লইবে? এই চিন্তা হয়, হওয়া উচিত। কারণ তাহা হইলে আমাদের দায়িত্ব বাড়িবে। প্রেমসিন্ধো, বিশ্বাসীর দল আরও আন, আমাদের বংশ বাড়াও। দয়াময়, কুলের মহিমা চারিদিকে ছড়াইবে, একটি বীজ ষোল শত ফল প্রসব করিবে। পুত্র পৌত্র দৌহিত্র সকলে বিস্তৃত হইবে। যোগীর বংশ, ভক্ত-বংশ, সন্ন্যাসীর বংশ বাড়িবে। নব-বিধানের যে বীজ পুঁতিলে, ইহা হইতে অনেক বংশ বাড়িবে। বীজের মহিমা বড় ভয়ানক। এই বীজের বংশ হইতে কত বংশ, কত শাখা প্রশাখা বাহির হইবে, প্রতাপান্বিত হইবে, চারিদিকে তেজ লইয়া বিস্তৃত হইবে। হরি হে, আমরা দেখিতে চাই যে, ক্ষুদ্র বীজ হইতে একটি তরু, তাহা হইতে আবার প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা বাহির হয়। এই সূর্য্যবংশের বীজ আবার কলিযুগে আসিল, ইহা হইতে আবার কত বংশ পৃথিবীতে বিস্তৃত হইবে। আমাদের ভিতর যদি বড় বড় যোগী ঋষি তপস্বীর বীজ থাকে, তবে আমাদের ভিতর হইতে সাধু বংশ বিস্তৃত কর। তোমার বীজের মহিমা কি বলিব, হরি? তুমি আমাদের দল বাড়াও! এই ক্ষুদ্র দল সর্ষপ-কণার ন্যায়, ইহা হইতে প্রকাণ্ড তরু ও তাহার অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হউক। ভৌতিক রাজ্যে তোমার যেমন নিয়ম, ধর্ম্মরাজ্যেও তেমনি। আহা, ঈশ্বর, তোমার কি বল! তুমি যে বীজ পুঁতিলে, কি ভয়ানক! তুমি এক বীজে লক্ষ লক্ষ গাছ কর। এক বীজ লইয়া পৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর। তোমার বীজের মহিমা কি বলিব। এক নানক-বীজ হইতে শত শত, হাজার হাজার শিখ্ উৎপন্ন হইল; এক ঈশা-বীজ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক বাহির হইল। নাথ, এই কামনা করি, স্বর্গের এমন বীজ ফেল পৃথিবীতে, যাহাতে বৃষ্টি পড়ুক, আর রৌদ্রই হউক, বীজ তেজে গজিয়ে উঠে পৃথিবীময় বিস্তৃত হইবে। একবার দেখি, কিরূপে

ভূখণ্ড হইতে ভূখণ্ডে, দেশ হইতে দেশান্তরে নববিধানবংশ লম্ফ ঝম্ফ দিয়া বিস্তৃত হয়। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন ঐ চরণতলে পড়িয়া বীজ শুকাইব না, কিন্তু দিন দিন পরিপুষ্ট হইব, আমাদের দল বাড়িবে, বংশ বাড়িবে, দেশ দেশান্তরে নববিধানের নিশান গমনাগমন করিবে; মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

যৌবনে সঞ্চয়

(দার্জ্জিলং, মঙ্গলবার, ৭ই আষাঢ়, ১৮০৪ শক;
২০শে জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

হে গতিনাথ, হে গরীবের ধন, বাল্যকালে, যৌবনে যাহারা সঞ্চয় করে, বার্দ্ধক্যে তাহারা ধনী এবং সুখী। বৃদ্ধ পরিশ্রম করিতে পারে না, রুগ্ন পড়িয়া থাকে, দুর্ব্বলের বল থাকে না; কিন্তু সেই বার্দ্ধক্যে তাহাকে উত্তেজিত রাখে যৌবনের বিশ্বাস। যৌবন বার্দ্ধক্যকে পরিপোষণ করে। বৃদ্ধ-আমি যুবা-আমিকে কতবার নমস্কার করা উচিত। যৌবনে যাহারা তোমার সহাস্য মুখ দর্শন করে, কি সৌভাগ্য তাহাদের! যৌবন তালুক স্থাপন করে, রাজ্য স্থাপন করে, বার্দ্ধক্যের জন্য। যুবা মন্দির স্থাপন করে, বৃদ্ধ বসিয়া পূজা করিবে বলিয়া। যুবা শাস্ত্র প্রস্তুত করে, বৃদ্ধ ক্ষীণ দৃষ্টিতে ঘরে বসিয়া পাঠ করিবে বলিয়া। যুবা সঞ্চয় করিয়া রাখে, বৃদ্ধ তাহা ভোগ করিবে বলিয়া। পিপীলিকা সঞ্চয় করিয়া রাখে, শীতকালে তাহা খাইবে বলিয়া। হে দয়াল, কি সুন্দর ব্যবস্থা তোমার! আমরা কি সেরূপ খাটিতে পারি এখন, যেমন আগে পারিতাম? মা, শিশু যখন

রাঁধিয়া খাইতে পারে না, মা তাহাকে স্তনের দুগ্ধ খাওয়ান; তেমনি যৌবন বার্দ্ধক্যের মাতা হইয়া স্তনপান করায়। বাল্যও যা, বার্দ্ধক্যও তা। বৃদ্ধ যদি সেই যৌবনের দিকে তাকাইয়া যৌবনের স্তন পান করে, কত কি পায়; তাহার আর খাটিতে হয় না, সঞ্চিত পুষ্টিকারক যে সকল ধর্ম্মের ভাব আবশ্যক, তাহা ঐ স্তন-মধ্যে, যাহাকে যৌবন বলি। হে পরমেশ্বর, যৌবন বড় উপকারী, বৃদ্ধ যেন যৌবনকে অবহেলা না করে। পিতঃ, ভাগ্যে আমরা যৌবনকালে তোমার পবিত্র ধর্ম্ম পাইয়াছি। ভাগ্যে আমরা অসাধু সঙ্গে পড়ি নাই। তাই ধর্ম্মরাজ্যে আমাদের জন্য কত ধন সঞ্চিত আছে। অনেক খাটিয়া যাহা হয় না, ভক্ত এক ঈশারায় তাহাই পাইলেন; যাহাদের জন্য মধুচাক প্রস্তুত, তাহারা কি জন্য ক্ষীণ হইবে, ক্লিষ্ট হইবে? দয়াময়, তোমাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা দি, আর এই বিনীত প্রার্থনা করি যে, সঞ্চিত ধন বাড়াও। হে দীননাথ, হে কৃপাময়, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আজ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন যৌবনকে বার বার নমস্কার করিয়া, যৌবনে সঞ্চিত যে ধন, তাহা আনন্দে সম্ভোগ করিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হই; মা, তুমি দয়া করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জীবনবেদ

(দার্জ্জিলিং, বৃহস্পতিবার, ৯ই আষাঢ়, ১৮০৪ শক;
২২শে জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

হে প্রাণেশ্বর, হে দয়াময়, শাস্ত্র বলিয়া চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াই, কিন্তু শাস্ত্র আপনি। অনেক বেদ লিখিয়াছ তুমি, হে অনন্ত বেদব্যাস,

কিন্তু জীবনবেদ তুমি যেমন লিখিয়াছ, এমন শাস্ত্র আর কৈ ? যত পড়ি, তত জ্ঞানী হই ; যত বুঝি, তত মোহিত হই। হে গুরো, জীবন-পুস্তকে যে সমুদয় তত্ত্ব পড়াইলে, বুঝাইলে, সে সমুদয় অতি আশ্চর্য্য তত্ত্ব! দয়াময়, এ বই কিন্তু তুমি লিখিয়াছ, তাহাতে ভুল নাই। আমার জীবন-পুস্তক তুমিই লিখিয়াছ। পদ্যগুলি কি সুমিষ্ট, কি ভাবে পূর্ণ। গদ্যগুলি কি নীতিপূর্ণ, কি গম্ভীর। পরমেশ্বর, এই এক এক গ্রন্থ তোমার এক এক লীলা। তোমার জ্ঞান প্রেম বাৎসল্য পুণ্য এক এক খণ্ডে প্রকাশ পাইতেছে। তুমি নিজ হস্তে কলম ধরিয়া লিখিতেছ। পুস্তকের শিষ্য চাই, পাঠক চাই। গুরু তুমি, লেখক তুমি। পাঠক চাই। যদি এই গ্রন্থ শিষ্য হইয়া পড়ি, কত জ্ঞান পুণ্য লাভ হয়। দয়াময়, আমিও পড়ি, সকলেও পড়ুন। এই জীবনগ্রন্থ তুমি দয়া করিয়া বুঝাইয়া দাও। এই নববিধান-গ্রন্থে তোমার ভক্তদের জীবন লিখিয়াছ। এ গ্রন্থ কেন আমরা ভাল করিয়া পড়ি না ? যেমন লেখা, তেমনি ভাব, তেমনি ভাষা, তেমনি ভাবার্থ। পরমেশ্বর, জীবন-পুস্তক বড় বহুমূল্য। এই বহুমূল্য পুস্তকখানি মানুষ যদি আপন বুদ্ধিতে বুঝিতে যায়, অনর্থ ঘটে। তুমি লিখিয়াছ, তুমিই বুঝাইতে পার। আর কেহ পারে না। এই সকল ভাবের কথা জীবনে লিখিয়াছ। অনেক অনেক গভীর উচ্চ উচ্চ কথা লিখিয়াছ, পৃথিবী পড়ে না বলিয়া দুঃখ হয়। মা, তুমি বইখানি খুলিয়া পৃথিবীর কাছে দাও। গুপ্ত জীবনের রহস্যগুলি লোককে পড়াও। পৃথিবী পড়ুক, শিখুক। এই সকল নরনারীর জীবনগ্রন্থে যে সকল তত্ত্ব লিখিয়াছ, তাহা বহুমূল্য, তাহা সকলের নিকট আদরের হউক। হে প্রেমস্বরূপ, আত্মতত্ত্ব শিখাও। এ পুরাণ ছাড়া নূতন পুরাণ। সাক্ষাৎ ঈশ্বরের হাতের লেখা, বাইবেল গ্রন্থ। এ কেবল সামান্য মনুষ্য-জীবন। কিন্তু, হরি হে, সামান্য মনুষ্য-জীবনেই কি লেখা লিখিয়াছ! দয়াময়, জীবন-পুস্তক

পাঠ করিলে যে ফল হয়, তাহা ইহ পরকালে সম্ভোগ করিতে দাও। ইহা ভবিষ্যতে হাজার হাজার লোকে পাঠ করিবে, জ্ঞান পাইবে এবং সেই জ্ঞানে শান্তিরস পাইবে। হরি হে, ইহার অক্ষরগুলি দেবাক্ষর, পদ্মাক্ষর। মা, তোমার সকলই ভাল। এ পাপীর জীবন লিখিলে মুক্তার অক্ষরে? সরস্বতি, কোটি কোটি প্রণাম করি তোমাকে। জীবন-পুস্তক আমার নিকট পূজিত হউক; ভাই বন্ধুদের নিকট আদরের হউক। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই জীবন-পুস্তকের সমাদর করি এবং ইহার সত্য সকল সাধন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই; মা, তুমি কৃপা করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সহজ সুখের ধর্ম্ম

(দার্জ্জিলিং, শুক্রবার, ১০ই আষাঢ়, ১৮০৪ শক;
২৩শে জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে প্রেমের আকর, তুমি মনের শান্তি, তুমি শরীরের সুস্থতা। হে পিতঃ, তুমি আমাদিগকে এমন ধর্ম্ম দিয়াছ, যাহা অসুখের ধর্ম্ম নয়, কষ্টের ধর্ম্ম নয়। দুঃখের আগুনে পুড়িতে হয়, কি খাওয়া দাওয়া ছাড়িয়া উপবাস করিতে হয়, কি বহুদূর তীর্থ ভ্রমণ করিতে হয়, এ সকল তোমার বর্ত্তমান নববিধানের বিধি নহে। এবারকার বিধি সহজ বিধি, আরামের বিধি, শান্তির বিধি। পিতার কাছে সন্তান বসিবে, মার কোলে শিশু স্তন পান করিবে, বসিয়া হাসিবে—এই সকল বর্ত্তমান বিধি, ধর্ম্ম-মত-সাধন। ইহাতে কষ্ট নাই, দুঃখ নাই। অন্যান্য ধর্ম্মে কৃচ্ছ্র সাধন আছে। শরীরকে অনেক কষ্ট দিয়া ব্রহ্মদর্শন করিতে হয়. কিন্তু, দয়াল, তুমি

দয়া করিয়া আমাদিগকে সে পথে লইয়া গেলে না। বাগানের পথে লইয়া গেলে। এমন যে ধর্ম্ম, পরম সনাতন ধর্ম্ম, সুখ শান্তির ধর্ম্ম, সুস্থতার ধর্ম্ম। তাই বলি, নাথ, তোমার কাছে আসিতে হইলে, মানুষের কি কষ্ট পাইতে হয়? তাহা নয়। তোমার দর্শন-লাভের জন্য সাত বৎসর বায়ুভক্ষণ, কি কঠোর তপস্যা, তাহাও করিতে হয় না। ঠিক যেমন, মা, বাড়ী আসিলে হয়, তেমনি হইবে। তোমার সঙ্গে সহজে মিলন হইবে। যখন ইচ্ছা, তোমার সঙ্গে দেখা হইবে। আমাদিগকে যদি ঘোর ফের পথে লইয়া চল, কঠিন পথে লইয়া চল, আমরা কি পারিব? আমাদের মা, ঘরে এস; ঘরের ভিতরে দেখা করি। ফুল তুলিয়া আনিয়া তোমাকে সাজাই। দেখা শুনা ভারি সহজ ব্যাপার। তুমি বলিতেছ, এবার কেহ শরীর সঙ্কোচ করিয়া, শরীরকে উৎপীড়ন করিয়া, আমার নিকট আসিবে না। সকলই সুস্থতা শান্তির ব্যাপার। পরম পিতঃ, তবে তুমি কৃপা করিয়া স্বর্গ হইতে স্বাস্থ্যরূপে, শান্তিরূপে এস। খুব আরামের ধর্ম্ম। প্রত্যেক উপাসনার শেষে 'শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ'! এইটি হইল, ঠাকুর, স্বাভাবিক ধর্ম্ম; শরীর মনকে অবসন্ন করিয়া যে উপাসনা, তাহা নববিধানের অনুমোদিত কখন নয়। শান্তিরূপে আরামরূপে এস। হে সুধামাখা হরি, কষ্ট দিও না। আমাদিগকে দুঃখের পথ ধরিতে দিও না। অনেকে ধর্ম্মের নামে মিথ্যা কষ্ট লয়, তাহা তোমার অভিপ্রেত নয়; সহজে তোমার কাছে বসিতে দাও। তুমি ফুল হও, আমি শুঁকি; তুমি সুমিষ্ট শব্দ হও, আমি শুনি; তুমি সুকোমল বস্ত্র হও, আমি তোমাকে স্পর্শ করি; তুমি শীতল জল হও, আমি তোমাতে স্নান করি। এইরূপে স্বাভাবিকভাবে তোমাকে পাইব। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন কল্পিত অস্বাভাবিক কষ্টকর ধর্ম্ম-সাধনের পথ ত্যাগ করিয়া,

স্বাভাবিক পথে সহজে ব্রহ্মপদ সম্ভোগ করিতে পারি ; মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

লিপিবদ্ধ সত্য

(দার্জ্জিলিং, শনিবার, ১১ই আষাঢ়, ১৮০৪ শক ;
২৪শে জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

হে কৃপাসিন্ধো, যাহা এখন হইতেছে না, তাহা পরে হইবে, বিশ্বাস আছে। এখন জীবনের কথা লোকে বিশ্বাস করিতেছে না, কিন্তু তাহাতে দুঃখ পাইবার কথা নাই। কারণ ভবিষ্যতে আমাদের বাস, বর্ত্তমান অন্ধকার কি করিবে ? যে মেঘের বাহিরে বসিবার স্থান পাইয়াছে, মেঘ তাহাকে কি করিবে ? দয়াল, বিচার হইবে, নিরপরাধ খালাস পাইবে, বিশ্বাসীর জয় হইবে। মেঘ চলিয়া যাইবে, ভবিষ্যতে নববিধানের আলোক প্রমাণিত হইবে, আদৃত হইবে। তোমার সন্তানকে লোকে এখন চিনিতে পারিতেছে না ; কিন্তু আশা আছে, পরে পাইবে। হে দীনবন্ধো, জীবনের গুপ্ত তত্ত্ব, ইচ্ছা হয়, শীঘ্র বাহির হইয়া পড়ে। যাহা কিছু শুনিয়াছি গোপনে, প্রকাশ করিব বাহিরে। যাহা কিছু দেখিয়াছি গোপনে, বলিব বাহিরে। ইহাই চিরকাল তোমার আদেশ। তোমার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। দেখ, ঈশ্বর, তোমার মহর্ষি ঈশার বিধি কি বা লোকে জানে ; কিন্তু যাহা কিছু আছে, লিপিবদ্ধ আছে, সেটুকু যে পড়িবে, হাড় জুড়াইবে। হরি, তুমি আমাদিগের সঙ্গে যে মধুর লীলা করিয়াছ, তাহা ভবিষ্যতের লোকে কিরূপে বুঝিবে, যদি তাহা গুপ্ত থাকে। দয়াসিন্ধো, গুপ্তকে প্রচার কর, প্রচ্ছন্নকে প্রকাশ কর। আমাদিগকে

লিখিতে বলিতে হইবেই হইবে। না লিখিলে, না বলিলে, পৃথিবীর নিকট অপরাধী হইতে হইবে। সেই চারিজন তাঁহারা লিখিয়া গেলেন বলিয়া, তোমার প্রিয়তম ঈশার বিধানের কথাগুলি আমরা জানিলাম ; এজন্য এক একবার মনে হয়, লেখক সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। কারণ সকলই চলে যায়, কিন্তু সেই যে পাঁচটি লিপিবদ্ধ সত্য, কিছুতেই যায় না। পাঁচ লক্ষ বৎসর পরে তাহা পড়ে। লোকের উপকার হয়। তোমার লেখক-শ্রেণীকে আশীর্ব্বাদ কর, বৃদ্ধি কর ; কোটি কোটি প্রণাম সেই লেখকদের চরণে, যাঁহারা সহস্র বৎসরের কথা সকল আমাদিগকে জানাইলেন। বেদ যদি না লিখিতেন, আমরা কিছু জানিতাম না। বাইবেল যদি সেই চারিজন না লিখিতেন, আমরা তোমার অমূল্য কথাগুলি ঈশার বিষয় কিছুই জানিতাম না। তুমি সময়কে বিনাশ করিলে, দূরতা বিলোপ করিলে, লেখনীর বল এমনি। সেই জন্য তোমার চরণে প্রার্থনা এই, যে কয়টি কথা তোমার নববিধানের মধ্যে আছে, ইহাদের তত্ত্ব কোটি টাকা খরচ করিয়াও লিপিবদ্ধ করা উচিত। সকলে যাইবেন, কিন্তু লেখক বাঁচিয়া থাকিবেন। লোকে দশ সহস্র বৎসর পরে নববিধানের জাগ্রত ঘটনাগুলি জানিতে পারিবে, আর লেখককে আশীর্ব্বাদ করিবে ; লিপিবদ্ধ জীবন, ইতিহাস, দৃষ্টান্ত, ঘটনা, সত্য ভবিষ্যতে দুঃখসন্তপ্তদিগকে শান্তি দিবে। ধন্য ধন্য লেখক! লেখক-শ্রেণী বিস্তৃত কর। লেখকদিগকে আশীর্ব্বাদ কর। দয়াসিন্ধো, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন, তোমার চরণ হইতে যতটুকু সত্য পাইয়াছি, পৃথিবীর জন্য রাখিয়া যাইতে পারি ; হে কৃপাময়, তুমি অনুগ্রহ করিয়া, আজ দুঃখী সন্তানদিগের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নিষেধ-শ্রবণ

(দার্জ্জিলিং, রবিবার, ১২ই আষাঢ়, ১৮০৪ শক ;
২৫শে জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

হে জীবনবন্ধো, হে গুরো, এ পৃথিবীতে বধির হওয়া অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? যাহারা শুনিতে পায়, দেখিতে পায়, ধন্য তাহারা। হে পিতঃ, যাহারা বলে যে, তুমি শব্দব্রহ্ম নও, পৃথিবীতে পাপ করিলেও মানুষ কিছুই শুনিতে পায় না, তাহারা ঠিক বলে না। পুণ্যাত্মা যাঁহারা, তাঁহারা তোমার সুমিষ্ট কথা শুনিতে পান। কিন্তু আমি এই বলি, পাপী যাহারা, তাহারাও তোমার কথা শুনিতে পায়। কি কথা? তোমার ধমক। তুমি গুরু। একটি বজ্রধ্বনির ন্যায় প্রতিবাদ নিয়ত আসিতেছে পাপীর নিকট। একে পাপী পাপ করিয়া মরে, তাহাতে যদি বধির হয়, আরও কষ্ট। দীনবন্ধো হে, এই যে আশ্চর্য্য গভীর "না", ইহা তো কম নয়। ইহা মানুষকে কাঁপাইবার জন্য নিয়ত বজ্রধ্বনির মত প্রতিঘাত হইতেছে। পর্ব্বত ভেদ করিয়া "না" এই শব্দ আসিতেছে। বেদ বেদান্তে যদি এই "না" শব্দের অর্থ প্রকৃতরূপে লিখিত হয়, তবে তোমার একটা স্বরূপের ব্যাখ্যা হয়। মানুষ বলিল, "মিথ্যাবাদী হইব", "না"। মানুষ বলিল, "স্বার্থপর হইব", "না"। "অবিশ্বাসী হইব", "না"। "অপমানের বিনিময়ে অপমান দিব", "না"। "ক্রোধ করিব", "না"। এই মধুর "না"র মহিমা ভক্তেরা কবে কীর্ত্তন করিবেন। পাপের কথা বলিতে পারিব না, পাপ কার্য্য করিতে পারিব না, আবার পাপ চিন্তাও করিতে পারিব না। আমরা বলি, ঠাকুর, আমরা দুর্ব্বল, পাপ চিন্তা ছাড়িব কি রকমে? তুমি বলিতেছ, "না"। আমরা কতবার তোমার প্রতিবাদ লঙ্ঘন করিব? হরি, সকলকে পারা যায়, তোমার

"না"কে পারা যায় না। আমাদের নাকের উপর, চোখের উপর, বুকের উপর, মাথার উপর এই "না" শব্দ। যে শুনিয়াছে এই "না" শব্দ, সে রক্ষা পাইবে। তুমি শত সহস্র "না" দ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছ। "না" গণ্ডির দাগ চারি দিকে। ইহার ভিতর থাকিলে, পাপ-দস্যু আসিতে পারিবে না। গণ্ডির অর্থ কি, ঠাকুর? শ্রীরাম বলিলেন সতীকে, "সতি, যদি সতীত্ব রক্ষা করিতে চাও, এই গণ্ডির বাহিরে যাইও না।" তাহার অর্থ এই যে, আমরা সতী; এই সংসার-বনে সতীত্ব রক্ষা করিতে হইলে, এই "না" গণ্ডির ভিতর থাকিতে হইবে। পাপ কার্য্য কোন প্রকারে করিতে পারিব না। দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধো, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই "না" শব্দ শ্রবণ করিয়া, তোমার গম্ভীর প্রতিবাদ-বাক্যে সকল প্রকার পাপ হইতে নিরত থাকিয়া শুদ্ধ হই; মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি!

সহজ বিশ্বাস

(দার্জ্জিলিং, সোমবার, ১৩ই আষাঢ়, ১৮০৪ শক;
২৬শে জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

দীননাথ, কাতরশরণ, কবে তোমার পবিত্র বিধি লোকে বুঝিতে পারিবে? আমরা মনে করি, সত্য বড় সহজ। কিন্তু লোকে তাহা লয় না, বুঝে না। বিদ্বান্ও যেমন অক্ষম, মূর্খও অক্ষম; কুটিল বুদ্ধিতে তোমাকে বোঝা যায় না। তুমি যে বুদ্ধির অগম্য; বড় বড় বিদ্বান্ পণ্ডিত তোমাকে বুঝিতে পারে না। কিন্তু ছোট ছোট বালক তোমাকে ডাকে; হরি, বুদ্ধির অহঙ্কারে লোকে গর্ব্বিত হইল; তোমাকে কিরূপে বুঝিবে?

যখন বুদ্ধির অহঙ্কার খর্ব্ব হইবে, বৃদ্ধ আবার শিশু হইবে, তখন তোমায় বুঝিবে। পিতঃ, মানুষ তোমায় ধরিতে পারে না। কি শব্দে বলিব ? মানুষ কেন এত কুটিলবুদ্ধি হইল ? বিধান যে সরল শিশুর ধন, তাহা কেন বৃদ্ধের বুদ্ধির অগম্য হইবে ? দম্ভে যে লোকে পূর্ণ হইল। সাধন করিবে না, বিশ্বাস করিবে না, তোমাকে মা বলিয়া ডাকিবে না ; অথচ মিথ্যা তর্ক করিবে। পিতঃ, বজ্রধ্বনিতে সকলকে কাঁপাইয়া বল। তোমার বিধানের মর্ম্ম যে লোকে শুনিতে পায় না। মর্ম্মগ্রাহী যে নাই। বড় অহঙ্কার সকলের। প্রস্তরের মত দম্ভ। বালকের দল বড় কম। না, 'মা' মন্ত্রের চেয়ে সহজ কি ? 'মা' নামের চেয়ে সহজ আর কি ? এত নামিয়া আসিলে, কোমল রূপ ধারণ করিলে, ভক্ত-জননি, ভক্তদের কোলে করিয়া সকলের মিলন করিলে ; তবু পৃথিবী বুঝে না ? তবু কুটিল বংশ বুঝে না ? তোমার এত সৌন্দর্য্য, এত মিষ্টতা ; এখনও লোকে বুঝিতে পারে না ? মার কোলে ছেলে, ইহার চেয়ে সহজ আর কি হইতে পারে ? লোকে বুঝিবে না, ভাবিবে না। তাই তাহাদের কাছে সহজ হয় না। হে কৃপাসিন্ধো, হে মঙ্গলময়, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, তোমার বিধান যেন সহজে সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়া, তোমার দিকে আকৃষ্ট করিতে পারে ; দয়াসিন্ধো, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই অনুগ্রহ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

নবজীবন

(দার্জ্জিলিং, মঙ্গলবার, ১৪ই আষাঢ়, ১৮০৪ শক ;
২৭শে জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

হে মঙ্গলময়, হে দুর্ব্বলের সহায়, আমাদিগকে নবজীবনদানে কৃতার্থ কর। জীবন পুরাতন হইলে দুর্গন্ধ হয়, বল থাকে না। অতএব, ঠাকুর, তোমার পাদপদ্ম ধরিয়া প্রার্থনা করি, পৃথিবীর নিকৃষ্ট জীবন যাহা, তাহা ত্যাগ করিতে দাও। তোমার ভক্তেরা অনেক ধন পাইয়া থাকেন, আমরা কেন বঞ্চিত থাকি ? আমাদের জীবন পুরাতন কেন থাকে ? আমাদের সেই জ্ঞান, সেই বুদ্ধি, সেই রক্ত যেন থাকে। আমরা যেন এক একখানি নূতন জীবন লইয়া তোমার সেবা করিতে পারি। আমরা যাহা করিতেছি, পুরাতন জমির উপর। তাই তোমার চরণতলে নিবেদন করি যে, সামান্য ধর্ম্মসাধনে আমাদিগকে নিশ্চিন্ত হইতে দিও না। পুরাতন পচা হৃদয়ে কাজ কি ? হে দয়াল, হে প্রেমময়, অনুগ্রহ করিয়া সন্তানদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে, আর কিছু না হউক, এক একখানি নূতন জীবন লইয়া আনন্দিত হইতে পারি ; মা, তুমি এই কৃপা কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

নীচতা-পরিহার

(দার্জ্জিলিং, বুধবার, ১৫ই আষাঢ়, ১৮০৪ শক ;
২৮শে জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে অপার প্রেম, সময়ে সময়ে এই দেহ মনের মধ্যে কি এক প্রকার ভাব হয় ; তাহাকে তেজ বলা যায়, সাহস বলা যায়, আস্ফালন বলা যায়, বীরত্ব বলা যায়, ভয়ানক আন্দোলন বলা যায়। আমি তো ছোট, কিন্তু বড় হই সময়ে সময়ে। আমি শুষ্ক তরু, কিন্তু স্বর্গের ফল উৎপন্ন হয় সময়ে সময়ে। আমি তো পাথর, কিন্তু তাহা হইতে সময়ে সময়ে হরিদ্বর্ণ উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। পরমেশ্বর, এ কি ? ভয়ঙ্কর সাহসের কথা বলি, আর প্রকাণ্ড ভাব, মগাভাব। কতবার এরকম হয়—বসিয়া আছি, যেন পৃথিবী আমার বাড়ী, আমার যাহা কিছু যেন বড়, আমার ভার্য্যা জগৎ (জগন্মোহিনী) যেন প্রকাণ্ড জগতে লীন হয়, আমার পরিবার যেন ভারি ব্যাপার। কিন্তু সে সাহস থাকে না ; সে মহত্ত্ব থাকে না। পাপ করি, অবিশ্বাস করি। হরি, এই ভাব আমাদের সকলেরই কিছু কিছু আছে। এক এক সময় মহত্ত্ব, বীরত্ব যেন জীবন ছাইয়া ফেলে। হরি হে, ভবে আসিয়া মহৎ কাজ করিব ; কিন্তু তাহা না করিয়া, নীচ কাজে নিযুক্ত হইলাম। হে শ্রীহরি, দয়া করিয়া মহত্ত্বের আগুন জ্বালাইয়া দাও। আমরা ছোট নই, অত্যন্ত বড়। হে পরমেশ্বর, মহত্ত্ব গোপন করি আর কেন ? আদর বিশ্বাস সম্মান পাইলাম না। নিজেও নীচ হইলাম, পরেও নীচ ভাবিল ? তাহা নয়, তাহা নয়। আমরা তোমার ভিন্ন জাতি প্রজা, একটু দয়া প্রকাশ করিয়া নীচতা ক্ষুদ্রতা বিনাশ কর। করিয়া মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দাও। নীচ হইয়া গিয়াছে যাহারা, ইহাদিগকে উত্তোলন কর। আর কেন পাপ-পঙ্কে পড়িয়া থাকি ?

আর কেন পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া থাকি? মন রে, উড়িয়া যা, আর কেন বদ্ধ হইয়া কষ্ট পাস্? হে অনন্ত আকাশ, এই নীচদিগকে যদি মহত্ত্বের আসনে বসাইবে ভাবিয়াছ, তবে তাহাই কর। মনের সাহস বীরত্ব ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠিতেছে। দেবতারা ভারি ভারি কার্য্যে ডাকিতেছেন। আর কেন? হে মঙ্গলময়, হে কৃপাসিন্ধো, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকল প্রকার নীচতা ও নীচ কার্য্য পরিহার করিয়া, মহত্ত্বের আকাশে উড়িতে পারি; মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মার পরিবারে নিয়ত মঙ্গল

(দার্জ্জিলিং, বৃহস্পতিবার, ১৬ই আষাঢ়, ১৮০৪ শক ;
২৯শে জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে ভবসাগরের কাণ্ডারী, তব পদাশ্রিত লোকের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হয়, এই কথার প্রতিবাদ করিলে, ঠাকুর, তোমার বিপক্ষে কথা কওয়া হইল। সংসারের লোকেরা এ সকল কথা বুঝিতে পারে না; কিন্তু ইহার ভিতর আশ্চর্য্য সত্য নিহিত। তুমি যাহাকে আশ্রয় দাও, তাহাকে আশ্চর্য্যরূপে সকল দিকে বাঁচাইয়া লইয়া যাও। ভয় কি তাহার, যে তোমার, তুমি যাহার? সে পরিবারে কেন ভয় ভাবনা আশঙ্কা হইবে, যে পরিবার তোমার? আমাদের পরিবার তোমার। আমরা তোমারই। ইহার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, আর প্রমাণ দিতে হইবে না। তুমি ভূরি ভূরি প্রমাণ দিলে, অবিশ্বাস দূর করিয়া। বিপদ্ দিলে তুমি দয়া করিয়া। এ পরিবার সম্বন্ধে ভাবনা হইতে পারে না। এই কয়জন লোক সম্বন্ধে আমরা যদি বলি, কি পরিব, কি খাইব, কোথায়

যাইব ?—তবে হরির ব্যবস্থার উপর দোষারোপ করা হয়। মা জননি, যেখানে বসিয়া আছি, সেখানে কি ভয় ভাবনা? যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে, তিনি কি বিশ্বাসঘাতক হইয়া ভাবনার হাতে প্রাণ সঁপিবেন। কখনই না। কৃপাময় হরি, তোমার প্রেমের প্রমাণ পৃথিবী যেন আর অবিশ্বাস না করে। তোমার বুকে মাথা দিয়া চুপ করিয়া থাকিলে, আর ভয় কোথায়? হা ঈশ্বর, কবে বিশ্বাসী হইব, আর কবে মা বলিয়া ডাকিব? বলিব যে, এ কয়টি লোক তোমারই, ইহাদের আর অমঙ্গল হইতে পারে না। দয়াময়, যতদিন বাঁচিব, যদি তোমার কিঙ্কর হইয়া থাকিতে পারি, দেখিব যে, এক পয়সা থেকে কোটি টাকা বাহির হয়। আর ভাবনা নাই। কেবল ভাবনা, যদি অবিশ্বাসী হই। যদি অবিশ্বাসী হই, তবেই মরিয়াছি। ভগবান্, পৃথিবী কাহার? কাহার চীন, কাহার আমেরিকা? তোমার সন্তানদিগের। কারণ শাস্ত্রে বলে, মার সন্তানেরা পৃথিবীর অধিকারী। মা, এ পরিবার সম্বন্ধে বিধির নির্ব্বন্ধ করিয়াছ। খাই না খাই, পরি না পরি, আর ভাবনা কিছুতে নাই। মা, সমস্ত ঘটনা বিশ্বাসীদের কল্যাণের জন্য হয়। মা, কি মধুর তোমার ব্যবহার। সকল রকমে বাধিত করিয়াছ চিরকাল। ধন্য ধন্য তোমাকে! দীনবন্ধো, কাতরশরণ, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আর তোমার উপর অবিশ্বাস না করি, কিন্তু তোমার চরণে বিশ্বাস সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মার প্রসন্নতা

(দার্জ্জিলিং, শুক্রবার, ১৭ই আষাঢ়, ১৮০৪ শক ;
৩০শে জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনশরণ, হে ভক্তগণের সুহৃদ্‌, পৃথিবী বিশ্বাসীদিগকে চিনিতে পারে না এবং সংসার তোমার উপাসকদিগের আদর করে না। উপাসনার আদর উপাসনাই জানেন। বিশ্বাসী কে, তাহা বুঝিতে বিশ্বাসীই পারে। প্রেমিক কে, তাহা বুঝিতে প্রেমিকই পারে। তোমার নববিধান কি, তাহা তোমার নববিধানই জানেন। তুমি তোমার সন্তানকে বলিয়াছিলে, "আমি সন্তুষ্ট হইলাম তোমাতে।" সেই নিদর্শন লইয়া, রাজকুমার ঈশা পৃথিবীতে আদৃত। তুমি যাহাকে বড় কর, সেই বড় হয়। পৃথিবীর আদর কিছুই নয়। তুমি যদি বল 'ভাল', তবেই ভাল। তুমি যদি বল 'ছাই', তাহা হইলে ছাই। ভক্তজন তোমার মুখাপেক্ষা করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে তোমার ভক্তগণ পরিত্যক্ত উৎপীড়িত হইয়া, তোমার মুখের পানে চাহিয়া থাকেন। হরি, তুমি কথা কও। তুমি আমাদিগকে আদর কর। অন্যের আদরের জন্য আমরা অপেক্ষা করিব না। অন্যে মান অপমান করিল কি না, তাহা আমরা ভাবিব না। মান আর অপমান, মোহর আর খড়, দুই সমান বিশ্বাসীর কাছে। অপমান ব'লে জিনিষ তো পৃথিবীতে নাই। আমরা যে পৃথিবীর ধূলি, আমরা যে গরীব ছেলে, আমরা যে পৃথিবীতে আসিয়াছি অপমান অনাদর পাইতে ; আমরা কি অপমানকে গ্রাহ্য করিব ? আমাদের মান তোমার কাছে। রাজাধিরাজ তুমি, তোমার পা ছুঁইয়া বসিয়া আছি। যে জগজ্জননীর কাছে বসিয়া আছে, তাঁহার কাছে আদর পায় ; পৃথিবীর মান সম্ভ্রম কি তাহার কিছু করিতে পারে ? পৃথিবী কি ভয় দেখায় ? কেহই কি কোন কালে

আদর দিয়াছে ? কেন ওদিকে তাকাইব ? দয়াময় হে, আমরা গরীব মেষের দল, আমরা মেষপালকের প্রসন্নতা পাইলেই কৃতার্থ হইব। তুমি যাহারে কর ধনী, সেই ধনী ; তুমি যাহারে কর সুখী, সেই সুখী। অমুক আমাদের শ্রদ্ধা করে না, অমুক আমাদের বিশ্বাস করে না, একথা কেন ভাবিব ? পৃথিবীর দিকে তাকাইব কেন ? তোমার কাছে খাঁটি হইতে চেষ্টা করিব। মানুষ অবিশ্বাস অপমান করে বলিয়া, যেন কখন কাঁদিতে না হয়। এ সকল বিষয়ের জন্য কাঁদিব কেন ? কাঁদিব স্বর্গের মুকুট পরিবার জন্য। প্রশংসা আদর, পৃথিবীর টাকা কড়ি সম্পদ লাভের জন্য মন যেন কাতর না হয়। যখন সকলে বলিবে, আদর বিশ্বাস মান্য করিব না, তখন ভিতরে আনন্দের পূর্ণিমা বিকসিত হইবে। তখন তোমার আদর দয়ায় উৎসাহিত হইব। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধো, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকল প্রকার অপমান দুর্গতির মধ্যে, মার স্নেহবাক্যরূপ আদর পাইবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করি, মার প্রসন্নতা-লাভের জন্য যেন প্রয়াসী হই ; দয়াময়, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বাল্যখেলা

(দার্জ্জিলিং, শনিবার, ১৮ই আষাঢ়, ১৮০৪ শক ;
১লা জুলাই, ১৮৮২ খৃঃ)

হে জীবনেশ্বর, হে উৎসাহদাতা, বালকের রাজ্যে বালক হইয়া থাকা যায় ; কিন্তু বৃদ্ধরাজ্যে বালকের স্থান নাই। অনুরাগ উৎসাহ উদ্যম যদি হ্রাস হইল, তবে দলের মধ্যে কর্ম্ম করা কঠিন হইয়া উঠিল। গভীর

বিশ্বাসের তত্ত্ব কাহাকে বলিব? কে অনুগত হইয়া প্রেমের কথা শুনিবে? বাল্যকালে বলিতাম বালকদিগকে, আদর করিয়া শুনিত, শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বাস করিত বলিয়া কৃতার্থ হইতাম। কিন্তু এখন নববিধানের তত্ত্ব আর কেন জিহ্বা বলিতে চায় না? বাল্যতত্ত্ব গম্ভীর বৃদ্ধদল শুনিবে না। ছোট বালক পড়িয়া রহিল বাল্যক্রীড়াক্ষেত্রে, আর বৃদ্ধেরা একে একে সকলে চলিয়া যাইতেছে। নরনারী সকলেই বৃদ্ধের মত কথা কয়। অসহ্য সে সকল কথা। খেলা ঘরে আর লোক নাই। একটি ছেলে বসিয়া; কাহার সঙ্গে কথা কহিবে, কাহার কাছে হেসে হেসে মার কথা বলিবে? খেলা ঘরে খেলা করে, এমন লোক যে আর আসে না। বৃদ্ধেরা খেলা ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া হাসে, অবিশ্বাস করে, অবশেষে চলিয়া যায়। দয়াময়, খেলা ঘর ভিন্ন আর ঘর নাই, খেলা করা ভিন্ন আর কাজ নাই; বুদ্ধির ধার যে ধারে না, তাহার দশা কি করিলে? যাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলাম ভবে, তাহারা যদি বুড়োবুড়ি হইল, তরুণের কি হইবে? সঙ্কট আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, আর কি খুলিবে না? মহাবিপদে পড়িয়াছি। ঠাকুর, খেলা করিবার লোক পাই না। জানিলাম না বিষয় কর্ম্ম করিতে, জানিলাম না আশ্রিতদিগের প্রতি ভাল ব্যবহার করিতে, জানিলাম না লোকের তুষ্টি সুখ্যাতি লাভ করিতে; ইহলোকের সভ্যতা জানিলাম না, পৃথিবীর চাতুরী বুঝিলাম না। দেশে না হউক, দেশান্তরে কার্য্যক্ষেত্র করিয়া দিতে চাও, দাও। কিন্তু, হে ঠাকুর, যাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলাম, তাহারা ফেলিয়া গেল। তাহারা যে বৃদ্ধ হইল, জ্ঞানী উচ্চপদ পাইল। আর খোকা যে খেলা ঘরে পড়িয়া রহিল, তাহার কথা কে শুনিবে? জগদীশ, বালককে কি কেহই মানে না? ধ্রুব কি চিরদিন জঙ্গলে সাধন করে? প্রহ্লাদের বন্ধু কি কেহই হয় না? সকলেই বৃদ্ধের দলভুক্ত হয়? ইহারা হরিনাম শিখিয়াছে, নববিধানের

তত্ত্ব বুঝিয়াছে; আর উৎসাহ নাই শিখিতে। অলস হইয়াছে। পরের কাছে পড়িবে না, পরের মতে সাধন করিবে না। পরমেশ্বর, বালকের ব্যবসায় বুঝি শেষ হয়। তবু লুক্কায়িত বালকমণ্ডলী আছে, তাহাদের সঙ্গে কথা কহিব। তাহারা আমার বন্ধু, তাহারা আমার অনুরাগের মধ্যে উপস্থিত। বালকসেবার জন্য আসিয়াছি, বালকসেবা চিরদিন করিব, বালকের ব্যবসায় যেন অকালে শেষ না হয়। দয়াময়, এই এত বড় পৃথিবীতে বিশ্বাসী বালকদল কি কোথাও নাই?—বালকের কথা গিয়া যাহাদের কাছে পৌঁছিবে। খেলা ঘর ভাঙ্গিব না, আবার বালক তাড়াইয়া তাড়াইয়া আনিতে হইবে। চিরব্যবসায়ীর ব্যবসায় কি বন্ধ হয়? দয়াময়, দীননাথ, অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন অন্তরের অন্তরে চিরবাল্য স্থাপন করিয়া, খেলা ঘরের কাজ করিতে করিতে, পুণ্যবান্ এবং সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দল-মধ্যবর্ত্তিতা

(দার্জিলিং, বুধবার, ২২শে আষাঢ়, ১৮০৪ শক;
৫ই জুলাই, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনদয়াল, হে সরলতার পুরস্কর্ত্তা, তোমার কাছে নিজের জন্য এবং পরের জন্য সরলতা ভিক্ষা করি। হে পিতঃ, বিশ্বাস সরল হওয়া উচিত। বিশ্বাস সম্বন্ধে কোন মানুষ যেন অপরাধী না হয়। দয়াময়, অবিশ্বাসের নরক হইতে বিধানশিষ্যদিগকে তুমি ত্বরায় উদ্ধার কর। আমরা কি তোমার বিধি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি? গুরো, একবার পরীক্ষা কর, কার কত বিশ্বাস আছে এবং কার কত নাই। প্রেমের ঈশ্বর,

বিশ্বাসটা সর্ব্বাগ্রে চাই। এ না হইলে শুদ্ধ হওয়া যায় না। বিশ্বাস না হইলে পরিত্রাণ নাই। আমরা একখানি বিধান বিশ্বাস করিব, বিরোধ থাকিবে না। যার নিকট হইতে তোমার বিধানের কথা আসিবে, তাকে বিশ্বাস করিব। গতিনাথ, বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার কেহ যেন অবিশ্বাস না করে। ও নরক সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক।

আমরা বিশ্বাস করিব, তুমি, আমি, আর মধ্যবর্ত্তী দল। এই দল না মানিলে, কে তোমার কাছে যাইতে পারে? কারুর ভিতর দিয়া জ্ঞান আস্‌ছে, কারুর ভিতর দিয়া দেশানুরাগ আস্‌ছে, কারুর ভিতর দিয়া বৈরাগ্য আস্‌ছে, কারুর ভিতর দিয়া বিশ্বাস আস্‌ছে। দলের একজনকেও আমি ছেঁটে ফেল্‌তে পারি না। একটা দল চাই, একটা বিধান চাই, একটা মধ্যবর্ত্তী কৃপা চাই। রথ বিনা কেউ তো যেতে পার্‌বে না। দয়াময়, এরা আপনার আপনার ধর্ম্ম চালাচ্ছে। মনে কচ্চে, আপনা আপনি স্বর্গে যাবে, তোমার হাত ধরে। তুমি বলছ যে, আমার হাত ধরে যেতে পারিবি না। দলের সাহায্য নিয়ে যেতে হবে।

এবার তো গুরু নাই, বই নাই, এবার দল। তাই বলি, হরি, বিশ্বাস দাও। সকলে ছেড়ে পালাচ্ছে। দলপতির আদর নাই, দলেরও আদর নাই। দলপতি প্রবঞ্চক হবে, দলও ভয়ানক হ'য়ে উঠ্‌বে। তাইতে, হরি, মধ্যবর্ত্তীর পথটা বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। ভাল ভাল লোকেরা স্বর্গের দরজায় গিয়ে ফিরে আস্‌ছে। দ্বারী বল্‌ছে, দল কৈ? হরি, অবিশ্বাসই আমাদের সর্ব্বনাশ করছে। তোমার বিধানের যে পথ আছে, সব মান্‌তে হবে। দলের সকলকে মান্‌তে হবে। কৃপাময় তুমি কৃপা করিয়া এই আশার্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার দত্ত দলের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া স্বর্গে যেতে পারি, প্রেমময়, তুমি এই অনুগ্রহ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অব্যবহিত দর্শন *

হে দয়াময়, হে প্রেমসিন্ধো, আমরা এখানে আসিয়া কিছু সঞ্চয় করিয়া লইব। এখান হইতে শূন্যহস্তে দেশে ফিরিয়া যাইব না। এই পর্ব্বতের উপর আসা সকলের ভাগ্যে হয় না। যাঁহারা আসিতে পারেন, তাঁহাদের খুব সৌভাগ্য। যদি এখানে আসিয়া আহারাদি করিয়া চলিয়া যাই, তাহা হইলে পশুর ন্যায় ব্যবহার হইয়া থাকে। ভাবুক ভক্ত এখানে আসিয়া কিছু না কিছু লইবেন। আমরা এখান হইতে কিছু উপার্জ্জন করিয়া দেশে যাইলে, সকলে বলিবে, ইহারা পর্ব্বতে গিয়া ফল লাভ করিয়াছে। বিশ্বাসকে পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল করিতে হইবে। পূর্ব্বে ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখিতাম, এখন স্পষ্ট দেখি। এক এক দিন মেঘ হইলে, পর্ব্বতের উপরকার সকল দ্রব্য অস্পষ্ট দেখায়; অন্য দিন সূর্য্যের আলো পরিষ্কাররূপে পর্ব্বতের উপর পড়িলে, প্রত্যেক বস্তু স্পষ্টরূপে দেখা যায়। দুই প্রকার দর্শন। চেষ্টা করিয়া এবং সাধন করিয়া অন্ধকার দেখা, সে এক দর্শন। আবার এক প্রকার, চেষ্টা না করিয়াও মস্তকের উপর সমস্ত আকাশে ঈশ্বরাবির্ভাব স্পষ্ট দেখা যায়। এ দর্শন পূর্ণ, বিশ্বাসের দর্শন। নিঃসন্দেহ বিশ্বাস চাই। যেমন অপরিষ্কার কাচ দিয়া দেখিলে অস্পষ্ট দেখা যায়, সে হ'লো ভ্যাজাল মিশাল বিশ্বাস। আর পরিষ্কার কাচ দিয়া দেখিলে, দুর হইতে পর্ব্বতের উপরের সমস্ত গরু মানুষ সকলই বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বে যেন বোধ হইত, উপরে আকাশমধ্যে একটা সরু মলমলের চাদর, আর এখন সে চাদর নাই, অব্যবহিত সন্নিধান হইবে।

* এই প্রার্থনার তারিখ নাই। এটা দার্জিলিং থাকা কালের প্রার্থনা মনে হয়। আচার্য্যদেব ১৮৮২ খৃঃ ৯ই জুলাই দার্জিলিং হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই প্রার্থনা জুলাই মাসের গোড়ায় প্রার্থনা হওয়া সম্ভব।

হে দয়াময়, আমাদের পর্ব্বতের ন্যায় করিয়া দাও। হৃদয়ের যত লুক্কায়িত পাপগর্ত্তে, নর্দ্দমায়, আঁস্তাকুড়ে অন্ধকার আছে, সে সকল দূর করিয়া, পর্ব্বতের মতন খোলা করিয়া দাও। পর্ব্বতের উপর হইতে দুইটী রত্ন— পুণ্য আর বিশ্বাস যেন আমরা লইয়া যাইতে পারি, আর বিবেকী পুরুষ হইতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মানুষে হরি

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২৮শে-আষাঢ়, ১৮০৪ শক ;
১১ই জুলাই, ১৮৮২ খৃঃ)

হে কৃপাসিন্ধো, হে জীবনবন্ধো, আমরা অনেক দিনের পরীক্ষায় বুঝিতে পারিলাম যে, তোমাকে মানুষ বিশ্বাস করিতে পারে; কিন্তু মানুষকে মানুষ বিশ্বাস করিবার বিষয়ে অনেক প্রতিবন্ধক। তুমি বড়, মানুষ ছোট ; বড়কে মানুষ বিশ্বাস করিতে পারে, ছোটকে পারে না। তোমাকে সকল ঘটে বিদ্যমান না দেখিলে, মানুষকে কিরূপে মানুষ বিশ্বাস করিবে? হরিকে সকলে বিশ্বাস করে, হরিতনয়কে কেহ মানে না। পরমেশ্বর, জীবের ভিতর তুমি যদি এক কণাও থাক, আমি জীবকে নমস্কার করিব। তুমি মধুময়, মানুষ না হয় মধুময় নয়; কিন্তু তুমি মানুষের ভিতর যদি থাক, মানুষও মধুময়। তুমি না হয় অমৃতের সমুদ্র, ঘন আনন্দ, কিন্তু মানুষেত অমৃতকণাও আছে? এত ধ্যান যোগ করিল সকলে, উপাসনা করিল, সাধন করিল; কিন্তু মানুষ কত বড়, কেহ জানিল না। মানুষের ভিতর যে দেবত্ব, তাহা কেহ জানিল না। মানুষের ভিতর অপ্রেম, ঘৃণা, হিংসা, পাপ, ইহাই আমরা জানি। মা, তোমার

ছেলের আদর তোমার ছেলের কাছে হইল না। হরিসন্তানের মান সম্ভ্রম কেহ রাখিতে চায় না। হে হরি, তবে দল থাকিবে কিরূপে? মনুষ্যের ভিতর দেবত্ব আছে, বিশ্বাস করিব, আর চক্ষে দেখিব। নববিধানে এমন দিন আসা চাই, যে দিন মানুষ বলিবে, ব্রহ্মদর্শনে কেবল হবে না, ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জীবের মুখে দেখিতে হইবে। যেন একটা কাচের ঘর, ব্রহ্মশক্তি তার মধ্যে এ দিক হইতে ও দিক চলিতেছে। মনুষ্যকে কি ব'লে গালাগালি দি? ব্রহ্ম যাতে আছেন, তাকে গালাগালি দি? জীব-দর্শনে, জীবচিন্তনে, জীব-উৎপীড়নে, জীব-অপমানে কলঙ্কিত হইলাম। পরাৎপর পরব্রহ্ম জীবশরীরে আছেন, এ ভেবে জীবের সেবা করি নাই, উচ্চ ভাবিয়া সেবা করি নাই; দয়ার পাত্র ভাবিয়া, নীচ ভাবিয়া সেবা করিয়াছি। যতদিন না মানুষ পিতাকে চিনিবে, পুত্রকেও চিনিবে না; ততদিন শান্তির ঘরও নির্ম্মাণ হবে না। হে জীব, ক্ষমা কর। হে ব্রহ্মের আধার, ক্ষমা কর। হে ঈশ্বরের স্ফুলিঙ্গে নির্ম্মিত বস্তু, হে ব্রহ্মের ক্ষুদ্র খণ্ড, দেবতার অংশ, তুমি ক্ষমা কর। তোমার যে টুকু নীচ, সে টুকু আমার দেখিবার নয়; যে টুকু ভাল, সেই টুকু আমার দেখিবার। হে পরমেশ্বর, তোমার জীবকে কি রকম ক'রে দেখিতে হয়, শিখাও। তোমার পুত্রকে যদি হৃদয় হইতে তাড়াই, তুমিও সেই সঙ্গে যাইবে। ছেলের নির্ব্বাসন-বিধি পিতার উপর পড়ে। দয়াময়, পতির সঙ্গে সতী বনবাসিনী হইল, রামায়ণে পড়িলাম; কিন্তু তোমার নববিধানরামায়ণে পড়িলাম, নির্ব্বাসিত পুত্রের সঙ্গে পিতাও বনবাসী হয়। পুত্রকে নির্ব্বাসন করিলে, ভগবান্‌ও সব ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ লইয়া পুত্রের সহিত বিদায় হন। হরি, এটাও আমরা বুঝি নাই। জীবতত্ত্ব শিখাও। মা, তোমার ছেলেকে মারিলে, তোমারও যে গায়ে লাগে। জীবব্রহ্মের সন্ধি বুঝিয়ে দাও। দীনদয়াল, আর যেন মনুষ্যকে ঘৃণা না করি। হে কৃপাময়, আমরা যেন,

জীবকে অপমান করিলে তোমার অপমান হয়, এইটি বিশ্বাস করিয়া, জীবকে খুব ভালবাসি ; আর জীবের ভিতর তোমাকে খুব দর্শন করিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হই ; মা, তুমি দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি !

অখণ্ড নববিধান

(কমলকুটীর, সোমবার, ২রা শ্রাবণ, ১৮০৪ শক ;
১৭ই জুলাই, ১৮৮২ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে বিধাতঃ, আপনাকে বড় করাতেও পাপ হয়, আপনাকে ছোট করাতেও পাপ হয়। আপনি যা, তাই ঠিক রাখিলেই পুণ্য হয়, সদ্গতি হয়। বাড়াইব না, কাটিব না ; ভারি হব না, হাল্কি হব না ; মোটা হব না, সরু হব না। যা আমি, তাই থাকিব। তোমার সন্তান যা, তাই। কল্পনাতে যদি সে আপনাকে বাড়ায়, কি কমায়, মিথ্যাবাদী হয়। মিথ্যা অহঙ্কারে সর্ব্বনাশ হয়, মিথ্যা বিনয়েও সর্ব্বনাশ হয়। পরমেশ্বর, আমরা বলিয়াছি, স্বর্গ হইতে পরিত্রাণের ধর্ম্ম আসিয়াছে ; তার উপর আমাদের কলম চলে না। যেমন মূষাবিধানে, ঈশাবিধানে দিয়াছিলে, তেমনি এও একটি ধর্ম্ম স্পষ্ট এবং পরিষ্কার। তা থেকে যদি কিছু অংশ ছেঁটে ফেলি, কিম্বা যদি বাড়াই, মরিব, মারিব। পরমেশ্বর, এই ধর্ম্ম পৃথিবীতে অধিক দিন থাকাতে মিশ্রিত হয়েছে। আমার লোক ক'টি জলের পাত্র। সে পাত্রে জল আছে, পাত্রের নানা গুণ জলের সঙ্গে মিশেছে। ঈশ্বর, স্বর্গ হইতে নির্ম্মল পবিত্র জলীয় ধর্ম্ম এসেছে, কিন্তু প্রণালীর দোষে কলঙ্কিত হয়ে যায়। প্রথমে যা অকলঙ্কিত থাকে, প্রণালীর দোষে তা কলঙ্কিত হয়ে যায়। দশ জন প্রচারকের হাতে

দশ নববিধান হইল। তাই সঙ্কোচ হইতেছে, আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। জ্ঞান, ধর্ম্ম, যোগ, ভক্তি, মত্ততা, গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে যখন এত বিবাদ, তখন বোধ হয়, আর ধর্ম্ম খাঁটি রহিল না। মা, তোমার ধর্ম্ম এত শীঘ্র ভিন্ন আকার ধরিল! শাদা কাল হয়ে গেল! গঙ্গাজল এর মধ্যে ঘোলা হয়ে গেল! চুপ করে রৈলে? আর প্রতিবাদ করিলে না? দয়াময়, খাঁটি পরিত্রাণের ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচার করিতে হবে। আমরা তোমার কাছে খাঁটি হয়ে থেকে, খাঁটি ধর্ম্ম জগৎকে দিব। এ যা ছিল, অনন্ত কাল তাই থাকিবে। কেহ বদলাইতে পারিবে না। তোমার বিধানের বিধি ষোল আনা খাঁটি থাকিবে। আমরা যত দিন বাঁচিয়া আছি, তত দিন ইহার রক্ষক। আমরা জাল করিব? আমাদের হাতে চিঠি দিলে, আমরা তাকে জাল ক'রে, তার পরে চিঠি বিলি করিব? দয়াময়, গা কাঁপে ভয়ে। দয়াময়, ষোল আনা ভক্তি দিতে হবে তোমার ধর্ম্মে, ষোল আনা বিশ্বাস করিতে হবে। তুমি সরস্বতী হয়ে বস, আমি বেদব্যাস হ'য়ে লিখি। হে ঈশ্বর, যা তোমার বিধি, তা আমার বিধি। আমার কোন ভাই কি ভগিনী তোমার এক টুক্‌রা সত্য যেন বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা না করেন, কমিয়ে দেবার চেষ্টা না করেন। বিরোধ ঢের হয়েছে। অনেক কথা শুনিতেছি। মন ব্যথিত হয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে তোমার ধর্ম্ম এত ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে? দয়াময়, আমাদের পাঁচ গুরু দরকার নাই; স্বর্গ থেকে পাঁচ খানা বেদের দরকার নাই। জগদ্‌গুরু আছেন, তিনি আমাদের গুরু। হরি, আর বিড়ম্বনা যেন না হয়। স্বর্গের কাছে যেতে যেতে যেন ফিরে না আসি। হরি, আমাদের দশটা দশ রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। দশ জন দশটি মত খাড়া করেছে। ভারি বিপদ। দেখে শুনে ভয় পেয়ে, তোমার দাস তোমার কাছে তাই এই ভিক্ষা চাহিতেছে, সাংঘাতিক

বিপদে রক্ষা কর। তুফান ভারি; ওহে হরি, তোমার হাল তুমি ধর। একখানি ধর্ম্ম আমরা রাখিব। একখানি মানুষ হয়ে, একখানি ভক্ত হয়ে, তোমার পাদপদ্ম সাধন করিব। গরিবের ধন, আর কেন ভয় পাই? এবার যদি পড়ি, ভারি লাগিবে। ঈশ্বর, এবার যেন না পড়ি। ঈশ্বর, তোমার নববিধানের দোহাই! তোমার শ্রীপাদপদ্মের দোহাই! কৃপা-সিন্ধো, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার রচিত অখণ্ড নববিধানশাস্ত্র সকলে মিলিয়া সাধন করিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হই; কাঙ্গাল বলিয়া আজ এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নব দেবতা

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ৩রা শ্রাবণ, ১৮০৪ শক;
১৮ই জুলাই, ১৮৮২ খৃঃ)

হে শান্তিদাতা, ভক্তমস্তকে সোণার মুকুট; বৃদ্ধ বয়সে আমাদের কাঁদিতে হইল না, এই সৌভাগ্য। বস্তু যে পাওয়া গেছে, ঈশ্বরকে যে দেখা গেল, ভগবানের দেশে যে পৌঁছান গেল, সিদ্ধিদাতাকে যে ছোঁয়া গেল, এ কি কম লাভ? শেষজীবনে যদি কেবল শূন্যপূজা করিতে হইত, তা হলে, হরি, কেবল কষ্ট পাইয়া মরিতাম। হে ভক্তবৎসল, তুমি তোমার নববিধানবাদীদের যে এই আশীর্ব্বাদ করেছ, যে এরা শেষজীবনে তোমাকে ধরিতে পাবে, ইহা বড় কম সৌভাগ্য নয়। তোমার সঙ্গে কথা কচ্চি, তোমার মুখের হাসি দেখ্‌চি, তোমার লীলা খেলা দেখ্‌চি, লুকিয়ে লুকিয়ে ঘরে ঘরে কত রকম উপকার কচ্চ, দেখ্‌চি। এগুলতো দেখালে! ঈশা মূষা শ্রীগৌরাঙ্গের সময় কৈ দেখা হইল? আমাদের

বিধানের পথে কেহ ত কণ্টক রোপণ করিতে পারিল না। আমাদের ভগবান্‌কে ত কেহ কেড়ে নিতে পারে না। ভিক্ষা চাই যে, আমরা এ সময় যতগুলি লোক তোমার আশ্রয়ে আছি, সমুদয়গুলির যেন উজ্জ্বল দর্শন হয়। আমাদের মার রূপ ভারি চকমকে! আমাদের মার কথার সুর আগেকার চেয়ে ভাল। আমাদের মার সব আগেকার চেয়ে ভাল। আমাদের মাকে যে রকম স্পষ্টভাবে দেখা যায়, সে আগেকার চেয়ে ভাল। আমাদের মার সব আগেকার দেব দেবীর চেয়ে, শাস্ত্রের চেয়ে ভাল। হরি, এই মিনতি করি, এই যে সৌভাগ্যটী পেলাম এর সদ্ব্যবহার করিতে দাও। এবার সকলের চেয়ে চূড়ান্ত হলো। এবার তোমার বাড়াবাড়ি দেখে, ভক্তেরা বল্‌চে, বলিহারী! যদি দয়া ক'রে গরিবদিগকে এবার বাড়াবাড়ির উৎসব দেখিয়ে দিলে, তবে, হে কৃপাসিন্ধো, হে মঙ্গলময়, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন পাপের ভয় হইতে মুক্ত হইয়া, এবারকার বাড়াবাড়ি দেখে, নববিধানে খুব প্রমত্ত হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিদুরের ক্ষুদ

(কমলকুটীর, বুধবার, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৮০৪ শক ;
১৯শে জুলাই, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, পাপীর বন্ধো, আমি তোমার বিদুর হই, তুমি আমার ক্ষুদগ্রাহী ভগবান্ হও। পরমেশ্বর, তোমার সমক্ষে বিদ্যার পর্ব্বত ভক্তির সমুদ্র আনিয়া দিয়াছি; এ সকল ভ্রম দূর কর। পাহাড় পর্ব্বত আমি দিতে পারি না, তুমিও চাও না। চাও তুমি ক্ষুদ। সে টুকু আমি যাতে

দিতে পারি, তাই দিয়া যদি আমি বিদুর হইতে পারি, তাই কর তুমি। হে পরমেশ্বর, ভক্তির সহিত একটি সর্ষপকণা যদি তোমাকে দি, তুমি আদর করিয়া লও। আর যদি অহঙ্কার করিয়া প্রকাণ্ড রাজ্য দিই, তুমি তা গ্রাহ্য কর না। বাড়ী, ঘর, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার তোমাকে দিয়াছি; পিতঃ, এই সকল অহঙ্কারের ভাবনা ভাবিয়া আমাদের অনিষ্ট হইল। ক্ষুদ্র বস্তু দানে দীনাত্মা বিদুরের কি সুখ, তাও ত আমরা পাই না। তুমি বাহুল্য চাও না। ক্ষুদ অন্বেষণ করে থাক, চিরকাল গৃহস্থের বাড়ীতে। সামান্যতে তুমি বড় তুষ্ট হও, এই তোমার গুণ। তাই যুগে যুগে ভক্তেরা তোমাকে আশুতোষ নাম দিয়াছেন। ঠাকুর, আমাদের মত ধর্ম্মের বণিক যারা, ধনী যারা, বড় বড় কারবার করে যারা, তাদের পক্ষে তোমায় ক্ষুদ দেওয়া বড় কঠিন। ক্ষুদের মত আন্তরিক যথার্থ প্রেম যে টুকু, তা দিতে পারি না। অনেক লিখ্‌তে বল, বল্‌তে বল, কাজ করিতে বল, তাতে আছি; কিন্তু দীনহীনের যে ক্ষুদ, অত টুকুর ভিতর যে ঘনীভূত ভক্তি, সে টুকু দিতে পারিলাম না। মহাজন হলাম, কিন্তু বিদুর হতে পারিলাম না। মা, তুমি ভক্তের কাছে বড় ক্ষুদ চাও। তুমি আড়ম্বর চাও না। তুমি বল, আমি চাই ভক্তের এক ফোঁটা চক্ষের জল; আমি চাই ভক্তের একটি ক্ষুদের মত ঘনীভূত ভক্তির প্রার্থনা। হরি, সে টুকু দিতে আমরা পারি না। আমাদের ধর্ম্মের আড়ম্বর অনেক, কারখানা ভারি; কিন্তু বিদুর যেমন দীনাত্মা হয়ে, তোমাকে আদর ক'রে ক্ষুদ দেন, তা আমাদের হয় না; তাহাতে যে দেখাতে হয়, আমার সংসারে আর কিছু নাই; আমার ঐ ক্ষুদ আছে, তাই আমি হরিকে দিতে পারি। তাতে যে দীন হতে হয়। দয়াময়, আমাদের দৈন্য বৃদ্ধি করা যায়। মনে করিলে গরিবের মত, দুঃখীর মত তোমার চরণ ধ'রে পড়ে থাকৃতে পারি। দয়াময়, তেমন যদি ইচ্ছা থাকে, যথার্থ গরিবের

ছেলে হ'য়ে, ক্ষুদ নিয়ে কি তোমার কাছে আস্‌তে পারি না? এ হ'লে তুমিও সুখী হও, আমরাও সুখী হই। তুমি কি কারো কাছে বেদ বেদান্ত শুনিতে চাও? তুমি ভক্তের কাছে ক্ষুদ চাও, তা তোমার বড় আদরের বস্তু। যার কিছু নাই, তার কিছু না থাকাই তোমার প্রসন্নতা হইবার কারণ। বড় মানুষদের তোমাকে পাওয়া বড় কঠিন। ধর্ম্মের বড় মানুষদের পক্ষেও কঠিন, সংসারের বড় মানুষদের পক্ষেও কঠিন। দয়াময়, আমরা গরিব, না, ধনী? অনুগ্রহ করিয়া যদি তব ধর্ম্মের পথে আনিলে, তবে, হে নাথ, গর্ব্ব খর্ব্ব কর, দর্প চূর্ণ কর, গরিব কাঙ্গাল কর।

ঈশা অত বড় ছিলেন, কিন্তু তিনি গতিহীন, গৃহহীন ছিলেন। তিনি তোমাকে যে ক্ষুদ দিতেন, তাও আবার ভিক্ষার ক্ষুদ। তবু তুমি তাঁর মাথায় মুকুট দিলে। হরি, গৌরাঙ্গ শাক্য সব ভক্ত তোমায় ক্ষুদ দিলেন। তুমি বিশ্বের জননী হ'য়ে, একটী ক্ষুদের কত আদর, তা দেখাইতেছ। অন্নপূর্ণা অন্নদায়িনী ভক্তের দরজায় এক মুটো ক্ষুদের জন্য কাঙ্গালিনী! হা করুণাময়ি, জীব তরাইবার জন্য তোমার এত দয়া! এত উপায়! ক্ষুদ দেওয়া সকলের পক্ষেই সহজ, কেবল এক শ্রেণীর লোকের কাছে শক্ত। আমাদের মত বড় মানুষদের কাছে। দয়াসিন্ধো, তোমায় ক্ষুদ দিলে আদর ক'রে হাত পেতে লও। আমরা কি তা দিতে পারিব? মা, আড়ম্বরশূন্য ভক্তির ধর্ম্ম আমাদিগকে দাও। এক ফোঁটা ভক্তির জল পাবার জন্য তুমি দাঁড়িয়ে আছ। তোমার পুত্র কন্যারা এই রকম ক'রে তোমায় তুষ্ট করুন। ভক্ত নিঃসম্বল গরিব হ'য়ে, এক মুষ্টি ক্ষুদের ধর্ম্ম যত্ন ক'রে তোমায় দিলেন. তুমিও প্রসন্ন হ'য়ে, মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলে। আমাদের গরিব ক'রে গরিবের ধর্ম্ম দাও। তুমি টাকা মোহরে তুষ্ট হও না, ক্ষুদে তুষ্ট হও। অল্পেতে তোমাকে পাওয়া

যায়। হে দয়াসিন্ধো, হে কৃপাময়, তুমি গরিব কাঙ্গালদিগকে অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন, যে ক্ষুদে তুমি তুষ্ট হও, তাই ভক্তির সহিত তোমার চরণে অর্পণ করিয়া, তোমাকে পাইয়া সুখী হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দুঃখের হরি

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ৫ই শ্রাবণ, ১৮০৪ শক ;
২০শে জুলাই, ১৮৮২ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, দুর্ব্বলের বল, যদি পৃথিবীতে কেবলি সুখ থাকিত, সুখের মূল্য কি লোকে বুঝিত? পৃথিবী কি শিক্ষার উপযোগী স্থান হইত? কেহ কেহ বলে, দিন রাত্রি যদি পৃথিবী সুখের স্থান হইত, খুব ভাল হইত; এরূপ চিন্তা করা কি পাপ নয়? তোমার জ্ঞান কৌশলের উপর দোষারোপ করা নয়? যদি রোগ শোক না থাকিত, আমরা কি মানুষ হইতাম? আমরা কি তোমাকে ডাকিবার মিষ্টতা জানিতাম? দয়াময়, শিক্ষা দেওয়া নিয়ে বিষয়। আদর দিয়ে বইয়ে দেওয়া তোমার লক্ষ্য নয়। তা যদি দিতে, তবে সুখের মদ দিন রাত্রি পান করিতাম, বয়ে যেতাম। কিন্তু, ঈশ্বর, তোমার নাকি ইচ্ছা, জীবকে শিক্ষা দেওয়া; তাই রোগ শোক চারিদিকে ছড়ান রয়েছে, জীবের আত্মাকে শিক্ষা দিবার জন্য। পৃথিবীকে বন্ধু মনে করিলাম, পরক্ষণেই দেখি, জগবন্ধু বিনা আর বন্ধু নাই। মাকে ছেড়ে পৃথিবীর সুখ-সম্ভোগে সুখী হব ভাবিলাম, দেখি যে, মার রাঙ্গা চরণ ভিন্ন কিছুতে সুখ নাই। হরি, মন যেন না বলে, যে তুমি না বুঝতে পেরে, কষ্ট শোক পৃথিবীতে আনিলে।

আর তোমার দয়ার উপর যেন দোষারোপ না করি। দয়াময়, বিশ্ব-বিদ্যালয় শোকবিদ্যালয়; শোকে রোগে কষ্টে মানুষের শিক্ষা হয়; বড় বড় সাধু তৈয়ার হয়েছেন বিপদেতে। তবে, দয়াময়, লাঠি খানা যখন স্বর্গ থেকে পড়ে, সেইটি আদরের সহিত চুম্বন করিব। পদাঘাত যখন কর, সেই রাঙ্গাচরণ পেলাম ব'লে আহ্লাদ করিব। কষ্ট দুঃখ না থাকলে মন শুষ্ক হয়; তাতে আরাধনার ফুল, সঙ্গীতের ফুল ভাল ফুটে না। দয়াময়, বিপদ্ বিঘ্ন, শোক রোগে জর্জ্জরিত হ'য়ে প'ড়ে থেকে, ভক্ত বুঝতে পারেন, কেমন শিক্ষা দিতেছ। কঠোর শাসনের মধ্যে কেমন কোমলতা! ভিতরে ভিতরে বিনয়, দীনতা, ভক্তি, বিশ্বাস, বৈরাগ্য কেমন শিক্ষা হয় কষ্টের মধ্যে! হরি, শোক বিপদের চরণে কোটি কোটি নমস্কার। অনেক শিক্ষা পেয়েছি জীবনে। জীবনটি যে হয়েছে, এর গড়ন আধখানি শোকে, আধখানি সুখে। তা না হ'লে এ টুকু মহত্ত্ব থাকৃত না জীবনে। এমন ক'রে মা ব'লে তোমাকে ডাকতে পারতাম না। দয়াময়, দুঃখ কষ্ট দাও, পরীক্ষা দাও, এ কথা বলিতে পারি না; তোমায় কিন্তু এই বলি, তুমি যা যা দিয়েছ, তাতে খুব ভয়ানক বিপদও মনে কৃতজ্ঞতা উদ্দীপন করে। হে পিতঃ, হে মাতঃ, তুমি কি রকম ক'রে মানুষকে শিক্ষা দাও, মানুষ বোঝে না। সে বার বার তোমার উপর দোষারোপ করে। তোমার মতলব মানুষ কি বুঝিতে পারে? রোগ শোক কি জন্য হলো, সে কি রকম ক'রে বুঝবে? ভক্ত কেবল বলেন, তোমায় বিশ্বাস করিতে হইবে। বিশ্বাসী ঈশা বলেন, "আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা।" দুঃখ পেলেও মানুষ বলিতে পারিবে না যে, বিষের পাত্রটা মুখের কাছ থেকে সরাও। ঠাকুর, এ রকম শিক্ষা না পেলে আমরা কি যে হতাম, বল্‌তে পারি না। তুমি যা পাঠাও, তা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করি। সুখ দেওয়া মাকে সকলে ভালবাসে।

দুঃখ দেওয়া মাকে কেবল ঈশা আর সাধুরা ভালবাসেন। হে দয়াময়ি, তোমার দেওয়া সবই ভাল। সোণা পুড়ে কত চিক বালা হার হচ্চে। মা এই রকম ক'রে সোণা পোড়াচ্চেন, ভক্তদের পোড়াচ্চেন, আর পরিস্কার কচ্চেন।

কৃপাসিন্ধো, দীননাথ, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন—তুমি যে আগুন জ্বেলেছ—ইচ্ছা ক'রে কৃতজ্ঞতার সহিত তার ভিতর পুড়িয়া, খুব নরম এবং খাটি সোণা হইয়া, মা, তোমার ব্যবহারের উপযোগী খুব ভাল গহনা প্রস্তুত হইয়া, কৃতার্থ হইতে পারি ; আনন্দময়ি জননি, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অমর জীবন

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ৬ই শ্রাবণ, ১৮০৪ শক ;
২১শে জুলাই, ১৮৮২ খৃঃ)

জীবনের ঠাকুর, ভক্তকণ্ঠের হার, যত আমাদিগের দিন কমিতেছে এই পৃথিবীতে, ততই এই ভাবনা সহজে মনে হইবে, যাহারা এত আশা করিয়া আমাদিগের দিকে তাকাইয়া আছে, তাদের কি দিয়া যাইব ? নরকের অভিসম্পাত, না, স্বর্গের আশীর্ব্বাদ ? দীনবন্ধো, আর কিছু থাকিবে না ; যা দিয়া যাইব, তাই থাকিবে। আমরা পৃথিবীতেও বাঁচিয়া থাকিব। এখানকার অমরত্বের জন্য দায়ী আমরা। আমাদিগকে এখানেও চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। করুণাসিন্ধো, তুমি আমাদিগকে বর দিলে, চিরজীবী হও। এর অর্থ কি ? চিরজীবী হব পরলোকে, চিরজীবী হব এই পৃথিবীতে। হে কৃপাময় হরি, যে বাড়ীতে থাকিব

চিরকাল, সে বাড়ী ঠিক ক'রে দাও। মহর্ষি ঈশা বলিয়া গেলেন, "যেখানে থাকিবে তোমরা পাঁচ জন, সেখানে থাকিব আমি।" আমরা যেন ঈশার মত বলিতে পারি, যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে সত্য; যেখানে সত্যানুরাগ, সেখানে আমি, ইনি, তিনি থাকিব। যদি ভাল উপাসনা করি, যদি নববিধানের আদর্শ জীবনে দেখাতে পারি, যদি পরের দুঃখ মোচন করিতে পারি, তবে সেই নামে থাকিব পৃথিবীতে। বিদ্বেষী, কামী, লোভী, রাগী থাকিব না। প্রেমময় হরি, যদি অমরত্বের আশীর্ব্বাদ ক'রে থাক, তবে অমর কর। যদি শেষ জীবনের দিন কটা চলে যাবে, কি রেখে যাব। আমরা ভাবিব, আমি নববিধানে জীবনের সামঞ্জস্য ক'রে, হৃদয়ের বাগানে সমস্ত ভক্তচরিত্রের বীজ পুঁতেছিলাম এবং তার সকল ফল ফলে ছিল, শান্তি সমন্বয়ের ধর্ম্ম দেখাইয়াছিল; এই কথা যদি সকলে মানে, তবে থাকিব। এঁরা ক'টি ভাই চিরকাল থাকুন। এঁদের সদ্‌গুণের গন্ধ চারিদিকে বিস্তার হোক্। এঁরা অমর হয়ে থাকুন। দয়াময়, তুমি চিরকাল আমাদিগকে রাখিবে। নিজের সম্বন্ধে, ভাই বন্ধুর সম্বন্ধে এই মিনতি করি, কেউ যেন যায় না; চিরকাল যেন সকলে থাকে। এই নববিধানের ধর্ম্ম পৃথিবীব্যাপী হ'বে। একি কম ব্যাপার? আমরা ক'টি ভাই কত দিন থাক্‌ব! বিধান যদি চিরস্থায়ী হয়, আমরাও হ'ব। হে শ্রীমতি, গরিব ব'লে কৃপা দৃষ্টি কর। দয়া ক'রে এই আশীর্ব্বাদ কর, যদি অনুগ্রহ ক'রে নববিধানরত্নে আমাদিগকে বিভূষিত করেছ, তবে আমরা যেন সেই রত্ন কণ্ঠে পরিয়া, চিরকাল পৃথিবীতে থাকিতে পারি। হে দীনহীনের হরি, তুমি কৃপা করিয়া, এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মৃত্যুঞ্জয়-নাম-সাধন

(কমলকুটীর, রবিবার, ৮ই শ্রাবণ, ১৮০৪ শক ;
২৩শে জুলাই, ১৮৮২ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে অন্ধকার হৃদয়ের পূর্ণচন্দ্র, পাপ আমাদিগকে পরিত্যাগ করুক, আমরা পাপকে পরিত্যাগ করি। আমরা শমনের অধিকার ছাড়িয়া চলিয়া যাই। মৃত্যুঞ্জয়, তোমারই নাম এখন স্মরণীয়, অবলম্বনীয়। রোগ শোকের যে প্রবল অধিকার, ইহার অর্থ কি? মিথ্যা এই সকল ঘটনা কি ঘটিতেছে? অন্ধকার না দেখিলে, মৃত্যুর দ্বার খোলা না দেখিলে, কেহ মৃত্যুঞ্জয় নাম, জ্যোতির্ম্ময় নাম স্মরণ করে না। সে রাজ্যে শমন আসে না, যেখানে বিবেক বাস করে। যদি বিবেকী হই, আমরা সকলে শমনকে ফাঁকি দিতে পারিব; রোগ শোক এড়াইব। ঈশ্বর, পাপই যে মৃত্যু; আর মৃত্যু নাই। রোগের ভয় তাদেরই, যারা পাপ করে। জননি, তোমার দলকে বিবেকী দল হতে দাও; পাপী দল হতে দিও না। মৃত্যুঞ্জয়, এ সময় যদি আমরা তোমাকে ধরি, রোগ চলিয়া যাইবে; মৃত্যুকেও ফাঁকি দিতে পারিব, তোমার নিরাপদ রাজ্যে বাস করিব। ভগবদ্ভক্তের মৃত্যুকে ভয় নাই। মনে করিব, এ দলের ভিতর মৃত্যু কিছুতেই আসিতে পারে না। পরমেশ্বর, বিশ্বাস হয় না কেন? নির্ভয় হয় না কেন? অভয় পদ পেয়েছি, কোন কালে বিপদ্ হবে না। বিশ্বাস করি না কেন? মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বর, সকলই দেখছি, অবিশ্বাসের জন্য মনে হয়, ওরাও লোক, আমরাও লোক, শমন এসে সকলকেই ধরে; আমরা কি এমন যে, আমাদের ধরিবে না? দেহমনের অধিকারী মৃত্যু যে একটা ফাঁকি, সেটা বুঝিতে দাও। ভক্তের মৃত্যু যে হবে না; তাঁরা বেঁচে থাকেন চিরকাল অমর নগরে। পাপ যদি না থাকে,

তবে মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়াছি। কেন জোর ক'রে বল্‌তে পারিব না?—"আমি তোর আসামী নইরে শমন!" হরিনামাবলী গায়ে রয়েছে, হরিপদ্ম শরীর স্পর্শ ক'রে রয়েছে, তবে কেন ভয় করিব? হরি, বিশ্বাস করিতে দাও, যে শমন স্পর্শ করিতে পারিবে না আমাদের ভাগবতী তনু; শয়তান আস্‌তে পার্‌বে না। যে রাজ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের নাম ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে মৃত্যুভয় নাই। সে পথে ভূতের ভয় নাই, যে পথে নববিধানের দেবদেব মহাদেব বিরাজ করেন। তবে ভয় দূর কর, আর বালকের ন্যায় সরল পবিত্র বিশ্বাস দাও। হে কৃপাময়, হে করুণাসিন্ধো, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন অভয় হই, নির্ভয় হই; আর তোমার মৃত্যুঞ্জয় নাম সাধন করিয়া, মৃত্যুকে জয় করিয়া, অমরনগরে চিরকাল বাস করিতে পারি;—মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ২২শে শ্রাবণ, ১৮০৪ শক; ৬ই আগষ্ট, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে অগ্নিস্বরূপ ব্রহ্ম, এই পৃথিবীতে সংসার অনেক কূপ নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়া আছে। সুযোগ পাইলেই মানুষকে ধরিয়া নিক্ষেপ করে, বিনাশ করে। জননি, যতক্ষণ উত্তাপ থাকে আত্মাতে, ততক্ষণ আমরা তোমার। সংসার যদি কূপের জলে ফেলিয়া দেয়, আর উত্তাপ থাকে না, আর ধর্ম্মসাধন করিতে পারি না, শৈত্য আসিয়া নষ্ট করিতে থাকে। হে প্রেমময়! আরও বাক্যে, কার্য্যে, চিন্তায় তেজ দাও, যেন

অকালে শীতলতারূপ মৃত্যুগ্রাসে না পড়ি। এই পরম সৌভাগ্য যে, মা বলিয়া এখনও ডাকিতেছি; এখনও দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। সেই বাল্যকালে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি বলিয়া, রোগ, সন্তাপ, বিপদ, আপদের মধ্যে তোমার পবিত্র চরণ পূজা করিতেছি; এখনও বন্ধুবান্ধব লইয়া নাচিতেছি, তোমার নামের গীত গান করিতেছি। কত লোক আসিয়াছিলেন, কত ভাব দেখাইয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই পলায়ন করিলেন। অগ্নিমন্ত্রে যদি আমায় দীক্ষিত না করিতে, তোমাকে পুরাতন বলিতাম, নববিধান বলিতাম না। তুমি উৎসাহ দিয়া বাঁচাইলে। দেখিলে যখন সব পুরাতন হইয়া আসিতেছে, তখন প্রকাণ্ড নববিধানকে পাঠাইয়া দিলে। নির্ব্বাণপ্রায় হইতেছিল যখন সমস্ত দীপালোক, তখন প্রকাণ্ড গ্যাসের আলো জ্বালিলে! ধন্য ধন্য তুমি, বলিয়া উঠিল সমস্ত সাধকগণ। তাহারা আর এক শত বৎসর অধিক আয়ুঃ লাভ করিল, সমস্ত নিরাশা ভয় চলিয়া গেল। একটা বাদ্যের পরিবর্ত্তে একশত বাদ্য স্থাপন করিয়া, বিধানের শ্রীহরি, তোমার নাম গান করিতে লাগিলাম। এই দেশের পথ ঘাট শান্ত হইয়া আসিতেছিল, যুবকসম্প্রদায় নিস্তেজ, নিরুদ্যম ও নিস্তব্ধ হইয়া পড়িতেছিল, কত ব্রাহ্ম ভ্রাতা, ব্রাহ্মিকা ভগ্নী উৎসাহহারা হইয়া, ধর্ম্মের পথ ছাড়িয়া, সংসারে ঢুকিতেছিলেন। হে করুণাসিন্ধো, উৎসাহদাতা! তোমার ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার মানস করিয়া, সকল দুরবস্থার মধ্যে তুমি পথ ঘাট সমস্ত অগ্নিময় করিয়া দিলে। নিস্তব্ধ রসনাকে এমনই উত্তেজিত করিলে যে, সেই অবসন্ন রসনা আগুনের মত কথা কহিতে লাগিল। বৃক্ষ লতায় আবার তোমায় দেখিলাম, সংসারে আবার তোমায় দেখিলাম, জলের মধ্যে পুনরায় তোমাকে দর্শন করিলাম, আর আগুনের ভিতর ত কথাই নাই। গেলাম গেলাম করিয়া আবার বাঁচিলাম। পুরাতন হইতে

তুমি দিলে না। নবীন উদ্যম, উত্তাপ পাইয়া রহিয়া গেলাম। পাপ না করিলেও মরিতাম; নিতান্ত মিথ্যাবাদী শঠ না হইলেও, কেবল সংসারের হাতে পড়িয়া মরিতাম। আজও যেখানে নগরকীর্ত্তন হইতেছে, কি প্রমত্ত বৈরাগীদের মত্ততাই দেখিতেছি! ধন্য ধন্য তুমি! এমনই চিরনবীন ধর্ম্ম দিয়াছ যে, কাহারও উৎসাহ আর কমিতে চায় না। আর যে কেহ কোন কালে ইহা লইয়া বলহীন উৎসাহহীন হইয়া মরিতে পারে, এ কথা বিশ্বাস করি না। নববিধানে মরণ ত নাই, শীতলতা একেবারে নাই। আমার গুণে নয়, ভাইদের গুণে নয়, তোমার গুণে। উৎসাহ আর কমিবে না। এমন নৃত্য করিব যে, আর থামে না। যে মা বলিয়া ডাকিতেছি, এ মা বলা আর শেষ হইবে না। শরীর পুড়িয়া যায় শ্মশানে, আগুন নিবিয়া যায়, মনের আগুন ত কোন মতেই নিবে না। যদি ব্রহ্মাগ্নিতে কেহ শরীর মন পূর্ণ করিতে পারে, দেখিবে, এ অগ্নি নিবিবার নয়। কি অগ্নিই জ্বালিলে! ভক্তির আগুন, বিশ্বাসের আগুন, প্রেমের আগুন জ্বালিয়াছ। এ আগুনে ত কেউ মরিবে না। এই অগ্নি লইয়াই থাকি। এই সুখেই জীবন কাটাই, আশীর্ব্বাদ কর। অক্ষয় ব্রত দাও, অক্ষয় উৎসাহ দাও, যাহা কোন ক্রমেই নির্ব্বাণ হয় না। অগ্নির ভাবে উৎসাহিত কর, সেই ভাবে নৃত্য যেন করি। যে নৃত্য থামে না, সেই নৃত্যে নাচাও। যে অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না, সেই অগ্নি জ্বাল। তোমার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি, দয়াময়, আমাদিগকে এই ভিক্ষা দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নবনৃত্য *

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২৪শে শ্রাবণ, ১৮০৪ শক ;
৮ই আগষ্ট, ১৮৮২ খৃঃ)

মা সিংহবাহিনী, তোমার ভক্তসিংহ খুব হুঙ্কার ক'রে নাচে, আর গায়। ভক্তকেশরীর পৃষ্ঠে দুর্গার চরণকমল। আহা কি শোভা! তুমি নাচিবে তালে তালে, আর তোমার সিংহ নাচিবে তোমার পদতলে। এ সিংহ বড় বড় অসুর নাশ করে। একবার ডাকে, আর কত ক্রোশ দূরে সে গর্জ্জন যায়! সিংহবাহিনী আজ নেমেচেন কমলকুটীরে। কৈ, পবিত্রাত্মা, আজ তোমার চিড়িয়াখানা খুলিবে ত? কটা বাঘ, সিংহ আছে, দেখিতে চাই। হে প্রাণেশ্বরি, তুমি আজ খুব সাজ, সেজে আমাদের পৃষ্ঠে দাঁড়াও। তুমি হবে দুর্গা, আর আমরা হব তোমার বাহন। এমনি নাচ নাচিব যে, যোগেতে আর ভক্তিতে মিলাইব। দেবতাদের নৃত্য দেখিব। গোরা যে নাচে, আর ঈশা যে বাজায়, আর মা লক্ষ্মী যে নাচেন, সেইটি দেখিতে চাই। রূপ না দেখিলে নেচে কি হবে? শ্রীহরি, চন্দ্র সূর্য্য পবন সকলকে বল, নবনৃত্যের সময় উৎসবের পোষাক প'রে এসে যেন এক এক যন্ত্র বাজান; আর পৃথিবীও নব বেশ প'রে দাঁড়াবেন, আর আমরা নাচিব। বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে ভূলোক দ্যুলোক এক হ'য়ে যাবে। মা, কত ভক্ত আসিবে, কত লোক ক্ষেপিবে। এমন মা যে, এক হাত ভূমি চাহিলে একটা জমিদারী লিখে দেন। চাই যদি একখানা কাপড়, এত কাপড় দেন যে, তাঁতি হেরে যায়। চাই যদি একটা ভাই, হাজার ভাই এনে

* এই প্রার্থনার তারিখ ছিল না। "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" গ্রন্থে দেখিতে পাই, কমলকুটীরে নবনৃত্যের প্রথম অনুষ্ঠান উপলক্ষে, ৮ই আগষ্ট, ১৮৮২ খৃঃ, আচার্য্যদেব প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনা সেই প্রার্থনা মনে হয়।

দেন। মা, খুব মাতাও। নবনৃত্যে খুব মাতি। তোমার পবিত্রাত্মার তেজ ভারতে এয়েছে। পিতা কাজ ক'রে গিয়েছেন বৃদ্ধ আর্য্যদের সময়, পুত্র কাজ ক'রে গিয়েছেন পৌরাণিক সময়ে; তৃতীয় যিনি, এবার তিনি এয়েচেন। হাতে হাতে স্বর্গ দিতেছেন, বিলম্ব করেন না। এটা ভাঙ্গেন, ওটা চূর্ণ করেন; যার ঘাড়ে এসে পড়েন, তার সর্ব্বস্ব নিয়ে তাকে ফকির ক'রে ছাড়েন। পবিত্রাত্মা বড় ভয়ানক। আর জবরদস্তি না হ'লে পাপী ত তরে না। আগুন জ্বালাচ্চ সমস্ত দেশে। বুকের উপর অত আঘাত! প্রসন্নাত্মা হরি, দয়া ক'রে মানুষ ক্ষেপাও। পাগলের দল প্রস্তুত কর। কেবল মিথ্যা বাহিরের নাচ যেন না নাচি। মাকে যথার্থ ভালবাসি বলে যেন নাচি। পবিত্রাত্মা নাচিবে আজ আমাদের সঙ্গে? তুমি যদি নৃত্যের বিক্রম দেখাও, ভারত আর থাকিবে না। লক্ষ্মী তুমি, লক্ষ্মী ভাবে নাচো। আর ঐ প্রকাণ্ড বীর পবিত্রাত্মা আগুনের মত নাচিবে। দীনবন্ধো, স্বর্গের নৃত্য দিয়া জীবকে পরিত্রাণ করিবে? সুখী করিবে? মাগো, খুব জরির আঁচল প'রে আজ আমাদের সঙ্গে খুব নাচিও, আর আমরা তোমার আঁচল ধ'রে তোমার পদতলে নৃত্য করিব। যত ভক্তদের সঙ্গে, তোমার সুখী পরিবারের সঙ্গে সুখতরঙ্গে নৃত্য করিব। নাচিব আর মাতিব, মাতিব আর নাচিব, আর খুব সুখী হইব। হে মঙ্গলময়ি, হে কৃপাময়ি, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আজ নবনৃত্যে যোগ দিয়া, এই পাপ জীবনকে খুব শুদ্ধ ও সুখী করিয়া লইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অরণ্যবাস ও বৈরাগ্য

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ২৯শে শ্রাবণ, ১৮০৪ শক ;
১৩ই আগষ্ট, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, কাঙ্গালশরণ, যার সম্বন্ধে যে বিধি করিয়াছ, তাহাকে সেই বিধিই ধরিতে হইবে। এই সংসারারম্ভ-সময়ে বৈরাগ্য-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলাম, তখনই বুঝিলাম, এ জীবন হাসিবার জন্য নয় ; সময়ে সময়ে বিপদে পড়িতে হইবে। কিন্তু তুমি নিগ্রহ করিলে না, নিগ্রহের জন্য ভাঙ্গা যষ্টিকে ভাঙ্গিলে না ; রুগ্ন শরীর মনকে মারিয়া ফেলিলে না। তিক্ত ঔষধ খাওয়াও, কেবল বাঁচাইবার জন্য। মেঘ উঠে. আকাশকে চির অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিবার জন্য নয়। বৈরাগ্যের অন্ধকারের পরই আকাশ নৃত্য করিতে থাকে, পৃথিবীও নাচিতে থাকে ; শস্য ফল ফুলে মেদিনী পূর্ণ হয়। দেখিয়াছি, এ জীবনে যখন যখন মন ভার হয়, অমনই সুফল ফলিতে থাকে। রাত্রির অন্ধকার সকালের দূত হইয়া আসে। গরিবের ঈশ্বর, যা কর তুমি, সেই মঙ্গল বিধি। এত দুঃখ কষ্ট কিছুই ত স্থায়ী হইল না, বিষণ্ণতা ত রহিল না ; দিন দিন সুস্থতা, পুণ্য ও ধর্ম্মের আস্বাদন বুঝিতেছি। দর্শনের আনন্দ অনুভব করিয়াছি। এ জীবনে যেন, নাথ, বৈরাগ্যের কষ্ট লইতে কখনও কুণ্ঠিত না হই। ইহাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়, ইহাতে ইন্দ্রিয় দমন হয়, হৃদয় ব্রতধারী হয়, জীবন ভাল হয়। এস, দীননাথ, বৈরাগীদিগের মধ্যে প্রধান বৈরাগী তুমি, আপনি সর্ব্বত্যাগী ; আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব। অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসী হইয়া, বৈরাগীদের প্রধান যিনি, তাঁহার অনুসরণ করিব। বৈরাগ্যকে দুঃখের জন্য আর কিরূপে বলিব ? যত বৈরাগ্য দিয়াছিলে, ততই এখন নৃত্যের আধিক্য দিয়াছ। যত আগে কাঁদিয়াছিলাম, ততই

আজ বন্ধুদের গলা ধরাধরি করিয়া হাসিতেছি, আনন্দ করিতেছি। স্ত্রী পুত্রকে আগে ভয়ানক ভাবিয়াছিলাম, এখন তাহাদিগকে চারিধারে বসাইয়া, তোমার আনন্দে কত আনন্দ করিতেছি। মনে হয়, এই পৃথিবীতে স্বর্গ দেখিতেছি। এই যে সংসার, ইহা ত সংসার নয়। সংসারে প্রবেশ করিতে হইল না। আগে একা মনের বিষাদে বসিয়া থাকিতাম, তাই আজ ব্রহ্মমন্দির বন্ধুপূর্ণ পাইয়াছি। কত ব্রহ্মপরায়ণ বন্ধুই দিয়াছ। এখনই, যদি নৃত্য আরম্ভ হয়, দুবাহু তুলিয়া কতই নৃত্য করিবেন। আপনার সুখ অন্যকে দিতেছি, অন্যের সুখ সকল আপনি লইতেছি। আগে স্বপ্নেও জানিতাম না, আমার স্ত্রী আত্মীয় বন্ধু সকলে আমার সহায় হইবেন। শ্মশানে বাড়ী করিয়াছিলাম, সেই বাড়ী যে এত স্বর্গীয় সাধুদের সঙ্গে সম্মিলনের স্থল হইবে, ইহা কি জানিতাম? কত সুখ আসিয়াছে, আরও কত সুখ আসিবে। বৈরাগ্যকে নমস্কার করি। সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তোমাকে নমস্কার করি। প্রকৃত বৈরাগ্যের পথে লইয়া গিয়া, তুমি আমাদিগকে সুখী কর, এই তোমার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্বাধীনতা

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ৫ই ভাদ্র, ১৮০৪ শক;
২০শে আগষ্ট, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে স্বাধীন পুরুষ, মহামন্ত্র স্বাধীনতা কি আশ্চর্য্য মন্ত্র! দয়া করিয়া যদি আমাকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিবে, তবে আমার ও আমার ভাই ভগ্নীর মঙ্গলের জন্য, আমাদিগের সকলের

মধ্যে স্বাধীনতার ভাব বৃদ্ধি করিয়া দাও। গেলাম যে পাপের জ্বালায় ; তার উপর দেশাচার, কুরুচি, ভ্রম তোমার সন্তানকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। তার উপর আবার নানা প্রকার আসক্তি ঘাড়ে চাপিয়াছে। হে ঈশ্বর, ঐ ওরা আমাকে কিনিয়া লইবে, ক্রীতদাস করিয়া রাখিবে, এই বলিয়া কাঁদিতেছি। মা, কোথায় তোমার দাসত্ব করিব, না, কার কাছে রহিয়াছি! সংসারের প্রভুর সেবা করিয়া মরিতেছি। স্কন্ধের উপর, মনের উপর, অসহ্য দাসত্ব-ভার রহিয়াছে। অধীনতা মানুষকে মারিয়া ফেলিতেছে। স্বাধীনতাপ্রদাতা, কোথায় রহিলে আজ ? মানুষ কেন এত কষ্ট পাইতেছে ? অধীনতার ভাবের সঙ্গে একবার যুদ্ধ আরম্ভ হউক। মা শক্তিস্বরূপা, হুঙ্কারে শত্রুদল তাড়াও। আর পরের দাসত্ব করিব না। মা আনন্দময়ি, আর পাপের দিকে যাব না ; রিপুপরতন্ত্র আর হইব না। যাহা করিতে বলিবে, তাহাই করিব ; যেখানে যাইতে বলিবে, সেইখানে যাইব ; যাহা খাইতে বলিবে, তাহাই খাইব ; যাহা নিষেধ করিবে, তাহা কখনই খাইব না। কোন প্রকার কুঅভ্যাসের দাসত্ব করিব না। বড় কষ্ট হয় সে অবস্থায়, বিবেক যখন মনকে বলে, এমন যিনি ভালবাসেন, সেই মার আদেশ পালন কর্‌লি না ? তাঁর কথা অগ্রাহ্য কর্‌লি ? তাঁকে অপমান করিতেছিস্ ? বুঝিতেছি, মা, অধীনতা দাসত্ব ভয়ানক নরক। তোমার পাতকী সন্তানকে উদ্ধার কর। লোহার শিকল ছিঁড়ে দাও, ভাই বন্ধুদের লইয়া স্বাধীন পাখী হইয়া উড়িয়া বেড়াই ; স্বর্গের বাগানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করি ; স্বর্গের ফল ভক্ষণ করি। আর যেন অধীনতা-পিঞ্জরে না থাকি। আকাশবিহারী স্বাধীন পক্ষী আকাশে উড়ুক। দয়াময়, দয়া কর, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার দেওয়া স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিয়া যেন সুখী হই। পিতঃ, তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

তীর্থযাত্রা

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ১০ই ভাদ্র, ১৮০৪ শক ;
২৫শে আগষ্ট, ১৮৮২ খৃঃ)

ইমার্সন, আপনার বাড়ীতে থাকিতে ভালবাসিতে। তুমি কি কম ? তুমি আমাদের। তুমি নববিধানের। তুমি ভাই। আর তোমার পাশে, ষ্ট্যান্‌লি মহামতি, তুমি উদার। তুমি প্রশস্ত। তুমিও ত বাপের বাড়ীতে এসে বসেছ। হিন্দুরা কাঁদিল, বলিল, ঈশা যে আমাদের ভাই। তুমিও কাঁদিলে। বলিলে, আস্‌তে দে না ওদের! ভারতকে আস্‌তে দে। তুমি ঈশার বাড়ীর কাছে একটি বাড়ী করেছ ; বল্‌লে, কেরে আমার বাপের বাড়ীকে ছোট করে ? আমার মহাপ্রভুর ধর্ম্ম ছোট করে ? তোমার যেমন বিদ্যা ছিল, তেমনি উদারতা ছিল ; তুমি হাত বাড়িয়ে সকলকে আলিঙ্গন করিতে। আমাদের মত অধম লোককেও ত্যাগ করিলে না। সাম্প্রদায়িকতা তুমি থাকিতে দিলে না। তুমি বলিলে, আটলাণ্টিক, পেসিফিক সব এক হবে। দেখ, ভাই, তুমি যা বলিলে, তা সার্থক। তুমি যথার্থ পথ দেখালে। তোমার মহাপ্রভুর উদার ধর্ম্ম প্রচার করিলে। মহাত্মা ষ্ট্যান্‌লির উদার ধর্ম্মের কে আদর্শ আছে ? আহা, পৃথিবী মাণিকহারা হয়ে গেল! আর কি এমন লোক আসিবে ? কে আমার বাপের বাড়ীকে এমন বড় করিবে ? লোক সকল তোমারই পথ ধরিবে। সত্য যাবে না। যা দেখিয়ে গিয়েছ, তা হবে ; সব খুব উদার প্রশস্ত হ'য়ে যাবে। সকলে এক হ'য়ে যাবে। চিদাকাশে সকলে থাকিবে। ভাই, তুমি চিরকাল আমাদের কাছে থাক।

আর একটি ভাই আমাদের কোথায় ? নির্জ্জনতাপ্রিয়। বড়, ধর্ম্ম-বীরদের সম্মানকারী। চিরকাল তুমি একলা থাক্‌তে ভালবাস। ঝোপের

ভিতর থাকতে ভালবাস। স্বর্গের ভিতরও ওঁর বাড়ী খুঁজে বার করা ভার। এত কাজ কর্ম্ম, হুড়োহুড়ি চারিদিকে, বিলাতের জীবনের আদর্শ দেখাও! তা নয়, হিন্দু ঋষিদের ধর্ম্ম কোথায় পেলি, ভাই? তুই তবে পরমার্থতত্ত্ব পেয়েছিলি। তুই বড় উৎসাহী ছিলি। তোর লেখাগুলো বইগুলোতে তাই এত তেজ। তাই তোর লেখা এত গরম। তোরা তিন জনে পৃথিবী তোলপাড় করেছিলি। বড় বড় পাদ্রি বিদ্বান্ লোক সকলে ইংলণ্ডে জয় জয় রব করিতেছে, তুমি গ্রাহ্যও করিলে না। মুসলমানদের দলপতি মহম্মদকে নিয়ে খাড়া করিলে বিলাতে। মজার লোক! কিছু গ্রাহ্য করিলে না। বলিলে, আমি সব সাধুকে এক করিব। কোথায় রহিলে কারলাইল! ধন্য বীর উৎসাহী! একটি ছোট ঘরে নির্জ্জনে সাধুদের নিয়ে বসে থাকতে। তোমরা তিনটি পৃথিবী হইতে স্বর্গে নূতন সমাগত। তোমরা আসনে বোস, আমরা সম্মান করি। জয় জয় তোমাদের জয়! জয় জয় তোমাদের জয়! জয় জয় তোমাদের জয়! তোমাদিগকে প্রেম উপহার দি, তোমাদিগকে প্রেম উপহার দি, তোমাদিগকে প্রেম উপহার দি।

এই রজ্জু দ্বারা তোমাদের সঙ্গে আমাদের বাঁধিলাম। তোমরা যেন আমাদের হও। আমাদের বাড়ীতে তোমরা থাক। আমরাও তোমাদের রক্তের ভিতর থাকি। আমরা তোমাদের নিকট করিলাম। পৃথিবীতে থাকিলে অত নিকট করিয়া লইতে পারিতাম না। তোমাদের তিনটিকে নমস্কার করি, আর সকল ভক্তদের দেখে প্রণাম ক'রে যাই। দূরে যাব কেন? শরীরটা বাড়ী যাক্; নূতন ভাই পেলি, থাক্। কথাবার্ত্তা কত আছে। ভারতবর্ষ থেকে যদি চিঠি থাকে, দে; যদি চিঠি নিয়ে যাবার থাকে, নে। মহর্ষিগণ, ভক্তগণ, প্রাণের ভাইগণ, এস। তোমাদের তিনটিকে নিয়ে রহিলাম।

মা আনন্দময়ি, এস। এমনি ক'রে তোমার স্বর্গ খুব বাড়িবে, এখানে শেষটা সকলেই যাইবে। কি সুবাতাস, কি নির্ম্মলা ভক্তি নদীরূপে ঐখানে বহিতেছে! সকলের মুখেই সৌন্দর্য্য! মা, অন্তে তব পদপ্রান্তে যেন স্বর্গলাভ হয়। মা, এমন সুন্দর দেশ থাক্‌তে, কেন গিয়ে বিষ খাই নরকে? এমন চাঁদমুখ সব থাক্‌তে, কেন কাফ্রিদের দেশে যাই? মা, বুকের ধন, কাছে এস, তোমার ছেলেগুলিকে নিয়ে এস, তোমার স্বর্গ নিয়ে এস। একবার সকলকে লইয়া বুকের ভিতর আলিঙ্গন করি। আয়, আমার প্রাণের স্বর্গ, আমার বুকের ভিতর আয়। আমার সুখের ঈশা, প্রেমের গৌর, বুকের ভিতর আয়। মুখে ঈশা বড়, মুষা বড়, বলিলে হবে না; চরিত্র চাই। দে, তোদের মত চরিত্র দে, নির্ম্মল চরিত্র দে, তোদের সুখ দে, শান্তি দে, পুণ্য দে! কৃপাসিন্ধো, দয়াময়, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন স্বর্গ হইতে শূন্যহস্তে ফিরিয়া না যাই; কিন্তু নূতন ভাই, পুরাতন ভাইদের চরিত্র বুকের ভিতর রাখিয়া, তাঁদের খুব আলিঙ্গন করিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জীবে ব্রহ্মদর্শন

(কমলকুটীর, শনিবার, ১১ই ভাদ্র, ১৮০৪ শক; ২৬শে আগষ্ট, ১৮৮২ খৃঃ)

দয়াল হরি, স্বর্গের ঘনীভূত সৌন্দর্য্য, এখন পৃথিবীতে নামিতে পারি। স্বর্গ দেখা হইল এক প্রকার, আজ তৃতীয় দিবস, আজ আমরা জগতে নামিতে পারি। লব্ধ বস্তু না হারাইয়া, আস্তে আস্তে অল্পে অল্পে স্বর্গের সোপান দিয়া, পৃথিবীতে অবতরণ করিতে পারি। যদি স্বর্গ হইতে

স্বর্গীয় হইয়া, দেবগণের পদধূলি লইয়া, পৃথিবীতে নামিতে পারি, তাহা হইলে কি দেখি? দেখি, বড় আশ্চর্য্য। যখন স্বর্গেতে, হে হরিসুন্দর, তখন ঈশার রূপান্তর হইল, এবং পার্শ্বস্থ শিষ্যেরা রূপান্তর-দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইল। হরি হে, অদ্ভুত কথা; ঈশা স্বর্গ হইতে নামিলেন, তাঁহার স্বর্গে রূপান্তর ভাবান্তর হইল। সকলে দেখিল, এ কে? স্বর্গীয় উজ্জ্বল শুভ্র? যিনি স্বর্গে রহিলেন, তাঁকে দেখিলে, লোক বলে, রূপান্তরিত হইয়াছেন। সেইরূপ, ঠাকুর, যখন তোমার ভক্ত পৃথিবীতে স্বর্গ লইয়া নামেন, তখন পৃথিবীর দিকে তাকাইলে, পৃথিবীকেও রূপান্তর দেখেন। দশ জন শিষ্য ঈশাকে রূপান্তরিত উজ্জ্বল দেখিলেন সত্য, কিন্তু তোমার ভক্ত দশ সহস্র নরনারীকে ভাবান্তরিত রূপান্তরিত দেখেন। মহেশ্বরি, আমি যদি তোমার স্বর্গের আগুনে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীতে নামি, এই সকল মানুষকে উপরে দেখি, উচ্চে দেখি। কে জানে তাদের পাপ দুর্ব্বলতা? আমি যদি দেবচক্ষু পাই, তাদের উচ্চে দেখি। মিলনের চাবি পাওয়া গেল, জীব-সেবার বীজমন্ত্র লব্ধ হইল। জীবেতে ব্রহ্ম দেখা গেল, পৃথিবী স্বর্গে বেড়াইতে গেল। এই মানুষেরা দেবতা হইল। এরা এখানে এক ভাবে, ওখানে এক ভাবে। দেবত্ব মনুষ্যত্ব মিলিয়া অদ্ভুত তত্ত্ব পৃথিবীতে প্রচার করিল। অতএব, হে খণ্ড খণ্ড মহাদেবগণ, প্রসন্ন হও। যদিও মহাদেব বলিয়া তোমাদের পূজা করিব না, কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ,—রূপান্তরিত হইয়া, হে পিতৃগণ, হে মাতৃগণ, হে দেবতা, হে ঈশ্বরের ভাবান্তর, তোমরা মহীয়ান্ হও সকলে। দেবত্ব মনুষ্যত্বে মিশিয়া গেল এই উৎসবে। পৃথি-বীর ঘোলা জল ব্রহ্মসমুদ্রে মিশিয়া এক হইয়া গেল। আমার ব্রহ্মকে ইঁহাদের ভিতরে আমি পূজা করিব। এই সকল আধারে মা, তুমি বসিয়া আছ। তুমি জীবন্ত দর্শন দিলে ইঁহাদের ভিতর; আমি ইঁহাদের অগ্রাহ্য করিতে পারি না, কলহ করিতে পারি না, বিচার করিতে পারি

না। ইহারা চোর ব্যভিচারী নরহত্যাকারী হইলেও, তথাপি দেবতা, তথাপি দেবতা। ইঁহাদের পশুর দিক্ দেখা যায় না, দেবতার দিক্ দেখা যায়। ইঁহাদের ভিতর ব্রহ্মজ্যোতি, আনন্দের হিল্লোল। ইঁহারা পাপী, তা কি জানি না? তথাপি দেবত্বের সম্মান আমি করিব। ইঁহাদের অর্চ্চনা বরণ করিয়া আমি সহজে স্বর্গলাভ করিব। মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া কেহ স্বর্গ লাভ করিতে পারে না। এই যে সকল দেহমন্দিরে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা দেখা যাইতেছে! আমি কি করিব? এঁদের আমি চটাতে পারি না। এঁদের বিরুদ্ধে কথা কহিতে পারি না। উৎসবে স্বর্গ, আর পৃথিবীতে স্বর্গ, দুই দেখা যায়। মা, মনুষ্যের দেবত্ব না দেখিলে মুক্তি হয় না, মানুষকে সমাদর করিতে পারি না। নির্ব্বোধ মনুষ্য নববিধানের রহস্য বুঝে না। আমি বুঝাই গূঢ় তত্ত্ব। বাদাম আন নারিকেল আন; খোসা ছাড়াও, ভিতরে শাঁস আর ভিতরে জল, তাই ব্রহ্ম, তাই লও। আর মানুষ ছোবড়া, তা ফেলে দাও। হায়, আমি কেবল ছোবড়া দেখিব, না, নরনারীর ভিতর কেবল দেবত্ব দেখিব? দেবত্ব ভিন্ন আর কিছুই দেখিব না। হনুমানের লেজ থাক্ না, কাল মুখ হোক্ না, হনুমানের বুক চিরে সীতারাম দেখিব। এরা ব্রহ্মকুলে জন্মগ্রহণ করেছে, এরা ব্রহ্মগোত্র, এরা ব্রহ্মের বংশে জন্মেছে। এই নীচ মনুষ্যের ভিতর ব্রহ্মকে দেখিয়া প্রণত হই, নমস্কার হই। শিষ্যমধ্যে গুরু, সন্তানমধ্যে পিতা; বন্ধুরা দেবতা, এই ঘর স্বর্গ, স্বর্গেই এই ঘর। দেবতারা এই ঘরে। স্বয়ং ব্রহ্ম ভগবান্ এই সকল জীবে। এই সকল জীব ভগবানের ভিতর। আমি পশুত্ব দেখিব না; থাক্ না পশুত্ব, আমার কি? আমি ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু যেন দেখিতে না পাই। ভাইয়ের চক্ষে বক্ষে কেবল হরি নৃত্য করিতেছেন, দেখিব। মানুষকে ভালবাসা যায় না, মানুষকে মানুষ ব'লে ভালবাসা যায় না; কেউ পারিবে না। মানুষের ভিতর ঈশ্বর, এ ভাবিলে ভালবাসা

যায়। ঈশা দেখিলেন, পিতৃত্ব মানুষের ভিতর, তাহা দেখিয়া তবে তিনি সেই পিতৃত্বকে ভালবাসিলেন। প্রাণেশ্বর, আমি মানুষের ভালবাসাতে ডুবি না, আমি সেই অনাদি ব্রহ্মের খণ্ড বলিয়া ভাইকে ভালবাসি। নববিধানবাদীগুলির সঙ্গে আমার গভীর যোগ। তোমরা হরির স্বীকৃত, তোমরা হরির সন্তান, তোমরা হরির মূর্ত্তি। আদর সম্মান শ্রদ্ধা তোমাদিগকে দিব। হরি, ব্রহ্মের কলা ইহাদের মধ্যে দিন দিন বৃদ্ধি হউক! হে দীনবন্ধো, হে কৃপাসিন্ধো, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন উৎসবের প্রারম্ভে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া, মনুষ্যত্বের ভিতর দেবত্ব দর্শন করিয়া, মনুষ্যের প্রতি সকল পাপ একে একে অসম্ভব করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্নান ও ভোজন

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, ত্রয়োদশ ভাদ্রোৎসব, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১২ই ভাদ্র, ১৮০৪ শক ; ২৭শে আগষ্ট, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনদয়াল, হে আমাদের অন্নদাতা, জলদাতা, শান্তিদাতা, মোক্ষদাতা, তোমার শ্রীপাদপদ্মে উৎসব-দিবসে মিনতি করিতেছি, আমাদের শরীরকে যেমন জল দ্বারা শুদ্ধ কর, মা হইয়া হাত ধরিয়া তেমনই তোমার প্রেমগঙ্গাতে আমাদিগকে স্নান করাইয়া ভাল কর। দেখ, আমরা সংসারকর্দ্দমে লিপ্ত হইয়াছি ; তোমার কাছে মুখ দেখাইতে পারি না ; ভাই বন্ধুরাও কেহ কাছে যাইতে দেয় না। গায়ে ময়লা কেবল নয়, দেখ, মনে কত ময়লা। রাশি রাশি পাপ সঙ্গে করিয়া উৎসবে আসিয়াছি। কোথায় তোমার জল? যেখানে জলসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া, সেই

প্রেরিত পুরুষ পরমাত্মাকে দর্শন করিয়াছিলেন, সেইখানে একবার মগ্ন হইব। মন্দিরমধ্যে একবার সেই জল আনিয়া দাও; অবগাহন করিয়া পবিত্রাত্মাকে দর্শন করি। প্রার্থনা আমি কেন করি? আরাধনা করিলে কি হইবে? একবার দুইটী হাত ধরিয়া, ছেলেকে যেমন মা জননী স্নান করান, তেমনই একটু তৈল মাখাইয়া, গায়ে একটু হরিদ্রা মাখাইয়া, আমাদিগকে স্নান করাও। কাল অঙ্গ আর রাখিব না; এবার ভাগবতী তনু করিয়া দাও। জ্বালায় প্রাণ অস্থির; ঠাণ্ডা কর। গরম দেহের উপর শীতল জল একবার ঢাল। একবার ব্রহ্মজলের ভিতর ডোবাও। ভয়ানক উত্তাপ; পাপের তেজ শরীরকে কাতর করিয়াছে। আর অন্য মন্ত্র লইব না; এবার জলসংস্কারে সংস্কৃত হইব। এ জল আত্মার পানীয়; জড় জল নয়। এ আমার ব্রহ্মপদনিঃসৃত জল। এই হরির জল যেমন শরীরের উপর পড়িবে, অমনই আত্মার উপরেও পতিত হইবে। এই জলে অবগাহন করিলাম; আমার শরীরের ময়লা গেল; জ্বালা যন্ত্রণা দূর হইল। এবার ভাই বন্ধুদের কাছে মুখ দেখাইলেই বলিবেন, ঠিক হইয়াছে, প্রাণের ভিতর হইতে গভীর কলঙ্করাশি চলিয়া গেল। হে প্রাণেশ্বর, তুমি অনুগ্রহ কর, প্রত্যহ স্নানকে ধর্ম্মক্রিয়ার মধ্যে করিয়া, স্নানের ঘরকে যেন উপাসনার ঘর করিতে পারি। ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যখন স্নান করিব, কিম্বা নদীতীরে গিয়া যখন স্নান করিব, জ্বালা জুড়াইবার জন্য, ময়লা দূর করিবার জন্য জলে অবগাহন করিব, তখন বলিতে যেন পারি, এই জলের প্রতি বিন্দু ব্রহ্মবিন্দু হউক। এই জল যেমন আত্মার গায়ে লাগিবে, অমনই নূতন জীব হইয়া যাইব। জলে ডুব দিব, আর বলিব, ডুবিলাম ব্রহ্মসাগর মধ্যে। বুঝিব যে, তাহাতেই দেহ মন শুদ্ধ হইল। দেখিব, অহঙ্কারী স্নান করিয়া বিনয়ী হইল, কামাচারী জিতেন্দ্রিয় হইল, লোভী সন্ন্যাসী বৈরাগী

হইয়া স্নান করিয়া উঠিল। হে মাতঃ, বিশ্বজননি, ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে এই স্নান প্রবর্ত্তিত কর। এঁরা যেন প্রতিদিন ব্রহ্মজলে স্নান করিয়া এই দেখান, স্নানের আগে যে অসুরের মত ছিল, স্নানের পর সে এমনই হইল, ইচ্ছা হয়, যেন স্কন্ধে করিয়া নাচিতে থাকি। স্নানের পর কাহারও যেন অসুরের মুখ দেখিতে না হয়। প্রত্যেকের স্নানের ঘর মন্দির করিয়া দাও, তীর্থ করিয়া দাও; জল লইয়া যেন আর বৃথা ঘাঁটাঘাঁটি না হয়, জলের স্নানকে ব্রহ্মেতে স্নান করিয়া দাও। ময়লা তাড়াইতে হইলেই ব্রহ্মজলে খানিক বসিয়া থাকিব। বলিব, রাগ, তুই যাবি না? আজ রাগ একেবারে না গেলে, স্নানের ঘর পরিত্যাগ করিব না। লোভ ছাড়িল না? স্নানের ঘর কোন মতেই ছাড়া হইবে না, কেবলই জল ঢালিতে থাকিব। অল্প জলে হইল না, আরও জল ঢালিব। বৈরাগী, সন্ন্যাসী, ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী হইয়া তবে ঘর পরিত্যাগ করিব। হে দেবি, দয়া কর, অল্পে না হয়, নদীর ভিতর লইয়া যাও; ধোও, মা, ধোও। মা জগদীশ্বরি, বল প্রকাশ কর। তোমার অসুর সন্তানের এত পাপ, বুঝি, যাইবে না? পঁচিশ বৎসরের পাপ হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঢাল জল, এই যে একটু একটু দাগ উঠিতেছে; এবার কাম ক্রোধ লোভ সব যাইবে। আর অসুরের মত থাকিব না; স্নানের পর শরীর মন ধক্ ধক্ করিবে। লোকে বলিবে, এ যেন সে নয়; সে দিব্য বর্ণ কেমন করিয়া ধরিল? আহা! তখন আপনার রূপ দেখিয়া আপনি মোহিত হইব। স্নান যখন হইল, উপাসনা ত ঐখানেই হইল। তার পরই দেখি, কত খাদ্য সাজাইয়া রাখিয়াছ। মা, এত খাব? সোণার থালায় এত খাবার সাজাইয়াছ? কলাপাতা শালপাতা বই আহারের পাত্র আছে, যে জানিত না, তার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ, বুঝি? আজ, বুঝি, তাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া আদর

করিয়া, খাবার নূতন জায়গা দিয়াছ ? একশত বার মন্দিরে গিয়া যাহা না হইয়াছে, হিমালয়ে গিয়া ধ্যান করিয়া, বেদ পুরাণ পাঠ করিয়া যাহা না হইয়াছে, আজ স্নান করিয়া তাহা হইল। আজ যে, মা, স্নানের পর চেলির কাপড় পরা ছেলে দেখিয়া, তোমার মুখে হাসি ধরিতেছে না। মাথায় জল ঢালিয়া পরিত্রাণ করিলে ? আমি যে বড় লোভী ছিলাম, সংসারের ক্রীতদাস ছিলাম, সংসার আমার গায়ে যে আলকাতরা দিয়াছিল। আজ যে আমি নেয়ে পরিত্রাণ পাইলাম। নেয়ে যদি এত সুখ, না জানি, ভোজনে কত সুখ! মা, কত খাব ? সোণার পাত্রে কত খাব ? আহা, ঈশা, মনুষ্যত্ব ছাড়িয়া, সুখে খাইব বলিয়া, আজ অন্ন হইয়াছ ? গুপ্ত চোর, ছদ্মবেশ ধরিয়াছ ? বঙ্গদেশোৎপন্ন অন্নরাশি, অন্ন ত তুমি নও; তোমার ভিতর আমার প্রাণের দাদা ঈশা আছেন। তোমাকে খাইয়া ঈশাবান্ হব। অন্ন! অন্ন! আমার মুখে তুমি যাইবে ? ভাই গৌরাঙ্গ, তুমি যখন নবদ্বীপ ছাড়িয়া স্বর্গারোহণ করিলে, যখন তোমার নবদ্বীপলীলা, ভারতলীলা শেষ হইল, তার পর কেউ তোমার সন্ধান পাইল না। তার পর তুমি কি মিছরির সরবৎ হইলে ? জলবিন্দু হইলে ? নববিধানের বিধাতার আজ্ঞায় পুরুষাকৃতি ছাড়িয়া সলিল হইলে ? তোমার তুমিত্ব ভাবরূপে পরিণত হইল ? মা আনন্দময়ি, খাওয়া দেখিয়া তুমি হাসিতেছ ? সাধু সন্তানকে ভোজনের সামগ্রী করিয়াছ ? আর ত মন্দিরে যাইবার দরকার নাই। ঐ স্নানের ঘর, এই ভোজনের ঘর! ঐ ঘরে পরিষ্কার হ'য়ে, এই ঘরে কত খাবার খাইব। আজ কি খাবারই খাইতেছি! গরিবের ছেলে কেবল ভুট্টা, মোটা চালের ভাতই খাইয়াছি, তাও পেট ভরিয়া খাইতে পাই নাই। ওহে দেবগণ, সাক্ষী হও; উৎসবক্ষেত্রে দেখিয়া যাও, খেয়ে মানুষ স্বর্গে যাইতেছে। খেতে খেতে চক্ষু হইতে দর্ দর্ করিয়া জল পড়িতেছে। সাধুরা কেউ

মিষ্টান্ন হ'য়ে, কেউ দুগ্ধ হয়ে উপস্থিত। আহারের পর ভিতরে ঢুকিয়া যে যার নিজমূর্ত্তি ধরিলেন। বুকের ভিতর এই যে ঈশা নাচে, গৌরাঙ্গ নাচে, ধ্রুব প্রহ্লাদ নাচে। ঐ যে তাঁরা বলিতেছেন, ওরে, তোর ভিতরে আসিবার জন্য ভাত হইয়াছিলাম। তোর আত্মার মধ্যে মানুষ কিরূপে আসিবে? তাই খাবার বাটীতে গেলাম, তাই তোর জলের কুঁজোতে প্রবেশ করিলাম, আবার এখন নিজমূর্ত্তি ধরিয়াছি। মা আনন্দময়ি, নেয়ে খেয়ে পরিত্রাণ হয়, এই সংবাদ তুমি ঘোষণা কর! দুঃখী পাপী সব পরিত্রাণ পাইবে। খুব কসে নাওয়াও, আর খুব কসে খাওয়াও। কি কচ্চ? কি বল্‌ছ? আজ দেখিতেছি, কেবল যে নাওয়া খাওয়ার কাজ। মা, নদীতে ডুবাইয়া নূতন কাপড় দিও, অমৃতসরোবরে স্নান করাইয়া পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত দিও। তোমার হাতের রান্না ভাত খাব, অসাত্ত্বিক রান্না আর খাব না। মা আনন্দময়ি, তুমি কেমন রাঁধ! ঐ ঈশা, ঐ চৈতন্যকে তুমি কেমন রাঁধিয়াছ! বৈষ্ণবেরা পারেন নাই, খ্রীষ্টবাদীরা পারেন নাই। তুমি আজ সব সাধুদের গাছের ফল করিলে, মিষ্টান্ন করিলে? খুব খাই, খুব খাই, উদর পূর্ণ করি। স্নান করিয়া শীতল হব, আহার পান করিয়া পুষ্ট হব, এই বলিয়া আজ উৎসবে নাচিব, গাইব। তোমার অমৃত পুত্রদের অমৃত চরিত্র আহার করাও। মা, ভিক্ষা চাই—করুণাসিন্ধো, যেন ভাল করিয়া স্নান করি প্রতিদিন, আহার করি প্রতিদিন। ভক্তবৎসল হরি, দয়া করিয়া আজ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মদমত্ততা

(কমলকুটীর, সোমবার, ১৩ই ভাদ্র, ১৮০৪ শক ;
২৮শে আগষ্ট, ১৮৮২ খৃঃ)

দয়াসিন্ধো, তোমার এই লোকগুলি মধুকরের দৃষ্টান্তে যেন চলে। গোলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয় যেন। ভাদ্রোৎসব, মাঘোৎসব তোমার বাগানের গোলাপ। মধুর টানে মধুকর আসে, কিন্তু আবার উড়ে যায়। যদি ডুবিয়ে রাখিতে চাও সুধাতে, উড়ে যেতে যদি না দাও, তা হ'লে হৃদয়েশ্বরী হও। এমন কি হয় না,—তোমার রাঙ্গা চরণের মধুপানে মন এমনি মজিবে যে, আর থামিবে না? মুখ এমনি লাগিবে হরিপাদপদ্মে যে, আর উঠান যাবে না? এবার গোলাপ আর ছাড়িব না। এবার যাওয়া আর হবে না। হরি, যদি শুভক্ষণ হয়, তবে তোমার পা দুটি অধমের বুকে রাখিব। আর দুটো যোড়া লেগে যাবে, আর আলাদা হবে না। তোমার স্বর্গের সুধার গেলাস এই মুখে দেব। বারবার দেব, দিয়ে শেষে ভোঁ হ'য়ে যাব। আর গেলাস সরিয়ে নেব না, ঠোঁটেই লেগে থাকবে। মা, উৎসবের উপলক্ষে একবার তোমার কাছে সকলে আসে, আর একটু মধু খেয়ে পালায়; কিন্তু ঐ গোলাপে চির গোলাপি হওয়া, ঐ রাঙ্গা চরণের মধুপানে চিরকাল মত্ত থাকা, মুখ আর না সরান, এটা আর হয় না। মা, তোমার মাদক সেবন করিতে করিতে, নেশা হলো ভাবিতে ভাবিতে, সত্যই তা হয়; তখন আর গোলাপ থেকে মুখ সরান যায় না। পাপ করা তখন অসম্ভব হয়। হরি, সুধা পান ক'রে যেন অচেতন হই। ব্রহ্মের কাছে ব'সে থাকিতে থাকিতে যখন ঠিক নেশা হয়, তখন গান বাজনা নৃত্য নাই, নিরবলম্ব নির্লিপ্ত সাধন। কাল ভ্রমর সুন্দর হয়, তার গোলাপি রং হয়; সুন্দরীর কাছে ব'সে তার বর্ণ

সুন্দর হয়। দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মরূপ-মাধুরীতে মন মগ্ন হয়ে যায়। দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মরূপে ডুবে গেলাম। আমি খালি জল, তুমি সরবৎ; আমার জল তোমাতে ঢালিলাম, তোমার জল আমাতে ঢালিলাম, ঢালিতে ঢালিতে আমিও মিষ্ট সরবৎ হ'য়ে গেলাম। শ্রীহরি, বেদের ব্রহ্ম, উপাসনা আর কি? তোমার জলে মিশে এক হওয়া। উপাসনা আর কি? রং পরিবর্ত্তন। উপাসনায় আমার লোহাটা তোমাকে স্পর্শ ক'রে সোণার রং হ'য়ে গেল। মা, এই ভিক্ষা চাই, মদের কাছে এত ক্ষণ ব'সে থাকি, যেন মদের ঘোরে প্রাণ আচ্ছন্ন হয়, নেশা হয়; প্রাণের মত্ততায় যেন এলিয়ে পড়ি। গোলাপি নেশা যেন ক্রমে চড়ে যায়; নেশাতে ভাব চিন্তা কার্য্য এলোমেলো হয়ে যায়। এ সময়ে পাপ অসম্ভব। মাতালের কাছে পাপ আসিলে, পাপকে সে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। নেশা যত, তত যোগী সব যোগীগুলো নেশাখোর। হবেইত। ব্রহ্মের নেশা বড় ভয়ানক। মদের নেশা, তাড়ির নেশা, গাঁজার নেশা সব ছোটে, এ নেশা ছোটান যায় না; এ রঙ্গিনের রং তোলা যায় না। আত্মাশক্তি, মদ খাই না, কিন্তু তোর সুধা পান করিয়া নেশাখোর হইয়াছি। এ নেশায় যদি আচ্ছন্ন থাকি, পাপকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া যাই। মা, তোর নেশা কি ছোটে? তবে ছি! তোমার নেশা কেন ছুটিবে? তুমি কল্পতরুর গাছ। তোমা থেকে বদ্ তাড়িতো তৈয়ার হয় না। দেখি, তোমার নেশা আর সংসারের নেশা তফাৎ কত। ও নেশা বদ্ নেশা। ও নেশা ছুটে যায়। ভক্তকে যদি ক্ষেপাবে, খুব ক্ষ্যাপাও। স্বর্গের ভাঁটিতে চুঁইয়ে চুঁইয়ে কি মদই করেছ। এক ফোঁটা খাব, আর জয় মা ব'লে নেশায় ভোঁ হব। পাপ করিব, ইন্দ্রিয় প্রবল থাকিবে, ভিতরে জ্ঞান থাকিবে, এ যদি হয়, তবে হবে না; সে চালাকির নেশা। নেশায় ভোঁ হ'য়ে যাব। এই ভোঁ হওয়াকে বুদ্ধ বলিলেন, নির্ব্বাণ। আর গোরা নাচে আর হাসে,

হাসে আর কাঁদে। কি হয়েছে তোর? বলে, ভক্তি। মাতাল হ'য়ে বল্লে কি না, ভক্তি। নূতন মদ তৈয়ার ক'রে, খেয়ে নেচে কেঁদে বলিল, এ ভক্তি। যা বল, তাই। আমাদের নববিধানে নির্ব্বাণের নেশাও থাকিবে, ভক্তির নেশাও থাকিবে। মা, আদ্যাশক্তি, এবার পূরো মাত্রায় মাতাল কর! সব বাড়ীতে মদের ভাঁটি বসাবে? তবে এবার মজালে! এবার, বুঝি, পাকাপাকি নেশা হবে? পাঁচ রকম নেশা এক ক'রে একটী মাদক দ্রব্য হোলো, তার নাম দিলে, নববিধান। একটা নেশায়, একটা মদে যোগীর যোগ, চৈতন্যের ভক্তি, বুদ্ধের নির্ব্বাণ, পাহাড়ে যাওয়া, বৈরাগী হওয়া, গৌরের মত নৃত্য করা, সব একেবারে। এ যে আসল মাদক বাহাদুর আস্‌চে। এবার কে কত পান কর্‌বি, ক'রে নে। তখন ভোঁ হ'য়ে পড়ে থাক্‌বি। মজার দিন আস্‌চে, তখন মজা দেখ্‌বি। ঐ মদের নেশায় একবার পড়লে, একেবারে সব সোজা ক'রে দেবে। ঐ আদ্যাশক্তি আস্‌চেন! এবার সব মাতাবে, সব নেবে। এবার বুদ্ধি জ্ঞান, দেহ মন, টাকা কড়ি, স্ত্রী পরিবার সব নেবে? তাই নে তবে। যথার্থ নেশাখোর ক'রে দে তবে। নেশাখোরের চেহারা দে। গরিবের ছেলে-গুলোকে আর মজিও না। ব্রহ্মজ্ঞানী হ'তে বলিলে, তাই হলাম। আবার নীচ মাতাল হ'তে বল্‌ছ? ও মা শক্তি, তোমার শক্তি ফলালে আর তৃষা আসক্তি থাক্‌বে না। একা এগিয়ে পড়িব। ঐ মা সুরেশ্বরীর পায়ের তলায় প'ড়ে থাক্‌ব। বৃন্দাবনের কালী, কালীঘাটের নয়। যে কালীতে হরি আছে, যে হরিতে কালী আছে। নেশা যত বাড়িবে, তত আনন্দ বাড়িবে। দে না দে, অন্নদে, মোক্ষদে, নেশা দে; যোগের নেশা, ভক্তির নেশা, নির্ব্বাণের নেশা, জ্ঞানের নেশা, বিজ্ঞানের নেশা দে। হে করুণাময়ি, এই কালীসন্তানদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন নেশায় বিহ্বল

হইয়া, কালিদাস হইয়া, সকল প্রকার পাপকে অসম্ভব করিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অভিনয়

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ১৪ই ভাদ্র, ১৮০৪ শক ;
২৯শে আগষ্ট, ১৮৮২ খৃঃ)

হে কৃপাসিন্ধো, ভগবদ্ভক্তদিগের রত্নমালা, যেখানে লোকে অদৃষ্ট মানে, সেখানে এই কয় জন লোক অদৃষ্ট মানে না ; যেখানে লোকে অদৃষ্ট মানে না, সেখানে এই কয়জন অদৃষ্ট মানে। নববিধানবাদী অদৃষ্ট মানেন, অথচ সে অদৃষ্ট তা নয়, যা লোকে মানে। অদৃষ্টক্রমে ছেলে গেল, ধন গেল, রোগ হইল—এই সকল অদৃষ্ট ! যেমন সংসার ছাই, তার অদৃষ্টও ছাই। যেমন পৌত্তলিকদিগের অবস্থা ছাই, তেমনি তাদের অদৃষ্টও ছাই। এ অদৃষ্ট দূর হউক, বিদায় হউক। শুভাদৃষ্ট, তুমি এস ; নববিধান এস, তোমায় আলিঙ্গন করি। কি অদৃষ্ট ? শুভাদৃষ্ট। সকলের মঙ্গল হইবে। আমরা হরিপাদপদ্মে মতি রাখিয়া স্বর্গে যাইব। আমরা সুখী পরিবার হইব, পাপ ছাড়িয়া সাধু হইব, হরির মন্দির স্থাপন করিব। এই সকল, মা জননি, তুমি সূতিকাঘরে কপালে লিখে দিয়েছিলে। আমাদের অদৃষ্টে অনেক লেখা আছে। বাড়ী আছে, ঘর আছে, সুখ সম্পত্তি আছে। হরির যা আছে, আমরা পাব। কি ছিলাম, আর আমরা কি হলাম ! আমাদের নাটক, এটি কখন অদৃষ্টবিরুদ্ধ নয়। তুমি আমাদের কপালে লিখিলে, অভিনয়। নববিধান অভিনয় ; প্রকাণ্ড সংসার আমাদের নাট্যশালা। তুমি ছেলেগুলিকে, সকলকে ঘরে নিয়ে

ব'লে দিলে, "এই রকম ক'রে সকলের কাছে নরম হোস্, এই রকম ক'রে ভাইয়ের সেবা করিস্, এই রকম ক'রে হুঙ্কার করিস্"; তার পরে স্বর্গের সাজ আনিয়া সকলকে পরাইলে। ভারতের প্রকাণ্ড নাট্যশালা খুলিল। যাই অভিনয়ের নিমন্ত্রণপত্র গেল, ইউরোপ বলিল, মা জগদীশ্বরি, আমি যেন এই অভিনয় দর্শন করিতে পারি, এমন অভিনয় কখন হয় নাই। পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে, ভক্ত নারদ ঋষি সকলকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। নববিধানের অভিনয় কেহ করে নাই; এবারে সকলের শুভ অদৃষ্ট। যারা দেখিবে তাদের, যারা সাজিবে তাদের, যারা শুনিবে তাদের, শুভাদৃষ্ট। বঙ্গদেশ স্বয়ং গৃহস্থ, তারই বাড়ীতে এই প্রকাণ্ড অভিনয়। আকাশে দেবগণ দেখিতে আসিলেন; আকাশের দেবতা আকাশেই রহিলেন, পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীতেই রহিল। চারি দিক দেখিতে লাগিল। তাহার মধ্যে যথাযোগ্য সরস্বতীর বন্দনা করিয়া, নাট্যো-ল্লিখিত ব্যক্তিগণ অগ্রসর হইলেন। হে বঙ্গদেশের মাতঃ, তুমি যখন পৃথিবীকে অভিনয় দেখাইবে এই কয়জনকে সাজাইয়া, তখন পৃথিবী বুঝিবে, নববিধান কি! ইহার ভিতর কি অভিনয় নিহিত! আমরা আর কিছু করিতে আদিষ্ট হই নাই, আর কিছু করিতে জন্মগ্রহণ করি নাই, কেবল নাটক করিতে; এই কুড়ি বৎসর অভিনয় করিতেছি। নাটক অভিনয় করা আমাদের অদৃষ্ট। আমাদের ভিতর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অভিনয় সর্ব্বদা হইতেছে। যার কপালে তুমি যা লিখেছ, তা তার করিতেই হইবে। যার কপালে তুমি পরীক্ষা লিখেছ, তা তার বহন করিতেই হবে। যাকে তুমি বড়মানুষ সাজিয়েছ, তার তা হতেই হবে। যে যেখানে থাকে, তার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য অভিনয় করিতেই হইবে। মা, এ ত তুমি ঠিক করেছিলে পৃথিবীর সকাল বেলা যে, যাদের অদৃষ্টে ছিল, এক সঙ্গে এসে দাঁড়াবে; যেমন দাঁড়াবে, ব্রহ্মাণ্ড কেঁপে উঠিবে। নাটক

অভিনয়ে পাপীর উদ্ধারের সহজ উপায় হবে, সকল ধর্ম্মের সমন্বয় হবে, দুঃখের রজনী শেষ হবে। তুমি এত দিন একটি দলকে বুকের ভিতর রেখেছিলে, যাই ঊনবিংশ শতাব্দী আসিল, উপযুক্ত সময় আসিল, তুমি নিদ্রিত দলকে উত্থিত করিলে, তাহারা একটি ঘরে আসিল। বিধাননাটকের অভিনয় করিবে। মা, এই নববিধানের অভিনয় ক'রে রেখে, আমরা যেন যেতে পারি। আমরা যেন গম্ভীর হয়ে এই কার্য্যে ব্রতী হই।

হে মুক্তিদায়িনি, এ সমুদায় তোমার প্রেমের অপূর্ব্ব ব্যাপার। কাকে রাজা সাজাও, কাকে গরিব সাজাও, কাকে হুঙ্কার করাও, কাকে হাতে দড়ি বেঁধে ফেলে কি বল, আমি জানি না, তুমি জান; আমি জানি এই যে, রোজ একটা একটা নাটক অভিনয় হচ্চে। মা, আনন্দের সহিত তোমার হাত ধরে নাচিব, তুমি যা সাজাবে সাজিব, তুমি যা বলাবে বলিব। আমি যে তোমাকে ভালবাসিব; আমি যে তোমার হাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেছি, তুমি যা বলিবে করিব। মা, পুণ্যভূমি প্রস্তুত হচ্চে, যেমন রঙ্গভূমি প্রস্তুত হচ্চে। নাটকে যে পরিত্রাণ হবে, মা, এ যে বিশ্বনাট্যশালা, এ যে ধ্রুবলোক। মা আপনি দাঁড়িয়ে থেকে সমুদায় করিতেছেন। মা, তামাসা দেখিবার জন্য, আমোদ করিবার জন্য যারা আস্‌চে, তাদের মনে যদি ভক্তি বিশ্বাস থাকে, কোটি কোটি বক্তৃতায় যা না হবে, এক রাত্রিতে তাই হবে। তুমি বল্‌চ, তোদের যা সাজিতে বলি, তাই সাজিস্; আমাকে প্রণাম ক'রে, আমার সহায়তা লইয়া, নাট্যশালায় প্রবেশ করিস্, তা হলে আবার নবদ্বীপ টলিবে, সকল পাপী 'অবিনাশের' মত স্বর্গে যাবে, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সব এক হবে। মা, তুমি যদি বল, তবে অভিনয় করিতেই হইবে; এবার ঐ রঙ্গভূমিতে থাক্‌ব, ঐখানে সেজে বসে থাক্‌ব। কেন? মা যে ব'লে দিয়েছেন, এতে পৃথিবীর গতি হবে। মা, তুমি যা বলিবে, তাই হবে। তোমার বিধি পালন করিতে

হবে। হে করুণাময়ি, হে জননি, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, যদি অদৃষ্টক্রমে তোমার নাট্যশালায় আসিয়াছি, তবে যেন অভিনয় শেষ করিয়া আপনারা তরে যাই, আর তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্নান

(কমলকুটীর, বুধবার, ১৫ই ভাদ্র, ১৮০৪ শক ;
৩০শে আগষ্ট, ১৮৮২ খৃঃ)

হে ভক্তদিগের প্রাণারাম, তুমি যে কৃপা করিয়া এবার আমাদিগকে নূতন মন্ত্র দিলে, তাহার সাধন কে করিল? কে তোমার মন্ত্র নেবে? কে শুনিল তোমার মন্ত্র? কে বা সাধন করিবে? সহজে দুটো কথা বলিয়া উৎসবের দিন চলিয়া গেল, কে বা সেই কথা আলোচনা করে, কেই বা তার গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করে? হে দেবি, মোক্ষমন্ত্র ত সময়ে সময়ে খুব দিতেছ, কিন্তু শোনে কে তোমার কথা? গ্রাহ্য করে কে? হে বিধি, যদি প্রচার করিলে তোমার নূতন বিধি, তবে সে বিধি যেন বিফল না হয়, তোমার নিকট কাঙ্গালের এই প্রার্থনা। যে আহার স্নানে শরীর মন শুদ্ধ হয়, যে চরিত্র আহারে ঈশা মুষার মত চরিত্র হয়, বলিতে গা কাঁপে, আমি চণ্ডাল পাপী, আমার তাতে ব্রাহ্মণত্ব হইবে, ভিতরে সহস্র দ্বিজ ভাব ধারণ করিব! হরি, ঢের মন্ত্র দিয়াছ। এবার নাওয়া খাওয়ার মন্ত্র দিলে। এক কর্ণে প্রবেশ করিল, অপর কর্ণ দিয়া বাহির হইয়া গেল। সেই রাজ্যে আমাদের নিয়ে চল, যেখানে স্নান আহার ধর্ম্মের ব্যাপার। যেখানে ভক্তগণ 'হরি হরি' বলিয়া গাত্রোত্থান

করিয়া তোমার পুণ্যসরোবরে, পুণ্যগঙ্গায় স্নান করিয়া আরো শুদ্ধ হইতে-ছেন। মা, আমার 'আত্মাকে' স্নান করাবার ভাব মনে হয় না, আমি যে মলিন শরীর লইয়া স্নানের ঘরে প্রবেশ করি, সেই মলিন শরীর লইয়া বাহির হই। হে ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ, স্নানের দৃষ্টান্ত আমাকে দেখাও। গৌরাঙ্গ, তুমি স্নান করিয়া, আরো গৌর হইতেছ। আমি স্নান করিয়া, আরো কালই হইতেছি। আমরা যখন স্নান করি, পাপময়লা দূর ত হয় না; শরীরের কালি ত যায় না। আমাদের শরীরে এত কালির দাগ! কবে স্নান করিব তোমার ঘাটে? একটা ডুব দিলেই দেখিব, শরীর জ্যোতির্ম্ময়, ব্যাধিবিহীন, নির্ম্মল হয়েছে। প্রেমিকের ঈশ্বর, যদি দয়া করিয়া উৎসবে এই নূতন এবারকার মন্ত্র দিলে, তবে তা সাধন করিতে শেখাও। আমাদের সকল জলের ভিতর তুমি এসে বস। আমাদের শরীরের সমুদায় দাগ মলিনতা পরিষ্কার ক'রে দাও। যত স্বার্থপরতা, অশুদ্ধি, যা কিছু আছে আমাদের ভিতর, একেবারে ধুয়ে পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। 'জয় জয় সচ্চিদানন্দ' বলি, আর সোণার কলসী ক'রে ব্রহ্মজল মাথায় ঢালি। ঢালিতে ঢালিতে শুদ্ধ হই, পরমেশ্বর, এই ক'রে দাও। স্নান করিব, আর যত পাপ কুপ্রবৃত্তি মলা দূর ক'রে দেব। কাল চামড়া আর থাকিবে না। শরীর উজ্জ্বল নির্ম্মল হবে। নরনারীর পানে তাকা-লেই বুঝ্‌তে পারব, এক একটা জ্যোতি চলে যাচ্চে। কারণ এরা যে নেয়ে এলো। হরিনাম ক'রে নেয়ে এলো। যে নেয়ে আস্‌বে, দেখিব, শরীরে জ্যোতি, মাথায় তারা জ্বল্‌চে। যেমন ঈশার রূপান্তর হইল, তেমনি ভক্তের স্নান ক'রে রূপান্তর হয়। হে দীনবন্ধো, হে কৃপাসিন্ধো, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন স্নানের সঙ্গে এই মন্ত্র সাধন করিতে করিতে, লোহার শরীরকে সোণার শরীর করিতে পারি। [মো] শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সাধুচরিত্র-গ্রহণ

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ১৬ই ভাদ্র, ১৮০৪ শক ;
৩১শে আগষ্ট, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনদয়াল, হে অসীম প্রেম, চিরকাল মানুষ সাধুদিগকে নমস্কার ও প্রণাম করিয়া আসিতেছে। আমরাও কি সাধুদিগকে সেইরূপ বাহ্যিক সম্মান দিয়া বিদায় করিয়া দিব? এই জন্য কি যুগে যুগে স্বর্গ হইতে সাধুদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলে যে, আমরা মুখে কেবল বলিব, "তোমরা বড়, তোমরা বড় ?" সাধু মানে তাই, যা, লোকে বলে, হয় না, তা হয়। ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়া, মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থির বিশ্বাসী হইয়া থাকা, ইহা লোকে এক রকম অসাধ্য মনে করিয়া রাখিয়াছে। সাধু অর্থ আর কিছু নয়, তাহার অর্থ অসম্ভব সাধন, অসাধ্য সাধন। সাধুরা দেখাইয়া গেলেন, যা মানুষ পারে না, তা হয়। স্বর্গীয় সাধুগণের এই মূল্য। এই জন্য তাঁরা পৃথিবীতে আসেন। আমরা বলি, 'যার রাগ আছে, একেবারে কখন যায় না, যার মন শুষ্ক, সে কখন ভক্তি-প্রেমরসে মত্ত হতে পারে না'; বড় বড় সাধুগণ দাঁড়িয়ে বল্‌চেন, 'তা হবে, নিশ্চয় হবে। যা হয় না, মানুষ বলে, তা নিশ্চয় হয়।' আমরা বুকের ভিতর সাধুদের জীবন প্রবিষ্ট ক'রে রাখ্‌ব। এই রকম ক'রে সাধুদের সম্মান করিতে হইবে। দয়াল হরি, আমরা সাধুদিগকে বড় অশ্রদ্ধা করেছি! তাঁরা বাড়ীতে এলেন যে ভাবে, সে ভাবে তাঁদের নিলাম না। আমি যে জিতেন্দ্রিয় সাধু শুদ্ধ হয়ে ওঁদের মত হব, সে আশা কি বেড়েছে? আমরা যে সাধুদের দেখিবার জন্য স্বর্গে গেলাম, তাঁদের হাত ধরে নাচিলাম, আমরা কি বলিতে পারি, 'এই আমার ভিতরে ঈশা, যত সাধু ঋষি আমার অন্তরে বসে আছেন।' হরি, চিরকাল আমি সাধুদের বাহিরে বসাইয়া রাখিয়াছি,

অন্তঃপুরে লইয়া গেলাম না। সাধুগণ, আমাদের রক্তের ভিতর এস। আমরা বুকের ভিতর সাধুতা রাখিব। দেখাব বুক চিরে যে, তাঁরা ভিতরে আছেন। বুক চিরে যেন দেখাতে পারি, সেখানে সাধু সাধ্বী। এ না হ'লে পৃথিবীতে থাকা মিথ্যা। আমরা সাধুদের বলি, তোমাদের সুখ্যাতি সম্মান দেব, মতেতে মানিব, কিন্তু ভিতরে স্থান দেব কেন? এই বলিয়া দেউড়ী থেকে তাঁদের বিদায় দিই। মা, এত ঈশার সুখ্যাতি ক'রে ঈশাপ্রকৃতি হলো না, হলো না। হরি, কি রকম ক'রে হাত যোড় ক'রে ঈশাকে বলিব, এস, ঈশা, ব্রহ্মতনয়, তোমাকে বুকের ভিতর রাখি? ঠিক যেন সাধু সচ্চরিত্র জীবনকে আহার করিব। যেন কিয়দংশে ঈশার মত হব। আচ্ছন্ন করে দাও। সাধুতা ভিতর পরিষ্কার ক'রে দিক্। সাধুরা আমাদের আত্মীয়, এঁদের যেন বাহিরে রেখে অপমান না করি। বাহিরে আর রাখিব না, রক্তের ভিতর, হাড়ের ভিতর, মাংসের ভিতর তোমাদের রাখ্‌ব। এমনি ঈশার ন্যায় বিবেক হয়েছে মনে যে, আর পাপের দিকে মন কিছুতে যায় না। আমি যেন ঈশা হয়ে যাচ্চি, ঈশা যেন আমি হ'য়ে এক হয়ে যাচ্চেন। যে ঈশা হ'তে পার্‌বে না, সে যেন ও নাম লয় না। যে ক্ষমাশীল হ'তে পার্‌বে না, যে চিরকালই রাগ করিবে, যে শত্রুকে বধ করিবে, সে যেন ও নাম লইতে না পারে। মুখে পঞ্চাশ বার 'শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ' বলিতেছি, অথচ ভক্তি নাই, কীর্ত্তনে মত্ততা নাই। মুখে 'বুদ্ধ বুদ্ধ' বল্‌চি, অথচ জীবে দয়া নাই, বৈরাগ্য নাই, পরের সেবা নাই। এতে কিছু হবে না; তাঁদের মত হয়ে যেতে হবে। তাঁরাই আমি হয়ে যাব। সাধুদের খেয়ে ফেলিব। বিবেক, বৈরাগ্য, নিষ্ঠা, ভক্তি, সর্ব্বত্যাগীর উৎসাহ, এ সমুদয় আমাদের হবে; সাধুর মাংস আহার করিলে ভিতরে কত তেজ হবে। যে জাতির যে ভক্ত থাকেন, সমুদয়ের ভাব লইয়া আহার করিব। 'হে ঈশা' 'হে মুষা'

বলিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে ? আমায় খেতে হবে। এই আহারে যে রক্তটুকু হবে, সাফ্ পরিষ্কার একেবারে। বৈরাগীর রক্ত হৃদয়ে বহিবে। আর কিছু বাহিরে রাখিব না, সব খাব, যা পাব। মা জননি, সমস্ত সাধুগুলিকে এমনি ক'রে সাজাইয়া রাখিবে যে, আমরা সব সাধুদের আহার করিব। দীনবন্ধো, পাপীর সহায়, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সাধুদিগকে বাহিরে না রাখি ; কিন্তু তাঁদের ভাল ক'রে আহার করিয়া, অন্তরে অন্তরে সাধুচরিত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া, দিন দিন পবিত্র ও শুদ্ধ হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অভিনয়ে নববৃন্দাবন

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ১৭ই ভাদ্র, ১৮০৪ শক ;
১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনজনের গতি, হে কাঙ্গাল মনুষ্যের গতি, শুষ্ক জীবন ধরিয়া আমোদ প্রমোদ করিলে কি হয় ? জীবন পবিত্র রহিল, অথচ তুমি যা বলিলে করিলাম, নানাবিধ উল্লাসের কার্য্য করিলাম ; এ জীবন বড় উৎকৃষ্ট। কিন্তু মনে যদি পাপ রহিল, অপবিত্র আমোদের ইচ্ছা রহিল, তা হলে এ সকল বিষ আমাদের পক্ষে। আমরা দেবতাদের ধ'রে সংসারের বাগানে আনিব। সে খুব মহত্ত্ব, ভারি সুখ। এই যে আমার সাজ হয়েছে, লোহার মত শক্ত হয়েছি, কাদার ভিতরে নিয়েই যাও, আর মার আর ধর, কিছুতেই কিছু হবে না। সৎপথে থেকে, তার পর আমোদ প্রমোদ অভিনয়, এ ভারি ব্যাপার। তবে যদি দুষ্ট লোকেরাও এই সকল করিল, আর আমরাও তাই করিলাম, তা হ'লে তাদের সঙ্গে

আমাদের ভেদাভেদ রহিল কি? শ্রেষ্ঠ আমরা কিসে? এতে শ্রেষ্ঠ হ'তে পারি, যদি আমরা মজা ক'রে আগে খাস দরবারে শুদ্ধ হয়ে ব'সে আছি, তার পরে আমোদ। শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবে ভাবুক, রসে রসিক; তোমার ভাবের মর্ম্ম বুঝেছিল, তাই অভিনয় করেছিল। কিন্তু, মা, ও যে সন্ন্যাসী হয়েছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের আর ভয় কি? তার অঙ্গ যে গৌর হয়েছিল। গৌরাঙ্গ না হলে কেহ যেন অভিনয় না করে, কাল অঙ্গ নিয়ে কেহ যেন নাট্যশালায় প্রবেশ না করে। যুবা দলের পক্ষে ইহা আরো কঠিন। গৌরাঙ্গ বলেন, এমন আমোদ কি কেবল সংসারীদের দেব? নাচ্‌তে দেখেছি যাকে, তাঁকে রঙ্গভূমিতে নাচাব, নাচিব। এই ব'লে তিনি তোমার কাছে নাচ্‌লেন। মা, এ অভিনয়ের ছলেও ত গৌরাঙ্গের পথাবলম্বী হওয়া যায়? গৌরের বাড়ীর অনেক পথ; সন্ন্যাসের একটা পথ, বৈরাগ্যের একটা পথ, ভক্তির একটা পথ, নাটক ও ওত গৌরের বাড়ীর পথ! তবে ত এ গৌরের নাটক, সাদা ধপ্‌ধপে গৌর না হ'লে, কেউত অভিনয় করিতে পারিবে না। আগে শুদ্ধ হবে, তবে অভিনয় করিবে। সকলে গৌর হয়ে যাব। গৌরের মা, সকলকে গৌর করে দাও, গৌর করে দাও। মা, এমন আশীর্ব্বাদ কর, এই রঙ্গভূমি যেন গৌরের নামে পবিত্র হয়। আমার শ্রীগৌরাঙ্গ দাদার নামে যেন এ নাটক বিকাইয়া যায়। এই অভিনয় থেকে আমার দেশের লোক যেন পুণ্যশান্তি সঞ্চয় করে। মা, এই যে সব ছবি, ও সব নরকের ছবি নয়, স্বর্গের ছবি। ওখানে বাঘ ছাগল একত্র খেলা কচ্চে, পাহাড় সমুদ্র জঙ্গল তৈয়ার হচ্চে। আমরাত বাহিরে পাহাড় পর্ব্বত দেখতে যাই। এতে কেন তার ছবি দেখি না? আমাদের নাটকের ছবির ভিতরও হরি। নাটক কখন মিথ্যা নয়, নাটক সত্য। ও ছবি না হয় হরি নিজ হাতে এঁকেছেন, এ ছবি না হয় পোটোর হাত দিয়া আঁকিয়েছেন। এ যদি

রঙ্গভূমি হয়, সংসারও কি রঙ্গভূমি নয়? মা, যদি তেমন মনে দেখে, এই অভিনয় থেকে লোকে কি পরিত্রাণ-রত্ন কুড়িয়ে নিতে পার্‌বে না? পার্‌বে, পার্‌বে। আমরা মনে করি না কেন, আমরা সকলেইত 'অবিনাশ'; সংসারের মদ খেয়ে খেয়ে, পাপে দগ্ধ হয়ে হয়ে, শেষে অনুতপ্ত হয়ে 'নীলগিরিতে গিয়ে গুরু অন্বেষণ' করি, এবং গুরু লাভ ক'রে, দৈববাণী শ্রবণ ক'রে, শেষে ভাল হব; পাপ পুরুষের উপর জয়ী হব। মা, এ কি কম কথা? তা হলে যে নববৃন্দাবন হবে। মা জননীগো, দয়া কর; সকল অবিনাশেরই যে দ্বীপান্তর হয়েছে। তুমি দয়া করে, এখন অনুতপ্ত করে ফিরিয়ে এনে, যাতে শ্রীবৃন্দাবনে যেতে পারি, তাই কর। বাপ, মা, ছেলে, মেয়ে, সকলকে একটি সুখী পরিবার কর। আমোদ প্রমোদেও হরি এসে উপস্থিত! এ আমাদের বড় সৌভাগ্য। সকলে প্রাণভরে শুনি, প্রাণভরে দেখি। মা, এই গরিবের ভবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তোমার কৃপাতে এখানে নববৃন্দাবন প্রতিষ্ঠিত হউক। মা সরস্বতি, তুমি অবিদ্যা নাশ করিবার জন্য, একেবারে সাক্ষাৎ এসে রঙ্গভূমিতে দাঁড়িয়েছ। ঐ রঙ্গভূমির মাটি নিয়ে কপালে দিয়া শুদ্ধ হই। ওখানে নবনৃত্য করিয়া গড়াগড়ি দিয়া লই। হরিভক্তের প্রতি তুমি এমনি সদয় বটে। এখানে নববৃন্দাবন স্থাপন করিলে, মা! নরনারী সকলেই যেন গৌর হয়েছেন। পাপবিহীন হয়ে, ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী হয়েছেন। মা, নববৃন্দাবনের দিক্‌টা এই। আহা, বঙ্গদেশ কৃতার্থ হইল। মা, এত সহজে স্বর্গলাভ হইল? মা, আমি দুপয়সা খরচ করে এত পেলাম? আমার বাড়ীকে শ্রীবৃন্দাবন করে, এইখানটাতেই যেন বুড়ো বয়সে বসে থাকি; আর কোথায় যাব? এইখানেই স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া সুখে বাস করি, কারণ এ যে শ্রীবৃন্দাবন। হে দীনবন্ধো, হে কাতরশরণ, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই

অভিনয়ে প্রত্যেকের হৃদয়ে নববৃন্দাবন দর্শন করিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

জীবজন্ম *

(কমলকুটীর, শনিবার, ১৮ই ভাদ্র, ১৮০৪ শক ;
২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে প্রসবিনি, হে দেবজননি, সংসারের বৃদ্ধি আশ্চর্য্য বস্তু। বৃদ্ধি তোমার প্রেম, তোমার করুণা, তোমার জ্ঞানকৌশল, বৃদ্ধি তোমার নাটকের উৎপত্তি। রঙ্গভূমিতে একবার আসা, প্রথম দর্শন দেওয়া, ইহা কি সামান্য ব্যাপার? আবার একজন আসিল, আবার একজন বাড়িল, আবার জীবের আকাশে একটা নূতন তারা দেখা দিল, সংসার-বাগানে ফুল আবার একটি বাড়িল, জীবনসমুদ্রে আবার একটা ঢেউ দেখা দিল, সংসারে তোমার আর একটি কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল; সেনাপতি, তোমার সৈন্যদলের আবার একটি সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। বৃদ্ধি তোমার জ্ঞান বুদ্ধি প্রেমের বৃদ্ধি প্রকাশ করিল। মনে হয়, সৃষ্টির প্রথমে অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তারপরে গড়াতে গড়াতে পৃথিবীতে আসিল। সে কোথায় ছিল, কেহ জানে না। বৃদ্ধি লোকের মন সতেজ রাখে, পাছে ভগবান্‌কে লোকে ভুলে; তাই সন্তান হয়। পাছে ভগবান্‌কে লোকে মৃত মনে করে, তাই বৃদ্ধি হয়। জগৎকে জানায় যে, সৃষ্টি চল্‌চে, ভগবান্ মৃত নন। রঙ্গভূমিতে নূতন নূতন লোক আসে। এই

* আচার্য্যদেবের পঞ্চম পুত্রের, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ, দেবালয়ে "সুব্রত" নামকরণ হয়। এতদুপলক্ষে দেবালয়ে আচার্য্যদেব এই প্রার্থনা করেন।

যে সকল ব্যাপার তুমি ঘটাইতেছ, এই যে নূতন নূতন লোক আসিতেছে, ইহারা পরে কি করিবে, কে জানে? জননি, দয়াময়ি, তুমিই প্রসব কর। জগন্মাতা, তুমিই জীবকে প্রসব কর। আমরা সকলেই তোমার সন্তান। আর যখনই একটি একটি সন্তান পৃথিবীতে প্রেরণ কর, রত্নগর্ভা, তারা তোমার জ্ঞানগর্ভ, পুণ্যগর্ভ, প্রেমগর্ভের সন্তান। হে ভগবতি, রত্নগর্ভা, সুবর্ণগর্ভা তুমি; তবে তোমার ভিতর হইতে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তারা ত দেব অংশ! আমরা ভাবি, বংশ-বৃদ্ধি মানে, দুঃখ অবিশ্বাস ভাবনা মায়ার রজ্জু-বৃদ্ধি। এই রকম করে পৃথিবীতে বংশ যত বাড়বে, কি বাড়বে?—মায়া। বাস্তবিক পৃথিবীতে এই হয়—যত বংশ বাড়চে, মানুষ রাগচে, সংসারে ডুব্‌চে ভগবান্‌কে ভুলে। কিন্তু, হে ভগবান্, আমি বলি যে, মানুষ জন্ম দেয় না। পৃথিবীতে পিতামাতা কেহ নাই। মনুষ্যসন্তান যে, ঈশ্বরসন্তান সে। মনুষ্যপুত্রের যে মা বাপ, শ্রীহরি, সকলই তুমি। এটা মানুষে বুঝিতে পারে না। মা সচ্চিদানন্দময়ি, গভীর অর্থ জানিলে বড় আনন্দ হয়। এ বৃদ্ধিগুলি কি? ভগবানের খণ্ড বাড়চে। ভগবানের বংশ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হচ্চে। এইটি মনে মনে যেন বিশ্বাস করি। ভগবতীর সন্তান হয়ে জন্ম হইল শিশুর। সুসন্তান, ঋষিপুত্র, নারায়ণের বংশ, প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক ক্ষুদ্র শিশু তোমা হইতে সাক্ষাৎ বিনির্গত হয়। অতএব মহর্ষি ঈশার জন্মের কথা আমরা যাহা শুনেছি, সকল শিশুর জন্মে আমরা যেন তাহা সংলগ্ন রাখি। তোমাকে পূজা করি, আর সকল শিশুর ভিতর তোমাকে পূজা করি। তা না হলে, কতকগুলি পুত্র বাড়চে, আর মায়ায় ডুব্‌চি, তা হলে হবে না। বৃদ্ধি সংবাদ পাবামাত্র যেন, ঠাকুর, এ বিশ্বাস করি যে, এ বড় সামান্য ব্যাপার নয়। ঠিক যেন তুমি ডাক্‌চ, অন্ধকার হইতে নবকুমার আয়, হরিসন্তান আয়; আর দেবপ্রসূতি হইতে দেবজন্ম হইল, সকলে প্রণাম

করি। যে নারী গর্ভে শিশু ধারণ করিল, তাকে লোকে ধন্য ধন্য করে, কারণ তাহার ভিতর দেবখণ্ড সংস্থাপিত হইল। ভগবানের দেব অংশ, পুণ্য অংশ, শক্তি অংশ তাহার ভিতর অবতীর্ণ হইল। মা, এই জীবসৃষ্টি সাক্ষাৎ তোমার ব্যাপার। অতএব সহস্র শঙ্খ বাজান উচিত, যখন কোন একটি নূতন শিশুর জন্ম হয়, যখন রঙ্গভূমিতে কোন একটি নূতন লোক আসিল। ভগবৎখণ্ড যিনি, তিনি আরো পুণ্যবান্ হইবেন, হরি যথাসময়ে তাঁকে উপযুক্ত করিবেন। হরিময় সব, হরি গৃহে, হরি সূতিকা-ঘরে, হরি সংসারে। নরনারীকে শিখিয়ে দাও, যেখানে ছেলে দেখিবেন, মাথা অবনত করিয়া প্রণাম করিবেন। ছেলেকে দেখে মনে হবে, কে নাকটি টিকল করিল, কে চোক্‌টি সুন্দর করিল, সে জ্ঞানী শিল্পী কে? অভিনয়ের পর অভিনয়, গর্ভাঙ্ক আর ফুরাবে না। গর্ভাঙ্কের পর গর্ভাঙ্ক, ছেলের পর ছেলে, বংশবৃদ্ধির পর বংশবৃদ্ধি, শতাব্দীর পর শতাব্দী এই রকম চলিবে। মা চিদানন্দময়ি, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই জীবজন্মে অদ্ভুত পুণ্য ভক্তি বৃদ্ধি করিয়া চিরানন্দে মগ্ন হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মুহূর্ত্তে পাপজয়

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৯শে ভাদ্র, ১৮০৪ শক ; ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে নূতন বৃন্দাবনের রাজাধিরাজ, তোমার যে ধর্ম্মের অভিনয়, তাহাতে শিখিবার অনেক আছে। হে পিতঃ, এক রাত্রিতে এত হয় কেন? এই মরিল, এই বাঁচিল, এই বিচ্ছেদ, এই মিলন ;

এই গুরূপদেশে ভাল হইল, এই রোগ-প্রতীকার। মানুষে বলে, এত শীঘ্র শীঘ্র হয় কেন? এই পাপ করিল, এই দ্বীপান্তর হইল, এই অনুতাপ করিল, ভাল হয়ে গেল; সকলের মিলন হয়ে, সুখী পরিবার হয়ে, স্বর্গ-লাভ হইল। এত শীঘ্র কি হয়? শ্রীহরি, জবাব দাও। এই এত পাপী ছিল, এই এত ভাল হয়ে গেল? সেই লোক, যার হাড়ের ভিতর দুর্গন্ধ, সে একেবারে এত ভাল হয়ে সস্ত্রীক নববৃন্দাবনে গেল কি করে? মা, এক দিকে পাপ ভারি কাল, আবার পুণ্য ভারি জ্যোতির্ম্ময়। কিন্তু এই মদ খাচ্চে, ব্যভিচার কচ্চে, যা খুসি তাই কচ্চে, যত দূর মানুষের পশুত্ব হবার হইল, আবার সেই রাত্রির মধ্যে কোথা থেকে অনুতাপ এলো। এ সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু লোকে বলে, বড় শীঘ্র হলো। ক্রমে ক্রমে যদি একটু ভাল হতো, তা হলে আমরা ভাব্‌তাম, ইহা স্বাভাবিক। মা, লোকে যে এই দোষ দেখাবে, ইহা কি খণ্ডন করা যায় না? রাতারাতি ধার্ম্মিক হওয়া লোকে গল্প মনে করে, এই জন্য যে, আমরা রাতারাতি ধার্ম্মিক হতে পারি না। মা, রাতারাতি যে পাপ দূর করিব, সুখী পরিবার হইব, ইহা বড় আশ্চর্য্য। মা, পাপের বড় যন্ত্রণা. পাপী যখন সেই সমুদ্রতীরে একাকী বসে অনুতাপ কচ্চে, তখন আর কি বলিব, কোথায় বা তার পিতামাতা, কোথায় তার প্রিয়দর্শন বালক বালিকা। এই নাটকের দুঃখ দেখ্‌চি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেখি, অবিনাশ এসে গেলেন. সঙ্গে মিলিত হইলেন। এতে সকলের কত আশা হয়, আমরা যদি রঙ্গভূমির মত জীবনে এ রকম করি, তা হলে চিন্তা কি। আমরা যদি ৮টার সময় পাপ আরম্ভ করে ১২টার সময় পাপ ছাড়ি, তা হলে বাঁচি। শ্রীহরি, আমরা ঠিক অবিনাশের মত পাপী। অবিনাশ যেমন পাপী ছিল, তেমনি সে শীঘ্র ভাল হলো। আশ্চর্য্য তোমার খেলা। যাকে ভালবাস, তাকে শীঘ্র ভাল করিবে বলে, এমনি

একটু নাকাল কর যে, একেবারে ভাল হয়ে যায়। মা, এ পুরাতন অবিনাশ গুলোর গতি কর। আমাদের কাছে পাপপুরুষ যে বার বার আসচে, মা, কেন? একবার নয়, বার বার এসে ভয় দেখায়। মা, আমরা পাপপুরুষকে যেন জয় করি। সে যে প্রলোভনে ফেলিবার জন্য কতবার আসে। মা, আমাদের নির্লিপ্ত কর। অবিনাশ অত পাপী লোক, একেবারে বেঁচে গেল। নিরাশার মহাসমুদ্রতটে আমরা কি পাপের জন্য অত ব্যাকুল হয়ে অনুতাপ করি? মা কমলা, দয়া করে এ দুর্জনকে আশীর্ব্বাদ কর, এইরূপ আমরা যেন শীঘ্র শীঘ্র পাপ থেকে মুক্ত হই, আর আমরা বিলম্ব যেন না করি। মা, আমাদের কপট সাধন, কুটিল প্রার্থনা, তাই আমাদের ভাল হতে এত বিলম্ব হয়। দয়াময়ি, একবার বিবেক বৈরাগ্যকে আমাদের কাছে সাজিয়ে আন। আগে তাঁদের সম্মান করি, ঈশাদত্ত অস্ত্র নিয়ে পাপকে খণ্ড খণ্ড করি। মা আনন্দময়ি, বাহাদুরি এই নাটকের ভিতর যে, এই পাপী এই পুণ্যবান্, এই নারকী এই ধার্ম্মিক। সহস্র প্রণাম এই কল্পনাকে, মানুষ কেমন এক রাত্রিতে ভাল হতে পারে, মা। মা, অভিনয়-রাত্রির মতন যেন সত্য সত্য স্বর্গারোহণ করিতে পারি। দয়াময়, পতিতপাবন, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা ঐ রঙ্গভূমির মাটী ছুঁয়ে, শুদ্ধ হয়ে, আনন্দে নাচিতে নাচিতে স্বর্গারোহণ করি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিবেক

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, সায়ংকাল, রবিবার, ১৯শে ভাদ্র, ১৮০৪ শক; ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো! হে অন্তরাত্মা! আমার জীবনের কোন্ অংশে তুমি লুকাইয়া আছ, জানি না। কাণ শুনিতেছে, ভিতরে একখানা বেদ পাঠ হইতেছে, একখানা নূতন শাস্ত্র পাঠ হইতেছে; কে পড়িতেছে, জানি না। একজন বিচারপতি সর্ব্বপ্রধান হইয়া বিচার করিতেছেন, কোথায় তাঁর বিচারালয়, জানি না। আমার অস্থির ভিতরে থাকিয়া, কেবল স্বর দ্বারা পরিচয় দিতেছ। আমার অন্ধকার আত্মার ভিতরে থাকিয়া, তুমি শব্দ করিতেছ। পোড়ো বাড়ীতে শব্দ শুনিলে লোকে যেমন ভীত হয়, অনেক সময় প্রাণের মধ্যে তোমার শব্দ শুনিয়া তেমনই ভীত হইতে হয়। হৃদয়ের এক অন্ধকার গলির ভিতরে শব্দ শুনিলাম, যেমন শুনিলাম—ভাবিলাম, এ কে? কে আমাকে কুচির পথে যাইতে নিষেধ করিতেছে? বলিলাম, ভগবান্, আর কেহ নয়। আমার ঈশ্বর! তুমি গাছের ভিতর, সূর্য্য চন্দ্রের ভিতর দেখা দিলে, আবার নীতিবিজ্ঞানের মধ্যে দেখা দিলে! সে মনোবিজ্ঞান আমি মানি, যাহাতে বলে—তুমি জগতের কৌশলে একজন রহিয়াছ; নীতি বিধির মধ্যে তুমি একজন থাকিয়া, মনুষ্যকে জাগাইয়া রাখিয়াছ। পৃথিবীতে না দেখিয়া যদি কখনও উদাসীন হই, অন্তরের বাণী কখনই নিদ্রা যাইতে দেয় না। একটী অন্যায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হব হব মনে করিতেছি, অমনই ধাক্কা মারে। ঘরে থাকি, বাগানে যাই, বাহিরে যাই, দৈববাণী যেন কাণে লাগিয়াই আছে। কাণ যদি ছিঁড়িয়া ফেলা হয়, তবু ঐ শব্দ শোনা যায়। তনু যদি ভস্মসাৎ হয়, তবু ঐ আগুন

জ্বলিতে থাকে। এমনই তোমার বাণী, যেন সহস্র নদীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধারা এক ধারায় মিলিয়া পাহাড়ের উপর পড়িতেছে। কোন মতেই ও শব্দ ভুলিতে পারি না। তোমার কথা, আমার কথা, উভয়কে এক বলিতে কোন মতেই পারি না। বাক্য তোমার এমনই মিষ্ট যে, তোমার কথা শুনিয়া আমি কখনই কষ্ট পাইলাম না। কখনও কুমন্ত্রণা দিয়া দাসকে মন্দ কার্য্য করাইয়াছ, ইহা কোন মতেই বলিতে পারি না। যত বাণী ধরিতে পারিয়াছি, প্রত্যেকটাই অভ্রান্ত সত্য দৈববাণী। কখনও দেখিলাম না, ব্রহ্মবাণী কল্পনা করিয়া ভ্রম হইল। একদিনের জন্যও অনুতাপ হইল না। যখনই ধরিয়াছি, ঠিক ধরিয়াছি; ব্রাহ্ম হইয়া যখন তোমাকে পাইয়াছি, তখন তব দর্শনে কি ভয় লোকভয়ে? কি ভয় কল্পনাভয়ে? বিশ বৎসর এ ব্যবসায় চালাইতেছি, এ দাস কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই; প্রতিবারই লাভ হইয়াছে। শুভক্ষণে ব্রহ্মবাণী মানিয়াছি, তাই এত দিনে এত সঞ্চয় করিয়াছি। হে মা, যত লোকে তোমার আশ্রয় লইয়াছে, সবাই যেন ব্রহ্মবাণী আশ্রয় করিতে পারে, এই আশীর্ব্বাদ কর। সবাই ছাড়িলেও, তোমার কথা শুনিয়া যে কি সুখ হয়, কেমন শান্তিধারা বক্ষের উপর পড়ে, তাহা জানিয়াছি। হাত যোড় করিয়া তাই এই প্রার্থনা করিতেছি, আপনার কুভাব, পরের কুমন্ত্রণা ছাড়িয়া, মা, তুমি কি বলিতেছ, তাই যেন শুনি। জননি, তুমি কি বলিতেছ, এই যেন কেবল সকলে জিজ্ঞাসা করে। পৃথিবীর বেদী নিস্তব্ধ হউক; মা, আমার বাহিরে ভিতরে বাস করিয়া চুপি চুপি কথা কও। তোমার কথা আমার মিষ্ট সুধা লাগে; অন্যের কথা বিষ বোধ হয়। বারবার কথা কও; কৃপাময়ি, তোমার কথা শুনিয়া পাপকে বধ করি, পুণ্য শান্তি সঞ্চয় করি, কাঙ্গাল বলিয়া একবার তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মত্ততা

(কমলকুটীর, সোমবার, ২০শে ভাদ্র, ১৮০৪ শক ;
৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে আনন্দময় হরি, তোমার জন্য আমরা কি না করি। যাত্রা করিতে আরম্ভ করিলাম, শেষে তোমার জন্য। তুমি যদি বানর নাচাইতে ইচ্ছা কর, আমরা বানর সাজিতে কিছুমাত্র কুন্ঠিত হইব না ; পৃথিবীতে এ কথা থাকিবে যে, আমরা হরির জন্য যাত্রা অবধি করিলাম। আমরা বৃদ্ধাবস্থায় নির্লজ্জ হয়ে, কোমর বেঁধে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিলাম। হরিকে আমরা ভালবেসেছি ; যখন ভালবেসেছি, তখন নাকাল হতে হবে, এই আমাদের অদৃষ্টে ছিল। ওরে হরি, যাকে মজাস্, তাকে এমনি করে নাকাল করিস্? নাথ, একটু ভালবাসলে কি শেষটা এই রকম করিতে হয়? কিই বা ভালবেসেছি, অতি সামান্য। আমরা বার্দ্ধক্য শোক রোগ এই সব নিয়ে, যে বেহায়া হয়ে, ভাঁড় সাজ্‌তে লাগ্‌লাম, এ কার জন্য? নিশ্চয় তোমার জন্য। হৃদয়েশ্বর, যা কিছু হচ্চে, তোমার প্রেমের জন্য। ভগবান পাপীদের সঙ্গে রঙ্গভূমিতে ইয়ার্কি করেন, এ সব রঙ্গের কথা কেবল ভাবগ্রাহী লোক বুঝতে পারেন। বৃদ্ধবয়সে কি এত দরকার হয়েছিল যে, এ কথা-নাটক না করিলেই নয়? তুমি বল্‌চ, মন্দির করা যেমন আবশ্যক, তেমনি নাট্টশালা করা আবশ্যক। মন্দিরে সে মন্দিরের রাজার মত, আর নাট্যশালায় বসিলে ইয়ারের মত। সেই ব্রাহ্মদের গুরু মন্দিরে এক রকম ; আর নাট্য-শালায় ব্রাহ্মেরা যেখানে মাতাল হয়ে মদ খাচ্চে, তাদেরও সাজের ঘরে সাজালে। আমাদের তোমার সঙ্গে আমোদ করিবার অধিকার দিলে ; কি উচ্চ অধিকার দিলে! রাজার রাজা ব্রহ্মাণ্ডপতি তুমি। দেবতা,

বলিহারি যাই। তোমার গুণে বশীভূত না হলে আর চলে না। মা আমার, এত তোমার ভাব! যাদের তুমি ভালবাস, তাদের এত আদর কর! তুমি আমাদের মত অধমদের সঙ্গে রঙ্গভূমিতে এসে নাচ্‌লে। সকলকে সাজিয়ে রঙ্গভূমিতে পাঠিয়ে দিলে, কেন না লোকে দেখুক, আর ভাল হোক্‌। এই সত্ত্ব মুক্তি সব চেয়ে ভাল। কে আমাদের সাজ্‌তে বল্লে, কে সাজিয়ে দিলে, কে নাটক লিখ্‌তে বল্লে? সকলই তুমি, হরি। কেবল কি শিক্ষক হয়ে নেবে এলে? তা নয়, ইয়ার হয়ে নেবে এলে তুমি। হে দীনবন্ধো, ভক্তদের সাজিয়ে নাট্যশালায় পাঠিয়ে দিলে, এত ভালবাসা তোমার। আমাদের দেখ্‌তে তুমি এত ভালবাস? ভগবান্‌ ইয়ার্কি দিলেন ভক্তদের সঙ্গে, এটা কি কম কথা? এটা বোঝে কে, আর মজে কে? আমরাও বেহায়া হয়ে গেলাম; বুড়ো বয়সে কোথায় ধ্যান পূজা করে কাটাব, তা না হয়ে, লোকের কাছে বেহায়া হয়ে নাটক কচ্চি। যে ভক্তেরা গভীরভাবে তোমার চরণসাধন কর্ত্তেন, এখন কি না, ইয়ার্কি দিতে আরম্ভ কর্‌লেন। ভগবতী পাগ্‌লীর জ্বালায় অস্থির। তুমি গম্ভীর গুরু, সে মূর্ত্তিও যেমন, আর ইয়ার্কির মূর্ত্তি, সেও তেমনি মিষ্ট! সেই মা-ই তুমি, তবে এবার তোমার মূর্ত্তি কিছু পাগলিনীর ন্যায়। মা, আমাদেরই মজাতে এলে? আর কি লোক পাও নাই? পৃথিবীতে তুমি আমাদের সকলকে নিজের মত পাগল কত্তে চাও? অভিনয়ের প্রেমে সকলে চারুশীলার মত এলোকেশী পাগলিনী হয়ে থাক। চারুশীলার দশা সকলেরই হোক্‌। পাগল, পাগলিনী না হলে, পাগলীর অভিনয়ে কেউ যোগ দিতে পার্‌বে না। আমাদেরও মন্দিরের পূজা মন্দিরে, এ মন্দির নাট্যমন্দির, এ দুই এক। পরমেশ্বর, আমাদের মা ক্ষেপী যে দিন ক্ষেপেছে, সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্চে। আমাদের জিনিষ ভাঙ্গচে, ভদ্রতা ভাঙ্গচে, সব যাচ্চে। আমাদের বুদ্ধি

বিবেচনা আর রহিল না। বুড়ো বয়সে কি হলো! আপনার হাতে রেঁধে খেতে হলো, সুধু পায়ে থাক্‌তে হলো, নাট্যমন্দিরে সাজ্‌তে হলো। মা, এই তবে বলি, যদি পাগ্‌লী হয়ে আমার মাথা খেলি, তবে এই দল শুদ্ধ সকলকে পাগল করে দে। সকলের মাথা খা। আমার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে সকলের মাথা খা। পাড়া শুদ্ধ সকলকে পাগল কর। মা, বড় সুখে আছি। আর বাকি রইল কি? এত আমোদ তোমার বাড়ীতে! মাতাল কটা বসে আছে, আর মদ যোগাচ্চ, প্রেম-সুরা যোগাচ্চ। ব্রহ্মাণ্ডপতি কত সাজই সাজ্‌চেন। একবার সাজ্‌চ মা, একবার সাজ্‌চ বাপ্। কোন্ নাটক তোমার বাকি আছে, বল। সেই সৃষ্টির দিন থেকে সাজ্‌চেন, আর কত লীলা খেলা কল্লেন। লীলা আর কি, কেবল নাটক। ওগো অধিকারী, তোমার অভিনয় চূড়ান্ত। হেরে গিয়াছে সকলে তোমার কাছে। কত রকমই সাজ্‌চ। বল্লে, আমি মানুষ সাজ্‌ব ব'লে, মানুষের ভিতর থেকে অভিনয় কচ্চি। একবার মা, একবার বাপ সাজ্‌চ। হৃদয়ের বন্ধো, পাগল করে দাও না। এই নাটকের পথ ধরে স্বর্গে উঠে যেতে পারিব। মা, মা, মা, মা—মা, তোমাকে আরো ভালবাসিতে দাও। তোমার জন্য সব দি, লজ্জা ভয় সব দি। আমরা মার স্বর্গরাজ্যের জন্য কিছুতে লজ্জিত হব না, কোন কাজ করিতে লজ্জিত হব না। আর ভদ্রতায় কাজ নাই। বলুক লোকে, অত্যন্ত বেহায়া নির্লজ্জ অভদ্র। মজিব আর মজাব। সখ্যভাব না হলে সুখ হবে না। এ যেন কেমন বেশ বিশুদ্ধ আমোদ। পাগলের ভাব পেয়ে, তোমার সঙ্গে মজে গেলে, আর কোন ভয় থাকে না। মা, আমরা বা কি থিয়েটার করেছি, এ অতি ছাই, তুমি যে থিয়েটার কর, তার কাছে। মা আনন্দময়ী সেখানে নিজে ভক্তদের সাজান। আহা, কি চমৎকার সাজ, প্রেমের সাজ, পুণ্যের সাজ! আমরা আবার

তা দেখিব। হে কৃপাসিন্ধো, হে দয়াময়, তুমি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন পাগল পাগলিনী হ'য়ে, তোমার অভিনয়ে শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অভিনয়ে প্রচার

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২১শে ভাদ্র, ১৮০৩ শক;
৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে মঙ্গলময়, হে দীনশরণ, এ তোমার একটি নূতন রাজ্য, যাহাতে আমরা এখন প্রবেশ করিয়াছি। জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় তোমার ভক্তদল আবার একটি নূতন গ্রামে প্রবেশ করিল। বক্তৃতা করিয়া দেশে দেশে তোমার নাম প্রচার করিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য উপায়ে, তোমার রাজ্য যাহাতে জগতে প্রচার হয়, তাহা করিয়াছি। এবার রঙ্গভূমিতে প্রচার। আমোদ আর ধর্ম্ম মিশিল। এবারকার এই বিধি। এ বড় চমৎকার বিধি। এ খেতেও ভাল, দিতেও ভাল। রঙ্গভূমিতে যদি ধর্ম্ম প্রচার হয়, তা হলে মন্দ কি? আমোদ আহ্লাদ ক'রে যদি স্বর্গে যাওয়া যায়, মন্দ কি? হরি, দেশে যথার্থ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য কি তুমি এই বিধি করিলে? ইহা কি যথার্থ ধর্ম্মপ্রচারের উপায় হইয়া আমাদের হাতে আসিয়াছে? অভিনেতা যাঁরা, তাঁরা তবে ধর্ম্মপ্রচারক। নাট্যভূমির সকল লোক, ছোট হইতে বড় সকলেই তবে ধর্ম্মপ্রচারক। এতে যাতে পাপী তরে, তাই কর, দয়াময়। নববিধানসম্বন্ধে পাপী যারা, তাদের এই উপায়ে এ দিকে আন তবে। পাপীর অনুতাপ হইল, পাপী পরিত্রাণ পাইল। দল বল সব লইয়া সশরীরে স্বর্গে চলিয়া গেল। নববিধানে সকল ধর্ম্ম এক হইল।

এ সব কথা যেমন বেদী হইতে বলি, তেমনি এই মনোহর নাট্যভূমিতে অভিনয় হইবে। আমরা কি আর আমোদের জন্য বৃদ্ধ বয়সে নাটক করিতেছি? রঙ্গভূমিতে আমোদের সঙ্গে অনেক সত্য মিশ্রিত হইয়া, অনেক লোককে এই দিকে আনিবে। হে পরমেশ্বর, হে বিশ্বাসীদের রাজা, আমাদের ভয় হয়, পাছে অভিনয়ের আমোদ করিতে করিতে আসল লক্ষ্য ভুলে যাই ;—সকলে বলিল, বেশ অভিনয় হয়েছে, ইহাতেই অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে, সকলকে তোমার দিকে আনিতে পারিলাম কি না, এ দিকে দৃষ্টি যদি না করি। মা, সেইরূপ উপদেশ দাও, সেই মন্ত্র দাও, যাতে এরূপ না হয়। পাপীর হৃদয়ে একটা অগ্নি জ্বলে উঠুক, তাতে যত শুক্‌নো পাপ পুড়ে যাক্। মা, যদি এইরূপে নববিধানের অভিনয় হতে হতে সমস্ত ভক্ত-সংখ্যা বাড়ে, ভারতে তবে ভারি মজা হয়। লোক-গুলো আমোদ করিতে আসিয়া, শেষে ভাল হয়ে যাক্। মা, আমরা আমোদ করি বটে, কিন্তু ইহা নববিধান-প্রচারের একটা প্রবল উপায়-স্বরূপ। এই নববৃন্দাবন নাটক নববিধান-প্রচারের একটা উপায়স্বরূপ হোক্। লোকে যদি কেবল "এ বেশ সেজেছিল, ও বেশ কেঁদেছিল" এই সুখ্যাতিটুকু ক'রে যায়, তবে আমাদের অত্যন্ত লজ্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু যদি দেখে গিয়ে নববিধানকে ভালবাসে, হরিনাম করিতে ইচ্ছা বাড়ে, তবে নববিধানের উদ্দেশ্য সফল হয়। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধো, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই পবিত্র অভিনয় করিতে করিতে, ক্রমে ক্রমে দেশের লোকগুলিকে, ভাই-গুলিকে সেই নববৃন্দাবনে লইয়া যাইতে পারি। মা, তুমি এই কৃপা কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

কার্য্যেতে বিধানের জয়

(কমলকুটীর, বুধবার, ২২শে ভাদ্র, ১৮০৪ শক ;
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে কৃপাসিন্ধো, হে ভক্তদের রাজা, তোমার বিধানকে তুমি আরো তেজোময় কর। নিদ্রিত কেন, জাগ্রত ক্ষীণ কেন, সবল হউক। আস্তে আস্তে বলে কেন, জোর করিয়া বলুক। হে দয়াল হরি, তোমার ধর্ম্মকে দিগ্বিজয়ী করিয়া, সকল ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে এই নবধর্ম্মকে স্থাপিত করিলে। কিন্তু, হে দয়াময়, আমরা কার্য্যে কি করিলাম? অত বড় অভিপ্রায় তোমার, তার পক্ষে অতি সামান্য সাধন করিলাম। আমরা ক্ষুদ্র, তা জানি; কিন্তু কাঠবিড়ালী যদি অত প্রকাণ্ড সেতু-বন্ধের সাহায্য করেছিল, তবে ক্ষুদ্র আমরা, নববিধানসেতু-নির্ম্মাণের সাহায্য কি করিতে পারিব না? তুমি বল, কিছুই যে কাজে হইল না। এরা কিছুই যে করিতে পারিল না। কোথায় আমেরিকা, চীনে আমার রাজ্য স্থাপিত হইবে, তা না হ'য়ে বাড়ীর কাছেই ঘুরে ঘুরে বেড়াইতেছে। চারি দিকে কেহ তো এখন গেল না। মা, যেখানে আমরা কাজে করিতে পারিলাম না, সেখানে অভিনয়ে কাজ করিতে লাগিলাম। যেখানে সত্য দ্বারা পারিলাম না, সেখানে কল্পনায় করিতেছি। প্রচারকেরা যা করিতে পারিল না, অভিনেতারা তা করিতেছে। কিন্তু, মা, এ তোমার কাছে গ্রাহ্য তো হইবে না। তোমার দাবি দাওয়া যে আরো বেশী। এ রকম ক'রে আস্তে আস্তে চলিলে তো হইবে না। এই বৃদ্ধ বয়সে আর একটু উন্মাদের অবস্থা দাও। ঢের কাজ যে এখনও বাকি। এত দুর পরিবর্ত্তন এখনো হয় নাই আমাদের মধ্যে, যে আমরা সকল ধর্ম্ম, সকল জাতির মিলন ক'রে, এই নববিধানে এক করিতে পারিয়াছি। দেশদেশান্তরের সকল লোক

এক হরিনাম করিয়া শান্তিতে মিলিত হইল, তা কৈ হইল? নববৃন্দাবনে মিলন কৈ হইল? নাটকে সকল জাতিকে এক স্থানে দাঁড় করাইলে কি হইবে? সকলে বলে, দেখাও না? মা, অবিনাশেরা বসে রয়েছে, সকল জাতি নববিধানে আসিল কৈ? মা, যদি নববিধানের অভিনয় হইল, তবে বিধান জয়ী হোক্ পৃথিবীতে। শক্ত ধর্ম্ম, অদ্ভুত বিধান। কিন্তু এটা করিতে হইবে। অভিনয়ের শেষটা যা অপূর্ণ আছে, তা পূর্ণ করিতে হইবে। বিধানের আসল মর্ম্ম পূর্ণ হইবে। শ্রীহরি, এই নিবেদন করি, নববিধানের শেষটা অপূর্ণ থাকে না যেন। এটা আমাদের নাটকের দোষ নয়, কেবল জীবনের দোষ। আমরা শেষটা মিলাইতে পারি না। মা, আমাদের দলের ভিতর এটা পূর্ণ করে দাও। নাটকেও তাই করি। শেষটা বিধান জয়ী হোক্। পিতঃ, অভিনয় শিখিয়ে দিয়ে গেল, যত ভাল অভিনয় কর, কিন্তু শেষটা রক্ষা করিতে পার না। মা, নববিধান যদি ধরেছি, তবে যেন এর শেষটা পূর্ণ করিতে পারি। হে কৃপাসিন্ধো, হে দয়াময়, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার প্রসাদে নববিধান সুসম্পন্ন করিয়া, পূর্ণ করিয়া, জন্ম সকল করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভক্তচরিত্রে চরিত্রবান্

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ২৩শে ভাদ্র, ১৮০৪ শক ;
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীননাথ, ভক্তপ্রদর্শনের ভার তুমি আমাদিগকে দিয়াছ। জগদীশ, পৃথিবীর ভক্তেরা অপদস্থ হয়েছেন, যুগে যুগে কার্য্য ক'রে এখন যেন তাঁরা

নিদ্রায় অচেতন হয়েছেন। ভক্তেরা পৃথিবীতে এলে যে পৃথিবীতে থাকিতে হয়, এটা কেউ জানে না। যদি তাঁরা এলেন তোমার হুকুমে, তবে এসে আবার চলে যাবেন কেন? তাঁরা হলেন ব্রহ্মখণ্ড। সেই সকল খণ্ড পৃথিবীতে পাঠান প্রয়োজন হয়েছিল। আবার কি সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল, তাই তাঁদের নিয়ে গেলে? তা নয়। এ জন্য নববিধান-বিশ্বাসীদের তুমি ব'লে দিলে, যখন তোমরা পৃথিবীতে যাইবে, ভক্তদের ডেকে নিও,— জাগিয়ে তুলো। মা, আমরা কি ভক্তদের বুকের ভিতর জাগিয়ে রেখেছি? আমাদের উপর বিশেষ ভার. প্রত্যেকের জীবনে ভক্তদের জীবন্ত ভাব বিচরণ করিবে, আমরা সাধুদের রোজ রোজ দেখাব। তুমি যেমন আছ, তেমনি সাধুরাও জন্মিলেন, কিন্তু তাঁদের মরণ হলো না, তাঁরা আছেন। আমাদের কেবল এই কাজ, সকলকে দেখাব যে, তাঁরা আছেন, মরেন নাই। আমাদের উপর এই ভার দিয়াছ। তবে নাথ, আমরা আমাদের চরিত্রশুদ্ধির জন্য কত দায়ী। এই চক্ষু, হস্ত, শরীর সাধুদের আকৃতি হয়ে যাবে। আমাদের প্রকৃতি সাধুদের প্রকৃতি হয়ে যাবে। মা জননি, ভক্তেরা গেলেন চিরদিনের জন্য যেন। আর কি পৃথিবী তাঁদের ডেকে আনবে? ইতিহাসের ভিতর যদি একটু আদর হয়, হবে। কিন্তু জীবন্ত ভাবে তাঁদের কেউ গ্রহণ করে না। প্রেমময় হরি, যে আমাদিগকে দেখিবে, দেখিবে, আমরা এ যুগে ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ, শাক্য, যোগী, ঋষি সব। আমাদের ভিতর সকলে নবভাবে বিকশিত। আমাদের বিনয় পবিত্রতা শান্ত ভাব দেখিবে সকলে। গাছে যেমন ফল ঝোলে, তেমনি আমাদের জীবনবৃক্ষে সাধু ঝুলুন। এমন সুখের দিন কি হবে, মা, যে এই পৃথিবীতে থেকে এই সাধন করিব? দয়াময়, কৃপাসিন্ধো, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন ভক্তদিগকে জীবনে চরিত্রে

প্রবিষ্ট করিয়া, তাঁদের আলোকে আলোকিত হইয়া, শুদ্ধ ও সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

আধ্যাত্মিক নাট্যাভিনয়

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ২৪শে ভাদ্র, ১৮০৪ শক ;
৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়ালু ভগবান্, হে পাপীর গতি, যখনই আমোদের খুব তরঙ্গ উঠে, তখনই তুমি সন্তানদিগকে আপনার বিশেষ পক্ষপুটে আচ্ছাদন কর। যখনই বাহিরের আমোদ জেয়াদা হয়, তুমি ভিতরের মনের চক্ষু উন্মীলন কর। এ সময়, ঠাকুর, তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই, এই যে আমোদ আহ্লাদের সময়, এখন তোমার ভক্তেরা খুব আধ্যাত্মিক এবং গম্ভীর হউন। এ সময় মন জমাট এমনই হউক যে, বাহিরের আমোদ আহ্লাদ চিত্তকে আরো পবিত্র করুক। ঠাকুর, যদি তোমার প্রসাদ আমাদের মস্তকে অবতীর্ণ হয়, আমরা নাট্যরঙ্গভূমিতে থাকিয়া, খুব আধ্যাত্মিক ও শুদ্ধ হইতে পারি। নাটকে স্বর্গের ব্যাপার সকল কল্পনা করিয়া, হয় ত যথার্থই আমরা স্বর্গীয় সাধুদের সহবাস লাভ করিতে পারি। আমোদে কাহারো মন যেন শিথিল না হয়। মন যেন আরো গম্ভীর হয়। দৈববাণী শ্রবণ করিবার আরো যেন ইচ্ছা হয়। পাপের জন্য আরো যেন অনুতাপ হয়। নববৃন্দাবনে যাইবার জন্য যেন আরো প্রয়াস হয়। বাহিরের অভিনয় দ্বারা ভিতরের অভিনয়ের দিকে লইয়া যাও। মনের গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি কর। যথার্থ ভক্ত যাঁরা, বাহিরের ব্যাপার দেখে তাঁরা দৌড়ে ভিতরে যান। হরি হে, মনের ভিতর যেতে দাও।

বাহিরে থাকিতে দিও না। নতুবা বাহিরের আমোদ প্রমোদে মন এমনই শিথিল হয়ে যাবে, শুষ্ক হয়ে যাবে, আর কিছুই জমাট থাকিবে না। হরি, ভিতরের চক্ষু উন্মীলন কর, মনের ভিতর যেতে দাও। বাহিরের এ সকল যেন উপলক্ষ হয়, অবলম্বন হয়, ভিতরের নাটক করিবার জন্য। নাটক ত অনেকে করে, আমরাও কি অসার আমোদের জন্য নাটক করিব? আমরা নাটক করিব ধর্ম্মের জন্য। গম্ভীর কর, জমাট ভাব দাও। খুব যোগী হই আমরা, অভিনয় করিতে করিতে। দীননাথ, হে কৃপাসিন্ধো, তুমি দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই সকল বাহিরের দৃশ্য অতিক্রম করিয়া, ভিতরে ভিতরে তোমার দিব্য নাট্যমন্দির সংস্থাপন করিয়া, সেখানে তোমার প্রেমলীলা সাধন করিতে করিতে কৃতার্থ হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সাধুভক্তি

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ২৬শে ভাদ্র, ১৮০৪ শক ;
১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে অনাথনাথ, হে সাধুসজ্জনদের স্রষ্টা, আমাদের ন্যায় অধম লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, তুমি যুগে যুগে এই পৃথিবীতে ভক্তদের প্রেরণ করিয়াছ। সহজ নহেন তাঁরা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বীর। এক এক দৃষ্টিতে তাঁরা যুগ যুগান্তরের পাপ ক্ষয় করেন। কি শুভক্ষণেই তাঁরা আসেন! কত লোকের নিরাশ মনে আশা দিচ্চেন! কত লোকের কষ্ট দূর কচ্চেন! জননি, এই নীচ মনুষ্যবংশে কিরূপে এমন বীর সকলের জন্ম হইল? জাগো জাগো, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ! দুঃখীর দুঃখ, পাপীর

পাপ, নিরাশের নিরাশা মোচন ক'রে দাও। জগতের গৌরব তোমরা, মানুষের মাথার মুকুট তোমরা; তোমরাই শাস্ত্র, তোমরাই নেতা; তোমরাই বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ। স্বর্গ আর পৃথিবীর মধ্যে যত তফাৎ, তোমাদের আর আমাদের মধ্যে তত তফাৎ। আমরা কি কাল! তোমাদের কি লাবণ্য! মা, তুমি বল্‌চ যে, "দেখ্‌ দেখি, তোদের হীনকুলে জন্ম ল'য়ে, কি লোক প্রস্তুত হয়েছে!" কি লোক্ তৈয়ারী করেছ, মা! তুমি দয়া করিলে ওঁদের সঙ্গে আমরা থাকিতে পাই। আমাদের কাল দেহে কি ওঁরা বাস করিবেন? আমাদের বাড়ীতে কি ওঁরা আসিবেন? উচ্চ সাধু ওঁরা. যদি আমাদের মত অস্পৃশ্য লোকের বাড়ীতে থাকেন, ওঁদের গৌরব কি খাট হবে? মা, সাধুজননি, বল, ওঁরা যে আমাদেরই জন্য এয়েছেন। ওঁরা যে ভাঙ্গা যোড়া দিতে এয়েছেন। মা, ওঁদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে, আমরা কনিষ্ঠ, আমরাও যে ভাল হব, বড় হব। মা, ওঁদেরই গৌরব মহিমা বাড়িবে। সাধুগণ, সঙ্গ দাও। হে কৃপাসিন্ধো, হে দয়াময়, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকল প্রকার নীচ বাসনা কামনা ত্যাগ করিয়া, স্বর্গীয় সাধু মহাত্মাদের পদসেবা করিতে করিতে, উচ্চপ্রকৃতি হইয়া যাইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভক্তিসঞ্চার

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, সায়ংকাল, রবিবার, ২৬শে ভাদ্র, ১৮০৪ শক ;
১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনশরণ, হে কৃপাসিন্ধো, অপার তোমার প্রেম, অদ্ভুত তোমার করুণার লীলা! কি রূপেই আমি প্রথমে তোমাকে দেখিয়াছিলাম! কি ভয়ানক রূপ দেখিয়াছিলাম, আর কি সুখের কুসুম হৃদয়-সরোবরে এখন ভাসিতেছে! কেমন করিয়া তুমি এমন সুন্দর রূপ দেখাইলে? কোথায় ছিল এ রূপ লুকাইয়া? কোন্ পথ দিয়া এলে? ভাইদের কাছে আশার সংবাদ দিলাম; এখন যাহাতে তাঁহারা এই আনন্দ লাভ করিতে পারেন, তাহাই কর। কোন্ পথ ধরিয়া, শুষ্ক বালুকার মধ্য দিয়া, কোন্ পাহাড়ের ধার দিয়া, এই ভক্তিসরোবরের তীরে আসিলাম, দিক নির্ণয় করিয়া আসি নাই; গ্রামের পরিচয় লই নাই। তাই কাহাকেও বলিতে পারিতেছি না, এই পথে চল, ভক্তি হইবে—মৃদঙ্গ বাজাও, কি ঐ পথ ধর, নৃত্য করিতে পারিবে। কিছুই স্মরণ নাই, বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই; কেবল স্মরণ আছে, এক সময়ে ছিল না, এখন হইয়াছে। এক সময়ে তোমায় মা বলিতে পারিতাম না, এখন বলি, এমন মা কোথায় তুমি লুকাইয়াছিলে? মা, তোমার ব্রাহ্মদের কেহ যদি অসুখী থাকেন, সে এই জন্য—আমার মা যে তুমি, তোমাকে দেখেন নাই। তোমাকে দেখিলে দুঃখের রজনী শেষ হবে। কে কে আমার আনন্দময়ী মাকে দেখিয়াছেন? যিনি দেখিয়াছেন, তাঁকে আমি আমার সখা বলি, আলিঙ্গন করি; তিনি আমার বন্ধু হন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মা, এমন বন্ধু কাছে আনিয়া দাও। 'ব্রহ্ম ব্রহ্ম' করিয়া ভাণ করিলে কি হইবে? এখন তিন জনে মিলে না; পাঁচ জনে মিল হয় না।

এমন মাকে যদি সকলে গ্রহণ করেন, গভীর প্রেমের মিলন হইবে। আর সম্প্রদায়-ভেদ, বর্ণভেদ থাকিবে না। এক মাকে দেখিলে কখনই বিবাদ হবে না; কখনই বিচ্ছেদ হবে না। আমি যাঁকে মা বলি, আর একজন তাঁকে মা বলেন না; আমি যাঁকে পরিত্রাতা বলি, আর একজন তাঁর নিকট পরিত্রাণ অন্বেষণ করেন না; এইজন্য এত বিবাদ, এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা। হরি হে! তুমি কখন বিবাদ কর না। নৃত্যকারীদের ভিতর বিবাদ হয় না। মা থাকিতে কি বিবাদ হয়? করুণাময়ি, সে রাজ্যে কি বিবাদ হয়, যে রাজ্যে নৃত্য? কবে সে নৃত্যের দিন আসিবে? আশার কথা বলিলাম; বন্ধুগণ শুনিয়া সাধন করিবেন কি না, বলিতে পারি না। যতদিন না, মা, তোমার দেখা হয়, ততদিন চার, ছয়, দশ সম্প্রদায় হইবেই হইবে। কিন্তু জানি, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে এমন দিন আসিবে, যে দিন আর সম্প্রদায় থাকিতে পারিবে না। কঠোর চিন্তা— ততদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। গতিহীনকে দয়া করিয়া এই বর দিবে না কি, যে ক'টী ভাই ভগ্নী নববিধানে আমরা তোমার পূজা করিতে উদ্যোগ করিয়াছি, মা আনন্দময়ি, আমরা যেন তোমারই পূজা করি, আর কাহারও না; আমি যে শুক্‌নো পাতা কুড়ায়ে মরিতাম, আমার কি হইল! আহা, মা, ভক্তিতে মাতিলাম! খুব মাতাও। ভারত মাতিবে, পৃথিবী মাতিবে। ভক্তিতে দেশ টল্ মল্ করিতেছে দেখিয়া মরিব। পৌত্তলিকতা যাইতেছে, কি ব্রহ্মজ্ঞানীর দল বাড়িতেছে, এ দেখিয়া তত সুখ হয় না; "ঐ মাকে ডাকৃছে" এই কথা শুনিলে বড় সুখ হয়। আশা হয়, মাকে ডাকিয়া নবনৃত্যে সকলে যোগ দিবে। আমরা ক'টী ভাই কি ছিলাম, কি হইলাম! লোকলজ্জা বিসর্জ্জন দিলাম; চঞ্চলা ভক্তি, প্রগল্ভা ভক্তি, জঙ্গুলে ভক্তি, মাতানে ভক্তি আজ হইয়াছে। কাল কি হবে, তা জানি না। যেমন নৃত্য, তেমনই নাটক। পরে কি

হবে, কেহই বলিতে পারে না। মা, একজনের দিকে সকলের দৃষ্টি হোক। পাঁচটী হরি চাই না। মতের হাজার ঈশ্বর, চল্লিশ হাজার ব্রহ্ম পূজা করিলে, জগতের সুখ হবে না। একটী জননী তুমি মাঝখানে দাঁড়াও। সমস্ত ভারত তোমার চারিদিকে নাচুক। দয়াসিন্ধো, যেন আমরা প্রগল্‌ভা ভক্তিতে নাচিয়া নাচিয়া প্রমত্ত হই, একবার, অনাথনাথ, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভক্তমায়া

(কমলকুটীর, সোমবার, ২৭শে ভাদ্র, ১৮০৪ শক ;
১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে হরি, বৃন্দাবনের কয়টা সোণার পুতুলকে বুকে করিয়া রাখিলে, তবে তাদের প্রতি মায়া হইবে। আমি ত বিশ্বাস করি না যে, আমাদের দলের লোকেরা ঈশা মুষাকে আপনার মনে করে। তীর্থযাত্রা এক, আর বুকের ধন ব'লে তাঁদের বুকে রাখা এক। জননি, বাড়ী ঘর কবে তাঁহাদের দ্বারা পূর্ণ হবে? তাঁদের উপর একটা মায়া কবে হবে? মায়া দাও। মায়া না হলে, প্রেম হবে না। বিশটা সাধু বইত নয়, এঁদের আর বুকে রাখিতে পারব না? ঠিক যেন পুতুলের মত করে, তাঁহাদিগকে বুকে মাথায় কাঁধে রাখিব, চুম্বন করিব, কোলে করিব। ঈশা কি তোমায় বলেন যে, নববিধানবাদীদের আলিঙ্গন আমার বড় ভাল লাগে? তিনি কি বলেন, আমাদের প্রেমে তিনি মজেছেন? আমরা কি তাঁদের মায়ায় মুগ্ধ হয়েছি? তাঁ'দিগকে বড় আদর করেছি? মা, এ কথা কি ঈশা তোমায় বলেন? বাড়ীর মেয়েরাও আদর করিবে,

অলঙ্কার পরাবে, চেলি পরাবে, চন্দন পরিয়ে দেবে। ঈশ্বর, এ যদি সত্য হয়, গরিব কাঙ্গাল হাত তুলে নাচিবে। খৃষ্টানদের ধরে আমি ঈশাকে ভালবাসিলাম। ওরা ঈশাকে বোঝে না, তাই বইয়ের ভিতর বন্ধ ক'রে রেখেছে। মা, গৌরকেও আমরা খুব ভালবাস্‌ব। তোমার সোণার ছেলেদের ভালবাস্‌ব। আয় রে আয়, কাঙ্গালের ধন, আয়! সোণার পুতুলগুলি, আয়! তোদের গুণে তোদের আদর করিব। আবার তোদের মার খাতিরে তোদের আদর করিব। যদি, ভাই প্রাণের ঈশা গৌরাঙ্গ, আমার বাড়ীতে থাক, তবে কৃতার্থ হ'য়ে যাই। মা, কি রকম ক'রে এঁদের ভালবাসিব? ঐ ও পাড়ার হে ঈশা, হে মুষার মত? না, মায়াতে বদ্ধ হব। এস, হরি, তোমার মায়ায় বদ্ধ হই, আর তোমার ছেলেদের মায়াতে বদ্ধ হই। হরি, আমার বাড়ীতে ওঁদের রাখ। এক এক বার উৎসব, কি তীর্থযাত্রার সময় ওঁদের মনে হয়; আর মনেও করি না। মা, সকল সময় ওঁদের কাছে রাখ। ওঁদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ গল্প ক'রে কাটাই। ওঁদের তুমি হার, বালা, কণ্ঠমালা করেছ; ওঁরা আমাদের কণ্ঠের ভূষণ হউন। হে দয়াসিন্ধো, কৃপাময়, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন মুখে কেবল সাধুভক্তি, সাধুভক্তি না করি; কিন্তু তোমার সুপুত্রগুলির মায়াতে বদ্ধ হইয়া, চিরকাল তাঁদের প্রেমজালে জড়িত হইয়া থাকি। ঈশার মাতা, গৌরাঙ্গের মা, দয়া করে আজ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিধানের মহত্ত্ব

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২৮শে ভাদ্র, ১৮০৪ শক ;
১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

অভয়দাতা হরি, স্বর্গরাজ্যের রাজা, তোমার নববিধানের জন্যই আমরা পৃথিবী ভাবিলাম ; নতুবা কেবল কলিকাতা বা বঙ্গদেশ ভাবিতাম। বিধান আসিয়া আমাদের চক্ষুকে প্রশস্ত ক্ষেত্র দেখাইয়া দিয়াছে, হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়াছে। আমরা চাই যে, যত দেশে যত পাপী আছে, পরিত্রাণ পায় ; যত দেশে যত মূর্খ আছে, জ্ঞান পায় ; যত দেশে যত উপধর্ম্মী আছে, এই নববিধানের আশ্রয় লয় ; যত অবিশ্বাসী নাস্তিক আছে, তোমার চরণে মস্তক অবনত করে। সকলের ঘরে ঘরে নববিধানের ছবি থাকিবে। সাহিত্য-বিজ্ঞানবিদ্‌ সকলে এই বিধানের তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিবে। এই সেই ধর্ম্ম, হরি, ভাবিলে কি হয়! যে দুটি পাঁচটি লোক গালাগালি দিবে, তারা কোথায় পড়ে থাকবে! তাদের নামও থাকবে না। সার যা, তাই থাকবে। আমরা সার কথা কচ্চি। তোমার পদসেবা কচ্চি। জননীর কর্ম্ম করি, আমরা নববিধানের কার্য্য করি। আমাদের নাম থাকবে। আমরা হুঙ্কারে মেদিনী কাঁপাব। আমরা একটু তুফানে ঝড়ে কেন ভয় পাই? আমরা ভারি ধর্ম্ম হাতে পেয়েছি। বড় কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। মা, এই দলকে যদি কিছু দিন রাখ, আর তোমার আশীর্ব্বাদ যদি এদের মাথায় থাকে, তবে ইহাদের কে পায়? যার এত বড় বাড়ী, এত বড় থাম তৈয়ের হচ্চে, দুটো ছোট লোক এসে ফুঁ দিয়ে কি তা উড়িয়ে দিতে পারে? যারা এর বিরুদ্ধে লিখ্‌চে, গালাগালি দিচ্চে, তারা কি করিতে পারে? তিন চারটে মাছি বল্লে, আমরা পাখা বিস্তার ক'রে সূর্য্যকে আড়াল করি,

তা হলে এদের কাঁচা বাড়ী শক্ত হবে না, শুকাইবে না। ছি ছি ছি! অত্যন্ত সামান্য ক্ষুদ্র এরা, যারা তোমার বিধানের বিরুদ্ধে কিছু বলে। হরি, আমাদের পুণ্যসম্বল অল্প, মহত্ব কম; আমরা যদি এদের সঙ্গে কথা চালাচালি করি, এদের কথায় কাণ দি, তবে যেটুকু পুণ্য আছে, মহত্ব আছে, এদের সহবাসে যাবে। মা, ভাইরাও, দেখ্‌চি, ভয় পান। মা, কেমন ক'রে এঁরা লড়াই করিবেন, যদি সামান্য ইঁদুর ছুঁচো দেখে এত ভয় পান? মা, তুমি দয়া ক'রে এঁদের বলে দাও, এই যে চারিদিকে কাগজে বিলাতে এখানে এত লোক লিখ্‌চে, বিরুদ্ধে বল্‌চে, এরা সব সোলার সিপাই। একটা বাতাস উঠিলে উড়ে যাবে। এদের কি সাধ্য, মার পাথরের বাড়ী ভাঙ্গিবে? ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ? ঈশা, মুষা, গৌরাঙ্গ ইত্যাদি সাধুদের দিয়ে যে বাড়ী গাঁথা হচ্চে! মা, আমরা পাথরের উপর কাজ কচ্চি। আমরা বেঁচে গেলাম, ধন্য হলাম। যে বাড়ীতে ভবিষ্যতে মানবকুল বাস কর্‌বে, সে বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পাইতেছি। আমরা যে নাটক করে যাচ্চি, এ কি অন্য থিয়েটারের মত? ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা এই নববিধানের অর্থ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে। কোথায় আমেরিকা, কোথায় এসিয়া, কোথায় আফ্রিকা, সকল দেশের লোককে এই নব-বিধানের কথা তুমি বলিবে। দয়াময় হরি, আমরা তোমার কাছে এই চাকরি চাচ্চি, অন্য বেতন চাই না; এই পুরস্কার চাই যে, আমরা যেন পৃথিবীর ভাল ক'রে যেতে পারি। মা, আমরা যেন লোকের কথা না শুনি। তা হলে কাজ করিতে পারিব না। হরি হে, কীর্ত্তি-স্থাপনের ক্ষমতা আমাদিগকে দাও। যারা পৃথিবীর জন্য কাজ কচ্চে, নিত্য কীর্ত্তি-স্থাপনের জন্য তারাই থাক্‌বে, আর কেউ নয়। মাগো, বিশ্বাস করি তোমাকে, আর কাহাকেও না। আমাদের উৎসাহ বাড়িয়ে দাও। যা ভাল বুঝিব, করিব। কারো কথায় কাণ দিব না। তুমি যা বারণ

করিবে, তা করিব না। তোমার কাজে নিযুক্ত কর। তোমার বাড়ীর মিস্ত্রী হইয়া থাকি। আর ওদের কথা শুনিব না। করুণাসিন্ধো, গতিনাথ, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন ব্রহ্মতেজে পূর্ণ হইয়া, ব্রহ্মাণ্ড কাঁপাইয়া, তোমার নববিধান প্রচার করি, তোমার কাজ করি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরিসুখে সুখী

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ৩১শে ভাদ্র, ১৮০৪ শক ;
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

পরম পিতা, দীনবন্ধো, ভক্তের সুখ হরিতে, অভক্তের সুখ পৃথিবীতে। হরিতে সুখ বোধ করি কি না, হরিতে এত আহ্লাদ পেয়েছি কি না, যে অন্য সুখকে তুচ্ছ করি। প্রেমময়, আমরা তোমার কাজ করিলাম, তোমার নাটক করিলাম, এখন এই জানিতে ইচ্ছা করি, ঠাকুর, যথার্থই কি তোমাতে সুখ পাইয়াছি? যিনি তোমার ভক্ত হন, এ সব সুখ চান না; আর এক সুখের অন্বেষণ করেন। আমি সমস্ত দিন কি কথা কই, ইহাতে বোঝা যাবে, তোমাকে ভালবাসি কি না। আমি তোমার কথা বন্ধুদের কাছে বলি কি না, এতেই বুঝিব, সুখ তোমাতে আছে কি না, একমাত্র সুখ তুমি কি না। হে প্রেমময়, যত রকম সুখ সমস্ত দিন সম্ভোগ করি, এর মধ্যে কটা সুখ তোমার? খেয়ে ঘুমাইয়ে, পরিবারের সঙ্গে আলাপ ক'রে, বন্ধুদের সঙ্গে কথা ক'য়ে সুখী হই; কবার হরি তোমাকে নিয়ে সুখী হই? সুখের বস্তু যে একমাত্র ভবসংসারে তুমি, তা এখনো বুঝিতে পারি নাই। তা হলে তোমাতেই কেবল সুখ অন্বেষণ

করিতাম। ততদিন আমাদের দলকে নিকৃষ্ট বলিব, যত দিন ভগবৎপ্রসঙ্গ কেবল আমাদের সুখের কারণ না হবে। যখন দেখিব, আত্মা কেবল ব্রহ্মরস পান করিতে চায়, তোমার সঙ্গই আমার আহার পান হবে, তখন জানিব, আমার সুখ তোমার কাছে। আমাদের ভিতর ব্রহ্মকে না আনিলে হইবে না। সুখ হবে দৌড়ে গিয়ে মার কোলে বসে, মার কোলে শুয়ে। তোমার প্রেমসুধা-পানে তেমন সুখ কৈ হয়, যেমন তৃষ্ণার সময় এক ঘটী জল পান ক'রে হয়? হরি, তুমি যেখানে প্রাণের আরাম, গভীর আনন্দ, সেই শান্তিসমুদ্রে ডুবিয়া যাইব। জননি, খাবার তুমি, জল তুমি, বন্ধু তুমি, পিতা মাতা তুমি। মা, তুমি আমাদের চিরসুখ হও, শান্তি হও। যাতে সুখী হলাম কি না, এটা আপনি বুঝিব। হরি, সুখের রস পান করাইয়া, খুব মত্ত করে টেনে লও। পৃথিবীর এ সব সুখ অসার, বুঝিয়ে দাও। আমরা যখন তোমাকে ধ্যান করিব, তোমার কথা বলিব, তখনই আমাদের সুখ হবে। হে দীনবন্ধো, হে আনন্দ-সিন্ধো, কৃপা করিয়া আজ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা আর সকল অসার তুচ্ছ সুখ ত্যাগ করিয়া, ভগবানের যে গভীর সুখ, ব্রহ্মরস-পানের যে যথার্থ সুখ, তাহাতে সুখী হইয়া, ভক্ত-জীবনের শ্রেষ্ঠতা পৃথিবীকে বুঝাইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অভিনয় দ্বারা জয়ভিক্ষা

(কমলকুটীর, শনিবার, ১লা আশ্বিন, ১৮০৪ শক;
১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে পরম পিতঃ, তোমার রঙ্গভূমিতে পদার্পণ করিয়া আমরা নিন্দিত হইতেছি, গালাগালি খাইতেছি। আমরা তোমার কার্য্য করিতে গিয়া অকারণ কেন অপমানিত হইব? হরি, তোমার সাক্ষী আমরা হইব, আমাদের সাক্ষী তুমি হও। আমরা তোমার কার্য্যই করিতেছি। তোমার একটি একটি নূতন বিধান যখনই পৃথিবীতে প্রচার হইয়াছে, পৃথিবী কাঁপিয়াছে। এবারও কাঁপুক। হরি, হাজার অলৌকিক ক্রিয়া করিলেও, সকলে যে এই নববিধান মানিবে, সে আশা নাই। মহর্ষি ঈশা অত শুদ্ধ ছিলেন, তোমার জন্য প্রাণ দিয়ে গেলেন, তবু তাঁর ধর্ম্ম লোকে লইল না। তাঁকে বিশ্বাস করিল না। এখনও তাঁর কত শত্রু! বড় বড় বিদ্বান্ জ্ঞানীরা তাঁকে কি না বল্‌চে! হরি, এমন একটা ব্যাপার কর, যাতে পৃথিবীর লোক বুঝ্‌তে পারে, এদের সঙ্গে ঝগড়া করা অন্যায়। তোমার দল ক্রমে দুর্জ্জয় হউক। কোন যুদ্ধে যেন আমরা না হারি। প্রত্যেক বার সংগ্রামজয়ী হইব। দিগ্বিজয়ী সেনাদল; তোমার প্রসাদে এবারও আমরা নাট্যভূমিতে শত্রু জয় করিব। মা, যখন তোমার পা যতবার ছুঁয়েছি, ততবারই জিতেছি, তখন এবারও জয়ী হইব। মা, যাদের তুমি তোমার অভেদ্য কবচে আবৃত করিয়া দিগ্বিজয়ী করিয়াছ, তখন এবারও তাদের সংগ্রামবিজয়ী কর। অলৌকিক ব্যাপার সকল দেখাও। জয় রঙ্গভূমির জয়, দু'হাজার লোক সমস্বরে বলিবে। মা, তোমার সম্বন্ধে লোকে এসে গালাগালি দিবে? এতবার আগুন খেলাম, আবার আগুন খেতে হবে? মা, তুমি বাহির হও। যখন নাট্যশালা

করেছ, তখন বাহির হইতেই হইবে। ভগবতি, এবার নামিয়া আসিতে হইবে। মা দুর্গতিহারিণি, কৃপা ক'রে এবার ভারতে এস, এসে শত্রু দমন কর। দাও, দয়াময়ি, বিবেক বৈরাগ্যের হস্তে খড়্গ। সেই খড়্গ লইয়া যুদ্ধে মাতিব। মা, একবার এস। পৃথিবীর লোকগুলিকে দেখাও, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তুমি ঘুমিয়ে নেই। মা, এখন প্রমাণের সময় এয়েছে। ভগবান্, তোমার রূপ গুণ পৃথিবীকে দেখাও। তোমার গৌরব আর তেজ একবার পৃথিবীকে দেখাও। যেমন দেখাব, অমনি সকলে মানিবে। মা, রণসজ্জা ধ'রে এস। দেখি, শত্রুদের কেমন বীরত্ব! হে দীননাথ, হে কৃপাসিন্ধো, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আর ভয় না করিয়া, সময় এয়েছে জানিয়া, সকল শত্রু নিপাত করিয়া, তোমার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নাটক দ্বারা ভক্তিবৃদ্ধি

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ২রা আশ্বিন, ১৮০৪ শক;
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে পতিতপাবন, আমাদের ব্যবসায় এই হইল, যাতে কিছু পাই, তাতেই আছি। যদি কিছু পাওয়া যায় রঙ্গভূমিতে, আমরা ছাড়িব কেন? যদি দেবতাদের সঙ্গে দেখা হয় এই উপলক্ষে, তবে ছাড়িব কেন? কি হইতে পারে, কি হইতে পারে না, সে বিষয়ে মানুষ কেন আগে থাকিতে স্থির করে? ছবির ঘরের ভিতর হইতে জগদীশ্বর বাহির হইতে পারেন। আর মিথ্যা রথ হইতে সত্য সত্য বিবেক বৈরাগ্য রথে করিয়া নামিতে পারেন। আমাদিগকে আশা বিশ্বাস দাও। আমরা

যাতে কিছু পাওয়া যায়, তার জন্য আছি। অভিনয়ের পর সকলে দেখ্‌বেন, চরিত্র ভাল হয়েছে কি না। যোগ ভক্তি বৃদ্ধি হয়েছে কি না, দেখিবেন। নতুবা যদি কেবল আমোদ করিবার জন্য, ভাঁড়ামি করিবার জন্য, মজার জন্য অভিনয় হ'য়ে থাকে, তবে নাট্যশালা এখনি পুড়িয়ে দাও। আমোদ প্রমোদ কেবল কি আমোদ প্রমোদেই পর্য্যবসিত হবে? অভিনয় যারা একত্রে করিবে, তাদের পরস্পর খুব গলাগলি ভাব হবে। শরীর পুণ্যে জ্যোতিষ্মান্ হবে। চরিত্র পবিত্র হবে। জীবন দ্বারা প্রমাণ হবে, আগে যা ছিল না, তা এই অভিনয়ে লাভ হয়েছে কি না, দেখিতে হইবে। পরস্পর পরস্পরের নিকটতর হইব। বন্ধু আরো প্রগাঢ় বন্ধু হইবেন। অভিনয় করিলে যে উপাসনা ভক্তি যোগ বাড়ে, তার দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে। নতুবা নাটকের ঘরে আগুন লাগিবে। যদি লোকে বলে যে, কৈ এদের যেমন বিদ্বেষ অপ্রণয় শুষ্কতা ছিল, তেমনি রয়েছে; তবে ভস্ম হয়ে যাক নাট্যশালা এখনি। একদিন নাটকের ঘরে পদার্পণ করে কত ভাল হয়েছি, এ যেন দেখাতে পারি। মা, এবার যে অনুতাপ দ্বারা শুদ্ধ হতে পারে, এবার মাতালও পরিবর্ত্তিত হতে পারে, এবার শিশুরা স্বর্গ থেকে নেবে এসে বিবেক বৈরাগ্য শিখাতে পারে, এবার যে সে ঋত্বিক সেজে হরিনাম গান করিতে পারে, এবার যে সে আচার্য্য হ'য়ে উপদেশ দিতে পারে, নাটকে এই হইল। কারো উচ্চ পদ শ্রেষ্ঠতা রহিল না। এবার বড় ছোট হইল, ছোট বড় হইল। এবার পরিত্রাণের সময় এয়েচে, এবার ঐ বৈরাগ্য বিবেকের রথে চড়ে আমরা স্বর্গে যাই। মা, নাটক থেকে শুভ ফল দাও। এবার প্রেমেতে পরিবর্ত্তিত হইয়া, হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে, যেন আস্তে আস্তে নববৃন্দাবনে চলিয়া যাইতে পারি। মা, রঙ্গভূমির বাতাস শরীরে লাগিয়া শরীর শুদ্ধ হউক। আবার বলি, অভিনয়ে আমাদের চরিত্র ভাল করে দাও। হে প্রেমময়, হে দয়াময়,

আমাদিগকে কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন কেবল মুখে নাটকের মহিমা কীর্ত্তন না করি, কিন্তু নাটকের দ্বারা যথার্থ শুদ্ধ এবং সুখী হইয়া যাই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

লজ্জা ও ভয়

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, সায়ংকাল, রবিবার, ২রা আশ্বিন, ১৮০৪ শক ; ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে অপার করুণাসিন্ধো, তুমি যাহাকে লইয়া খেলা কর, তার চরিত্র অন্যে বুঝিতে পারে না ; সে আপনিও বুঝিতে পারে না। আমি লজ্জা ভয়ের মধ্যে পড়িয়া, একবার এদিক, একবার ওদিক দেখি। আমি পৃথিবীকে কেন এত ভয় করি ? কত লোক যে নিন্দা করিতেছে, দোষারোপ করিতেছে। এ লোকটা যে লোকের কাছে ভয়ানক অহঙ্কারী বলিয়া পরিগণিত হইল। তোমার আশ্রিতের মান সম্ভ্রম কি রাখ্‌বে না ? তোমাকে যে বিশ্বাস করে, সে অহঙ্কারী হইল ? তুমি জানিতেছ, অহঙ্কার অভিমান নয় ; লজ্জাশীলতা। পৃথিবীর লোকের মধ্যে পড়িয়া আমি কি নাকাল হই, জান। কি যে জড়ভাব হৃদয়ে হয়, তুমি জান। সে অবস্থা বর্ণনাতীত ! কিছুতে কথা কহিতে পারি না ; লজ্জা ভয় আসিয়া উৎপীড়ন করে। এ জীবনে এ দুটী দুর্ব্বলতা আছে, জানিলেন ভাই বন্ধু। আমি পক্ষ সমর্থন করিতে আসি নাই। আমাকে ভাল বলে, বলুক ; মন্দ বলে, বলুক। সে দিকে লক্ষ্য করিয়া জীবনবেদ বল্‌ছি না। আমার ভয় আছে লজ্জা আছে। যারা হরিভক্ত, তোমাতে আসক্ত, তাদের কাছে

লজ্জা হয় না, একটুও ভয় হয় না। যদি হয়, সেখানে তত পরিচয় হয় নাই বলিয়া। আপনার লোকের কাছে আমি সাহসী সিংহের মত। তাদের সম্মুখে মন খুল্‌তে ইচ্ছা হয়। যাই বাহিরের লোক আসে, অমনই জিহ্বা জড়ের মতন হয়। আমার চরিত্র, মা, তুমি জান; আমি সুখ্যাতি প্রশংসা চাই না। এর জন্য আমার অনিষ্ট হচ্চে, বিশ্বাস করি না। পৃথিবী ভয়ানক স্থান; পৃথিবীর বাজারে দোকানে আমি কিরূপে কার্য্য করিব? কর্ত্তব্য না হলে, সে সব স্থানে যাই না। সংসারের আগুনে আমাকে ফেলো না। তোমার পাদপদ্ম লাগে ভাল, আর গুটিকতক তোমার অনুগত বন্ধু বান্ধব লাগে ভাল। প্রচারক করিয়াছ, হাজার হাজার লোকের সঙ্গে কারবার করিতে হয়। বলিদানের ছাগলের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিত আমি যেখানে সেখানে গমন করি। এ লোক দক্ষ নয়, নিপুণ নয়, তুমি জান। প্রতাপ তোমারই; মহিমা তোমারই। এমন লাজুক লোককে নৃত্যে প্রবৃত্ত করিয়াছ, ধর্ম্মে সাহসী করিয়াছ। স্বভাব যার লাজুক, ভীত, সেও ভীমরবে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতেছে! মা, লজ্জাহীনকে লজ্জা দিতে পার; আর যার লজ্জা আছে, তার লজ্জা দূর করিতে পার। পৃথিবীর বলীকে তুমি দুর্ব্বল করিতে পার; দুর্ব্বলকে বলী করিয়া, তার হুঙ্কারে অপরকে ভীত করিতে পার। এ গরিবকে কি করিলে? লাজুকের ধর্ম্মে লজ্জা গেল, এ যে এক আশার কথা; তাই হাত যোড় করিয়া মিনতি করি, খুব সাহস সকলের বাড়ুক। ধর্ম্মের খাতিরে যেন লজ্জা না হয়। ধর্ম্মের জন্য বেহায়া হওয়া চাই। সময় আসিয়াছে; পথে পথে প্রগল্‌ভা ভক্তির খাতিরে, সম্পূর্ণরূপে নির্লজ্জ হইয়া বেড়াইব। আজ কাল যে শুভ সময় আসিয়াছে, এখন যদি ভয় করি, নববিধান মাটি হইবে। নাচিতে বসিয়াছি, এখন মাথার কাপড় টানিব না। লজ্জার খাতিরে আদেশ

পালন করিতে থামিব না। একেবারে মান অপমানের মধ্যে স্থির থাকিয়া, শ্রীপাদপদ্ম সাধন করিব। লোকে নির্লজ্জ বলিবে, হীন বলিয়া ঘৃণা করিবে, যে সুখ পাচ্চি, তাতে মানুষের মুখ চেয়ে ভীত হব, মনে হয় না। পৃথিবীতে বালকের ন্যায় অসহায় থাকিতে পারি, কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে সিংহের ন্যায় হইব। হে মাতঃ, হে জননি, ধর্ম্মরাজ্যে মুকুট পরাইয়া দাও। থাকে প্রাণ, যায় প্রাণ, তোমার নামকে জয়ী করিতে হইবে। আশীর্ব্বাদ কর, ভক্তিতে নির্লজ্জ হব, বিশ্বাসে সাহসী হব। অন্যত্র লজ্জা ভয়ের জন্য তত ভাবি না। করুণাময়ি, করুণা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন ভক্তিতে বিশ্বাসে নির্লজ্জ ও সাহসী হইয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই। মা, কৃপা করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ব্রহ্মে বিলীন

(কমলকুটীর, সোমবার, ৩রা আশ্বিন, ১৮০৪ শক ;
১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে প্রেমময়, ভক্তের সুলভ, অভক্তের দুর্লভ রত্ন, তুমি যে কি বস্তু, তাহা তো নির্ণয় করিতে পারিলাম না। বুদ্ধির অতীত দুর্জ্ঞেয় পদার্থ তুমি, এ কথা বিজ্ঞানবিদেরা বলেন। কে তুমি, কি তুমি, কেহই জানে না,—কিছুই বুঝা যায় না। আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। অচিন্ত্য পরব্রহ্ম। অকূল চিনির পানা, অনন্ত মিশ্রী, অনন্ত গোলাব জলের সাগর তুমি, এ বলিলে কিছু বেশী বলা হয় না। আমি বুঝ্‌তে পারি না, তুমি কে, তুমি কি ; ছোট কি বড়, কি পদার্থ তুমি ; অথচ তোমাকে জানি। যত সুগন্ধ, তারই ঘনীভূত তুমি, অতি সুশীতল সুমিষ্ট সরবৎ, সুশীতল

জলধারা হ'য়ে আমার মাথায় পড়্‌চ চিরকাল তুমি। তুমি পুরুষও নও, স্ত্রীও নও, অরূপ অপরূপ তুমি। যা ব'লে তোমাকে ডাকি, তাই তুমি। বাপ ব'লে ডাকিলেও,তুমি বেজার হও না। অথচ যদি বলি, তুমি বাপও নও, মাও নও, বন্ধুও নও, তুমি আকাশ, তাও বলা যায়। যেমন ফুলের সৌরভ দেখা যায় না, অথচ নাকে গন্ধ যায়, আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, তেমনি তুমি। কোথায় তুমি আছ, কি রকম তুমি, কেউ জানে না; অথচ কর্ণের ছিদ্র ব্রহ্মবাণীতে পূর্ণ, চক্ষু দুইটি ব্রহ্মরূপে পূর্ণ, নাসিকা ব্রহ্মের সুগন্ধে পূর্ণ, মুখ ব্রহ্মসুধায় পূর্ণ, ব্রহ্মাভিষেকে সমুদয় শরীর ইন্দ্রিয় পূর্ণ হইতে লাগিল; শেষে হইলাম ব্রহ্ম-অঙ্গ। সমুদয় দেহ তোমার ভিতর গেল, গিয়া পুণ্য হ'য়ে গেল, শান্তি হয়ে গেল। আর আমার অসার জমাট অংশ পড়ে রহিল। যা সারাংশ, ঠাকুরে মিশে গেল। আমার যা ভাল, যেটা আসল মানুষ, ঠাকুর নিয়ে গেলেন। আমি যাব হরিতে, না, হরি আস্‌বেন আমাতে? আমি ডুবিব হরিতে, না, হরি ডুবিবেন আমাতে? আমি যাব হরির বাড়ীতে, না, হরি আস্‌বেন আমার বাড়ীতে? একই কথা। প্রবিষ্ট আর প্রবেশ; নির্ব্বাণ হয়ে গেল। আমি আনন্দ হ'য়ে গেলাম, পুণ্য হয়ে গেলাম, ব্রহ্মেতে মিশে গেলাম। এক হয়ে গিয়ে পাপ অসম্ভব হয়ে গেল। আর বুঝ্‌তে হলো না, জান্‌তে হলো না, ভাব্‌তে হলো না। সাধন করিতে করিতে যেটা স্থূল ছিল, সূক্ষ্ম হয়ে গেল; ভাবের উত্তাপে লঘু হ'য়ে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু হ'য়ে, ব্রহ্মেতে মিশে গেল। জল হ'য়ে বৃহৎ সমুদ্রে মিশিয়ে গেল। এই চিন্তা বড় আনন্দপ্রদ। হরি, তুমি যে হও, সে হও, আমি সত্য বলিলাম। সত্যেতে বিলীন হ'য়ে গেলাম। দ্বৈতবাদ নয়, অদ্বৈতবাদ নয়। তবে বিলীন থাকিতে পারি না। এই খানিক পরে ভিন্ন হ'য়ে যাব। ভ্রম পাপেতে তোমা হইতে স্বতন্ত্র হ'য়ে যাব। হরি, আমাকে তোমাতে চিরবিলীন

কর। যেন আমরা সকলে এক হ'য়ে যাই। আর ভেদ স্বতন্ত্রতা থাকিবে না। সুগন্ধির বাগান, সুরভির উদ্যান। ব্রহ্মকে খাও, ব্রহ্মের ঘ্রাণ লও, এই যোগ। হরি হে, বুকের ভিতর হইতে জীবাত্মাকে টানিয়া লইয়া, তোমার ভিতরে শীঘ্র ডুবাও। সুখ, প্রেম, জ্ঞান, আনন্দ হ'য়ে যাব। এখন উড়িলাম ব্রহ্মের সঙ্গে। এই শুদ্ধতা, এই পরিত্রাণ। হরি, প্রসন্ন হও। তোমার ভিতরে আমাদিগকে সূক্ষ্ম পরমাণু করিয়া শীঘ্র বিলীন কর, এই তব চরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মুক্তিফৌজের বৈরাগ্য

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ৪ঠা আশ্বিন, ১৮০৪ শক ;
১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াল হরি, সাধকবন্ধো, পাপীর সহায়, নির্ধনের পালক, আমাদের দলটিকে কৃপা করিয়া আর একটু ভাল কর। দলটি, ঠাকুর, এখনও বিধানের উপযুক্ত হয় নাই। নিজমুখে যে সকল কথা বলিতে পারিলাম না, তা হইল না ; যা বলিতে পারিলাম, তাও হইল না। মা, আর এক দল হয়েছে, আমাদের লজ্জা দিবার জন্য। তাদের মধ্যেও আদিষ্ট প্রত্যাদিষ্ট সেনাপতি আছে। এক সময় দুই দল প্রস্তুত হইল। তারা বিলাতে বসে বসে খুব জোরের সহিত বল্‌চে। আমরা নিৰ্জ্জীব হয়ে বল্‌চি। নববিধানের দলকে তারা লজ্জা দিতেছে। বলিতেছে, "ধিক! স্বর্গীয় রাজার সেনা হ'য়ে, কোথায় তোরা ভারত জয় করিবি, না, আমাদের শেষে ভারতে গিয়া যুদ্ধ করিতে হইল! আমরা নিশান খাঁড়া নিয়ে উপস্থিত। আমাদের নাম মুক্তির সৈন্য।" মা, এইবার অপমানিত হইলাম, হারিয়া

গেলাম। এত দিন বড় হারি নাই, আমাদের দলের চেয়ে মহাত্মা বুথের দল বড় হইল। তাঁর সৈন্যদল সমুদ্র টলমল করিয়া আসিতেছে। তারা বলেছে, লক্ষ লক্ষ লোক ভারিতে প্রস্তুত করিবে। মা, তবে তাই হোক্। তোমার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। দয়াময়ি, এরা কি করিল? আমাদের খুব আক্কেল দিক্। এক সময়ে কি দুটো এক রকম দল হয়? তারা আস্‌ছে, বেশ হইল, তোমার ইচ্ছা যদি ইহা হয়, পূর্ণ হউক। আমাদের ওদের চিহ্নিত ব'লে, প্রত্যাদিষ্ট প্রেরিত ব'লে মানিতে হইবে। মা, ওদের দলের যদি খুব আগুনের মত বৈরাগ্য হয়, আমাদেরও তাদের চেয়ে উচ্চতর বৈরাগ্য দেখাতে হবে। এবার আমাদের গুরু শিক্ষক আস্‌চে। ওরা তো বিধান মানে না, কিন্তু ওদের কত জীবন্ত ভাব! কত তেজ! আমাদের সকল বিষয়ে লজ্জা দিল ওরা। ওরা গরীব হ'য়ে, বৈরাগী হ'য়ে আস্‌চে। আবার ওদের মধ্যে মেয়েরা সৈন্যাধ্যক্ষ হ'য়ে নিশান ধরেছে। আমাদের মধ্যে তা তো নাই; হবার সম্ভাবনাও নাই। ওদের দ্বারা যদি দেশের মঙ্গল হয় হউক, আমাদের মুখে চূণ কালি পড়িল। আমরা এত দিনে কিছু করিতে পারিলাম না, আর ওরা তোমার আদেশ পেয়ে, এই এত দূরে সন্ন্যাসীর মত হ'য়ে, দীন হ'য়ে আস্‌বে? এ এক আশ্চর্য্য অদ্ভুত নূতন সংবাদ। এ তোমার বিচিত্র লীলা। তুমি আমাদিগকে খুব শিক্ষা দিলে, আমাদের খুব লজ্জা দিলে। প্রাণেশ্বরি, তবে কি ওরা ভারত নেবে? তবে কি ওরা ভারত জয় করিয়া লইবে? এই দল পড়িয়া থাকিবে? তাই তো। আমরা গুণে বড় না হলে, তাই হইবে। বৈরাগী ফৌজ আস্‌চে। আমরা যে পারিলাম না। মা, ওরা যেমন বৈরাগ্য দেখাচ্চে, আমরা যদি তদপেক্ষা অধিক বৈরাগ্য দেখাতে পারি, ওরা যেমন পিতা পিতা বল্‌চে, আমরা যদি তেমনি মা মা মা মা আদ্যাশক্তি ভগবতী বলিতে বলিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারি,

তবে হয়। মা, তোমার এই গরীব দল যেন মরা না হয়। ঐ দল যেন একখানি প্রকাণ্ড পাথরের মত, নাইনীতাল থেকে গড়াতে গড়াতে আস্‌চে, আমাদের মাথার উপর। ওরা জমাট বেঁধেছে ভক্তিতে, বাধ্যতায়, বিনয়, শাসন, বৈরাগ্যে। আর আমাদের দল দার্জিলিংএর মত মাটির পাহাড়, ঝুর্ ঝুর্ করে মাটি খসে পড়্‌চে। জমাট বাঁধে নাই আমাদের মধ্যে। এই দলের স্বেচ্ছাচারী লোকগুলিকে শিক্ষা দাও। মা, যদি আমরা উচ্চতর বৈরাগ্য দেখাইয়া জিতিতে পারি, তবেই হয়, নতুবা গেলাম। লড়াইয়ের ফৌজ হইল না। এমন তেজ জমাট আমাদের হোক্। দীনবন্ধো, কৃপাময়, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন উহাদের উদাহরণ দেখিয়া, সাধন দ্বারা উচ্চতর জীবনের উচ্চতর বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রেমের পীড়ন

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ৬ই আশ্বিন, ১৮০৪ শক ;
২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াল হরি, হে বর্ত্তমান বিধানের বিধাতা, অনেক ঘটনা ঘটিতেছে। নানা প্রকার ব্যাপার এই বিধানের মধ্যে আসিতেছে। কত অদ্ভুত ঘটনা দেখিতেছি। বিস্ময়াপন্ন হইবার কত বিষয় তুমি প্রদর্শন করিতেছ। কত নূতন নূতন সত্য দেখিলাম, শুনিলাম, সঞ্চয় করিলাম। কিন্তু সময়ে সময়ে মনে এই প্রশ্নটি উদয় হয়, মহাপ্রভো, তুমি কেন এত ভালবাস? তোমার নববৃন্দাবন নববিধান সব বুঝিলাম। কিন্তু বুঝিলাম না এই যে

তোমার প্রেম কেন এত হয়! এ নিগূঢ় কথার অর্থ বুঝিলাম না। প্রেমময় হরি, কেন ভালবাস, তার উত্তর দিবে না? যদি তোমার সুন্দর ছেলে হইতাম, গুণী হইতাম, যদি ক্রাইষ্টের মত, গৌরাঙ্গের মত হইতাম, তবে বলিতাম না, কেন ভালবাস। তবে বুঝিতে পারিতাম, কেন ভালবাস। কিন্তু যখন বিবেকদর্পণে মুখ দেখি, পাপে কলঙ্কে কাল, গাময় ক্ষত, তখন মাথা হেঁট করিয়া ভাবি, কেন মা এত প্রেম করেন, কাল কুৎসিত ছেলেকে? এ কথার অর্থ কিছুতে বুঝিতে পারি না। হরি, বল, পাপাসক্ত নারকীকে কেন তুমি এত ভালবাস? এ ত সহজ দয়া নয়! এমন কাল ছেলেকে তুমি কেন কোলে কর, আর এই পাপী সন্তানকে নিকটে আসিতে দাও? এই কাল গায়ে গয়না দিয়ে সাজাও? লক্ষ লক্ষ টাকা আমায় দাও? মা, তোমার প্রাণ কি রকম, তোমার কি রকম স্নেহ আদর, কিছুই বুঝিতে পারি না। অবাক্ হ'য়ে থাকি, হাজার বার জিজ্ঞাসা করি, কিছুতে উত্তর দাও না। এ জীবনে পরিত্যক্ত অবস্থা কখনও বুঝিতে দিলে না। মা, তুমি সরে যাও, তোমার সুন্দর স্তনে আমার কাল বিষাক্ত মুখ দেব না। আমার বাড়ীর আস্তাকুঁড়ে তোমার প্রেমের হীরা থাকিতে দেব না। তোমার পবিত্র জরির আঁচল আমার গায়ে ঠেকিতে দেব না। আমি তোমার প্রেমের সম্মান রাখিব। মা, তোমার দয়া মায়া সব যাবে, এবার এই পাষণ্ডকে দয়া করিয়া। ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ, ও কোল তোমাদেরই, আমার মত কাল ছেলের নয়। তোমরাই বোস মার কোলে। কি বুঝে আমাকে মা কোলে করেন, বুঝিতে পারি না। ছেলেকে কোলে ক'রে এত আদর কেন? মা, তুমি আমাকে তো সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দিতে পারিতে। তা না দিয়ে, এখনো এত আদর? ঠাকুর, তোমায় আমাদিগকে ভালবাসিতে দিব না। এত বাড়াবাড়ি সহ্য হয় না। সকাল বেলা থেকে চাল ডাল

খাবার, আবার টাকা কেবলই আনচ। আমি কি ভালবাসি, তাই খুজে খুঁজে আনচ? মা, তুই গেলিনে আমার কাছ থেকে? তাড়িয়ে দিলাম, তবু গেলিনে? তবে তোকে খুব ভালবাস্‌ব। মা জননি আমার, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার প্রেমের সমুদ্রে ডুবে যাই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দরবারের গৌরব

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ৭ই আশ্বিন, ১৮০৪ শক ;
২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে অধমতারণ, এই ঘর পৃথিবীকে শাসন করিতেছে, ইহা তুমি দেখাইয়া দাও। তোমার দরবারের ঘর, স্বর্গ থেকে প্রথমে আলো আসিবার ঘর, এই তোমার সঙ্গে আমাদের কথা কহিবার ঘর, এই স্বর্গ থেকে চিঠি আসিবার প্রথম ডাকঘর। স্বর্গের রাজকুমারেরা এই ঘরে আগে বেড়াইতে আসেন। দেবতাদের আড্ডা, এই চিহ্নিত প্রেরিতদের বসিবার জায়গা বাড়ী, স্বর্গ ও পৃথিবীর মিলন এই ঘরে। হে পিতঃ, এই ঘর তোমার ঘর, ইহা যেন বিশ্বাস করিতে পারি। এই ঘর সমস্ত পৃথিবীকে যেন শাসন করে, সংযত করে। দয়াময় হরি, তুমি কৃপা করিয়া এই ঘরের মহিমা খুব বুঝাইয়া দাও। নববিধান এই ঘর দিয়া বাহির হইতেছে। বিধাতঃ, তুমি এই ঘরের ভিতর পবিত্র স্থানে নববিধানবাদীদিগকে বিধি নিয়ম আদেশ দিতেছ। এই ঘরের যে দরবার, সেই দরবারের যে আইন, তাহা সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করিবে। তোমার আদালত এখানে। তুমি আদালত করিতেছ, আর দেবতারা

আইন লিখিতেছেন, ভক্তদের মিলনের স্থান এইটী। আর অন্য জায়গায় এঁদের তো দেখা হবার যো নাই। তোমার ঈশার গির্জ্জায় গেলে, সেখানে তো গৌরাঙ্গের সহিত দেখা হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দিরে ঈশা তো যাইতে পারেন না। এ দলের লোকের সঙ্গে ও দলের ঝগড়া মারামারি। তাই সাধুরা এই ঘর বড় ভালবাসেন। এ ঘর যে সন্ধির রাজ্য। অমূল্য এই ঘর, ইহার মূল্য নাই। একটা প্রকাণ্ড বিধানের দরবার এই ঘরে হইতেছে। এ ঘরে সকলই হচ্চে। কাণা আর কালা যারা, তারা কেবল দেখ্‌তে শুন্‌তে পাচ্চে না। যত শাস্ত্রের মিলন এই ঘরে। যত মতের মিল এখানে হচ্চে। যত সেক্‌রা ব'সে এই ঘরে সব রকম ধাতু গলিয়ে এক করিতেছে। তোমার এজলাস্ আদালত এই ঘরে। দয়াময়, যত আইন জারি কর, আমরা শুনি। বৌদ্ধ খৃষ্টান মুসলমান বৈষ্ণব সকলেই এই ঘরে বসেছেন, বেড়াচ্চেন। বর্ত্তমান সময়ে এই ঘরই তোমার প্রধান কীর্ত্তি। ধন্য সে, যে এই ঘরের মহিমা গান করিয়া, ইহাকে মহীয়ান্ করিবে। দীনবন্ধো, কৃপাসিন্ধো, আমাদিগকে কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন, যে ঘরে বসিয়া তোমাকে ডাকি, সেই ঘরের মহিমা বিশ্বাস করি এবং সেই ঘরে যে সমুদয় কাণ্ড হইতেছে, তাহা ভক্তিনয়নে আরো ভাল করিয়া দেখিয়া কৃতার্থ হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

যোগের সঞ্চার

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ৯ই আশ্বিন, ১৮০৪ শক ;
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে যোগেশ্বর, এ জীবনে দেখিলাম, অভাব থাকে বটে, কিন্তু মোচন হইয়া যায়। কে জানিত, ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িয়া, ইংরাজী মত শিখিয়া, যোগী হইতে হইবে। কিন্তু, নাথ, তোমার পথে আসিয়া যোগী হইতে হইল। আমি যে স্বপ্নেও যোগ ভাবিতাম না; যোগের কথা জানিতাম না। যখন আসিলাম ব্রাহ্মসমাজে, কে ধাক্কা দিয়া বলিল, "যা, হরির সঙ্গে যোগ সাধন কর।" হে পরম পিতঃ, বার বার এইরূপ ধাক্কা খাইয়া, সংসার কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, কি চমৎকার রাজ্য! যেমন সহর ঘর বাড়ী দেখি বাহিরে, তেমনই অন্তরেও দেখিলাম। এখানেও ত খুব আনন্দ! তবে কেন মানুষ যোগী হয় না? যদি লোকের উপদেশ শুনিতাম, হয় ত নিশ্বাস অবরোধ করিতে বলিত, কৃত্রিম যোগপথ ধরিতাম। কিন্তু, মা, তুমি না কি সুখী করিবে, তাই ভ্রম হইতে বাঁচাইলে। বাঁচিলাম; সহজে যোগের পথ ধরিলাম। নিশ্বাস-যোগ যেমন সহজ, তোমায় দেখা তেমনই বুঝিলাম, প্রকাণ্ড পর্ব্বতে, অসীম সুবিস্তৃত আকাশ মধ্যে, তোমাকে পদার্থের ন্যায় স্পষ্ট দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। বলিলাম, হে চক্ষু, ব্রহ্মকে না দেখিয়া নাস্তিক হইও না; কর্ণ, "আমি আছি, আমি আছি" এ শব্দ শুনিও, ব্রহ্মের নানা বিচিত্র কথা শুনিও। এই রূপ দেখিয়া সাধন আরম্ভ করিয়াছি। কদিন বা সাধন করিলাম! শীঘ্রই সকল বস্তুতে তোমাকে দেখিয়াছি। ভারতে ইংরাজী শিখিয়া একজন যুবক যোগী হইল, বিশ্বাস হয় না; কিন্তু

দেখিলাম, সভ্যতার ভিতরে যোগ জন্মিল। প্রেম ভক্তির মধ্যে যোগ হইল। যে হরিকে দেখা যায়, ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে তাঁহাকে সিদ্ধান্ত করিলাম, মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে সেই হরিকে পরীক্ষা করিলাম। হরি, তুমি সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে। আত্মন্, জয়ধ্বনি কর; রসনা, জয়ধ্বনি কর; আমার ব্রহ্ম পরীক্ষোত্তীর্ণ। গাছ আকাশ দেখিয়া দেখিয়া আস্তিক যে, সে হয় ত নাস্তিক হইবে; কিন্তু আমার ব্রহ্ম আমাকে বর দিলেন, "যত প্রকারে আমার পরীক্ষা করিবি, কর্। আমি তোরই; তুই আমারই। আমাকে তোর হাতে দিয়াছি, যাচাই কর, বড় বাজারে লইয়া যা, আগুনে ফেল্, জলে ফেলিয়া রাখ্, পুস্তকের সঙ্গে মিলাইয়া দেখ্, পরীক্ষা কর্।" পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, হরি আমার সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তখন বুঝিলাম, হরি, তুমি কখনই মিথ্যা নও। বিদ্যুতের ন্যায় চক্‌মক্ করিতেছ; চড়াৎ চড়াৎ করিতেছ। বন্ধ-বস্তুকে কে দেখিয়াছে? হিমালয়, তুমি আমার ব্রহ্মের সাক্ষী হও; আকাশ, তুমি পুষ্প বর্ষণ কর। হে সত্য, হে অনন্ত ঈশ্বর, আমি তোমায় দেখিয়াছি; তুমি কথা কও, কথা কও। আমি নাস্তিকের ঈশ্বর মানি না। বাল্যকাল হইতে আমি তোমায় মানিতেছি। পর্ব্বত অপেক্ষাও তুমি সত্য, তোমাকে জড়াইয়া ধরা যায়, তোমাকে অগ্নির মত দেখা যায়। প্যাসিফিক্ মহাসাগর পার হওয়া যায়, তোমাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারিবে না। ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, আমি যোগী; আমি তোমাকে দেখিতেছি। এখন প্রাণ আমার তোমাতে ডুবিয়াছে। কথা কও; ধরা দাও প্রত্যেককে। নাস্তিকের ঈশ্বর, দূর হয়ে যা; কল্পনার ঈশ্বর, দূর হ; স্বপ্নের ঈশ্বর, দূর হ, তোকে মানি না। কল্পনার ঈশ্বরকে ফুঁ দিলে উড়িয়া যায়। পরীক্ষায় দাঁড়াতে পারে না। এস, আমার ঈশ্বর! তুমি এস, ভগবান্! এস, জ্বলন্ত আগুন! এস। ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে থাক। পলকের মধ্যে

ভারতের কোটী কোটী লোককে বিশ্বাসী কর। ভাই বন্ধুরা কাঁদিতেছেন, দেখা দাও। নিরাকার পূজা যদি ধরাইয়াছ, তবে শীঘ্র দেখা দাও। দেখিয়া সকলে আস্তিক হইবেন। আমি আস্তিককে বড় করিব, আস্তিককে ব্রহ্মপুত্র বলিব। যিনি বলিবেন, এই যে আমার ঈশ্বর, তাঁকেই আমি সার্থকজন্মা বলিব। কেমন সহজ ঈশ্বর-দর্শন! এমন বিশ্বাস না হলে মজা কি? এমন যদি না হবে, তবে কি করিলাম কুড়ি বৎসর? কি ছার সে সাধন, যাহাতে 'এই ঈশ্বর' 'এই ঈশ্বর' করিয়া, পড়া মুখস্থ করার মত ঈশ্বর নির্দ্ধারণ করিতে হয়। মা বলিয়া সহজে তোমাকে ধরা যায়। ওহে গরিবের ধন! আমি যে তোমাকে সহজে পাইয়াছি। আমার যে কিছুই ছিল না। ব্রহ্মধন এখন যে আমার ভাণ্ডারে, আমার পুস্তকালয়ে, আমার বক্ষের ভিতরে। রাজা অপেক্ষা আমি বড় হইলাম, জমীদার অপেক্ষা বড়। তোমার সন্তান হইয়া, আমি ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরাধিকারী হইলাম। যোগেতে সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র, সমস্ত বুকের মধ্যে করিয়াছি। মাকড়সা যেমন জালের পোকাকে ধরে, তেমনই ধরিয়াছি। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্ম, আমার মধ্যে করিয়াছি। আমি ধন্য! আমার পূর্ব্বপুরুষেরা ধন্য! এই কথা সকল যাঁহারা শুনিতেছেন, তাঁহারা ধন্য! ধন্য, হে ঈশ্বর, তুমি ধন্য! তুমি অযোগীকে যোগী করিতে পার। হে কৃপাসিন্ধো, এই আশীর্ব্বাদ কর, সচ্চিদানন্দকে বিশ্বাস করিয়া, যোগের সুফল এই জীবনেই যেন আস্বাদন করিতে পারি। জগজ্জননি, মুক্তিদায়িনি, কৃপা করিয়া তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অপরিশোধ্য প্রেমঋণ

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ১১ই আশ্বিন, ১৮০৪ শক ;
২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে প্রেমের মহাজন, হে ধনৈশ্বর্য্যশালী, মহাজনের কিছু হয় না, গরিবের কিন্তু সর্ব্বনাশ হয়। মহাজনের অগাধ টাকা, ধার দিলে কিছু ক্ষতি হয় না; কিন্তু গরিবের সব যায়। দয়ালু ঈশ্বর, তুমি ত দয়া ক'রে যাও, ক্রমাগত দিয়ে যাচ্চ। যারা তোমার কাছে নিচ্চে, যারা তোমার ঋণে ডুবে থাকুচে, তাদের দশা কি হবে। শত শত লোক এই ধারের ভিতর ডুবে গেল। ঘড়ি ঘড়ি আমাদের ঋণ বাড়্‌তে লাগ্‌ল, শিকল দিয়ে জড়াচ্চ ক্রমাগত। হরি হে, কত আর ধার লইব, শুধিতে ত পারিব না। অনন্ত কাল এইরূপে তোমার প্রেমে প্রতিপালিত হইব। কেন এ প্রেমের ঋণে বদ্ধ করিতেছ? কোথা থেকে শুধিব এর পর, মারা যাব যে; রোজই যে ধার কচ্চি। এবার গেলাম, এই ধারেতেই মরিলাম। এত প্রেম, এ ঋণের অন্ত কোথায়? প্রেমময়, তুমি গরিব-গুলিকে সর্ব্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্চ। ক্রমাগত যে ঋণের পর ঋণে ডুবাইতেছ, এর পরে কি হবে, বল দেখি। কাঙ্গালনাথ, এ গরিবদের পক্ষে কি তোমার ঋণ শোধ করা সম্ভব? এরা জেলে যাবেই যাবে, নিশ্চয়। এরা নিশ্চয় চিরকাল তোমার প্রেমের জেলে বদ্ধ থাকিবেই। এত ধার অন্য লোকের হয় নাই। আমাদের যে তুমি অনেক দয়া করেছ। চিরঋণী হয়ে থাকিতে হইল। শেষে কি না খোল করতাল লয়ে বাড়ী বাড়ী বেড়াতে হলো, নাচিতে হইল! বাড়ী বাড়ী নাটক করিয়া বেড়াইতে হইল! গরিব হয়ে ধার করিলে শেষে এই হয়। ছোট লোকের মত, যাত্রাওয়ালার মত হোতে ত হলো; আরো কপালে যে কি লেখা আছে,

জানি না। ভবিষ্যৎ জান তুমি, তুমিই জান। নাকাল আরো হইতে হইবে। মান সম্ভ্রম ভদ্রতা সব গেল, শেষে কাঙ্গাল হয়ে, গরিব হয়ে বেড়াতে হইল। আর কি বাকি আছে? তুমি বল্‌ছ, আরো আছে কপালে। যখন তোমার ক্রীতদাস হইয়াছি, যখন তোমার কাছে চিরঋণী হয়েছি, তখন যা ইচ্ছা হয়, কর। চিরঋণী হয়ে থাকি তোমার প্রেমে। মার ধার আর কিছুতে শুধিতে পারিব না। প্রেমের ঋণের উপর প্রেমের ঋণ। মা এখনো নাকাল কচ্চেন। পৃথিবীর লোক বল্‌চে, এই কটা লোককে ভগবান কি করিলেন, গরিব ফকির করে দিলেন। লও, তবে সর্ব্বস্ব লও। কাঙ্গালের ছেঁড়া নেকড়া লও, তাতে ত আর ধার শোধ হবে না। হে মাতঃ, হে মুক্তিদায়িনি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার ঋণে চিরঋণী হইয়া, আর ধার শুধিতে পারিব না, ইহা জানিয়া, চিরকাল তোমার প্রেমে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

হাস্যময়ীর পূজা

(কমলকুটীর, বুধবার, ১২ই আশ্বিন, ১৮০৪ শক ;
২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে শান্তিদাতা, তুমি পুরুষ কি পুরুষত্ব, তুমি সুশীল কি তুমি সু, তুমি কর্ত্তা কি তুমি কর্ম্ম, তুমি বৈকুণ্ঠপতি কি বৈকুণ্ঠ, তুমি মুক্তিদাতা কি স্বয়ং মুক্তি, শাস্ত্রকারেরা ইহার বিচার করিয়াছেন, করিবেন। এ কথাতে আমাদেরও অনুরাগ আছে। হে পিতঃ, তোমাকে পিতা মাতা বলিয়া ডাকিলে সুখ হয়, আর তোমাকে ধন মান শান্তি সুখ বলিয়া

ডাকিলেও এক রকম সুখ হয়। আমরা দুইয়েতেই আছি। মা ব'লে তোমার অঞ্চল ধরিলেও সুখ আছে, আবার একটা চিদাকাশ, একটা সুখ, এ ভাবিলেও সুখ আছে। তোমাকে হাসি ব'লে পূজা করিলে, যেমন তোমাকে ডাকিব, অমনি আমি হাসিব; আমার শরীর, আমার বাড়ী, আমার বাগানের গাছ পালা, আমার দাসদাসী সকলে হাসিবে। আমি তোমাকে পূর্ণ হাসি, অনন্ত হাসি বলিয়া পূজা করিব, এই বর দাও। একখানা হাসিবিজ্ঞান, তাঁকে বলে আদ্যাশক্তি, ব্রাহ্মেরা বলেন ব্রহ্ম, বৈষ্ণবেরা বলেন হরি, জ্ঞানীরা বলেন চিন্ময়। হাসি বলিয়া যদি তোমাকে পূজা করি, মুখে আপনাপনি চিন্ময় হাসি আসিয়া পড়িবে। মন প্রেমানন্দে মগ্ন হইবে। বুকজোড়া হাসি তুমি। গঙ্গা যেমন উথলে পড়ে, এমন তোমার হাসি। বসন্তের ফুলের মত সাজান তোমার হাসি। তোমাকে আর কেন পুরুষ বলি? তুমি ঠিক যেন বসন্তকাল, ঠিক যেন পদ্ম। তোমাকে আর বাবা মা ব'লে পুরাণো রকম ডাকি কেন? তুমি এক-খানা অখণ্ড হাসি। তুমি একটা অবস্থা। আমি তোর পূজা ক'রে যে দুঃখী হব, তার সম্ভাবনা নাই; আর আমি যে তোর সাধন ভজন ক'রে কখন অবসন্ন কাঙ্গাল হব, তারও সম্ভাবনা নাই। আমার ঘরে যে ঘরপোরা হাসি রহিল! আমাদের হৃদয়ে যে অনন্ত হাসির জ্যোৎস্না রহিল! হাসি যে আমার স্বর্গ,—শরীরের সুস্থতা, তাতে মনের আনন্দ হবে। হে পূর্ণ হাসি, হে আনন্দনাথ, তোমার ভক্ত যে দুঃখ পাবে না, এই নববিধানের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। বার বার পরীক্ষিত হ'য়ে হাসি জিনিস টুকু টেঁকে যাবে। পূর্ণ হাসিতে যে হেসেছে, তারই জীবন সফল। যে হেসেছে, সেই টেঁকিবে। সুখ কি পেয়েছি? তোমার সিঁদুরের মত ঠোঁট দেখে, আমার কাল ঠোঁট কি সিঁদুর হয়ে গেল, হাসিতে কেঁপে উঠ্‌ল, এ কি হয়েছে? আমি তোমার হাসিতে মিশিয়ে যাব। তুমি

হাস, আর আমি হাসি। তোমার হাসি দেখি, আর আমি হাসি হয়ে যাই; এই ন্যায়শাস্ত্র, এই বেদ বেদান্ত, এই ষড়্‌দর্শন, এই ব্রহ্মজ্ঞান। আমরা পূজার ঘরে যাই, হাসি সম্মুখে রাখি, হাসি শুনে আমরা হেসে ফেলি। মা, বিবেক ভিন্ন পবিত্র হাসি কে হাসিতে পারে? পাপকল্পনা কচ্চি, পাপ ভাব্‌চি, তখন কি হাসিতে পারি? ধার্ম্মিকের মুখ ভিন্ন হাসে না কেউ। কাল মুখে শয়তানী হাসি, তোমার হাসি নয়। এ কেমন, শান্ত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত স্বর্গ থেকে একটা স্রোত ঢেলে দিচ্চে যেন। মা, মনটা হোক্ শুদ্ধ। আমি চিরদিন হেসে যাই। হে পূর্ণ আনন্দ, আমাদের দল সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকেরা যেন চিরকাল এই কথা বলে যে, এরা চিরকাল হেসে খেলে গিয়েছে। ছেলেমানুষের হাসি, কোলের খোকার হাসি, স্বর্গের পরীর হাসি, নববিধানের দলের লোকদের মুখে ছিল। ও ছাঁচের হাসি ত পৃথিবীর লোকের নয়। মা, তোমার হাসি, মজার হাসি। মা, ঐ দু'লক্ষ টাকার এক ভরি যে হাসি, তা যদি একটু পাই, এইখানেই বৈকুণ্ঠ লাভ হয়। মা, অন্য কিছু চাই না, তুমি হাস, আর আমি হাসি। তুমি আমার চাঁদ হও, আর আমি তোমার ভাবের ভাবুক হ'য়ে, তোমার একটু জ্যোৎস্না হয়ে যাই। তা হ'লে তুইও হ'য়ে গেলি অবস্থা, আমিও তাই হলাম। তুইও হলি জড়, আমিও জড় হলাম। হায়, হরি, সুখের হরি, প্রাণের হরি, হাসির হরি, হাসাও হরি। আর দুঃখ দিও না, ঢের দুঃখ শোক পেয়েছি। আর না। পূর্ণ হাসি হ'য়ে কাছে এস। ধন আমার, শ্রী আমার, সুখ আমার, হাসি হ'য়ে এস। আমি আর সাধন করিব না, কেবল ঐ হাসি দেখিব। হাসি সত্য, আর সব মিথ্যা। হে আনন্দময়ি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন, এত কাল যে দুঃখ কষ্টে কাঁদিলাম, তা ত্যাগ করিয়া, শেষ কয়টা দিন বিবেকের

হাসির পবিত্র রং ঠোঁটে লাগিয়ে, হাসির প্রশংসা সঙ্গীতে বিস্তার করি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

আশ্চর্য্য গণিত

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ১৬ই আশ্বিন, ১৮০৪ শক ;
১লা অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো ! হে করুণাময় ! তোমার মতে চলিলে দেখান যায়, তুমি সত্য, তোমার অঙ্কশাস্ত্র সত্য। পৃথিবীর মানুষের বিদ্যা, বিদ্যা নয়, অবিদ্যা। তোমার পথে গেলে যে সত্য শোনা যায়, আপাততঃ তাহা অসত্য বলিয়া বোধ হয় ; কিন্তু, ঠাকুর, তা নয়, তা নয়। চলিতে চলিতে দেখি, কি আশ্চর্য্য ! কি আশ্চর্য্য ! যে দেশে বড় বড় বীর আসতে পারে না, সেই রাজ্যে আমরা আসিয়াছি। অর্দ্ধ পয়সায় আমরা যাহা করিয়াছি, লক্ষ টাকায় লোকে তাহা করিতে পারে না ; আমরা উপাসনা খুব করি না, তাই আমাদের অভাব হয়। কৌপীনধারী যদি হই, শ্রীগৌরাঙ্গ, ঈশা, মুষার ন্যায় যদি সর্ব্বত্যাগী হই, তবে দেখাইতে পারি—এক খণ্ড রুটীতে লক্ষ লোককে খাওয়ান যায়। প্রাণের সহিত ইহা বিশ্বাস করি। টাকার অভাবে সত্য-স্থাপন হইবে না, এ আশঙ্কা কি আমাদের হয় ? আনন্দময়ি, সাহস দাও ; কেন সত্য-স্থাপন হবে না ? এখনই তোমার দাসেরা দাঁড়াইবে। কি একটা ভারতবর্ষ ; পাঁচ ছয় জন লোক দাঁড়াইয়াছি, ভারত জয় হবেই হবে। পাঁচ শত লোক দাঁড়াইলে বলিতাম, "ঠাকুর ! এরূপ লোক কেন হইল ? ধর্ম্মের প্রথম অবস্থাতে দ্বাদশ লোক আছে। শিক্ষক

উপদেষ্টা দশ বার জনের অধিক যে কখনও হয় নাই। তামাসা দেখিবার জন্য কি এই লোক? পুষ্টিসাধন কর, সমস্ত বল অল্প লোকের মধ্যে ঘনীভূত করিয়া রাখ।" এখন ভয় করিব কেন? আর ত ভয়ের কারণ নাই। আমরা যে দেখিয়াছি, এইরূপ উপায়েই দিগ্বিজয়ী হইব। যত ভক্ত জয়লাভ করিয়াছিলেন, প্রার্থনা উপাসনায় করিয়াছিলেন। প্রার্থনা উপাসনা করিয়াই, তাঁহারা পারত্রিক ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। পৃথিবীর ধন যে অসার, আমরা তোমা ধন চাই; তোমার লোককে আমরা আদর করিতে চাই। সুবুদ্ধি দাও; তোমার যত লোক এই ধর্ম্মসমাজে আছেন, সকলকে সুবুদ্ধি দাও; ভাবনাশূন্য আকাশবিহারী পক্ষীর ন্যায় যেন তাঁহারা তোমার আদিষ্ট কাজ করিতে পারেন। কি ভয় লোকভয়ে? এইরূপে কাজ করিলে পৃথিবী ক্রয় হইবে। ধিক্ ধিক্, ক্ষত্রিয়বলে ধিক্! পৃথিবীর রাজ্যবল, বাহুবল, ধনবলে ধিক্! ব্রহ্মবল যাহা পাইয়াছি, তাহাই দুর্জ্জয় বল। এই বলে বলী হইয়া বলিব, "জয় ব্রহ্মের জয়, জয় ব্রহ্মের জয়", অমনই আকাশ পাতাল কাঁপিবে। দুই পাঁচ জন লোক লইয়া পৃথিবী জয় হইবে। দয়াময়, পঁচিশ বৎসরের সখা, দয়া করিয়া যে সব সত্য বুঝাইলে, উপস্থিত বন্ধুদিগকে তৎসমুদয় বুঝাইয়া দাও; এই সত্য লইয়া যেন কেহ উপহাস না করেন। আমরা এই সত্য অবলম্বন করিয়া সংসারাসক্তির হাত এড়াইব; তোমার উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্ম করিব। আমাদের মনে আর দ্বিধা নাই; আমাদের আর কি অভাব? তুমি যে আমাদের, আমরা যে তোমারই; তুমি যে আমাদের সর্ব্বস্ব ধন। তুমি সহায় হইলে, ধন সহায়, জগৎ সহায়। তুমি সহায় না হইলে, কেহই সহায় নয়। আমরা তোমাতে সকল পাইব, এই চাই। দয়াময়, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর। আমরা পৃথিবীর কুটিল জটিল অঙ্কশাস্ত্র ছাড়িয়া, তোমার নিকট প্রার্থনা করত, যেন মহৎ কীর্ত্তি

স্থাপন করিয়া যাইতে পারি, কৃপা করিয়া দুঃখী সন্তানদিগকে আজ এই এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জয়লাভ

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ২৩শে আশ্বিন, ১৮০৪ শক ;
৮ই অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনশরণ, হে ভারতের পরিত্রাণকর্ত্তা, আমরা কি সুখই পাইলাম! লোকে বলে সংসার বিঘ্নময়; যদি বীজ বপন করি, বৃষ্টি হয় না, রৌদ্রে শুষ্ক হয়। দুঃখের কথা আমরা অনেক শুনিলাম। অষ্টপ্রহর যাঁহারা তোমার সঙ্গে থাকেন, তাঁহারাও ভয়ের কথা অনেক শুনাইলেন। কিন্তু আমরা তোমার প্রসাদে কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হইব, কাহার নিকটে হার মানিব, এ কথা মনে করিলাম না। হরিনামের বল যখন আছে, তখন লড়াই করিলাম; প্রাণ থাকে আর যায়। অভেদ্য সাজ পরিয়া যে শয়তানের সহিত যুদ্ধ করে, তার কি মরণ আছে? তাই যদি হইবে, তা হলে ধ্রুবকে যে ব্যাঘ্রে বিনাশ করিত। এমন যে কখন হয় নাই, এমন যে হইতে পারে না, তাই বিপদকালে 'হরি হরি' বলিয়া কত ডাকিয়াছি। দেখ, মা, দেখ, আজ জয়ী হইয়া আমি কত রাজ্যের রাজা হইয়াছি। দেখ, মা, দেখ, অস্পৃশ্য বলিয়া যাঁরা আমাকে পরিত্যাগ করিতেন, তাঁরা আজ অতিথি হইয়া আসিয়াছেন। মা, দেখ, যাঁহারা কলসী-ভাঙ্গা মারিতেন, কপাল কাটিয়া রক্তারক্তি করিতেন, তাঁহারা আজ কাছে আসিয়া বলিতেছেন, "কই, তোমাদের মা কই? আমরা তাঁহাকে পূজা করিব। আমরা নববিধানের বিপক্ষতা করিয়াছি, আমরা ঈশ্বর-

সন্তানদের রক্ত দেখিয়াছি; এবার তোমাদের মাকে মানিব।” মা, আমাদের আর কিছু দাও না দাও, জয় দিয়াছ। জয়-নিশান উড়িল, জয়বৃষ্টি হইল; এজন্য আমরা তোমায় ধন্যবাদ করি। দুঃখী দুঃখিনী-দিগকে এত সুখ দিলে! ধারে ধর্ম্ম করিতে হইল না। নির্জ্জন কাননে অনিশ্চিত জয় লক্ষ্য করিয়া কাল কাটাইতে হইল না। কত লোকে জয়ের জন্য অনিশ্চয়ের পথে প্রতীক্ষা করিতেছে; বড় আহ্লাদ আমাদের, যে, আমাদিগকে সে পথে যাইতে হয় নাই। আমরা পৃথিবীতেই বৈকুণ্ঠ দেখিলাম। সম্মুখে বাহিরে বৈকুণ্ঠধাম। বঙ্গদেশ টল্‌মল্‌ করিতেছে। ছিল না হরিনামের প্রভাব, মৃদঙ্গ সহকারে হরিনাম হইল। যুবক বৃদ্ধ এখন সংগ্রাম করিতেছে, কে কত নাচিতে পারে, এই বলিয়া। কার হরিভক্তি অধিক, এই বলিয়া বঙ্গদেশের লোকে কোলাহল করিতেছে। হরি, কি দেখিয়াছিলাম, আর কি দেখিতেছি! আমরা তোমাকে পূজা করিয়া অনেক লাভ করিলাম। এ ধনের গুণ এক মুখে বর্ণন হয় না। বৈকুণ্ঠে কি পাব, সে পরের কথা; আজ যা পাইয়াছি, তাহাতেই বড় আনন্দ। হরিপাদপদ্ম হাতে পাইয়াছি। এদেশে এত সংশোধন হইতেছে, এত লোক আমাদের দিকে আসিতেছেন। কত যে উন্নতি হইতেছে, কত দলাদলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে; জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, কালভেদ বিনষ্ট হইতেছে, কে বলিতে পারে? হরি, বিশ্বাসের আলোক সঞ্চার কর, লোহার ভারত সোণার ভারত হইবে; কলিযুগের ভারত সত্যযুগের ভারত হইবে। পূর্ণচন্দ্রের আলোক ভারতে পড়িয়াছে; আহা, দুঃখিনী ভারতমাতার এত হইল! মাতৃভূমি ধন্য হইল! কৃপাসিন্ধো, এই আশীর্ব্বাদ কর, হারিব না মনে করিয়া, প্রাণপণে যত্নের সহিত যেন তোমার নববিধান সর্ব্বত্র প্রচার করি। মা, দয়াময়ি, কৃপা করিয়া তোমার সন্তানদিগকে আজ এই আশী-র্ব্বাদ কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিয়োগ ও সংযোগ

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ৩০শে আশ্বিন, ১৮০৪ শক ; ১৫ই অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে পূর্ণব্রহ্ম, যেমন আমরা অংশ করিয়া ধর্ম্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলাম, সমস্ত পৃথিবী সেইরূপ দোষ চিরকালই করিয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন ভাব সাধন করিলেন, তাই এত বিরোধ। আমরা যখন হিন্দুসমাজে ছিলাম, যখন অবিশ্বাসের মধ্যে ছিলাম, তখন আমরাও কেবল আংশিক সাধন করিতাম। এখন বুঝিয়াছি, এক একটী করিয়া সকল লইয়া পূর্ণ হইতে হইবে। যতদিন হইতে নববিধান মনের মধ্যে এসেছে, ততদিন হইতে কেবল মনে হয়, হায়! ঈশাকে লইলাম, প্রাণের বন্ধু গৌরাঙ্গকে তাড়াইয়া দিলাম? ভক্তি, বুঝি, কাঁদিতেছেন; ন্যায়ের পক্ষপাতী হইতে গিয়া, বুঝি, ভক্তিকে মারিয়াছি। একটী ভাইকে হৃদয়ের রাজা করিয়া, আর একটী ভাইকে মেরেছি? এক ভগ্নীকে স্বর্ণালঙ্কার দিয়া, আর একজনকে বলেছি, দুর হয়ে যা? এখন আর তাহা পারি না। সকলকে অনাদর করিয়া ঈশাকে যদি আদর করি, বাড়ী গিয়া দেখি, দুঃখ হয়; দেখি, ঈশাও বড় দুঃখিত হয়েছেন। তাঁকে এমন আদর করিয়াছি যে, তাঁর অন্যান্য ভাইগুলিকে হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছি? পূর্ণব্রহ্ম, তোমার রাজ্যে উদার প্রেম। তোমার সন্তানেরা চান, তাঁরা পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়া থাকেন। তোমার ন্যায়ের সঙ্গে তোমার প্রেম নৃত্য করে। তোমার যত গুণ মিলিয়া এক গুণ হয়। সমস্ত রং মিশিয়া যায়। আমি দেখিলাম, সাত রং মিশিয়া এক রং হইল। দেখিলাম, নববিধানের কি আশ্চর্য্য শোভা! তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি পূর্ণব্রহ্ম দেখি, ব্রহ্মের পূর্ণ পরিবার

দেখি, পূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখি। তাহা হইলেই সকল খেদ মিটিয়া যায়। চারিদিকের লোকের ব্যবহার দেখিয়া বড় দুঃখ হয়। কেহ কেবল পাপ করে; কেহ কেবল সুখ সুখ করিয়া বেড়ায়। কেহ ঈশাকে লইয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকেন, কেহ গৌরাঙ্গকে লইয়া উন্মত্ত হন। কেহ কর্ম্মশীল হইয়া আর সব পরিত্যাগ করিলেন। কেহ বিবেক লইয়া আর সব লইলেন না। আর গুণের খণ্ড দেখা যায় না। দেখিতে গেলেই যেমন এবার অখণ্ড দেখা যায়, এমনই কর। অখণ্ড ভাব দেখিয়াই যেন সকলের ভক্তিভাব পুণ্যভাব উথলিয়া উঠে। সমুদয় সাধুমণ্ডলী দেখিয়া যেন প্রাণ মন আনন্দিত করি। একটী দুইটী তিনটী দেখিয়া স্থির থাকিতে পারি না। নববিধান দিয়াছ, এখন ইচ্ছা করি, অমনই পূর্ণ হই; যাঁহারা নববিধানে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা পূর্ণ হইতে চান। আর অংশ দেখিতে চাই না; আর অংশ লইতে চাই না। ব্রহ্মের সন্তান হইয়া খণ্ড খণ্ড লইব? পূর্ণব্রহ্ম, এস; এ হৃদয় তোমায় লইবে। আসিবে যদি, তবে পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণপুণ্য, পূর্ণপ্রেম ও পূর্ণশক্তি লইয়া এস। গরিবকে আর কষ্ট দিও না। দুই হাত প্রসারণ করি, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, পূর্ণভাবে হৃদয়ে এস। যে অংশ চায়, সে অংশ পায়; যে পূর্ণতা চায়, সেই মাকে পূর্ণভাবে দেখিতে পায়। সমস্ত মনুষ্যের জন্য এই প্রার্থনা করি, অংশ ধর্ম্ম যেন আর না থাকে; সমস্ত মিলিয়া এক হোক্। কবে আমরা নববিধানকে বুক জুড়িয়া আলিঙ্গন করিব? সমস্ত গুণ কোটী কোটী সূর্য্যের ন্যায় হৃদয়ে প্রকাশিত হউক; দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া যাই। অনন্তে লীন হই; আর মাকে খণ্ড খণ্ড লইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া থাকিব না। পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম, এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে পূর্ণতা পাইব। পূর্ণতা না পাইলে নিস্তার দেখি না। রূপে যখন মুগ্ধ হই, তখন তুমি বল, বৎস, গুণে কেন মুগ্ধ হও না? গুণই যদি কেবল

ভাবিতে থাকি, তুমি বল, ছেলে হয়ে, বুঝি, মার গুণ ভাবে? রূপ দেখিতে পারিলে না? দয়াময়ি, চিরকাল এইরূপে লাঞ্ছনাই পাইলাম; যতবার তোমার কাছে গেলাম, সুখ্যাতি আর পাইলাম না। যদি বলি, মা, তোমার গহনা বেশ, তুমি বল, কাপড় ভাল নয় কি? কাপড়ের সুখ্যাতি করিলে, তুমি বল, গহনাকে কেন অনাদর কর? মা, আমি বলিলাম, তোমার ন্যায়গুণ কি চমৎকার! অমনই অসীম প্রেমস্বরূপ দেখাইয়া বল, প্রেম কি আমার খাট? বিবেককে আদর করিলে, তুমি বলিতে থাক, ভক্তি, বুঝি, ফেল্‌না? মা, আমি কি কর্‌ব, বল। আংশিক সাধনে আর প্রাণ তৃপ্ত হয় না। পূর্ণতা কিসে পাইব, বলিয়া দাও। অংশ লইয়া যাঁহারা সন্তুষ্ট, আমাদিগের ন্যায় তাঁহাদিগকে কাঁদাও। পূর্ণ বৈকুণ্ঠ কোথায়, আমাদিগের সকলকে বলিয়া দাও। দয়াসিন্ধো, পরমেশ্বর, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, পূর্ণ ধর্ম্ম লইয়া, যা কিছু অভাব, যেন দূর করি; পূর্ণ পবিত্রতার আনন্দে যেন মগ্ন হই। মা দয়াময়ি, অনুগ্রহ করিয়া তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নারীপ্রকৃতির পূজা

(কমলকুটীর, সোমবার, ৩১শে আশ্বিন, ১৮০৪ শক;
১৬ই অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, মোক্ষদাতা, তুমি আমাদের নিকট এই সপ্তাহ দেবী হও। দেবীভজন, দেবীসাধন, দেবীগুণগান এই আমাদের এই সপ্তাহের খোরাক হউক। নারীপ্রেম, নারীভক্তি, নারীবিনয়, নারীক্ষমা, নারীচরিত্র আমাদের মধ্যে স্থান লাভ করুক। দেবী হও, হে ভাই: প্রকৃতি হও,

হে পুরুষ , নারী হও, হে মানুষ ; গৌরী হও, হে মহাদেব, শক্তি হও ; হে শক্তিরূপিণী, কঠোর পুরুষপ্রকৃতি এখন ছাড়। আমরা হিন্দু হই, এই কদিন। অপৌত্তলিক, আধ্যাত্মিক হিন্দু হই। দুর্গোৎসবের সময় ব্রহ্মোৎসব কেন, হরি, ফাঁক যাবে? হরি, তুমি এইবার দুর্গতিহারিণী মূর্ত্তি ধর। তোমার এক দিকে ধন, এক দিকে বিদ্যা লইয়া বোস। হে প্রেমস্বরূপ, প্রেমরূপিণী হও। শক্তিমান, শক্তিমতী হও। পুণ্যবান্, পুণ্যবতী হও। সুন্দর, সুন্দরী হও; শ্রীমান্, শ্রীমতী হও। আমরা এই মন্ত্র উচ্চারণ করি,—শ্রীমতি, শ্রীমতি, কোথায় রহিলে, এস। ইচ্ছাময়ি, জ্ঞানময়ি, আকাশরূপিণি, চিদাকাশরূপিণি, জ্ঞানাকাশরূপিণি, তুমি এস আমাদের নিকট। দুই কারণে; এক হিন্দুদের উৎসবের সময় বৎসরকার দিনে আমরা দেবীপূজা করিব। আর এক, কতকগুলি নূতন গুণ স্বভাব পাইব। দেবীপূজা করিতে করিতে দেবী হইব। দেবীর আরাধনা করিতে করিতে, মনের ভাব চেহারা স্ত্রীলোকের মত হয়ে যায়। রাগ নিষ্ঠুরতা চলে যায়, ক্ষমা প্রবল হয়, নারীপ্রকৃতি হয়ে যায়। দেবি, আমাদিগকে কোমল সরল, শ্রীমতী সত্যবতী ভক্তিমতী কর। পুরুষ, তুমি চলে যাও, একটা দিন তোমাকে বিদায় দি। পুরুষ দেবতা, তুমি যাও। দুর্গা, এস, বঙ্গদেশ মা চায়। বঙ্গদেশ মা ব'লে কাঁদে। বঙ্গদেশ বলে, আমার পিতা আছে, আমার মা কৈ? আমাদের কাঠের মা নয়, মাটীর নয়, খড়ের নয়, পাথরের নয়; আমাদের বাড়ীতে সোণার মা এয়েচেন। এমন আনন্দময়ী শক্তিরূপিণী প্রেমময়ী মা। সমস্ত বঙ্গদেশে, সকলের হৃদয়ে, 'মা' রূপ প্রতিষ্ঠা কর। বাপের পূজা ক'রে বাপের গুণ পাব, বিবেক বৈরাগ্য পাব, তেমনি মার পূজা ক'রে মার গুণ পাব, মার দৃষ্টান্ত পাইব। মা যেমন অধীর হন না কখন, মার মত নরম হইব। যেখানে সকলি জলের মত, সকলি নরম, সেইখানেই মা। অতএব,

মাতঃ, যদি পিতৃস্বভাব দিয়ে কৃতার্থ করেছ, তেমনি মাতৃস্বভাব দিয়ে রাগ অহঙ্কার অসম্ভব কর। হিন্দুরা যেমন সাকার মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখেন, আমরা যেন নিরাকার পূজা করিয়া, তোমাকে দেখিতে না পাইয়া, অসুখী না হই। মাকে দেখিব, মার মত কত শান্ত হব, ধৈর্য্য ধরিব, মার মত সকলকে ভালবাসিব, মার মত একেবারে উদ্ধত স্বভাব দূর করিব। মা যেমন, তেমনি উপযুক্ত ছেলে হব। মা দয়াময়ি, একবার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর। পুরুষপ্রকৃতি দূর ক'রে মার প্রকৃতি ক'রে দাও। যেমন হিন্দু দুর্গাপূজার সময় মনে করে যে, পুরুষ ঠাকুর পূজা করিবেন, কিন্তু তাঁর সাম্‌নে একখানি মার মূর্ত্তি, একখানি রূপের ডালি মার মূর্ত্তি, এই ভাবিতে ভাবিতে যেমন শুদ্ধ হয়, তেমনি আমরাও মার মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে মগ্ন হইব। দেবীপূজা করিতে দাও আমাদিগকে। হে করুণাসিন্ধো, তোমাকে দয়াময় দয়াময় ব'লে তো বার বার ডাকি, এক এক দিন যেন মা ব'লে ডাকি। শরৎকালের বাদ্য বাজিয়া উঠুক। হস্ত নয়ন সব কোমল হউক, দেবী কণ্ঠে, দেবী চক্ষে, দেবী বক্ষে, দেবী মাথায়। দুর্গা দুর্গতিহারিণি, এই শরীরের ভিতর এস, আর আমি পাপী অধম, দগ্ধ আমি, চিরকালের মত ভস্ম হয়ে যাই। তোমাকে, হে দুর্গা, তোমার লক্ষ্মী সরস্বতী তিন খানিতে এক খানি করিয়া হৃদয়ে রাখি। আমরা এই দুর্গাকে চিনি, লক্ষ্মীকে জানি, আর এই সরস্বতীকে মানি, এই জানি, এই আমরা মানি। যত আমোদ আহ্লাদ, বুঝি, কেবল ও পাড়ায়। আমরা, বুঝি, তোমাকে মানি না? মা, আমরা, বুঝি, আমোদ করিব না ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া? আমাদের তো আরো বেশী আহ্লাদ। দেবী, এখনো হাসিতে হাসিতে এলে না কেন? আমরা কাপড় কিনিব, কাপড় দেব, খাবার খাওয়াব, খাবার খাব, আমরা তো আসল সত্য যুগের হিন্দু। আমাদের বাড়ীর ঠাকুর দালান অনেক ভক্তি-গঙ্গাজল দিয়ে ধুই। মা এলেন, লক্ষ্মী

এলেন, সরস্বতী এলেন। এস, মা, এস। ভক্তির সহস্র শঙ্খ বাজিল। আমরা খড়ের দেবতা মানি না। এ যে সত্য সত্য, খুব সত্য, আগা-গোড়া সত্য। এ যে সত্যই মা। মা, এস। আমরা একবার দেখি, দেখে পূজা করিব। থাক, এ বাড়ীতে চিরকাল থাক, মা। দেবি, কৃপা করিয়া তোমার রুগ্ন জীর্ণ কঠোর সন্তানকে দেবীপূজা, দেবীগান করাইয়া কৃতার্থ কর, এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নিত্য ব্রহ্মের পূজা

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ১লা কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক ;
১৭ই অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে জগতের মাতা, হে মুক্তিদাতা, তোমার অবতরণ পৃথিবীতে এক প্রকার, অবতারের অবতরণ পৃথিবীতে অন্য প্রকার। পুরাণ বলে, ব্রহ্ম যিনি, তিনিই ভক্তহৃদয়ে অবতরণ করিয়া থাকেন। হে দয়াময়, যুগে যুগে ভক্তাবতার হইয়া, পৃথিবীতে সুপথ দেখাইয়া, দেবভাবে কখন, দেবী-ভাবে কখন, নারীতে কখন, নরেতে কখন তোমার প্রেম পুণ্য প্রকাশ করিয়া, জীব উদ্ধার কর। কিন্তু, মা, দুর্গোৎসবে তোমার অবতরণ অন্য প্রকার। এ যে স্বয়ং তুমি আসিবে, রূপান্তর ভাবান্তর হইলে না, অবতার হইলে না, নিজে নামিয়া আসিলে। যেরূপ হিন্দু এই বলে, আমি তার কাছে শিক্ষা লই। হিন্দু আমার পিতা, আমি তার পদতলে পড়িয়া কত জ্ঞান শিক্ষা লই। আমি এই শিখিলাম যে, মা, তুমি কখন কখন ভক্তহৃদয়ের মধ্যে প্রকাশ হও, অবতরণ কর, আবার কখন কখন সাক্ষাৎ তুমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হও। জীবের পাপনাশের জন্য স্বয়ং বঙ্গদেশে

আগমন কর। তুমি অনন্তদেব, তুমি না কি ভক্তেরা ডাকিলে শুভক্ষণে এস ; তাই হিন্দুরা সকলে তোমার ছোট মহাদেবের পার্শ্বে ছোট দেবী বসাইয়া, পঞ্জিকার শুভ দিনে শারদীয় উৎসবে তোমাকে ডাকেন। একটি একটি সময় জীব চায়, যখন সন্তানকে পূজা করিবে না, সাক্ষাৎ তোমাকে পূজা করিবে। ইচ্ছা কি হয় না, মূলাধার যে তুমি, তোমাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখি? মা, ছেলেদের কি ইচ্ছা হয় না যে, মা যিনি আপনার ভাল ভাল ছেলেদের পাঠাইয়া দিবেন, কিন্তু তিনি একবার স্বয়ং বাড়ীতে আসুন। শঙ্খধ্বনি করি, উলু উলু দি, দিয়া সুখী হই। সাক্ষাৎ মহাদেবী মহাদেব যখন আসেন, তখন জীবের বড় আহ্লাদ হয়। এটা কি না সাক্ষাৎ খাস দরবার। রাজকুমার ঈশা, নির্ব্বাণপ্রিয় শাক্য চিরদিন আদৃত হউন, চিরজীবী হউন ; তাঁহাদের প্রতি আমাদের ভক্তি যেন কখন কমে না। প্রতাপশালী রাজকুমারকে দেখে সুখী হলাম, আবার ছেঁড়া কাপড় পরে সাক্ষাৎ মহারাজ মহারাণীকে যখন দেখিব, পিতা মাতাকে যখন দেখিব, তখন আরো কত আহ্লাদ হবে। নিরাকারা মহাদেবি, এয়েছ কি তুমি পাপীর বাড়ীতে? এই বৎসরকার দিনে ভক্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে কি এয়েছ? মা, বৎসরকার দিনে এস, দান ধ্যান করিব, ছেলেদের কাপড় দেব, আত্মীয়দের খাওয়াব, আমোদ আহ্লাদ করিব। আমার মা কি কৈলাস থেকে হাসিতে হাসিতে আসিতেছেন না? আস্‌বেন বৈ কি। এ গরীবের বাড়ীতে কত ধূমধাম, কত আমোদ আহ্লাদ হবে। আমি কত ঘটা ক'রে পূজা করিব। মা, তবে এস। দয়াময়ি, এস। আমি যেন ঠিক পৌত্তলিকদিগের মত উৎসাহের সহিত তোমাকে পূজা করি। ওরা তো মাটির দেবীকে পূজা করে, আমি মাকে পূজা করিব। আমার মা যথার্থ মা। ওদের মা মাটির মা। দয়াময়ি, করুণাময়ি, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ

কর, আমরা যেন এই সুখদ শারদীয় উৎসবে, তোমাকে মা ব'লে পূজা করিয়া শুদ্ধ ও সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আধ্যাত্মিক দুর্গাপূজা

(কমলকুটীর, বুধবার, ২রা কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক ;
১৮ই অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দেবি, মুর্ত্তিবিহীন নিরাকারা দেবি, যেমন পৌত্তলিকের ঘরে মাটির দেবতার আগমনে পুরবাসী হর্ষোৎফুল্ল হইল, তোমার ভক্তেরা, নিরাকার-বাদীরা ভক্তিচক্ষু খুলিয়া যদি দেখেন, তাঁরাও দেখিতে পান, তাঁদের ঠাকুরদালানে চমৎকার শোভা হইয়াছে, তাঁদের ঘরেও নিরাকারা জননী আসিয়াছেন। যদি বলি যে, আমরা দুর্গোৎসবের কোন ধার ধারি না, আমাদের ইহার সঙ্গে কোন সংস্রব নাই, তবে এই সাজ্যাতিক মতে ভয়ানক অনিষ্ট হইবে। মা, আমরা বাহিরের নকল দুর্গাপূজা করিব না। হৃদয়ে নিরাকারা জননীর পূজা করিব। মা আনন্দময়ি, দেবী আসিয়াছেন, ইহা মনে করিলেই আনন্দ, মনে না করিলে আনন্দ নাই। বাহিরে কিছু করিতেছি না, কিন্তু ভিতরের মার পূজার উদ্যোগ হইতেছে। মা, তোমাকে কিরূপে প্রত্যক্ষ করিব? কল্পনার দুর্গা চাই না। অন্তরের অন্তরে যে সুন্দর প্রকৃত ঠাকুরদালান আছে, সেখানে, মা দুর্গা, এস। কিরূপে আসিবে? সেই অরূপ রূপে। অসুরনাশিনী, দুর্গতিহারিণীর রূপে। যিনি দুর্গাকে ভাবেন, তিনি অসুরনাশিনী, তাঁর কাছে কল্পনার দুর্গা হইল মনগড়া দুর্গা। যে তোমাকে দেখে, মা দুর্গে, সে কি দেখে? সে স্বর্গের প্রতিমাখানি আগাগোড়া দেখে। অসুরনাশিনী সিংহবাহিনী

মূর্ত্তি, অসুর, সাপ, সিংহ, ও সব কি কুসংস্কার? অমন সুন্দরী হয়ে অসুরনাশিনী হইলে, এ কি কুসংস্কার? দুর্গোৎসবের সময় বলিদান চাই, কাটাকুটি চাই, রক্তারক্তি চাই, সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভাব চাই। দুর্গা মা না কি অসুরনাশিনী, পাপনাশিনী? দুর্গা যদি আমার পাপপ্রবৃত্তি নাশ না করিলেন, তবে দুর্গাপূজাই হইল না। যে ব্রাহ্ম দুর্গোৎসব করে, অসুর না সাজিয়ে, সে ভয়ানক কুসংস্কারী। হে দুর্গে, তুমি যদি আমার হৃদয়ে আসিবে, তবে অসুর নাশ করিবেই করিবে। আমি যেমন পাপী, মিথ্যাবাদী শঠ ছিলাম, তোমার দুর্গোৎসবের পর তেমনি যদি রহিলাম, তবে আমাকে ধিক্! আমি যদি তোমার পূজা ক'রে যেমন পাপী, তেমনি রহিলাম, তবে কি হইল? এই যে বৎসরে বৎসরে পূজার সময় বাড়ীতে উৎসব হয়, আমোদ হয়, তা মানি; কিন্তু রক্ত এক ফোঁটা দেখ্‌তে পাইলাম না। অসুর পাপের রক্ত তো দেখিতে পাই না। বড় পরিতাপ হয়। দয়াময়, এই পূজার সময় অসুর বধ হইতেছে, দেখাও। প্রাণের ভিতর যাই, গিয়া দেখি যে, রক্তারক্তি হইতেছে। কাম, ক্রোধ, আসক্তি সব বিনাশ হইতেছে, আর 'জয় মা দুর্গা' বলিয়া ভিতরে সদ্ভাবগুলি নৃত্য করিতেছে, এই তো দুর্গোৎসব। দাঁড়াও, দুর্গা, সম্মুখে। তোমার শত হস্ত বাহির কর। কারণ কোটী কোটী অসুর আমাদের সঙ্গে। কাট, মা, কাট। বলিদানের বাদ্য বাজুক। দুর্গা, যদি দুর্গতিহারিণী হয়ে কাঙ্গালের ঘরে ঢুকেছ, তবে যেও না বাড়ী নিষ্কণ্টক না ক'রে! নর নারী নানা রকমে অসুরদের দ্বারা আক্রান্ত উৎপীড়িত হয়েছে। কেবল যদি আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য মাকে এনেছ, তবে দুর্গোৎসব হবে না। অসুর মার, অসুর কাট। মা, বুকের ভিতর রক্তারক্তি হোক্। রক্ষা কর, হে অসুরনাশিনি, পতিতপাবনি। এবার তোমার দুর্গোৎসব ক'রে স্বর্গারোহণ করিব। মনের অসুর ধরা দে। যিনি দুর্গাপূজা করেন,

তাঁর অসুর বধ হবেই হবে। দুর্গাকে যিনি ডাকেন, তিনি অমনি তাঁর নিকট এসে মনের অসুরগুলিকে কেটে ফেলেন। ষড়রিপুর কাটা মাথা চারিদিকে পড়ে থাক্‌বে। আহা! এমন দুর্গার পদাশ্রিত কে না হবে? এমন দুর্গার পদকমলে কে না শরণ লইবে? দুর্গা, তুমি বড়। মহাদেবী, তোমাকে ডাকি, তোমাকে পূজা করি। আয়, অসুর, আয়! বৎসর-কার দিনে তোদের কাটিব। মার সিংহ এসে অসুরদের নাশ করিবে? দুর্গার বিজয়-নিশান উড়িল। ভক্তের হৃদয়মন্দির-মধ্যে দুর্গাপূজা অতি সুচারুরূপে হইল। কেন না, যত পাপ কুচিন্তা, যত রকম কাজে মনের পাপ আছে, সব মার সিংহ এসে নাশ করিবে। মা হাসিলেন ভক্তের পরিবারে, ভক্তের প্রাণে মার জয় হইল। ষড়রিপু বিনষ্ট, মন পরিষ্কার, হৃদয় প্রশস্ত, মার জয় হইল। এমন ভগবতীকে পূজা করি। মাটির দেবতাকে, অসার দেবতাকে পূজা করিব না। আমাদের ঘরে আজ প্রকাণ্ড পূজা, আমরা অন্য পূজা গ্রাহ্য করিব না। মহাদেবি, যেমন ক'রে সিংহবাহিনী অসুরনাশিনী হ'য়ে মাটির ভিতর দেখা দাও, তার চেয়ে আরো উজ্জ্বলরূপে ব্রাহ্মের ঘরে দেখা দাও। এস, দুর্গা, অকল্যাণ, দুর্গতি দূর কর। এস, দুর্গা, দুঃখের সংসারে সুখ এনে দাও। ছেলেদের আশীর্ব্বাদ কর। বৎসরকার দিনে সুখের পাত্র হাতে দাও। শত্রু সংহার কর। তোমার রাজ্য নিষ্কণ্টক কর। এস, দেবি, একবার এস, তোমার চরণ চুম্বন করি। আমরা বৎসরকার দিনে তোমার দুর্গোৎসব করিয়া কৃতার্থ হই, শুদ্ধ হই, দেবি, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মহাবিদ্যার পূজা

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ৩রা কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক ;
১৯শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীন দরিদ্রদের দেবি, হে পরমারাধ্যা মহাদেবি, তুমি তবে হিন্দুস্থানের মাতা। কেবল সিংহবাহিনী, অসুরনাশিনী হইয়া আমাদের দেশের লোককে দেখা দাও, না, আর কোন রূপ আছে ? সম্মুখস্থ দেবীর যা কিছু উপকরণ, ঠিক হইল। পার্শ্বস্থ দেব দেবীদের ভাব আমরা এখনো গ্রহণ করি নাই। মা, তুমি যেন বলিতেছ, "আমার আশে পাশে যে দেবতারা, তাঁদের প্রবল প্রধান করিতে হইবে না, দুর্গাকেই প্রধান করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।" সে বড় অপরাধী, যে দুর্গাপূজা করিতে গিয়া, কেবল গণেশ কিংবা সরস্বতীকে বন্দনা করিয়া, পূজা করিয়া শেষ করে। যদি কোন মূঢ় আশে পাশের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দুর্গাকে ভোলে, সে কি হিন্দু ? হে মহাদেবি, সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করি তোমাকে, অসুরনাশিনী তুমি। তুমি বলিতেছ, "আমি সর্ব্বপ্রধান, সর্ব্বাগ্রে আমি দেবী মহাদেবী, আমার চরণে সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করিতে হইবে। নৈবেদ্য দিতে হইবে।" অর্থাৎ কি না, মনের দুষ্প্রবৃত্তি পাপাসুর নাশ করিবার জন্য দুর্গোৎসব করিতে হইবে। দুর্গোৎসবের সময় যখন অন্তরে ঢাক ঢোলের মহাশব্দ হইতেছে, তখন কাম, ক্রোধ, রিপু বিনাশ হইতেছে তো ? দেবি, প্রধান পূজার উপর দৃষ্টি করিতে দাও। অসুরনাশিনী তুমি, তোমাকে ডাকিতে দাও। কিন্তু তোমার যে সঙ্গিনীরা সঙ্গে আছেন, তাঁদের সঙ্গে তোমার বড় যোগ। আমি যদিও বিদ্যাকে চাই নাই, তবুও তোমার এত দয়া যে, বৎসরকার দিনে যদি এলে, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এলে। আমি তো কেবল তোমাকে ডাকিয়াছি, আমার অসুর নাশ করিবে। তার মানে এই, যে ভক্ত ভক্তির

সহিত দেবী কামনা করে, সে বিদ্যাও লাভ করে। বিদ্যাও দেবীর সঙ্গে আসিয়া, অবিদ্যা নাশ করে। জননি, তুমি তো জান, অন্তরে অবিদ্যা কত আস্ফালন করে। যত অজ্ঞান আমি। বুঝ্‌তে পারি না আমি, ধর্ম্ম কি। বিদ্যা নাই ব'লে কত সময় আমি পাপ করিয়া ফেলি। তুমি বলিলে, ভক্ত তো মূর্খ হইলে চলিবে না। এ জন্য সরস্বতীকে লইয়া আসিলে। মা, তুমি বল্‌চ, "মহাদেবীর রূপের ভিতর সকলেই আছেন। মহাদেবী বলিয়া ডাকিলে সকলে আসেন। গাছের গোড়া যে পায়, সে ফল, ফুল, পল্লব, ডাল সকলই পায়। যে ফল চায়, সে ফল পায়; যে ফুল চায়, সে ফুল পায়; কিন্তু যে সেই ফল ফুল ডাল শুদ্ধ গাছের গোড়াটী চায়, আদি ব্রহ্মকে চায়, ফল, ফুল, শাখা, প্রশাখা সকলই সে পায়।" মা, এই ব'লে হাত ধরে সরস্বতীকে তুমি নিয়ে এলে। আমরা যাই দেবী এয়েচেন ব'লে, আনন্দে তোমাকে প্রণাম করিতে যাই, বলি যে, মা, তোমার পার্শ্বে উনি বীণাহস্তে বিদ্যা দেবীর ন্যায়, উঁকে তো আমরা ডাকি নাই? তুমি বলিলে, "যে এক চায়, সে দুই পায়। আমার ভিতর সকলেই।" আমরা অমনি তাঁকেও প্রণাম করিলাম। দেবি, অসুরনাশিনীর পার্শ্বে পরমা বিদ্যা। সরস্বতী বিদ্যার শ্বেতপদ্ম আরো প্রস্ফুটিত করুন। সরস্বতি, বক্তৃতা কর, বীণা বাজাও, সঙ্গীত কর। বাক্যবিন্যাস দ্বারা শরণাগত ভক্তদের চিত্তবিনোদন করিয়া কৃতার্থ কর। বাগ্দেবি, তোমার মিষ্ট কণ্ঠ দ্বারা আমাদের প্রাণ শীতল কর। মা দুর্গার মুখে সরস্বতীর ভাব, সরস্বতীর মুখে মায়ের রূপ। ওরে অজ্ঞান, দূর হয়ে যা! কুসংস্কার অজ্ঞান, সব দূর হয়ে যা! এ মাটির দেবীর পার্শ্বে মাটির সরস্বতী নয়। এ সব জ্বলন্ত জীবন্ত মূর্ত্তি। মা, তুমি বল্‌চ, "মনের নাস্তিকতা অন্ধকার দূর কর। সরস্বতি, একবার ওদের দেখা দাও। তুমিও যা, আমিও তা। আমি দুর্গা, তুমি বাগ্দেবী। আবার আমি বাগ্দেবী, তুমি দুর্গা। চল,

দুজনে গিয়া ভক্তের মনের অন্ধকার দূর করিয়া হৃদয়ে প্রকাশিত হই।” মা, আমি অত্যন্ত মূর্খ, তাই তোমার সঙ্গে তোমার সহচরীকে আসিতে বলি নাই। কিন্তু, মা, তুমি নাকি মূর্খের মূর্খতা বুঝিলে, তাই বলিলে, “ও ডাকুক, না ডাকুক, আমি সরস্বতীকে লইয়া যাই। আমি আমার সকল রূপ এক আধারে দেখাইব।” বিদ্যা ছাড়া তো ধর্ম্ম হয় না। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের প্রতিমূর্ত্তি অখণ্ড মা দুর্গা, তাঁর ভিতরে যে সরস্বতী, ও যে অভেদ। ও তো কাটা যায় না। মা, তোমাকে ধ্যান করিতে করিতে, পূজা করিতে করিতে, দেখি, এত বিদ্যা মনে প্রকাশ হইল যে, আমি বুঝিতে পারিলাম, আমি বিদ্বান্ হইলাম। সুচতুরা বিদ্যা, এ সব তোমারই কাজ। হিন্দু বলে দিচ্চে, তার দুর্গার পার্শ্বে সরস্বতী; তবে বুঝিলাম, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় হবে। নববিধান আর কি? হিন্দু ভাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ হই। পৃথিবীর বইয়ের নকল বিদ্যা এ নয়। এ যে একেবারে সাক্ষাৎ বিদ্যা। সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক, সঙ্গীত, বিদ্যালয় পর্য্যন্ত সমুদয়ের সাক্ষাৎ প্রতিমা ইনি। মহাদেবী দুর্গা, তোমার নাম স্বর্গ ও পৃথিবীতে ধন্য হউক! এত দয়া তোমার! সপ্তমীর দিনে একেবারে বিদ্যাকে দেখাইলে! জ্ঞানের আলো উজ্জ্বল করিলে! সকলে বিদ্বান্ হউক! অন্তরে বিদ্যাদেবীর পূজা হউক! তাও করিতে হইল না। যে অন্তরে অন্তরে পরমারাধ্যা মহাদেবী দুর্গতিহারিণী অসুরনাশিনীর পূজা করে, সে বিদ্যাও পায়, লক্ষ্মীও পায়, সকলই পায়। বাজাও বীণা, সরস্বতি! এই দুর্গোৎসবের সময় যেমন সকলে মার পূজা ক'রে সুখী হবে, তেমনি বিদ্যার প্রসাদে সব অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ হবে। কত অজ্ঞান জ্ঞানী হবে। কত মূর্খ বিদ্বান্ হবে। সরস্বতীর শুভ্র জ্ঞানের কিরণে, মা, তোমার মুখ আমাদের কাছে আরো উজ্জ্বল হবে। কে এমন মূর্খ মূঢ় আছে, যে সরস্বতীর কৃপা হইলে মার মুখ দেখিতে না পায়? হে দেবি,

হে মঙ্গলময়ি, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা তোমার দয়ারূপ, সরস্বতীরূপ দুই হৃদয়ে দেখিয়া, সকল প্রকার পাপ অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হইয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

লক্ষ্মীপূজা

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ৪ঠা কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক ;
২০শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে অনন্তরূপধারিণি, হে নিরাকারা দুর্গতিনাশিনি, তোমার পূজার কয় দিন চলিয়া গেল। এখনো ফুরাইল না। বঙ্গদেশ এখনো মাতিয়া রহিয়াছে। সংবৎসরের উৎসবে তুমি ভক্তদিগকে শীঘ্র ছুটি দিতেছ না। যারা পৌত্তলিক, তাহারা অন্য পূজা এক দিনে সারিয়া লয়। জগদীশ, তোমার এমনি ব্যবস্থা যে, সেই সকল লোক, যাহারা বুঝিতে পারে না, কাহাকে ডাকিতেছে, তারাও কিন্তু শীঘ্র সারিয়া লইতে পারিতেছে না। দুর্গতিহারিণীর পূজা তিন দিন। তুমি যে মুক্তি দিবে, তোমার পূজা কিরূপে মানুষ শীঘ্র সারিয়া লইবে? তিন দিন তিন রাত্রি সাধন চাই, অর্থাৎ মা করুণাময়ি, যে তোমার মন্ত্র লইয়া সাক্ষাৎ তোমার পূজা করিবে, শীঘ্র সে কেমন করিয়া পারিবে? তোমার অনেক ভাব, অনেক রূপ, তিন দিন না লইলে কেমন করিয়া তাহা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবে? আমরা যেমন তোমার বামে বিদ্যাদেবীকে আরাধনা করিয়া লইলাম, তেমনি আবার দক্ষিণে সমুদয় জগতের শ্রী, সংসারের সমস্ত ঐশ্বর্য্য সম্পদের দেবী লক্ষ্মী আছেন। দুর্গা কি সরস্বতী লক্ষ্মী ছাড়া হতে পারেন? তা কখনই হতে পারেন না। ওঁর যে স্বরূপ সরস্বতী, স্বরূপ লক্ষ্মী। এ জন্য

তুমি যেমন সরস্বতীকে বলেছিলে, তেমনি বলিলে, "লক্ষ্মী, সাজ তুমি। তুমি আমার বুকের ভূষণ, তুমি আমার স্বরূপের সৌন্দর্য্য, শ্রী, সৌভাগ্য, ধন, সম্পদ। অতএব তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে চল ভক্তের ভবনে। লোকে কি দুর্গাশ্রী বলে, না, শ্রীদুর্গা বলে? অতএব তুমি আমার আগে আগে চল।" এই কথা শুনিয়া, স্বর্গে যে তোমার সন্তান ঈশা বসে আছেন, তিনি বলিলেন, "মা, এই কথা আমি অনেক দিন পৃথিবীর লোককে বলিয়া আসিয়াছি, তোমরা কেবল স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, আর কিছু চাহিও না, কল্যকার জন্য ভাবিও না, তাহা হইলে আর সব মা তোমাদের দেবেন।" মা, এই কথা ঠিক। দুর্গা কখন লক্ষ্মী ছাড়া হন না। যেখানে দুর্গা, সেখানেই লক্ষ্মী। তাই, মা, যেখানে মা দুর্গার পূজা হইতেছে, সেখানেই দেখি, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বিরাজ করিতেছেন। ধন, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য কিছুরই অভাব নাই, ভাণ্ডার উথলিয়া পড়িতেছে। জয়, মা আনন্দময়ি মহাদেবি! তোমাকে ডাকিলে, যা চাই নাই, তাও পাওয়া যায়। দুর্গার প্রতিমা লক্ষ্মীর ডান দিকে না থাকিলে হয়ই না। বল, জীবন, কেবল যে তুমি মাকে ডেকেছ, তোমার বাড়ীতে কি অমঙ্গল অলক্ষ্মী এসেছে? তোমার বাড়ী কি বিশ্রী? জীবন মঙ্গলধ্বনি করিয়া বলিল, লক্ষ্মীর সাক্ষ্য, মার সাক্ষ্য দিয়া বলিল, না, আমি মার শরণ লইয়া কখন অমঙ্গল বিপদ জানি নাই। মা, আমি জানিতাম না যে, তোমাকে ডাকিলে, তোমার কঠোর সাধন করিলে, ঐহিক পারত্রিক দুই মঙ্গল হয়। জয়, শ্রীমতি লক্ষ্মি! মার শ্রী, মার ভূষণ, মার সৌন্দর্য্য, মার রূপের আদ্‌খানা। যে বাড়ীতে তুমি, সেই বাড়ীতেই লক্ষ্মীর আবির্ভাব। হে দেবি, বাহিরের মাটির আরাধনা করিয়া, খড় আরাধনা করিয়া দেশ মজিল, দেশ ডুবিল। মাটির উপাসনা করিয়া কত লোকে মাটি হয়ে গেল। মা, এই প্রার্থনা করি, তুমি তোমার লক্ষ্মী-রূপের বিষয় সদুপদেশ দান করিয়া, হতভাগা বঙ্গদেশকে পরিত্রাণ

কর। বঙ্গদেশ, তোর সৌভাগ্য হয়েও দুর্ভাগ্য হইল। তুই এমন দুর্গা কল্পনা করেও, শিখাইয়াও আপনি মজিলি। দেবীর এমন মহাভাব এদেশে প্রকাশ হয়েও, এ দেশের এমন দুর্গতি! কেবল পুতুল নিয়ে আমোদ ক'রে, ইন্দ্রিয়াসক্ত হ'য়ে, এই কটা দিন মাটি করিতেছে। মা, এদের তুমি দয়া কর। মা, তুমি তো আসল নববিধানের দুর্গতিহারিণী। এই যে সরস্বতী, লক্ষ্মী মার দুই পাশে! এই যে জ্ঞানসূর্য্য, সুখের চন্দ্র তোমার দুই দিকে! এই যে দুই মা, মার ভিতর বিলীন হয়েছেন! এই যে তিন মা তিন নয়, কিন্তু একই। আমি এক গুণ চেয়ে দুই গুণ পাইলাম! আমার হৃদয় পুরোহিত হ'য়ে, এমন প্রতিমা পূজা ক'রে কৃতার্থ হইল। এমন প্রতিমা তো কখন দেখি নাই। মা কমলার আগমনে কমলকুটীরে ভক্তহৃদয়ে সহস্র পদ্ম প্রস্ফুটিত হোক! মা, সুখের ভবনে, কল্যাণের নিকেতনে, এই ভবনে তুমি লক্ষ্মীকে লইয়া বিরাজ করিতেছ। মা, আমরা ভাবিয়াছিলাম, ধার্ম্মিক হ'লে সুখ পাওয়া যায় না। আমরা মনে করিতাম, ধর্ম্ম কেবল তুমি কর, সংসার আমরা নিজে। কিন্তু এ যে দেখ্‌ছি, দুই তুমি কর। মা, তুমি আমার হৃদয়ে তবে থাক। তিনেতে এক, একেতে তিন। মা, তুমি তবে থাক, লক্ষ্মী সরস্বতীকে লইয়া আমার বুকের ভিতর। আমার বড় সৌভাগ্য, আমি তোমাকে মা ব'লে ডেকে, বিদ্যা জ্ঞান পাইলাম, আবার সুখ সম্পদও পাইলাম। দুর্গা নাচেন, লক্ষ্মী নাচেন, নাচেন সরস্বতী। তিন জনই এক হ'য়ে আছ। মা, ভক্তের প্রাণকে কৃতজ্ঞতায় বাঁধিবে বলিয়া, লক্ষ্মীকেও তুমি সঙ্গে আন। মা, আমরা এবার যথার্থ দুর্গাপূজা করিলাম। এ যে তিন খানি সোণার প্রতিমা, এ কি বঙ্গবাসীরা কেউ কখন দেখেছে? এ যে তিন খানি সোণা। মার পূজা ক'রে জীবন সার্থক হইল। হে মঙ্গলময়ি, হে দয়াময়ি, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের যেন

আর অমঙ্গল হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয় বিশ্বাস করিয়া, মা লক্ষ্মি, তোমার শরণ লইয়া চিরকাল থাকিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নিরাকার গণেশের পূজা

(কমলকুটীর, শনিবার, ৫ই কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক ;
২১শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে পতিতোদ্ধারিণি, হে ভক্তহৃদয়বিলাসিনি, জাতীয় এই মহাপূজা এখনো ফুরাইল না। পূজা এখনো চলিতেছে, গরীব ভক্তের ঘরে। পুতুলের সম্মান পৌত্তলিকের ঘরে, চিন্ময়ীর পূজা নিরাকারা জননীর উপাসকের ঘরে। হে জগতের মাতা, তুমি তোমার দুই দুই স্বরূপ লইয়া আসিয়া ভক্তঘরে প্রকাশ করিলে, সুবিদ্যা দেখাইলে এবং লক্ষ্মীশ্রী প্রকাশ করিলে। যতবার আসিলে, এক পার্শ্বে পরাবিদ্যা, এক পার্শ্বে শ্রীসম্পত্তি বিকাশ করিলে। প্রেমের দেবি, অসুরসংহারিণি, যদি তুমি মনুষ্যের পাপকে নাশ করিবার জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছ, তবে তোমার সঙ্গে সিদ্ধিদাতা বিঘ্ননাশন ভাবটি চলিবেই। যেখানে তুমি, সেখানে মঙ্গল হইবেই হইবে। মার ঘরে কোন অকল্যাণ, কোন কার্য্য অসিদ্ধ হইবে, ইহা কোন মতে হইতে পারে না। এই জন্য তুমি গণেশকে সঙ্গে আনিলে। দয়াময়ি মা, তোমার সন্তান সিদ্ধি, কার্য্যের সফলতা, বিঘ্ননাশ, কল্যাণ। যে গৃহস্থ তোমার ভক্ত হয়, তার প্রবেশ-দ্বারে এমন একটি মূর্ত্তি থাকে, এমন একটি প্রতিমা থাকে, এমন একটি ভাব থাকে, যার নাম কল্যাণ। তুমি সুবোধ ভক্তদের বুঝাইয়া দিলে যে, সকল কার্য্যের পূর্ব্বে গণেশবন্দনা কেন হয়। বিঘ্নবিনাশন, বিপত্তিভঞ্জন, কল্যাণবিধাতার নাম সকল কার্য্যের

সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। তুমি যাঁকে আশ্রয় দাও, তাঁর ঘর বাড়ী সমস্ত বিষয়ের মধ্যে সিদ্ধি লেখা থাকে। কোন প্রকার বিঘ্ন তাঁকে আক্রমণ করিতে পারে না। জগদীশ্বর, যে তোমাকে ভাল করিয়া আরাধনা করে, তার কোন কার্য্য নাই, যা দুর্গা ছাড়া সে করিতে পারে। সকল কার্য্যেতে বিঘ্নবিনাশনকে স্মরণ করিতেই হইবে। কোন্ ব্যক্তি পৃথিবীতে এমন আছে, যে বলিতে পারে, আমি মাকে ভাল ক'রে পূজা করিলাম, আরাধনা করিলাম, কিন্তু কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, সকল কার্য্যে কণ্টক বিঘ্ন হয়? এমন দুর্ভাগা কে আছে, যে বলিতে পারে, যে দুর্গতিহারিণীর পূজা করি, সত্য বটে, কিন্তু সহস্র অমঙ্গল বিঘ্ন বাধা আসিয়া পড়ে। তোমাকে পূজা করিতে যাওয়া কেবল তোমাকে পাইবার জন্য। সে মনে জানে, তোমাকে ডাকিলে, তাহার সংসারের সকল বিঘ্ন বিপদ কাটিয়া যাইবে। তুমি আপনি ভক্তের সকল বিঘ্ন বিপদ দূর করিয়া দাও। গণেশ অর্থ, যাহাতে বিঘ্ন অকল্যাণ সকল দূর হয়। জগদীশ্বরের নামে সকল কার্য্যে মঙ্গল হয়, এই তোমার শ্রীগণেশের ভাব। গণেশ তোমার সন্তান, অর্থাৎ তোমাকে ডাকিবার ফল। তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে এই হয়, ভক্তের সকল অমঙ্গল দূর হয়; কোন প্রকার অকল্যাণ প্রবেশ করিতে পারে না। ব্রহ্মভক্তের হাত হইতে যে কোন কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে কোন অকল্যাণ হয় না। যে কেবল মুখে বলে, মাকে ভালবাসি, কিন্তু সেই ভালবাসা সংসারকে দেয়, তার জন্য বিঘ্ন বিপদ সম্মুখে থাকে। কিন্তু ভক্তের জন্য কোথায় বিঘ্ন, কোথায় বিপদ? দুর্গাসন্তান শ্রীগণেশের জয়! দুর্গাকে ডাকিবার এই ফল। প্রেমময়ি, যদি বৎসরকার দিনে তোমার ভক্তের ঘরে তোমার পবিত্র প্রতিমা পূজিত হইল, তবে যেন আমরা বিশ্বাসী হইয়া ভক্তিনয়নে দেখিতে পাই, যেমন তোমার সঙ্গে বিদ্যা এবং শ্রী আছেন, তেমনি তোমাকে ডাকিলে এই ফল পাওয়া যায়, যে কোন

বিঘ্ন বিপদ থাকে না। যাঁরা যথার্থ ভক্ত, তাঁরা বলেন, আমাদের বাড়ীতে দুর্গাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্ত্তিকও আসিয়া বাঁধা পড়িয়াছেন। যে বাড়ীতে তোমার পূজা হয়, সে বাড়ীতে জ্ঞান, বিবেক, প্রজ্ঞা, শ্রী, সম্পদ, মঙ্গল সব থাকে; কোন প্রকার অমঙ্গল বিঘ্ন তার গৃহে থাকে না। তোমার কি কম দয়া? তোমার পূজা করিলে, মানুষের কি কম লাভ হয়? আমি গোড়ায় বলিয়াছিলাম, কেবল ব্রহ্মকে চাই, আর কিছু চাই না; কিন্তু পূজা করিতে করিতে দেখিলাম, বিদ্যা, শ্রী, সম্পদ, মঙ্গল সব হইল। বিঘ্ন আপনা আপনি আসিল, আবার আপনা আপনি কাটিয়া গেল। আপনার মঙ্গল, দেশের মঙ্গল, পরিবারের মঙ্গল, বন্ধুদের মঙ্গল, সকলের কল্যাণ হইল। পূজা করিতে করিতে, এই শিক্ষা হিন্দুর ভাব হইতে পাইলাম, আমার মা যার সহায়, গণেশ তার সহায়; তার অমঙ্গল কখন হয় না। কোথায় রহিলে নিরাকার গণেশ? আমাদের বাড়ীতে এস। এখানকার সকল কার্য্যে, সকল বিভাগে তুমি আছ। কার সাধ্য বিঘ্ন বিপদ আনে? এখানে যিনি যে কার্য্য করিবেন, সিদ্ধ হইবে। মা, চারিদিকে তোমার গণেশ বিদ্যমান। হে দেবি, মঙ্গলময়ি, সন্তান আর তুমি এক হইয়া গেলে। তোমাকে আর তোমার সাধনের ফলকে পৌত্তলিক মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়া ফেলিল। সব কল্পনা। কোথায় বা মূর্ত্তি, কোথায় বা আকার। ভাবেতে যোগেতে যদি দেখি, দেখিতে পাই, তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই সরস্বতী, তুমিই গণেশ। চার ভাব একেতে ঘনীভূত। মা, তুমি চারিদিকে এইরূপে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কুশলের ভাব বিস্তার কর। দুর্গার দাস, দুর্গার ভক্ত, দুর্গার সন্তান, এদের বিঘ্ন দুর্গতি নিবারণ হয়। এখানে চিরকুশল গণেশ নামে বিরাজ করেন। এখানকার আকাশে ঝড় হয় না, সমুদ্রে ঢেউ হয় না, কি চমৎকার শান্তির স্থান। দুর্গা, তোমার প্রসাদে কুশল শান্তি পাইলাম। যে প্রাণ দেয় দুর্গার হাতে,

অনন্ত কল্যাণ তার সঙ্গে বিরাজ করে। এ সময়ে, সন্তান, এস; গণেশ, তোমার বন্দনা করি। গণেশ, তুমি নিরাকার। তুমি মার সাধনের ফল, আর কিছুই নও। তুমি কুশলময়ী জননীর সন্তান, ঘরে থেক। নিদ্রার সময়, কার্য্যের সময়, কুশল, সঙ্গে থাকিও। যখন বিদেশে যাব, কুশল, তুমি সঙ্গে থাকিও। যা কিছু বিঘ্ন অকল্যাণ, সমুদয় কাটিয়া যাইবে। হে মঙ্গলময়ি, আমাদিগকে দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সর্ব্বান্তঃকরণে এই দৃঢ় বিশ্বাস করি, তোমাকে পূজা করিলে, চিরকালের মত সকল বিপদ বিঘ্ন দূর হইয়া, গৃহে কুশল বিরাজ করে। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জয়শক্তিরূপী কার্ত্তিকের পূজা

(কমলকুটীর, রবিবার, ৬ই কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক ;
২২শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দেবি, পরমারাধ্যা শক্তি, ভক্তের যেমন মহাভাব আছে, শাক্তেরও তেমন মহাভাব আছে। এই যে তোমার সরস্বতী এবং লক্ষ্মী, গণেশ এবং কার্ত্তিক, এই চার ভাব যে অসুরনাশিনীর সঙ্গে মিলাইল, ধন্য সেই সাধু! ধন্য সেই ভক্ত! তিনি শাক্তের শ্রেষ্ঠ, ভক্তের শ্রেষ্ঠ। মা, আমরা এ ভাব হইতে বহু দূরে রহিয়াছি। আমরা কেবল তোমাকে মা ব'লে পূজা করি। অদ্য তোমার এই মহাভাব ধারণ করিতে হইবে। তিন দিন গেল, সাধনের সময় গেল, আর দেবী সময় দিবেন না। এ না কি মহাপূজা, দুর্গাপূজা, মহাদেবীর আরাধনা; এ না কি কৈলাস হইতে মহাদেবী আপনার স্বরূপগুলিকে লইয়া, স্বয়ং আসিয়া, ভক্তদিগকে পরিতোষ করেন, তাই তিন দিন এই পূজার জন্য। অর্থাৎ অন্যান্য পূজা অপেক্ষা

অধিক নিষ্ঠা, সাধন চাই এই পূজাতে। হে মাতঃ! আলস্য জড়তা আজ দূর ক'রে দাও। অন্ধকার সন্ধ্যা না হইতে হইতে, যেন বিজয়নিশান ওড়ে, গৃহস্থের বাড়ীতে। আজ পৌত্তলিক ভাই পূজা সমাধা করিবেন, ব্রাহ্ম ভাইও যেন তাই করেন। তবে তিনি ভাসিয়ে দেন দেবতাকে, আমরা তা করিব না। তবে সাধনের বরাত এই তিন দিনের, ভগবতীর উপর। আজ যে তবে বেশ হলো। আজ যে পূজার ফল সমস্ত আদায় ক'রে নেব। আজ ক'দিনের ভাব জমাট ক'রে নেব। তবে ময়ূরবাহনে আগমন করেন যিনি, তাঁকেও কোল দি। ঐ সৌন্দর্য্যের আকর, ঐ বীরত্বের সাগর, জয়শক্তির আধার মাকে আমরা অন্তরের অন্তরে গ্রহণ করি। হে মহাপুরুষ কার্ত্তিক, তুমি এই চারি ভাগের পরিসমাপ্তি। তুমি ধর্ম্মের পরিসমাপ্তি। হে দুর্গাসন্তান, তুমি দুর্গার ভক্তকে আশীর্ব্বাদ ক'রে ফেল। তোমার হাসি মুখ, সুন্দর মুখ কে না ভালবাসে? কে না দেখিতে দেখিতে মোহিত হয়ে যায়? তুমি যে পৃথিবীর উপমার বস্তু। শেষটা একেবারে আনন্দে ভাসিয়ে দেবে, সৌন্দর্য্যে পূর্ণ ক'রে দেবে? মার সন্তান, কে না তোমাকে চায়? তুমি ঘর আলো করিবে না, তো কে করিবে? মা বলেন, এমন ছেলে আমি দেব, গৃহস্থের বাড়ী একেবারে আলো হয়ে যাবে। গৃহস্থের বাড়ীর নারীরা তোমার সোণার চাঁদ ছেলের মত সন্তান কামনা করে, তাই বাৎসল্য ভাবে তাঁকে কোলে করিতে চায়। মা, তোমার প্রতিমাখানি কি সম্পূর্ণ হয়, সৌন্দর্য্য না হইলে? তুমি 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' ক'রে দিলে; ঐখানে যত রঙ্গ ফলালে, যত সৌন্দর্য্য ঘনীভূত করিলে। যে ময়ূরের সৌন্দর্য্যে সাধুরা মোহিত, তার উপর তুমি ছেলেকে বসালে। সেই ছেলে দেখ্‌ব, না, পাখী দেখ্‌ব, বুঝিতে পারি না। ভক্তদের প্রাণ একেবারে মোহিত করিবে, তোমার ইচ্ছা। নতুবা কার্ত্তিককে কেন আনিলে? কেবল বিদ্যা শ্রী কুশলকে আনিলেই হইত।

ও কার্ত্তিক, তোরই মা আমার মা। আয়, তোকে আমি বড় ভালবাসি। তুই বাড়ী এলে বাড়ী আলো হয়। ওঁরা দুটি ঠাকরুণ এসে, বিদ্যা, শ্রী, কুশল দিলেন। আর তুমি এসে ঘর আলো করিলে। তুমি কি না কবিত্ব, তুমি কি না সৌন্দর্য্য, তুমি কি না রস ; "সত্য শিব সুন্দর", সুন্দর না হলে, কি না পরিসমাপ্তি হয় না ; তাই তুমি যত সৌন্দর্য্য এনে তোমার ভিতর ঘনীভূত করেছ। আর সব চেয়ে সুন্দর যে পাখী, তাকে তোমার বাহন করেছ। মা, তোমার সব কুৎসিত ছেলেকে কার্ত্তিকের মত কর। যত সব জঘন্য কুৎসিত পাপী, কাল মলিন মদ্যপায়ী ব্যভিচারী দগ্ধমুখ, তোমার কার্ত্তিককে দেখে লজ্জিত হোক। দেবীনন্দন, দেবীসুত, তুমি ব'সে থাক ওখানে। মার বাছা তুমি, সৌন্দর্য্যের ডালি তুমি। পৃথিবীতে সুন্দর হলে যে বিলাসে ডুবে থাকে। কার্ত্তিক, তুমি হাতে তীর ধনু নিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্চ যে, আমি সুন্দর হ'য়ে শক্তি নিয়ে এসেছি। এ মাংসের শরীরের সৌন্দর্য্য নয়। আমি পৃথিবীতে শারীরিক বিলাস দেখাতে আসি নাই। আমায় মা যেমন সৌন্দর্য্য দিয়েছেন, তেমনি শক্তি দিয়েছেন। আমার নাম সেনাপতি। আমি অসুরজয়ী। আমি রণে শত্রু সংহার করি। আমার নাম বীরবাহু। আমি বীরত্ব। আমার যে সৌন্দর্য্য, এ ধর্ম্মবীরের সৌন্দর্য্য। দেবীর মহত্ত্ব-শক্তি আমার ভিতর। আমি সৌন্দর্য্যের দ্বারা পৃথিবীকে জয় করি। কার্ত্তিক, তুমি বলিলে, সুন্দর হও, জিতেন্দ্রিয় হও। কে সুন্দর? যে ধর্ম্মেতে জয়ী, যে শক্তিশালী, স্বর্গীয় বল যার ভিতরে। দেবী শক্তিরূপে যার ভিতরে প্রকাশিত, সেই সুন্দর। আদ্যাশক্তি ভগবতীর সৌন্দর্য্যশক্তি ঐ কার্ত্তিকের ভিতর। ঐ যে কার্ত্তিক মাসে বিলাসের চেহারা কলিকাতার লোকগুলো তৈয়ার করে, যারা দুর্গাও মানে না, কার্ত্তিকও মানে না, দূর ক'রে দাও ঐ মূর্ত্তি প্রতিমা হইতে! ও চাই না। মার ছেলের এমন খোয়ার? মা, একটি ময়ূরকে

আমাদের হৃদয়ে রাখ, আর তোমার কার্ত্তিককে তার উপর বসাও। তা হলেই আমাদের মুখে কার্ত্তিকের ভাব প্রকাশ হবেই হবে। মা, তোমাকে সাধন ক'রে, তোমার কার্ত্তিকের মত জয়ী হ'য়ে, নববৃন্দাবনের দিকে উড়ে যাব, এমন শুভ দিন কি হবে? আজ বিজয়া। কার্ত্তিকের নাম বিজয়। হে কার্ত্তিক, তুমি সৌন্দর্য্য, তুমি বীরত্ব, তুমি শক্তি। মার পূজার জয়, মার নামের জয় হবে, নববিধানের ভিতর কার্ত্তিকের চেষ্টায়। ঐ তীর ধনু হাতে কার্ত্তিক বড় দুর্জ্জয়। যে মায়ের শত্রুতা করে, তাকেই বিদ্ধ করিয়া মারিবে। দুর্গাকেই ডাক, লক্ষ্মীকেই ডাক, বিদ্যাই পাও, মঙ্গলই হোক, জয় না হলে তো সম্পূর্ণ হইল না! কার্ত্তিক না আসিলে তো কিছুই হইল না। জয়ী না হইলে পূজায় লাভ কি? শ্রীরামচন্দ্র মাকে পূজা করিলেন, ভক্তি করিলেন, সাধন করিলেন, তিন রাত্র যাপন হইল, তার পর বিজয় হইল। অমন দশমুণ্ড ভয়ানক অসুর রাবণকে বধ করিলেন। রামচন্দ্র দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। সকলে দুর্গাপূজা কর, দুর্গাপূজা কর। অসুর নাশ হইল, পাপ দূর হইল, বিজয়-নিশান উড়িল, তার পর মার পূজার ফল হইল। এক ফল কুশল, এক ফল বিজয়। কার্ত্তিক, সর্ব্বদা মনকে তাড়না ক'রে বুঝিয়ে দিও, যেখানে জয় হলো না, সেখানে মার পূজা হইল না। রাম, তোমার রাবণ বধ হয়েছে? দুর্গাপূজা ক'রে মার কাছে বর পেয়েছ? বিজয়ী হয়েছ? তবে মার পূজার ফল পেয়েছ। মা দুর্গার নাম গাও, বিজয়ী ব্রহ্মনাম গাও; গাও না কার্ত্তিক? তা না হলে পূজা শেষ হবে না। গোড়া আর শেষ এক হলো। প্রথমে অসুরনাশিনী, আর শেষে কার্ত্তিকের জয়-প্রদর্শন। আর মধ্যখানে দুই স্বরূপ। শেষে মার দুই ছেলেরই বাহাদুরি হইল। এক ছেলে কুশল, আর এক ছেলে বিজয় আনিলেন। দুর্গা, এবার নব দুর্গা হও; লক্ষ্মি, নব লক্ষ্মী হও; সরস্বতি, নব সরস্বতী হও; গণেশ, নব গণেশ হও; কার্ত্তিক, নববিধানের নব কার্ত্তিক

হও। এই বলিয়া আজ পূজা শেষ করি। গৃহস্থের বাড়ীতে এই পূজায় কুশল মঙ্গল বিস্তার হউক। হে মঙ্গলময়ি, হে করুণাময়ি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন চিরকাল ভক্তির সহিত দুর্গাপূজা করিয়া, দুর্গতিহারিণী অসুরনাশিনীকে সাধন করিয়া, বিদ্যা, শ্রী, কুশল লাভ করি এবং হৃদয়মধ্যে ও পৃথিবীতে তোমার নাম জয়ী করি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সত্যসাধনা

(কমলকুটীর, সোমবার, ৭ই কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক ;
২৩শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, এই কর, যেন সত্যই আমাদের ব্রত হয়, সত্যই আমাদের ধর্ম্ম হয়। কোন বিষয়ে, ঠাকুর, যেন আমাদের অসরল, অযথার্থ ভাব না থাকে। সত্যবতী দুর্গা, তাঁরই পূজা করিলাম, সত্যরূপিণী মাকে দেখিলাম, সত্য সরস্বতী, সত্য গণেশ, সত্য কার্ত্তিককে ঘরে দেখিলাম, তাঁদের জয় ঘোষণা করিলাম। এই কর, যেন মিথ্যা ভাব লইয়া না থাকি। এই জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান, নিরাকার ব্রহ্মদর্শন, নরনারীর প্রতি প্রেম, ভ্রাতৃভাব-সম্বন্ধে অনেক অসত্য মিথ্যা আছে। ভিতরে ভিতরে অনেক মিথ্যা গাছের গোড়া খাইতেছে। জীবনতরু কেন সবল হইতেছে না? গাছের গোড়ায় পোকা ধরিয়াছে, মূলদেশ ক্ষীণ হইয়াছে, ফলবিহীন হইয়াছে, জীবের জীবন-তরুর তাই এত দুর্দ্দশা। হরি, তুমি যেমন সত্য, তুমি চাও, তোমার ছেলেরাও তেমনি সত্য হয়। আর কিছু হই, না হই, যেন সত্য হই, যেন বাড়ীতে সত্য থাকে। সত্যের আরাধনা হোক। সত্যেরই লোক হই।

সমস্ত যেন বেশ স্পষ্ট পরিষ্কার উপলব্ধি হয়। তোমার নববিধানের দুর্গা-পূজা একেবারে স্থায়ী নিত্য। এখানকার দুর্গোৎসব একেবারে সত্য. চিরস্থায়ী। এই দুর্গার প্রতিমা চিরকাল হৃদয়ে থাকিবে। এতে আর অসত্য মিথ্যা কি ? মা, তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মে ক্রমে ক্ষীণবিশ্বাসীরা নিরাকার দর্শন করিতে না পারিয়া, পৌত্তলিকতার আশ্রয় লইবে। এ সকলই ভবিষ্যতে হইতে পারে।· পাপ না ছাড়িয়া, স্নান না করিয়া. কাদামাখা মলিন অঙ্গে ঠাকুরঘরে আসচি। এত ময়লা জমা করিলে. ঠাকুরঘর কিরূপে পরিষ্কার থাকবে ? মা, একটু তিলের মত অসত্য আমাদের জীবনে থাকিতে দিও না। সত্যের সাধন, সত্য জ্ঞান, সত্য চিন্তা, সত্যের আসনে বসা, এই করিব। সার জিনিস ব্রহ্মের পাদপদ্ম বুকে ধরিতেছি। কোন প্রকার কল্পনা অসার ভাবে ভুলিব না। মা, দেবতাদিগের দর্শন-প্রার্থী হব, এ কল্পনার ভিতর রয়ে গেল। স্ত্রী পরিবারের প্রতি ব্যবহার, পরস্পরের প্রতি ব্যবহার, এ অনেকটা অসত্য থেকে গেল। মা, আমাদের চরিত্র পরিষ্কার কর। পরস্পরের এমনি শাসন থাকিবে, যে একটু পাপ আসিতে পারিবে না। কাছে এসে অসত্য নাশ কর। নির্ম্মল দর্শন দাও। বৈরাগী হয়ে থাকি। বৈরাগী বলাও। হরিপদ ব্রহ্মপদ সার করিব। সকলকে দেখাব, একটুও অসত্য ভাব আমার ভিতর নাই। দোহাই, পরমেশ্বর, এর ভিতর কেউ যেন মিথ্যাভাব না রাখে। খুব সত্য সত্য। দুর্গোৎসব এমনি সত্য হবে। তাদের বিজয়ার দুর্গাপূজা শেষ হইল। তাদের কি না কল্পনা! আমাদের যে দুর্গা-প্রতিমা চিরকাল জ্বল্ জ্বল্ করিবে। আমরা যে মিথ্যা দুর্গা ছেড়ে. নব দুর্গার পূজা ধরিয়াছি, আমাদের বড় সৌভাগ্য। এঁকে সত্য দেবী ব'লে পূজা ক'রে, আমাদের বড় সুখ হচ্চে। আমরা বড় খাঁটি ডাক ডাকি। মা দুর্গা, এই কথা তুমি বল দেখি, যে আমরা তোমায় খুব খাঁটি নির্ম্মল ভাবে ডেকেচি।

আমরা যে সর্ব্বস্ব ছেড়ে তোমার ঘরে এয়েচি, দুর্গাদাস দুর্গাসন্তান হয়ে চিরকাল থাকিব, এই মানসে। দেবি, মঙ্গলময়ি, আমাদিগকে কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন, যা মিথ্যা, যার ভাসান আছে, তা ত্যাগ করিয়া, চিরকাল যা খাঁটি, যা সত্য, তার সাধন করিয়া, যে দুর্গা চিরকাল জ্বল্ জ্বল্ করিবে, তাঁর পূজা করিয়া, সত্যসিদ্ধ হই। মা, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

বিধানের জয়দর্শনে

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ৮ই কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক ;
২৪শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, ভক্ত জনের পিতা, সকলে নিজ নিজ কার্য্য না করিলেন বলিয়া, আমি কি সিদ্ধান্ত করিব, তোমার কার্য্য নিষ্ফল হইল ? তা কখনই না। সত্য যাহা, তাহা সত্য। বিধান যাহা, তাহা বিধান। আদেশ যাহা, তাহা আদেশ। এক লক্ষ লোক যদি সভা করিয়া আক্রমণ করে, প্রতিবাদ করে, তবু এক তিল অন্যথা হয় না। ধ্রুব বিশ্বাস করিয়া ধরিয়া আছি। সমুদ্রে ভয়ানক ঝড় তুফান হইতেছে, তবু সমুদ্র পার পাইব, বিশ্বাস করিতেছি। সমুদ্রে যে জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছি, তাহা সমুদয় ঝড় তুফান অতিক্রম করিয়া, শান্তি-উপকূলে পৌঁছিবে। প্রেমময়, তোমার ভারতকে বাঁধিয়াছি নববিধানের সঙ্গে। যা লক্ষ বৎসরে হয় নাই, নববিধান তাহা করিলেন। হে নববিধানের বিধাতা, দেখ, যে দেশকে মনোনীত করিয়াছিলে তোমার নববিধানের জন্য, তাহাতে তোমার ইচ্ছা সফল হইল কি না। পাঁচটা কাকের ঝগড়াতে তাহার কি হইবে ? জ্ঞান যোগ

প্রেম ভক্তি বিবেকের মিলন হয়েছে। দুর্গার সঙ্গে বুদ্ধের সাক্ষাৎ হয়েছে। ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গের বাড়ীতে গিয়াছেন। তোমার উদার ধর্ম্ম সকলকে বাঁধিতেছে। নববিধানের বলের উপর মশারা বসিয়া চাপ দিতেছে, ভোঁ ভোঁ কর্‌চে, আর বল্‌চে, আমরা কীর্ত্তন শুনিতে দিব না। দেবতারা মহাসুরে গান ধরেছেন, ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ বাজাইতেছেন, আর গুটি পাঁচ ছয় মশা বল্‌চে, আমরা রথ চলিতে দিচ্ছি না, কীর্ত্তনের শব্দ চাপিয়া ফেলিতেছি। তাদের কি সাধ্য? আমরা পাঁচ জন লোকে তোমার নববিধানের কি ঢাকিতে পারি? মা, লোহার ভারত সোণার ভারত হইল। এ গুলো কেন অবিশ্বাস করি? নববিধান এয়েচেন, বিধানের নিশান উড়েচে। আমরা কয় জন ভাল হলাম কি না, তার জন্য কি ক্ষতি? স্বর্গের নববিধান কারো মুখাপেক্ষা করেন না। মা, এ আনন্দ গভীর আনন্দ। পৃথিবীতে এলাম যে জন্য, জীবনের অভিপ্রায় যা, তা সিদ্ধ হইল। এর চেয়ে আহ্লাদ আর কি হইতে পারে যে, প্রভু যে কাজের জন্য পাঠিয়েছেন, তাহা নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ভাল করিয়া করিয়াছি। হরিভক্তের এর চেয়ে সুখ আর কিছু তো হতে পারে না, যে মার আজ্ঞা ভাল করিয়া শুনিয়াছি। মা, সেই যে আদেশটি কাণে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলে, যে "আমার বাগানের ভাল ভাল সব ফুল একত্র ক'রে তোড়া বাঁধিবে।" সে আদেশ তোমার মালী পালন করেছে। এ কাজ যে সংসিদ্ধ করেছি, এতে আমার বড় আহ্লাদ। মা, সঙ্কল্প করেছি, স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া মা আনন্দময়ীর মন্দির একটি প্রতিষ্ঠা করিব। মা, এ জীবনে সুখ অনেক পেলাম, শান্তি অনেক পেলাম, তোমার পূজা ক'রে। তুমি যে বীজমন্ত্র কাণে দিয়াছিলে, তা ভুলি নাই। এর হিসাব বুঝিয়ে দেব। কলহ বিবাদের দুঃখ, তাই বন্ধুদের দ্বারা নিরানন্দময়ীর মূর্ত্তি স্থাপন করাইবে। পৃথিবীর লোক বলিবে, এরা না পেলে শান্তি

আপনারা, না অন্যকে সুখ দিলে ; কেবল কলহ বিবাদ ক'রে অসুখী হ'য়ে গেল। কিন্তু, মা, এও যদি বলে, তোমার আসল সত্য যা, তা কেউ অস্বীকার করিতে পারিবে না। তা যে প্রমাণ হয়েছে। ভারত যে টলমল করিতেছে। নববিধান যে হয়েছে। ঐ যে গৃহস্থের উঠানে নববিধানের চারা অঙ্কুরিত হয়েছে। ঐ যে সাকার দুর্গাকে আস্তে আস্তে সরাইয়া, চিন্ময়ী দুর্গার পূজা আরম্ভ করা হয়েছে। মা দয়াময়ি, বাগানের সকল ফুলের এক তোড়া হয়েছে। ভারি সুখের কাজ হইল। যারা শত্রু ছিল, তাদের মিলন হইল। হিন্দু কি না মুসলমানের বাড়ী যাচ্চেন! ভিতরে ভিতরে ঈশার শিষ্যেরা কি না নগরকীর্ত্তন কচ্চেন! মা, আমাদের সকলে খুব গালাগালি দিক্, কিন্তু যেন বিধান গ্রহণ করে। হায় রে ভারত! এবার তোমার উদ্ধারের সময় এয়েছে। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, দয়া করিয়া আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আনন্দময়ের মন্দির স্থাপন করিয়া, জীবনের কাজ সিদ্ধ হইল, তোমার নববিধান পূর্ণ হইল, তোমার নামে চারিদিক টলমল করিল, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া, স্বকর্ণে শুনিয়া, পরমানন্দে আনন্দিত হইয়া, আনন্দময়ি, তোমার চরণে চিরদিন আশ্রিত থাকি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

যোগৈশ্বর্য্য-সম্ভোগ

(কমলকুটীর, বুধবার, ৯ই কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক ;
২৫শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াময়, যে তোমাতে আনন্দ পায়, সে চিরদিন তোমাতে আনন্দ পায়! কারণ, তোমার নাম আনন্দস্বরূপ। নিত্যানন্দ, তুমি ভক্তের

আনন্দের যোগাড় চিরদিন করিয়া দিয়াছ। যে দুঃখী হইয়া তোমার বাড়ীতে আসিল, সে সুখী হইয়া গেল। তোমার ঐশ্বর্য্য তোমার সন্তানের ঐশ্বর্য্য। হে দীনবন্ধো, যোগগ্রাম বলিয়া একটি গ্রাম আছে, সেইখানে তুমি সন্তানের জন্য সমস্ত টাকা কড়ি চাবি দিয়া রাখিয়াছ। পৃথিবীর পিতা যেমন সন্তানের জন্য তালুক মুলুক বাড়ী টাকা কড়ি সঞ্চয় করিয়া রাখেন, সন্তানের কল্যাণের জন্য, সেইরূপ, হে পিতঃ, তুমি সন্তানের জন্য আনন্দের বাড়ী, বাগান, কত টাকা কড়ি সঞ্চয় করিয়া যোগগ্রামে রাখিয়া দিয়াছ। যোগেতে যখন সন্তান তোমার সঙ্গে মিলিত হয়, তখনই বুঝিতে পারে, কত সম্পত্তি সুখ তাহার। নতুবা পাবে না। কারণ, যে গ্রামে তাহার জন্য সঞ্চিত ধন আছে, সেখানে যদি সে না গেল, কিরূপে জানিবে, তাহার কত ঐশ্বর্য্য? হে দয়াময়, নির্ম্মল খাঁটি চরিত্রে নির্জ্জনে তোমার যোগ-সাধন, ইহা না হইলে সুখী হইতে পারি না। গৃহস্থ প্রচারক যদি একবার ধ্যানস্থ হন, নিশ্চিন্ত স্থিরীকৃতনয়নে যোগাসনে বসেন, তিনিই বুঝিতে পারেন, যোগগ্রামে কত আনন্দ, কত ধন, কত সুখ আছে। হে হরি, তোমার নাম যোগেশ্বর, সেই নাম ব্রাহ্মদের নিকট আদরণীয় হউক। যোগ ভিন্ন খাঁটি হইবার, সুখী হইবার আর উপায় নাই। একা একা নির্জ্জনে স্থির হইয়া, মনে মনে যোগাসনে তোমার যোগ সাধন করিলে বুঝিতে পারিব, কত সুখ আমাদের জন্য সঞ্চিত রাখিয়াছ। কত তালুক মুলুক আনন্দ, তার সংখ্যা নাই। দুঃখী হবার অবকাশ তো আর হবে না। গম্ভীর নিষ্ঠাযুক্ত পবিত্র যোগ যত আমাদের মধ্যে শিথিল হইবে, ততই তোমার সন্তানেরা ধনহীন, মানহীন, পিতৃমাতৃহীন হইয়া দুঃখী হইবেন। তোমার যোগীরা কত সুখী। ঈশা মুষা প্রভৃতি বড় বড় সাধুগণ তাঁহাদের সহিত খেলা করিতে আসেন। কত বড় বড় লোক তাঁদের নিকট আসেন। যোগেতে দেখিতে পাইব যে, অনন্ত কাল এই সব বিষয় সম্পত্তি আমার।

কত বড় বড় লোক আমার সঙ্গে আলাপ করিতে আসেন। আমি কত সুখী। হে দয়াময়, যোগের ধর্ম্ম আমাদের মধ্যে স্থাপিত কর। যোগের আনন্দে হৃদয় প্লাবিত কর। এই যে যোগগ্রামে আলো জ্বলেছে! এই যে যোগের ঐশ্বর্য্য! যোগের আনন্দ, যোগীর বাড়ী আমার। যোগেতে অনন্ত কাল আমরা স্বর্গের সোনার বাড়ীতে বাস করিয়া সুখী হই। হে আনন্দময়ি, এই আনন্দগ্রামে আমাদিগকে থাকিতে দাও। আমরা যোগধামে বসিয়া, কয়টি ভাই মিলে, যোগবৃক্ষ হইতে যোগফল লইয়া খাই। যোগের আনন্দে, যোগের জ্যোৎস্নায় বেড়াই। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধো, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন অসার অনিত্য চিন্তা ও কার্য্য ত্যাগ করিয়া, যোগেতে মগ্ন হইয়া, যোগধামে আমাদের জন্য কত সুখ ধন রত্ন সঞ্চিত আছে, তাহা দেখিয়া, ভোগ করিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শারদীয় উৎসব

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ১০ই কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক ;
২৬শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে জীবন্ত ঈশ্বর, হিন্দু যখন বলিলেন, বার মাসে তের পার্ব্বণ, তখন তিনি কম বলিলেন। তিনি যে পার্ব্বণ হিসাব করিলেন, তাহা কম হইল। অধিক হইল না। কেন না, যে জীবন্ত ঈশ্বরকে ডাকে, তার প্রতি মাসে প্রতি দিন পার্ব্বণ। উৎসব করিলেই হইল। ক্রমে ঘরের নিত্য কর্ম্মের সঙ্গে উৎসব মিশাইয়া যায়। এ যে মনের আনন্দ, এ যে হৃদয়ের নির্জ্জন সাধন, প্রাণের গভীর উচ্ছ্বাস, এমন একটি ব্যাপার,

যা প্রাণের ভিতর হয়, বাহিরের লোকে বাহিরের চক্ষে কেহ দেখিতে পায় না। উৎসবকে তুমি সময়সাপেক্ষ, অবস্থাসাপেক্ষ কর নাই। পূর্ণিমার চাঁদ দেখেই হোক, জোয়ারের জলের উচ্ছ্বাস দেখেই হোক, বসন্ত-সমাগমেই হোক, একবার যদি ইচ্ছা হয়, আনন্দময়ীর চরণ ভাল করিয়া দেখিব, মাকে ভাল করিয়া ডাকিব, তখনই উৎসব হয়। কোন বিশেষ সময় নাই। আমাদের পক্ষে মাস বৎসরের নিয়ম নাই। বসিলেই হইল। উৎসবের ছড়াছড়ি। পূর্ণিমার চাঁদ যে লক্ষ্মীর প্রকাশ দেখাইবেন, চারিদিকে জ্যোৎস্না ছড়াইবেন, ইহাতে পূর্ণিমা ভক্তের মনে ভাবের উচ্ছ্বাস হয়। শরৎকালে যখন নূতন জ্যোৎস্না আকাশকে আলোকিত করে, তখন ভাবুকের মনে ভাবের উচ্ছ্বাস হয়। কৈ, এত জলের উচ্ছ্বাস যেখানে, সে জলের জলধি কৈ, এই বলিয়া, তাঁর হৃদয় ভিতরের শারদীয় জ্যোৎস্নার উচ্ছ্বাস, ভাবের উচ্ছ্বাস অন্বেষণ করে! ভক্তের নিকট চন্দ্রের প্রত্যেক জ্যোৎস্নাকিরণের মধ্যে মার প্রেমের কথা দেখা দিবেই দিবে। এজন্য শরৎকালের জ্যোৎস্নার সঙ্গে সঙ্গে, জলের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে, তোমার ভক্তের মন তোমার দিকে ফিরিবেই ফিরিবে। শরৎকালের সৌন্দর্য্যের হিল্লোলে মন প্রমত্ত হয়। আজ লক্ষ্মীর শ্রী-প্রকাশের দিন। আজ নদীজলে যে সৌন্দর্য্য ভাসিতেছে, তা তুলিয়া লইতে হইবে। আজ শরতের শীতল বায়ুর হিল্লোলে যে সুখ উড়িতেছে, তা ঘরে আনিতে হইবে। হিন্দুর ঘরে লক্ষ্মীর পূজা, শ্রীসৌন্দর্য্যের পূজার এক দিন বিধি হইবে; আর নিতান্ত পদ্মবিহীন, গন্ধপ্রিয় ব্রাহ্ম এমনি কঠোর, যে পূর্ণিমার চাঁদও তাঁর মাথায় বিষ ছড়াইল। মা, প্রকৃতির সঙ্গে এই বিবাদ দূর কর। যার মুখে পদ্ম নাই, হৃদয়ে ভাব নাই, যে লক্ষ্মীবিহীন, সে নিতান্ত দুঃখী পাপী। এমন দিনে যদি কেবল হিন্দুর ঘরেই লক্ষ্মীর পূজা হয়, আর আমরা তোমার এত দিনের পদাশ্রিত, আমরা রসবিহীন,

পথবিহীন হইয়া, এই শারদীয় উৎসবের দিন পড়িয়া রহিলাম, তবে আমাদের অপেক্ষা হিন্দুরা ভাল। হে দীনবন্ধো, হে সৌন্দর্য্যসিন্ধো, তুমি যে সুন্দর, সেইটি আজ আমাদের স্মরণের দিন। শরৎকালের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কেবল বৃদ্ধি, —আনন্দ-বৃদ্ধি, সম্পদ্-বৃদ্ধি, ধান্য-বৃদ্ধি, ধন-বৃদ্ধি, আজ সকল গৃহস্থের ঘরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ। প্রেমময়ি, অন্ধকার দিনে তোমার ভক্তদের মনে উৎসাহ দেখিলে আহ্লাদ হয়; কেন না তাহা হইলে বুঝিলাম, ব্রাহ্মসমাজ এখনো লক্ষ্মীছাড়া হয় নাই। আজ সকল ঘরে শঙ্খধ্বনি, আনন্দধ্বনি, মঙ্গলধ্বনি, সম্পদের ধ্বনি হোক। আজ দেখ্‌চি, গঙ্গা পরিপূর্ণ, আমাদের বাড়ীর কমলসরোবর বর্ষার জলে পূর্ণ, চারিদিকে কমল-ফুল ফুটিয়াছে, বুঝিতেছি। বৃদ্ধির দিন আজ, আনন্দের দিন আজ। আজ সকলের মুখে হাসি, আজ ধান্যের পূজা, লক্ষ্মীর পূজা, সম্পদের পূজা; মা, আজ লক্ষ্মীভক্তদিগের হৃদয়ে দয়া করিয়া অবতীর্ণ হও। হে দেবি, হে মঙ্গলময়ি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন, যাহা কিছু শোকের ব্যাপার, অন্ধকারের ব্যাপার, তাহা হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত হইয়া, লক্ষ্মীর শ্রী সৌন্দর্য্য সম্পদ ধন ধান্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া, স্নেহময়ী মার চরণে আশ্রিত থাকিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অভিন্নহৃদয় পরিবার

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ১১ই কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক ;
২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে হরি, ভক্তদিগের আদরের বস্তু, হে প্রেমসিন্ধো, পৃথিবীতে জন কতক আদরের লোক থাকে, এ কাহার না ইচ্ছা। যাঁহারা অনেক কষ্ট বিপদ সহ্য করেন, ধর্ম্মসম্বন্ধে নানা উৎপীড়ন সহ্য করেন, তাঁরা যে এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিবেন, ইহাতে বিচিত্র কি ? জনকতক আত্মীয় অন্তরঙ্গ মনের মানুষ কোন্ সাধক না চান ? তখনকার সাধকেরা বনে পলায়ন করিতেন বটে ; কিন্তু তাঁরা লোক পাইলেন না, স্ত্রী পুত্র পরিবার আপনার হইল না, ধর্ম্মে সঙ্গের সঙ্গী পাইলেন না, তাই প্রস্থান করিলেন। মা, ধর্ম্মের সঙ্গী পাইতে ইচ্ছা হয়। যে হরিনাম-সুধা খাইব, তা ভাই বন্ধুদের মুখে দিব, স্ত্রী পুত্রকে খাওয়াইয়া প্রমত্ত করিব, ইহা ইচ্ছা হয়। মনের প্রেম কিরূপে জন্মে ? খুব আপনার লোক কিসে হয় ? ভাল হইবার, সচ্চরিত্র হইবার ইচ্ছা যাঁদের মনে, কিংবা নববিধান যাঁরা মানেন, কিংবা যাঁরা প্রচারক, আচার্য্য, তাঁরাই কি আত্মীয় হইলেন ? হরিতে অভিন্নহৃদয় হয়েছে, আপনার হয়েছে, একপ্রাণ হয়েছে, এমন লোক কৈ ? অবিভক্ত প্রেমপরিবার চাই আমি খুব উচ্চ রকম প্রেম-পরিবার চাই। এক মত হইলে, বা এক পাড়ায় দশ বিশ বছর আছি বলিয়া, একত্র খাই, এক বাড়িতে থাকি বলিয়া বা খুব খোসামোদ করে, গুরু বলে, ইঁহাদিগকেও প্রেমপরিবার বলিয়া মানি না। আমি বলি, প্রেমপরিবার,—যাদের মধ্যে এক রুচি, এক ইচ্ছা সম্ভব। একজন এ দেশে, একজন অন্য দেশে থাকিলইবা। এক প্রাণ হইবে। নববিধান আসিলে ইহা হইবে। আসল নববিধান এখনও আসে নাই। আপনার

লোক কাকে বলি? গরুরা যেমন আপনার গোয়ালের গরুকে চিনিতে পারে, তেমনি আপনার লোক চেনা যায়। মনে হয়, এরা তোমার নববিধান-গোয়ালের নয়। এরা অন্য গোয়ালের। ঘটনাক্রমে এক জায়গায় এসে যড় হয়েছে কোন দরকারে, আবার যে যার গোয়ালে চলে যাবে। তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর, আমার গোয়ালের কারা কারা? আমি বলিতে পারি না, আমি বলিতে কুণ্ঠিত হই। ঈশ্বর, প্রচ্ছন্নকুতর্ক, বিবাদ,' অমিল যে এদের মধ্যে আছে, তাই আমি ভয় করি। মুখে আমাদের লোক হ'য়ে যদি গোপনে ছুরি শাণিয়ে রাখে, এই সকল ভয় করি। সমস্ত ভূপতি, নরপতি, বড় লোক যদি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলে, তোকে গ্রাহ্য করি না, মানি না, তাতে আমি ভয় করি না। কিন্তু ভয়ের বিষয় এই, যে সব লোক তোমার দরজার কাছে এসেছে, তারা পেলে না, আর যত ডোম নীচ লোকেরা পাবে। ভয় এই, গাড়িখানা ষ্টেসনে আসে আসে আসিল না। ফল পাকে পাকে পাকিল না, ফুল ফুটে আসচে, এমন সময় পোকা ধরিল ভিতরে। এই সব ভয় হয়। এক পরিবার হয় নাই। আমরা পাঁচ জন নববিধানের লোক হয়ে কত তফাৎ হতে পারি, এক পাড়ায় এক বাড়ীতে থেকে প্রাণে প্রাণে কত অমিল, কত শত্রুতা থাকিতে পারে, তার উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়েছি। এ সব তো ঢের দেখাইলাম, এখন প্রাণের পুরাতন সাধ যা, তা পূর্ণ কর। এক প্রেম-পরিবার কর। যে যেখান হইতে আসুক, লোক দেখিলেই শুঁকিয়া চিনিতে পারিব তোমার গোয়ালের; বলিব, ঠাকুর, এই লও তোমার লোক। আর তোমার হইলেই আমার, আমার হইলেই তোমার, আর আমাদের সকলের। ঠাকুর, কেউ আপনার নয়, তুমি যাদের এক কর, তারাই আপনার। সব মুখ এক মুখ হবে। যেখানে থাকুক, সকলের নাড়ী এক নাড়ী হবে। সকলের প্রাণ এক হবে। গোপনে তোমার

গোয়ালের গরু চারিদিকে খুঁজে বেড়াই। কোথায় আমার প্রিয় গোপালের গরু? বম্বে মান্দ্রাজ কত দেশ ঘুরিলাম, কোথাও তোমার গোয়ালের গরু পাইলে, চিনিয়া আনিয়া ঘরে সাজাই। দয়াসিন্ধো, প্রেমসিন্ধো, তোমার গোয়ালের গরু বড় শান্ত, অনেক দুধ দেয়। তারা ভগবতীর আসল প্রিয় বাহন। সকলকে এক গোয়ালে আন, আর গোপাল, তুমি বাঁশী বাজাও, আর আনন্দে সেই বাঁশীর রবে সকলে নৃত্য করুক, পরস্পরকে চিনিয়া লইয়া আনন্দ করুক। দয়াসিন্ধু মঙ্গলময়, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকল ভ্রম অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া, আমরা যে এক কৃষ্ণের গরু, এক গোয়ালের গরু, এক মার কোলের সন্তান, এক পিতার পুত্র, এক রাজ্যের লোক, এক অভিন্নহৃদয় পরিবার, ইহা বুঝিতে পারিয়া, চিরকাল সর্ব্বান্তঃকরণে অবিভক্ত প্রেমে তোমার চরণতলে বাস করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ইহ পরলোকে দলের একতা

(কমলকুটীর, শনিবার, ১২ই কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক ;
২৮শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে জীবনদাতা, হে মোক্ষদাতা, এক দেশ হইতে মানুষ আসে, এক দেশে মানুষ কর্ম্ম করে, চাকরি করে, সন্ধ্যা হইলে আবার আপনাদের স্থানে, স্বধামে চলিয়া যায়। মানুষের তবে কেবল দুইটি স্থান আছে। স্বধাম একটি, কার্য্যধাম একটি। বাড়ী একটি, কার্য্যালয় একটি। জন্মাইবার পূর্ব্বে আমরা ছিলাম স্বধামে মাতৃক্রোড়ে, জন্মিলাম যখন, তখন সংসার-কার্য্যালয়ে আসিলাম কার্য্য করিবার জন্য। আবার সন্ধ্যার সময়

কার্য্য শেষ হইলে, বাড়ী ফিরিয়া যাইব। যারা এক প্রভুর নিকট কার্য্য করে, একত্র চাকরি করে, পরস্পরকে চিনে, পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়তা হয়, বাড়ী ফিরে যাবার সময়, অগ্র পশ্চাৎ গেলেও, তারা জানে যে, স্বধামে স্বগ্রামে গিয়া আবার পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। তদ্রূপ তোমার নববিধান। আমরা কয়টি লোক এক স্থানের এক নৌকা করিয়া, এক গ্রাম হইতে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়াছি। দেখিলেই জানিতে পারা যায়, আমরা এক জায়গার লোক। আবার বেলা শেষ হইলে, এক গ্রামে গিয়া মিলিব। আসা যাওয়ার ব্যাপার ঠিক এইরূপ। আমরা ক'জন অব্যক্তভাবে মাতৃ-ক্রোড়ে স্বধামে ছিলাম, আবার সংসারে এসে, কার্য্য করিয়া, চাকরি করিয়া, স্বদেশে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু আমরা এক গ্রামে ফিরিয়া যাইব কি না, তা বুঝিব কিরূপে? আমাদের রুচি, ইচ্ছা, মত, প্রকৃতি ভিন্ন। কেহ বৃদ্ধের ন্যায় জড় হইয়া থাকিতে চাহেন, কেহ সিংহের ন্যায় উৎসাহে আস্ফালন করেন, কেহ পুস্তকের কীট হইয়া আছেন; পরমেশ্বর, ইহাদের গতি কি এক দিকে? যাহাদের অভিরুচি এত ভিন্ন, তাহাদের আগমনও এক স্থান হইতে নয়, গতিও এক দিকে হইতে পারে না। আমাদের এখন যদি মরণ হয়, এক এক জন এক এক স্থানে গিয়া পড়িব। আমা-দের আগমনও ভিন্ন গ্রাম হইতে, গতিও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, এই প্রমাণ হয়। নতুবা ইঁহারা নববিধাননিশান স্পর্শ করিয়া বলুন, আমরা এক গ্রামের লোক, এক পরিবারের অভিন্নহৃদয় লোক। তার সাক্ষী, আমরা এক বাগানে ফুল তুলিয়াছি, এক স্থানে কার্য্য করিয়াছি, আমাদের এক রুচি, এক মত, এক ইচ্ছা। মা, এ বড় সুখের কথা যে, আমরা ছিলাম এক মাতৃবক্ষে, আবার নববিধানে এক স্থানে গিয়া মিলিব। নতুবা এই শেষ, এখানেই দেখা শুনা ফুরাইবে। রাস্তার আলাপমাত্র, পরে সকলেই ভিন্ন স্থানে চলিয়া যাইব। আমরা এক উপাসনার ঘরে বসি, আর এক

বাড়ীতে থাকি, আর এক দলভুক্ত হই, সকলি মিথ্যা, যদি সন্ধ্যার সময় এক ঘাটে গিয়া না মিলি, এক গ্রামে না যাই। এ বড় সুখ শান্তি আহ্লাদ, যে আমরা এক স্থান হইতে আসিয়াছি, এক প্রভুর কার্য্য করিতেছি, আবার সন্ধ্যার সময় কার্য্য শেষ হইলে, এক স্থানে যাইব। অতএব এই প্রার্থনা করি, মা, যাঁরা যাঁরা আমরা সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্তভাবে এক স্থানে ছিলাম, যেন পরস্পরকে চিনিতে পারি এবং বিশেষ সাধনে এক হই। হরি, তোমার চরণ ধরিয়া মিনতি করি, যদি কেউ থাকেন এই দলের ভিতর আত্মীয় অন্তরঙ্গ, তাঁদের দেখাও, পরিচিত কর তাঁদের সঙ্গে। ইহকাল পরকালের জন্য তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থির কর। হে মাতঃ, হে মঙ্গলময়ি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যে ক'টি এক স্থান হইতে আসিয়াছি, একত্র থাকিব পরকালে, অভিরুচি বিশ্বাস মত এক করিয়া, একটি বিশেষ দলে বদ্ধ হইয়া, ইহকাল পরকালের কাজ এখানে সম্পন্ন করিয়া লই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

- - -

যুগলব্রত-গ্রহণ

(কমলকুটীর, রবিবার, ১৩ই কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক ;
২৯শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে পতিতদিগের পরিত্রাতা, তোমার আদেশে, তোমার প্রসাদে জীবনের শেষভাগে সংসার ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়া, তোমার বিধি গ্রহণ করিতে আসিলাম। এ ব্রত গম্ভীর, গম্ভীর হইতেও গম্ভীর। এ ব্রত তুমি লওয়াইলেই মানুষ লইতে পারে, নতুবা দশ সহস্র বৎসর চেষ্টা করিলেও হয় না। এ ব্রতে আসক্তি-ত্যাগ, বিষয়-ত্যাগ, এ ব্রত

একটি বিশেষ ব্রত। ইহা জীবনের অপরাহ্ন সময়ের ব্রত। এ ব্রতে পরলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়। এ ব্রত অন্যান্য ব্রত অপেক্ষা ঘনীভূত। মা, অনেক দিন পৃথিবীর রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, জীবনের অপরাহ্নে সতী স্ত্রীর শীতল ছায়া, শ্রান্ত স্বামীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হয়। এজন্য এই শুভক্ষণে নরনারীর পবিত্র মিলনের সময়, বহুদিনের আশাপূর্ণের সময় দেবতারা আনন্দিত হইলেন। অনেক দিন হইল, দুইজনে ধর্ম্মের জন্য গৃহ হইতে তাড়িত হইলাম। কোথায় যাইব, জানিতাম না, নৌকাখানা জলে ভাসাইয়া দিল। সেই তরী ভাসিতে ভাসিতে এখন নববিধানের যুগলসাধনের ঘাটে আসিয়া লাগিল। বহুকালের আশা, দীনবন্ধো, তুমি পূর্ণ করিলে। চার হাত মিলাইয়াছিলে একবার, সে সংসারের পক্ষে কাজের বটে, ধর্ম্মের পক্ষে বড় কাজের নয়। আর আজ চার হাত মিলাইলে ধর্ম্মের ঘরে। সেই বিবাহ দিয়াছিলে বালির ঘাটে, আর আজ বিবাহ দিলে বিধানের ঘাটে। বলিলে, সুখে থাক, সুখে থাক। আজ বড় সুখের দিন। এ বিবাহে ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল। এ বিবাহ উচ্চ পবিত্র প্রশান্ত সুন্দর। উভয়ের মনে নিকৃষ্ট ভাব থাকিবে না। এ বিবাহ পবিত্র। নীচ তিক্তভাবে উভয়ে উভয়ের দিকে তাকাইব না। এমন ভালবাসিব পরস্পরকে, যাহা বিষয়ী স্বামী স্ত্রীরা কখনও পারে না। পরস্পরের দিকে যখন তাকাইব, উভয়ের ভিতর দেবত্ব দেবীত্ব দেখিব। মা, এত শীঘ্র যে এ আশা পূর্ণ করিবে, জানিতাম না। মা, প্রার্থনায় কি না হইতে পারে? প্রার্থনা কি সামান্য জিনিষ? এই একটি সামান্য ছোট লোক, বিধির বিধি চাহিতে চাহিতে কি পাইল! এ স্ত্রীর কি আসিবার কথা ছিল? না। বড় প্রতিকূল, বড় বাঁকা। এক দিকে আমি, আর উনি অন্য দিকে চলেন। কিন্তু এখন কি শয়তান বাধা দিতে পারিল? শয়তান যে বলেছিল, 'দুজনকে দুই পথে রাখিবে। পরস্পরের

দেখা হবে না, মধ্যে অনেক কণ্টক থাকিবে, অনেক বিঘ্ন থাকিবে। স্ত্রী পরিবার লইয়া যে হরিনাম করিবি, তা পারিবি না।' শয়তান, তুই যা, দূর হয়! তুই কি কিছু করিতে পারিলি? আমার বিশ বৎসরের প্রার্থনা কি জলে ভেসে যাবে? এই যে, আশা পূর্ণ হইতেছে। মা, তুমি দেখালে, হরিনামে কি হইতে পারে। মা, কবে আমরা দুজন যুগলসাধন করিতে করিতে, শান্তিধামে গিয়া উপস্থিত হইব। শুভদিনে শুভক্ষণে পরলোকের যোগ আরম্ভ হইল। আমরা দুজনে এখন থেকে, মা ভগবতি, তোমারই। তোমার চরণতলে চিরদিন বসিবার অধিকার চাই। আসন দুখানি তোমার চরণতলে থাকিবে। উপাসনা, সংসারের সকলি ওখানে বসে করিতে হইবে। আর বিষয়ীর মত চলিতে পারিব না। আর পশুভাব রাখিতে পারিব না। আর রাগী স্ত্রী, রাগী স্বামী হইয়া পরস্পরকে দংশন করিতে পারিব না। এবার কি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর মত হইতে পারিব না? মা, আড়ম্বর ক'রে, ধূমধাম ক'রে ব্রত লইয়া কি করিব? বাড়াবাড়ি কাজ নাই, যদি আবার পা পিছলে পড়ি, যদি আবার ঝগড়া করি। যদি আবার বিষয়ী হইয়া ধর্ম্ম নষ্ট করি। তাই বলি, আস্তে আস্তে চলি। মা আমার, সহধর্ম্মিণী যিনি হইলেন, তিনি পবিত্রাত্মা হউন। তিনি ধর্ম্মের তেজে পূর্ণ হউন। মা, নববিধানে যুগলসাধনের দৃষ্টান্ত এই হতভাগা হতভাগিনী দেখাক্। হতভাগ্য আগে ছিল, এখন সৌভাগ্য হইল। মা, অনেকের সংশয় ছিল, এটা হইবে না। সকলে দেখিল, বেঁচে থাকিতে থাকিতে দুজনে এক হইল। এক আসনে বসিল, এক হরির নাম করিতে করিতে শুদ্ধ হইল। যখন ইহা হইল, তখন গেল শোক, গেল নিরাশা, গেল দুঃখ। নববিবাহে যে পতি পত্নীর মিলন হয়, এটা কেউ মানিত না। কিন্তু তুমি দেখিয়ে দিলে, প্রমাণ করিলে, এটা হয়। ছেলেপিলেদের এদিকে আনিতে পারিলেই এখন হইল।

ক'টাকে যদি পাই, আর বাড়ীখানা তোমার হয়, তা হ'লে এখনকার মত অনন্তকালের জন্য এক পরিবার হইয়া থাকি। দলের কথাটা আর বলিলাম না, দুদিন বলেছি। মা, স্ত্রীকে পোড়াইলে আবার সেই জলন্ত আগুন হইতে নবস্ত্রী বাহির হইবে, এটা দেখাও প্রত্যক্ষ, নতুবা বিশ্বাস হয় না। মা, তোমার পদচুম্বন করি। তোমার নববিধানের নিশান চারিদিকে খুব উড়ুক। মা, এত দিনের কান্নাকাটির পর এ গরীবের কি হইয়াছে, আমিই জানি। এ কি কম কথা? একটা স্ত্রীলোক একটা পুরুষ এক হইল? একজন আমার কাছে বসিল, যে ইহকাল পরকালের জন্য আমার হইল। শঙ্খধ্বনি শুনিলাম, অমরাত্মা দুইটির যোগ হইল। স্ত্রী আর মেয়েমানুষ নয়। আমার বন্ধু হইলেন। উভয়ে উভয়ের বন্ধু হইলাম। লও তবে, সন্তানগণ, সংসারের চাবি। লইয়া সংসার কর। আমাদিগকে অবসর দাও সংসার হইতে। দুজনে চলে যাক্ পাহাড়ের উপর দিয়া, নদীর ধার দিয়া, সেই সুখের গ্রামে। মা, পুত্র কন্যা পুত্রবধূ ইঁহারা সংসারে ধর্ম্ম পালন করুন, তাঁদের এখনও কাজ আছে, তাঁরা সেই সব কাজ করুন। আমাদিগকে অবসর দিন সংসার হইতে। আমরা আশীর্ব্বাদ করিব তাঁদের, যে বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে ধর্ম্ম করিতে সময় দিলেন তাঁরা। তাঁদের যা কাজ, তাঁরা করুন। তাঁরা আমাদের বৃদ্ধ বয়সে যষ্টিস্বরূপ হউন। আর পুরাতন জীবন নয়। সবে নূতন নৌকা ভাসাইল দুজনে। দুজন লোক রৌদ্রে বাহির হইল। এ মস্ত ব্যাপার নয়, ঈশা চৈতন্যের মত নয়। দুটি শ্রান্ত পাখী উড়িল, উড়িয়া গিয়া সেই বিধানের বৃক্ষে বসিবে। মা, অধিক আর কি বলিব, সকলে বিধানের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করুন। আমরা দুজন একজন হইলাম, তোমার হইলাম। দাস ব'লে, দাসী ব'লে মনে রেখ। এ নূতন ব্রতের পথে, এই কঠোর পথে এই পুরুষটিকে, এই মেয়েটিকে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা

করিও। আমরা দু'টি বৈকুণ্ঠবাসী, বৃন্দাবনবাসী হইলাম। বৈরাগ্যের ভস্ম মাখিলাম। আজ সকলে বিদায় দিলেন। বিদায় নিলাম। সংসার আমাদের চায় না। বন্ধুরা চান কি না, জানি না। চাহিলে আসিতেন সঙ্গে। বৃন্দাবনবাসী হইতেন। এঁরা সংসারের কুমন্ত্রণায় ভুলিলেন। স্ত্রীর কথায় কাণ দিলেন, শেষে কি হইল? এক নৌকায় সকলে যাবেন, তা তো হ'ল না। তুমি ছোট নৌকা পাঠাইলে কেন? যাঁদের এক সঙ্গে নৌকায় চড়িয়া যাবার কথা ছিল, তাঁরা ঘাটে দাঁড়িয়ে বিদায় দেন কেন? চল চল না বলে, এস এস বলেন না কেন? আচ্ছা তাই হউক, দু'টো লোককে বিদায় দিয়া তাঁরা যদি সুখী হন, তাই হউক। আমরা এ দেশে আর থাকিব না, এ দেশের কিছু ছুঁইব না, অন্য দেশে চলিয়া যাইব। যুগলমূর্ত্তির কথা এত বলিলাম, কেহ শুনিলেন না। মা, সকলের মনে শুভবুদ্ধি দাও। প্রত্যেকে যেন বৈকুণ্ঠে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন, উপযুক্ত হন। হে মাতঃ, হে মঙ্গলময়ি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকল প্রকার কপটতা, অসরল ভাব ত্যাগ করিয়া, দুই জনে সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সতীত্ব-লাভের অভিলাষ

(কমলকুটীর, সোমবার, ১৪ই কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক ;
৩০শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, প্রেমের আকর বড় জলে যেমন ছোট ছোট জল সকল ক্রমে মিশাইয়া যায়, তেমনি দেখিতেছি, সাধনের বলে ক্রমে তোমার

ভিতর আমরা মিলিয়া যাইতেছি। হে প্রেমময়, তুমি যদি মাতৃরূপ হইলে, তবে স্বামী এবং স্ত্রী এই পৃথিবীতে সেই মাতৃরূপ সাধন করিতে করিতে, স্বামী যিনি, তিনি সতীত্ব প্রাপ্ত হইলেন, পতি যিনি, পত্নীত্ব পাইলেন। দুইজনে তোমার প্রকৃতিতে মিশাইলেন। পুরুষ এবং স্ত্রীর প্রভেদ, কৃপা ক'রে ঘুচাইয়া দাও, এই প্রভেদ ভাল নয়। আমরা সকলেই নারীপ্রকৃতি লাভ করিয়া তোমার আনন্দে ভাসিব, রসাধার হইব, কোমল হইব, সৌন্দর্য্য শুদ্ধতা পাইব। একা একা তো হইবে না, দুইজনে বসিব; পুরুষ প্রকৃতি, প্রকৃতি পুরুষ, এই ভাবিতে ভাবিতে, পুরুষের জ্ঞান, পুরুষের স্বভাব প্রকৃতিতে পরিণত হইবে। নারীপ্রকৃতির প্রেম দাও—তোমার দাসী হইয়া তোমাকে ভালবাসিতে, ভক্তি করিতে দাও। গোপনে তোমাকে সেবা করি, স্বামিসেবা, প্রভুসেবা করিয়া জীবন কাটাই। আমরা দুইজনে নারী হইয়া, তোমাকে পতিরূপে সেবা করি। যুগলসাধনের পূর্ণানন্দ তোমাতে বিকাশ কর। এখনকার ব্রত কিরূপে সাধন করিব, তার নিয়ম বলে দাও। খুব শুদ্ধ এবং সুখী হব, আর এ স্বভাব রাখিব না। একেবারে প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্য পাইব। লোক বলিবে, আচার্য্যের মুখ স্ত্রীলোকের মুখের মত হইয়াছে। সাধন করিতে করিতে কঠোর মুখ কেমন কোমল হইয়াছে। মার শোভাতে সন্তানের শোভা হইয়াছে। মা, কোমল কুসুমের মত সুগন্ধ সরস কর। আর পৃথিবীতে যেন এ সব থাকে। এসব পুরুষ-কণ্টক বিনাশ কর। পাথরের মত কঠোর হৃদয়কে কোমল কর। খুব ক্ষমা, খুব ভালবাসা, খুব ভক্তি, খুব পবিত্রতা দাও। সতী নারীর মত সতী হ'য়ে, ঐ পতির দিকেই কেবল মন ধাবিত হউক। ইহকালে ঐ এক পতি, পরকালে ঐ এক পতি, অনন্তকালের ঐ এক পতি। যুগলসাধনের এই ফল। স্ত্রীর পার্শ্বে বসিয়া সাধন করিলে, মন সতী হইয়া পতির অন্বেষণ করে। জন্মজন্মান্তরে,

চিরকাল, অনন্তকাল, ঠাকুর, তোমার প্রিয় হব, তুমি আশীর্ব্বাদ করিবে। মানুষের সম্পর্ক নয়, নির্ব্বাণের সম্পর্ক। আমার ক্ষুদ্র প্রেম তোমার প্রেমসমুদ্রে মিশাইবে। হৃদয়ের জ্বালা অশান্তি ঘুচিবে। ভাই ভাইএ, ভগ্নীতে ভগ্নীতে বিবাদ রহিল না। দেব, চাই দেবত্ব। সতী হইতে চাই। ঐ এক চাই। ভাবিতে ভাবিতে ঐ এক হই। আমাদিগকে সতী করিয়া, তোমার ভিতর এক কর। প্রেমময় দীনবন্ধো, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন যুগলসাধনব্রতে ব্রতী হইয়া, শীঘ্র শীঘ্র তোমার ভিতর বিলীন হইয়া, এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে যথার্থ যোগানন্দ সম্ভোগ করিয়া, কৃতার্থ হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

একাত্মতা

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ১৫ই কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক ;
৩১শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনজনপ্রতিপালক, হে চিরবসন্ত, লেখা ছিল শাস্ত্রে, একজন লোকে কয়জন লোক মিলিত হইয়া যাইবে, এবং তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিবে এবং সমুদয় মিলিয়া তোমাতে বিলীন হইয়া যাইবে, ইহা নববিধানের তাৎপর্য্য। বিধির এই অভিপ্রায় ছিল, গুরু হউক না হউক, আচার্য্য, উপদেষ্টা, শ্রেষ্ঠ হউক না হউক, একজন মধ্যবিন্দুতে দশ জন আকৃষ্ট, দশ জন মিলিত হইবে। যেখানে দশ জন, শত জন তোমাতে এক হইবে, সেখানে একটা অবলম্বন চাই। একখানি প্রতিমাতে দশখানি মূর্ত্তি যদি থাকে, তাহা জলে বিসর্জ্জনের সময় দেখিতে ভাল। গুরু বলে, মধ্যবর্ত্তী বলে মানিতে হয় না। কিন্তু ভগবানের লীলা বলে, অভিপ্রায় বলে, এ

সব মানিতে হয়। হে পিতঃ, নববিধানের ব্যবস্থা তুমি এই রকম করিয়াছ। আমরা তাহা মানিলাম না বলিয়া, মিলন হইল না। এখনও সময় আছে, এখনও চেষ্টা করি। যারা পরস্পরের নয়, তারা আমারও নয়, তোমারও নয়, নববিধানেরও নয়, এ কথা মানিতে হইবে। যাঁরা একজন হন, তাঁরা তোমার, তাঁরা বিধানের। আমি চাই, হে ভগবান, সকলে একেবারে তোমার ভিতর বিলীন হয়ে যান। দশ দরোজা নাই স্বর্গে, এক দরজা দিয়া যাইতে হইবে। সপরিবারে সবান্ধবে ভগবানের বুকের ভিতরে প্রেমসমুদ্রে ডুবিব, মা, আমার এই সাধ ছিল। অনেকে সস্ত্রীক তোমাকে সাধন করিতে করিতে তোমার গাড়িতে যান। বন্ধুরা একখানা হ'য়ে, আমার সঙ্গে এক হ'য়ে, যাবেন তোমার গাড়ি ক'রে। মা, একটি বই দরোজা নাই। সেখানে নববিধান দরোয়ান হ'য়ে বসে আছেন। প্রবেশ করিতে গেলে, জিজ্ঞাসা করেন, প্রাণেশ্বরকে ভালবাস? প্রাণেশ্বরের সন্তানদের ভালবাস? যদি বলি, "না", প্রবেশ করিতে দেন না। মা, আর কি ভিক্ষা চাহিব? একশরীর, একাত্মা হ'য়ে, তোমার ভিতর মিশিতে চাই। ভিন্নতা স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা, "আমি আমি" যেখানে, সেখানে আমার বাপ নাই; আমি সে "আমি" ভূতের রাজ্যে থাকিতে চাহি না। হে কৃপাসিন্ধো, হে মঙ্গলময়, তুমি আজ কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা সকলে যেন ভূতের দেশ হইতে, স্বাধীনতার ভিন্নতার দেশ হইতে শীঘ্র শীঘ্র পলায়ন করিয়া, সকলে একপ্রাণ হইয়া, তোমার পবিত্র প্রেমরাজ্যে গমন করিয়া, একাত্মা হইয়া, তোমার বুকের ভিতর বিলীন হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

(কমলকুটীর, বুধবার, ১৬ই কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক ;
১লা নবেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াময়, ইচ্ছা হয়, তুমি আর একবার দীক্ষাগুরু হইয়া, শিষ্যদিগকে প্রস্তুত কর। রাত্রি হইল, হঠাৎ দেখিলাম, তোমার আসনে মানুষ বসিয়া উপদেশ দিতেছে। তোমার শিষ্যেরা অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় মানুষকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিতেছে। দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিলাম। এ ভয়ের ঘর, মরণের ঘর। আমার সে দেবতা কোথায়? মানুষ আসিয়া সে আসন লইয়াছে। হরি, এই কৃত্রিম ধর্ম্ম দূর করিয়া, সনাতন ধর্ম্ম নববিধান আনিয়া প্রতিষ্ঠিত কর। যে ধর্ম্মে মানুষের কিছু বলিবার নাই, তোমার কথা শুনিয়া সব করিতে হয়, সেই ধর্ম্ম আন। মানুষকে গুরু করিলে, আপন আপন ধর্ম্ম নববিধান বলিয়া প্রচার করিলে, দুঃখের শেষ থাকিবে না। তুমি তোমার সংসার লইয়া বোস। আমার আশঙ্কা দূর কর। যতক্ষণ দেখিব, আমাদের সোনার ঘরে সিংহাসনে অসুর মানুষ গুরু বসেছে, যে মানুষ কেবল পতনের দিকে লইয়া যায়, ততক্ষণ বিপদ যাইবে না। হে ঠাকুর, এবারকার ধর্ম্মের নিয়ম এই, তোমাকে লইয়া আমরা থাকিব। আপনার লোক বন্ধু, এক বন্ধু কি তাঁহারা? দীনবন্ধো, এ ভাব হইতে নববিধান আসিবে না, রথখানা আর এক পথে গিয়াছে। এ কোন রাস্তা? প্রিয় বন্ধুরা কোথায় গেলেন? কোন্ অসুর এখানে টেনে নিয়ে এল? ভগবান্, কৃপা কর, শেষে খাঁটি ধর্ম্ম, খাঁটি নববিধান দেখিব, এই আশা আছে। দুর্গতি দেখিব না। শেষে উচ্চ প্রেমের সাধন দেখিব, এই আশা করি। ভগবান, অধিক না বলিয়া, এই ছোট প্রার্থনাটি করি তোমার কাছে। আবার সকলকে নূতন নববিধান-ধর্ম্মে দীক্ষিত কর।

এ পথ ছাড়ুন, সকলে এ রাস্তা হইতে ফিরিয়া আসুন; সকলে তোমার নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, সেই শান্তিরাজ্যে, প্রেমের রাজ্যে, নববৃন্দাবনে যাই। মা ভগবতীর শান্তিধামের ভিতর প্রবেশ করি। হে কৃপাময়, হে মঙ্গলময়, আমাদিগকে কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন শীঘ্র শীঘ্র বিপথ হইতে ফিরিয়া, শান্তিধামের যাত্রীদের সহিত মিলিত হইয়া, মা, তোমার দিকে, ঘরের দিকে দৌড়িয়া যাই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শান্তি-সাধন

(কমলকুটীর বৃহস্পতিবার, ১৭ই কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক,
২রা নবেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো! জীবনের আরাম, বৃদ্ধ বয়সের সুখ, ইহলোকে বৈকুণ্ঠ-ধাম, অধিক বয়সে সাধনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি পড়া উপদেশ-সাপেক্ষ নহে, স্বভাবের উত্তেজনা-সাপেক্ষ। সে স্বভাবের প্রতি বিমুখ যে, সে বার্দ্ধক্যের আগমনে তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না। এখন হইতে সাধনের দিকে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। নৌকার গতি দ্রুত দেখিলে, খুব কাজ কর্ম্ম করিবার ধূমধাম দেখিলে, বলিব, ইহা যৌবনের বাড়াবাড়ি। ইহাদের নৌকা শান্তি-উপকূলে পৌঁছিবার অনেক দেরি। মন যত শান্ত হইতে থাকে, তত আপনার কার্য্য করিবার সুবিধা হয়। অতএব ইহাদিগকে—নববিধানে দীক্ষিতদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, ইহারা যেন চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিয়া না বেড়ায়। প্রেমস্বরূপ, ভাবের উত্তেজনা হইতে বিমুক্ত ক'রে ব'লে দাও, সে বয়স এ বয়স নয়। এখন কাজ কর্ম্ম কমিয়ে, শান্ত হইয়া, সাধন অধিক করিয়া করিতে হইবে। প্রেমসাধন,

ভ্রাতৃত্বসাধন, যোগসাধন এই সমুদয় করিতে হইবে। গুরু, দয়া ক'রে শান্ত-স্বভাব কর। উগ্রভাব দূর কর। কোমল ভাব দাও। মাতঃ, আর একটু ভালবাসা পরস্পরের প্রতি হউক না। স্বতন্ত্রতা, স্বার্থপরতা চ'লে যাক না। অপ্রণয় অপ্রেম দূর হউক না। নবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, নববিধানের শান্ত অবস্থা বন্ধুদের মধ্যে স্থাপন কর। হে প্রেমময়, হে মঙ্গলময়, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই শেষ বয়সে শান্তভাবে সাধন করিয়া, শুদ্ধ ও সুখী হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

যুগলসাধনব্রত উদ্যাপন

(কমলকুটীর, রবিবার, ২০শে কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক ;
৫ই নবেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো! হে শরণাগতবৎসল, ব্রত উদ্যাপন করিবার দিনে, তোমার নিকট ব্রতধারী বিশেষরূপে ধন্যবাদ করিবার জন্য আগত। হে ব্রতদাতা, ব্রতের ফলদাতা সিদ্ধিদাতা তুমি। তোমার বিধানের মধ্যে সব যে প্রত্যক্ষ। তোমার কাছে কি বলিব? সপ্তাহ কাল সস্ত্রীক তোমার চরণতলে বসিয়া অতি অল্প পরিমাণে সাধন করিয়াছি; কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, বুদ্ধি ও অনুভবের পক্ষে যথেষ্ট। বুঝিলাম যে, পতি পত্নী এত অধিক বয়সে আবার নূতন চক্ষে, নূতন প্রেমে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করিতে পারেন। নূতন সংসার, নূতন পরিবার কি, বুঝিলাম। চল্লিশ বৎসর সংসারে ঘুরিয়া, একত্র উপাসনা করিয়া যাহা হইল না, এই ব্রতে তাহা হইল। সে যেন সাত্ত্বিক, সে যেন ভাগবতী তনু, সে আর এক

সুখ। কৃপা করিয়া যদি নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত করিলে, তবে এই নববিবাহ, এই দুই হৃদয়ের মিলন, চারি হস্তের চারি চক্ষের মিলন যেন ইহকাল, পরকাল, অনন্তকালের জন্য স্থাপিত হয়। ভগবান, এই সম্বন্ধ স্থায়ী কর। এ যে পবিত্র নূতন সম্বন্ধ। নরনারীর ভিতর শরীরের যোগ আর রহিল না, এই কার্য্যের ভিতর পবিত্র সুখ দিলে। বুঝিতে পারিলাম, এই জীবন কিসের জন্য, বিবাহ কিসের জন্য ; অন্তে সন্ন্যাস। বুঝিলাম, সংসারের সুখ, পরিবার পুত্র কন্যা কিসের জন্য, এজন্য যে, অন্তে তোমার দাস দাসী তোমার চরণে সমুদয় সমর্পণ করিবে। এই পথে বিমলানন্দ। কলহ বিবাদের পথ ছাড়িয়া আসিলাম। এখানে সকলই পবিত্র, সকলই নির্ম্মল। পাপের আর সম্ভব নাই। হরি, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার প্রসাদে সপ্তাহান্তে ব্রত পালন করিয়া জয়ী হইলাম। এখন বামে বামা, অন্তরের অন্তরে ভগবান, এই তিন জনে এক হইয়া, বৈরাগ্যের শ্মশানে বসিয়া, বিশুদ্ধ হইতে চাই। জীবনের নৌকা তোমার প্রসাদে এত দিনে ঠিক পথে আসিল। সংসারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, নানা পথে গিয়া, এখন যুগলসাধনের ঘাটে আসিয়া লাগিল। সংসারের সকলে শোন, সংসারের ধন মান সম্পদ ঐশ্বর্য্য কিছু বাধা দিতে পারে না, ভগবানের প্রসাদে অন্তে এই পবিত্র পথে আসিতে পারা যায়। ভগবান, স্বর্গের দ্বারে আসিলাম, সপ্তাহান্তে বর দাও। পুরাতন অসার সংসারের কথা যাঁরা বলেন, সে সব সঙ্গী চাই না। সৎপ্রসঙ্গ যেখানে, দুঃখী যেখানে তোমাকে ডাকে, সেখানে যাইব। জগদীশ, প্রাণে প্রাণে সঙ্গী হইয়া যাঁরা আসিতে চান, তাঁরা যদি আসেন, দেখা হইবে। আমার পথ এই স্থির হইল সম্মুখে, এই দিকে আমার গতি। যাঁহারা আসিতে চান, আসিবেন, সকলে যেন এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হন। আমি সস্ত্রীক একতারা বাজাইতে বাজাইতে এই পথে অগ্রসর হই। মা, বিশেষ ভিক্ষা এই, যাঁরা বিপথে গিয়াছেন,

সেই আত্মপ্রবঞ্চিত ভাই ক'টি যেন তোমার বিশেষ দয়াতে শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আসেন। এখান থেকে পত্র লিখে পাঠাই, তাঁদের সময় থাকিতে থাকিতে যদি চেষ্টা করেন, তবে পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে এই পথে তাঁহারা আসিতে পারিবেন। এই পথে যোড়া যোড়া চলেছে। এখানে থেকে স্বর্গের সুমিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনা যায়। দেব দেবীদের সুমধুর সঙ্গীত এখান থেকেই শ্রবণ করা যায়। অবিশ্বাস করিও না; যে দেখেছে, যে শুনেছে, যে স্পর্শ করেছে, সে বলিতেছে। গতিহীনের গতি ভগবান, দয়া কর। বন্ধুরা কোন্ ঘাটে রহিলেন? তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে থেক, বেড়িও। যাতে ভাল হয়, করিও। ভারতবক্ষের ধন, এই কথা ভারত শুনিবে, ভারতের যাতে কল্যাণ হয়, করিও। মা, তোমারই সংবাদ দিয়াছি, তোমারই কথা বলিয়াছি। যদি লোকে না লয়, আমি কি করিব। প্রাণেশ্বর, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর। আমার যিনি সঙ্গের সঙ্গী, তাঁকে আশীর্ব্বাদ কর। আমরা যেন প্রাণে প্রাণে অনন্তকালের জন্য গ্রথিত হইয়া, সচ্চিদানন্দের সেবা করি, এই যোগের পথে অগ্রসর হই। এখানে সংসার নাই, অসৎ নাই, ইন্দ্রিয়সেবা ধন-মানসেবা নাই, জঘন্য সংসারাসক্তিকে তুচ্ছ করিব। ঘনসচ্চিদানন্দকে লাভ করিব, স্বর্গের লোকগুলিকে খুব চিনিব, দু'জনে মিলে তাঁদের বাড়ী যাব, তাঁদের সঙ্গে খুব পরিচিত হব। আমি সচ্চিদানন্দের শিষ্য। হরগৌরীর ভাব সাধন করি। আমার পরিবার আমার ক্রোড়ে। আমি যেন মহাদেবের শিষ্য হইয়া, পত্নীক্রোড়ে গম্ভীর যোগে মগ্ন হইয়া, চিদাকাশে উত্থিত হই। পরিবার, সন্তান, গৃহ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ সমুদয় লইয়া, তোমার ভিতর বিলীন হইয়া যাইব। এ ব্রতের ফল এই। হে দয়াসিন্ধো, অধমতারণ, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সপরিবারে, সবান্ধবে এই যোগের পথ অবলম্বন করিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হই। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অধিক ভালবাসার আবশ্যকতা

(কমলকুটীর, সোমবার, ২৮শে কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক ;
১৩ই নবেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে পিতঃ, যখন প্রথমে তোমার নিকটে দীক্ষিত হই, তখনই এই কথা ছিল যে, ক্রমাগত উন্নত হইব, ছুটি কখন পাব না। যত ভাল হব, তার চেয়ে আরও ভাল হব। অনন্ত উন্নতি আমাদের কপালে ছাপ্ মেরে, তবে তোমার ধর্ম্মে দীক্ষিত করেছিলে। ইহাই বিবাদ বিরোধের হেতু হয়েছে, দলপতি এবং দলের মধ্যে। তোমার আদেশ শুনিয়া বলিলাম, সৈন্যদল, চল। সকলে চলিল। ক্রমাগত চলিতে-ছিল ; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কি কুবুদ্ধি ঘটিল, তোমার আজ্ঞা শুনিয়া সকলকে চলিতে বলিলাম, কেহ চলিল না। সেনাপতি, তোমার আদেশ শুনিল না। ঘরে ঘরে অগ্নি জ্বলিল। মা, বোধ হয়, এরা মূলমন্ত্র ভুলেছে। সে জন্য, নাথ, বার বার বলেছিলাম, অবসন্ন হ'য়ে পড়ো না, ব'সে পড়িও না, ক্রমাগত চলিও। হে দেবি, মনুষ্য যখন আপন বুদ্ধিতে ডাকিয়া অভি-সম্পাত বাড়ীতে আনে, ডাল কাটিয়া ক্ষান্ত হয় না, মূল পর্য্যন্ত কাটে, তখন এইরূপ দুর্দ্দশা হয়। মূল গেলে গাছ আর থাকে না, ফল আর হয় না। দু'টো ছেলে গেলে আবার হয়, মা গেলে আর ছেলে হয় না। মা, বার বার বলেছি, মূল কেটো না, বরাবর চ'লে চল। যখন মাথা দেওয়া হয়েছে তোমার ক্রমোন্নতির ভিতরে, তখন ক্রমাগত চলিতে হইবে, মরি আর বাঁচি। প্রেম ভক্তি বাড়াতেই হবে। যে বাড়িল না, সে মরে গেল। প্রাণের হরি, শুভবুদ্ধি দাও। জাগ্রত সিংহের মত দৌড়িয়া যাই। যে ভালবাসা অনুরাগ কখন ছিল না, তা মনে হইবে। সব নূতন। নতুবা এই মড়া সকল পচিতে থাকিবে। মৃত নববিধান এই ছোট ছেলেটি

অকালে মরিবে। পিতঃ, নদীতে স্রোত যে বন্ধ হ'য়ে গেল। আর সেই নদীতে মড়া ভাসিতে লাগিল। সমুদয় দূষিত জল তার ভিতর পড়িল, আর সেই নদী যে মৃত্যুর আধার, রোগের আধার হইল। পিতঃ, স্রোতোবিহীন নদীর সম্মুখে যে বান এসেছে, নদীর বাঁধটা খুলে দাও। যত প্রার্থনার বাসনা ঐ বাঁধে আট্‌কায়। হুড় হুড় ক'রে সমুদ্রের সঙ্গে মিশুক। গভীর জলে মিশুক। সমুদয় দূষিত জিনিষ ভেসে যাক্। সব বিশুদ্ধ হইয়া যাক্। হরি, আত্মার বাঁধ ভেঙ্গে দাও, তবে স্রোত চলিবে। দীননাথ, দয়া কর। যে মহামন্ত্র দিয়াছিলে, তা ভুলিব না, তা ছাড়িব না। তোমার সন্তানদের মধ্য হইতে যাতে বিরোধ যায়, এমন উপায় কর। তোমার চরণামৃত অনেক ক'রে না খেলে, এখনকার কষ্ট দুঃখ যাবে না। প্রেম ভক্তি খুব বাড়াতে হবে। দয়াময়, এতে কিছু হবে না, আরও ভাল উপাসনা করিতে দাও। তোমার ভিতর ভাল ক'রে প্রবেশ ক'রে, সংসারের অসার যা কিছু সব দূর ক'রে, যুগলব্রত নিয়ে, একেবারে নির্লিপ্ত হ'য়ে, পদ্মপত্রের জলের মত থাকিব। আড়ম্বর চাতুরী সব ত্যাগ করিব। তোমারই সঙ্গে নির্জ্জনে ব'সে খুব আমোদ করিব। খুব আরও জেয়াদা চাই। বাহিরে উপাসনা হয়, এতে ভিতর তো ভেজে না; মন কি খুব নরম হয় উপাসনার বৃষ্টিতে? না। যেখানকার নৌকা সেখানেই আছে। ঢের ভালবাসা চাই। বড় প্রেম চাই। এর চেয়ে বড় জেয়াদা চাই, দশ গুণ অধিক চাই। মা দেবি, দয়া ক'রে ঢের দাও, খুব দাও, ঢেলে দাও, খুব বর্ষা এনে দাও। দীননাথ, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, খুব বাড়াবাড়ির ভিতর প'ড়ে তরে যাই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অন্ততঃ একটি সুসন্তান ভিক্ষা

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২৯শে কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক ;
১৪ই নবেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়ার সাগর, হে ভক্তহৃদয়ের কল্পতরু, অধিক দাও না দাও, দুই একটি দাও, তা হলেও তো বুঝিতে পারি যে, মানুষের আকারে মত রহিল। মানুষের দুই প্রকার সন্তান,—শরীরের সন্তান, মস্তিষ্কের সন্তান। লোকে পুস্তকে আপনার মত প্রচার করে, কিন্তু পুস্তকের আকারে যে সকল মত থাকে, তাহা তো বিশেষ কীর্ত্তি রাখিতে পারে না। মানুষই মানুষের কীর্ত্তি রাখে। চরিত্রে স্বভাবে ধর্ম্মবিধান মানুষেতে কীর্ত্তিরূপে থাকে। হে ঈশ্বর, এই পৃথিবীতে যে মনুষ্য আপনাকে পিতা বলিয়া জানে, সে আপনাকে ধন্য মনে করে। আর যে পুত্রবিহীন, সে কত খেদ করে। আপনাকে নির্ব্বংশ বলিয়া দুঃখ করে। মানুষ তোমার পদ ধারণ করিয়া ডাকে, এই জন্য, সন্তান হবে, মানুষ প্রস্তুত হবে, চরিত্র গঠন হইবে, চরিত্রের কীর্ত্তি থাকিবে, বংশ রক্ষা হবে। বৃদ্ধ বয়সেও কারো যদি একটি ছেলে হয়, সে কত পূজা দেয়, কত উৎসব করে, কত দান করে। ভগবান, তোমার ভক্তদের এই ইচ্ছা,—যৌবন তো গেল, বার্দ্ধক্য তো এলো, একটাও যদি সন্তান হয়, মনের মত, রুচির মত একটাও যদি মানুষ হয়, নববিধান রক্ষা পায় ; কত আহ্লাদ হয়, ঠাকুর, এ সময় আমাদের যদি একটা সন্তান জন্মে, দুই একটা লোক যদি পাওয়া যায়, নববিধানের ছবি হয়ে থাকিতে পারে এই ধর্ম্মজগতে। এতগুলো লোকের মধ্যে একজনও যদি পাওয়া যায়, যে ধর্ম্মের কীর্ত্তি রক্ষা করিতে পারিবে, তা হলে বিধান নির্ব্বংশ হইবে না বলিয়া আহ্লাদিত হইব। এ মাতার গর্ভে কি ছেলে হবে না? নববিধান নির্ব্বংশ হ'য়ে পৃথিবী থেকে চ'লে

যাবে, কেউ থাকিবে না কুলে বাতি দিতে? ব্রাহ্মসমাজ ঘোর অন্ধকারে ডুবিবে? এমন সময় যদি একটা লোকও পাওয়া যায়, একটা সন্তানও হয়, অত্যন্ত আহ্লাদ হবে। নববিধান যদি একটা লোক রাখিয়া যাইতে পারে, যে দেখাতে পারিবে, এমনি ক'রে ক্ষমা করিতে হয়, ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গ এমনি ছিলেন, এমনি ক'রে সমুদয় জগৎকে বুকের ভিতর রাখিতে হয়, তা হ'লে পৃথিবীর আহ্লাদ হবে। পুস্তকসন্তান তো কাজের নয়, মানুষ দাও, যে কীর্ত্তি রাখিতে পারে। একটি এমন দাও, যার মুখ দেখে বলিতে পারিব, মুখখানি ঠিক। জ্ঞানেতে, ধর্ম্মেতে, প্রেমেতে, ধ্যানেতে ঠিক। পিতৃদর্শনে, মাতৃদর্শনে ঠিক। বুড়ো বয়সে মনের মত ছেলে-চন্দ্র কোলে করিলে বড় আহ্লাদ হয়, আশা হয়। একটা লোকও কি হয় না? এত বড় বিধান, একজনও কি হয় না? কখন দশ জন, কখন বার জন, কখন পাঁচ জন হয়েছে। বর্ত্তমান কলিযুগের বিধানে সর্ষপকণার মত একটিও হবে না কি? তোমার নববিধানের কি চিহ্নও থাকিবে না? কেউ কি বিধানের দৃষ্টান্তরূপে পৃথিবীতে থাকিবে না? পরমেশ্বর, পৃথিবী যেন বলিতে পারে, একজনকেও দেখেছি দৃষ্টান্তস্বরূপ। মা, তোমার সন্তানদের জানাও, ইহারা সকলে চেষ্টা ক'রে একজনকেও সাজান। বিধানকে নির্ব্বংশ ক'রে যেন না যান। জগদীশ, একজন গরীবের বাছা, একটি লোক এই দীনকুলের মধ্যে যদি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, পৃথিবী আনন্দিত হবে। হে দয়াসিন্ধো, হে করুণাময়, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর যে, অন্ততঃ দুই একজন লোকের মধ্যেও তোমার নববিধানের সমুদয় উপদেশ, সমস্ত কথা ঘনীভূত হইয়া, একখানি চরিত্ররূপে পৃথিবীতে থাকিয়া, যেন জনসমাজের কল্যাণ সাধন করে। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভ্রান্তি ও কুবুদ্ধির নাশ

(কমলকুটীর, বুধবার, ৩০শে কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক ;
১৫ই নবেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে কোমলহৃদয়! হে ত্রাণকর্ত্তা, বিড়ম্বনা ভারি, শরীর এবং মন দুই সাক্ষ্য দিতেছে। তোমার লোকদিগের শরীরপতন, ইহা যেন কেহ অগ্রাহ্য করে না। চার বেদ ইহার ভিতরে, এত শিক্ষা ইহাতে পাওয়া যায়; রোগ এত বিস্তৃত হইয়াছে, প্রায় সকলেই অবসন্ন, এই বেদ যেন পাঠ করি। রোগশাস্ত্র যেন অগ্রাহ্য না করি। রোগের পর উৎসাহ বাড়িবে, শীঘ্র শীঘ্র এক পরিবার বাধিব। কে কখন যায়, শীঘ্র শীঘ্র ভালবাসিব সকলকে। পরের দুঃখ রোগ দেখে দয়া হবে, এই জন্য রোগ; কিন্তু সে ভাব হইল না। ভাইয়ের সুখ দেখে যেমন আহ্লাদ হলো না, দুঃখ দেখেও দয়া হলো না। শীঘ্র শীঘ্র সব কাজ ক'রে নিতে হবে, আর সময় নাই, এ ভাবও হইল না। হরি হে, পৃথিবীর পরিত্রাণের শুভ প্রাতঃকাল হয়েছে, সুবাতাস বহিতেছে, পৃথিবীতে ধূম লেগেছে। সে জন্য বলি, হে পিতঃ, আমার এক দিকে কেন সুখ, আর এক দিকে কেন দুঃখ? এক দিকে কেন আনন্দ, আর এক দিকে কেন অবসন্নতা? এঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। কথা এঁদের এলো মেলো প্রলাপ! শ্রীহরির এমন সহানুভূতি, সুখের সময় কি আর হয়েছে? এই তো সময় প্রেম, ক্ষমা এবং উন্নতির। আমরা অচেতনপ্রায়, কি হচ্চে, কিছুই বুঝতে পাচ্চি না, এই তো রোগ। প্রেমস্বরূপ, উপায় কি নাই? হাজার উপায় আছে, কিন্তু ধরিবার উপায় নাই। প্রেমময়ীর চরণরেণু সকল পাপীর মাথায়। কি এমন বিপদ? কি এমন সঙ্কট? কিন্তু এ নেশা না গেলে হবে না। শনির দশা ধরেছে সকলকে। আনন্দময়ীর মুখ ঠিক সেই

রকমই আছে, বিধান ঠিক আছে, পৃথিবী আরও জেগে উঠ্ছে, কেউ কেবল বুঝ্তে পাচ্চে না। এমন একটা সময় আছে, যখন বুদ্ধির ভ্রম হয়। সেই সময় এয়েছে। ঐ একটা ভাই প ারী, দূরে কোথায় পড়ে রয়েছে। সে যে ধর্ম্ম কচ্চে, কি উপাসনা কচ্চে, কিছুই বুঝ্তে পাচ্চে না। তারও এই রোগ হয়েছে, আর কিছু না। সব ঠিক আছে, কেবল বুদ্ধির হ্রাস হয়েছে। পাপপুরুষ সময় পেয়ে কি খাইয়ে দিয়েছে, তাই এমন হয়েছে। দুষ্ট সরস্বতী ঘাড়ে চেপেছে, নেশা হয়েছে। মা, এই শনির রাজ্য কদিন স্থায়ী? তুমি দিলেও নিতে পারিব না, পেলেও ধরিতে পারিব না, এমন আর ক'দিন হবে? শনির অধিপত্য শেষ হবে কোন্ দিনে? দয়াময়, একজনও শৃঙ্খল ছেদন ক'রে চলে যাক্। যার যার সময় হয়েছে, চলে যাক্, মার কাছে কটা ছেলেও একত্র হউক; বুঝি যে, শনির দশা কাটিতেছে। হে প্রাণেশ্বর, ত্রাণ কর। মানুষ কিছু করিতে পারে না। তুমি দয়া কর, মানুষের কুবুদ্ধি ঘটিলে, হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলেও ছুঁতে পারে না। দয়া কর, এর প্রতিবিধান কর। হে দয়াসিন্ধো, কৃপাময়, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, এই কুদিন যেন শীঘ্র কেটে যায়, আর স্বর্গের সুবুদ্ধি আসিয়া জীবের হৃদয় পূর্ণ করে। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পবিত্রাত্মার জন্য

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক ;
১৬ই নবেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে অসহায়ের সহায়, আমরা সকল লোককে ডাকিয়াছি, সুখধাম দেখাইব বলিয়া। এস সকল ভাই, এস স্বর্গের মণ্ডলী যোগী ঋষি ভক্ত জিতেন্দ্রিয়, সুখধাম দেখিবে যদি, এখানে এস। হে পিতঃ, এই আহ্বান শুনিয়া সকলে আসিয়া যদি দেখেন, এখানেও বিবাদের অন্ধকার, তাঁহারা কি বলিবেন? আমরা যে বলিয়াছি, স্বর্গের ঘরে শোক দুঃখ অন্ধকার নাই ; একটা জায়গা, একটা ঘর, একটা পাড়া পৃথিবীতে আছে, যেখানে এলে বুঝিতে পারিবে, স্বর্গের আনন্দের ও প্রেমের সম্মিলন কি, সুখ কি। এই আহ্লাদ শুনে অনেকে আস্‌বে, এসে পাড়ায় উঁকি মেরে দেখ্‌বে, আর বল্‌বে, ওরে মিথ্যাবাদী, এই কি সুখধাম? এই কি প্রেমের মিলন, তপস্যার ফল, সুখের পরিবার? মা, পৃথিবী প্রবঞ্চক ব'লে গালি দিবে। ভেবেছিলাম দেখাব, লোকগুলো এসে দেখ্‌তে পাইল না, আর আহ্বান করিলেও আসিবে না। দয়াময়, যখন দেখাব বলেছি, তখন যেন দেখাই, তুমি ওদের থামাও। সত্য সত্যই সুখের পাড়া দেখাব। প্রেমস্বরূপ, তুমি আমাদের জীবন জান ; এই দলের মধ্যে কোন্ লোক বলে নাই, "বড় বড়" কথা? এই সেই শান্তিনিকেতন, এইখানে সুখধাম, কে এ কথা বলে নাই? মা, এখন মুখ বন্ধ ক'রে অনুতাপ করিতে দাও। অসত্যবাদীদের দলে মিশিয়া থাকিলাম। দোহাই, পিতঃ, সত্যের সংসার, প্রেমের পরিবার দেখাব। দয়াল, নিজ মূর্ত্তি ধ'রে, পবিত্রাত্মা হ'য়ে যখন পাপীর বক্ষে দাঁড়াও, তখনই সে অনুতপ্ত হয়, দুষ্ট সরস্বতী তাকে ত্যাগ করে, আর শনির দশা কেটে যায়। পবিত্রাত্মা যখন স্বর্গের

উজ্জ্বল পাখী হ'য়ে উড়ে এসে মাথায় বসিবে, তখনই পরিত্রাণ পাব, নতুবা আর উপায় নাই।' 'বাপ মা, স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টির কর্ত্তা কেহই পারিলেন না; একজন পারিবেন। পবিত্রাত্মা-নামধারী, আলোকময় উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়রূপধারী, তুমি যদি এস, তবেই পরিত্রাণ হবে। পবিত্রাত্মা, তুমি না এলে আর হলো না। পবিত্রাত্মা, তোমার পূজা কৈ হয়? অলৌকিক ক্রিয়া কর কিছু। মা, দেবি, সিদ্ধিদায়িনী মুক্তিদায়িনী হ'য়ে যা করিবার কর। দুঃখীর দুঃখ গেল না, কাণার চক্ষু হলো না, পিতাকেও পেলে না জগৎ। পরিত্রাণও হলো না। হে কৃপাসিন্ধো, হে করুণাসিন্ধো, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন স্বর্গের পবিত্রাত্মা-পাখীকে হৃদয়ে পাইয়া, অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা জীবনকে সংশোধিত করিয়া লই; মা, দয়া করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রায়শ্চিত্তের জন্য

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক;
১৭ই নবেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনশরণ, প্রসবযন্ত্রণার পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সকল দুঃখ কষ্ট শেষ হয়, আনন্দধ্বনিতে বাড়ী পূর্ণ হয়। পরমেশ্বর, এবারকার দুঃখ কষ্ট কি জন্মের নিদর্শন, না, মরণের নিদর্শন? এক কষ্ট আছে মরণের আগে, আর এক কষ্ট প্রসবের পূর্ব্বে। ও কষ্টে মরণ, এ কষ্টে জীবন, ইহার ফল সুসন্তান। এবারকার দুঃখ রোদন কি মরণের পূর্ব্বলক্ষণ? এবারকার কষ্টের পর কি কোন নববিধি জন্মগ্রহণ করিবে না? হরি হে, আমরা যে নিষ্ফল কষ্ট জানি না। অন্ধকার দুঃখ যন্ত্রণার রাজ্যে কি

এসেছি, যেখানে কেবল মরণের পূর্ব্বলক্ষণ? তবে সকলে প্রস্তুত হউন যে, এই দুঃখে জীবনের শেষ। এবার আর কি ভাল হবার গতিক নাই? রোগ ধরেছে, প্রতিকার নাই, চিকিৎসক নাই? মরণ সম্মুখে, তবে ইহা বিশ্বাস করি। নূতন বিধানের ভাল দিক তো হলো না, খারাপ দিক হইল। ভক্ত কষ্ট পেয়ে খারাপ হলো। যদি কেহ এর ভিতর থাকেন, যিনি বিশ্বাস করেন, মার নিয়ম ঠিক আছে, এত কষ্ট কেবল জীবনের পূর্ব্বলক্ষণ, তবে ধন্য ধন্য তিনি। মা আনন্দময়ি, সকল বিধি বাহির কর, এবারকার বিধি দাও। নববিধিরূপ পুত্র-দর্শনে জননীর যন্ত্রণা শেষ করি। দয়াময়, যাঁরা ধন্য হলেন, তাঁদের কষ্ট শেষ কর। যাঁরা নিরাশ হলেন না, যাঁরা বিশ্বাস করিলেন, তাঁদের জীবন দাও। তবে আমরা প্রায়শ্চিত্ত করি কল্য। প্রায়শ্চিত্তের বিধি দ্বারা, বিধাতা, তুমি কত জাতিকে বহু বৎসরের পাপ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। আমাদের জন্য এমন প্রায়শ্চিত্তের বিধি কি নাই, যাহা দ্বারা মনের ভিতর অবধি শুদ্ধ হইয়া যায়? ঠাকুর, যিনি মনে করেন, তবে তো এখনও আমার মরণ আসে নাই, এ কেবল মানসিক কষ্ট, ইহা কেবল প্রিয়দর্শন শিশুর মুখ দেখিবার পূর্ব্বে যে কষ্ট হয়, সেই কষ্ট; আবার তরুণ বয়স আসিতে পারে, আবার ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি ব্রহ্মতনয়ের কৃপায় আমরা ব্রহ্মসন্তান হইতে পারি; ইহা যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁদের এই প্রায়শ্চিত্তের বিধি দাও। এই প্রায়শ্চিত্ত অবলম্বন করিয়া, আমরা তোমার বিধির পূর্ব্বাভাস বুঝিতে পারিতেছি যে, আমরা পরীক্ষায় খাঁটি হইয়াছি, ইহা সকলকে দেখাইতে হইবে। ঠাকুর, আমার মনে কাম নাই, অহঙ্কার নাই, ক্রোধ নাই, আমি পরসুখে সুখী, আমি নম্র, আমি ভাইদের খুব ভালবাসি, এই কথাগুলি ইঁহারা একে একে তোমার কাছে বলিবেন। যাঁহার কথা আট্‌কাইবে, তাঁহাকে আবার সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। সাধন সাধন সাধন সাধন, তার

পরে সিদ্ধি। মা, এইগুলো বলে, তোমার কাছে শরীরটাকে দেখিব খাঁটি, মনটাকে দেখিব খাঁটি। আর যাঁরা পারিবেন না যেটা যেটা বলিতে, দোষ সকলের কাছে স্বীকার করিবেন। সকলে বলিবেন, মা, আমি ভাই বোনেদের জন্য ভাবি, দুঃখী অনাথ গরীব বিধবা যারা আছে, তাদের ভার তুমি আমাকে দিলে এখন থেকে। দুঃখের সময় সান্ত্বনা করি, অনাথকে সনাথ করি, বিধবাকে কষ্ট পাইতে দিই না। দরকার হ'লে রন্ধন করিয়া দি, বাজার ক'রে দি, রোগ হ'লে ঔষধ দি, আমি দয়াব্রত লইয়াছি, দয়া করিতে আসিয়াছি, এই সব কথা বলিতে হইবে। আর যিনি বলিতে না পারিবেন, তিনি দাঁড়িয়ে বলিবেন যে, আমি এ সব করি না। আর একটা বলিতে হইবে যে, নাথ হে, স্বামীর স্বামী, আমি স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী করিয়া লইয়াছি, আমরা আর সংসার করি না। হরিনামের দিকে মতি হইয়াছে, স্ত্রী যোগ করেন, শুনিয়া আমি উপকার পাই। এসব বলিতে যদি না পারি, কল্যকার প্রায়শ্চিত্তের বিধি লইতে প্রস্তুত হই। দীনবন্ধো, দয়াময়, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের বিধি অবলম্বন করিয়া, ভাল করিয়া পুড়িয়া খাঁটি হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

যোহনকে স্মরণপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত

(কমলকুটীর, শনিবার, ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক ;
১৮ই নবেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে পাপনিবারণ, প্রাতঃকাল হইতে তোমার বিধান অনুসারে আমাদের পাপাত্মা কষ্টব্রত গ্রহণ করিল। যদি একদিনের

যন্ত্রণা উৎপীড়নে বহুদিনের সঞ্চিত পাপ পুড়িয়া যায়, তবে আমরা ধন্য। সেই প্রাচীন কাল আগত, যখন প্রত্যূষের অন্ধকারমধ্যে যোহন গম্ভীরস্বরে বলিতেন, "মনুষ্যসন্তানগণ, অনুতপ্ত হও।" ভয়ানকমূর্ত্তি বিলাসবিরোধী যোহন আর কিছু বলিতেন না, কেবল বলিতেন, "অনুতাপ কর।" কিন্তু যাই মনুষ্য অনুতাপ করিল, অমনি পৃথিবীর গর্ভযন্ত্রণা উপস্থিত হইল। সোণার ছেলে ঈশা জন্মগ্রহণ করিলেন। পৃথিবী সকল দুঃখ ভুলিল। ইতিহাসে এ সব হয়েছে। আমার জীবনে, আমার বন্ধুদের জীবনে কবে হবে? আজ ঈশা নয়, মুষা নয়, গৌরাঙ্গ নয়, আজ যোহন। আজ উটের লোম গায়ে দেওয়া ভীষণ একটা গুরু। আজ পূর্ব্বজীবনের পাপ-স্মরণ, জয় মহারাজাধিরাজ, আমরা অধম কুপুত্র, ভয়ানক পাপ করিয়াছি, নববিধানের পথে কণ্টক আনিয়াছি, প্রেমপরিবার হইতে দিই নাই, ভ্রাতৃবিরোধী হয়েছি। হরি, পাপ হর। ভয়ানকমূর্ত্তি যোহন, দাঁড়াও সম্মুখে। ভিতরে বল্‌ছ, অনুতাপ কর, কেন না স্বর্গরাজ্য আগত-প্রায়। তার পর, দয়াসিন্ধো, মৃত্যুর পর জীবন, গর্ভযন্ত্রণার পর সন্তান; কাল করিও আজ মার, আজ খাঁটী কর, তৃণ কর, ধূলি কর, আজ রক্তারক্তি কর। দয়াময়, আমরা এ রকম ক'রে পূর্ব্বে কখন অশৌচ গ্রহণ করি নাই। ভাই বন্ধু আত্মীয়দের মরণে যা করিয়াছি, কিন্তু আত্মার পুণ্য শান্তির মরণে এরূপ শোকের অশৌচ গ্রহণ করি নাই। এখন প্রায়শ্চিত্ত বিধি যা দিলে, যোহন-স্মরণে তা গ্রহণ করি, সাধন করি, এই ভিক্ষা চাই তোমার কাছে। দীননাথ, অন্তরে প্রায়শ্চিত্ত কেমন ক'রে হয়, মন কেমন ক'রে শোকাতুর হ'য়ে এক রাত্রির মধ্যে শুদ্ধ হয়, আমি তো জানি না। মা, তোমার সুকোমল রাঙ্গা চরণ পাপীর একমাত্র ভরসা। অতএব, মা, বাহ্যিক ব্যাপারে যাতে অন্তরের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাই কর। হরি, কেন কুমতি হইল, কেন পরস্পরের বিরোধী হইলাম?

কেন দ্বিজকে চণ্ডাল ভাবিলাম ? কেন বড়কে ছোট করিলাম ? কেন পরস্পরকে ভুলিলাম ? কেন ভাইয়ের মানহানি করিলাম ? দয়াময়ি মা দুর্গে, আমরা যখন তোমার ভিতর পরস্পরেতে বিলীন হ'য়ে, তোমার ভিতর অখণ্ড হ'য়ে, একখানা হ'য়ে ছিলাম, তোমার দুর্গাবাড়ীতে কয়টিতে খেলা করিতাম, তখন তো আমাদের ভিতর একদিনের জন্যও বিবাদ ছিল না। মা, তোমার এই লোকগুলিই তো সেখানে ছিলেন। সেই ঘরে ছিলেন। ঘরখানিও কেমন সুখের ঘর! ভবে এসে বিগ্‌ড়ে গেলাম। এখানে এসে সে রকম আর হলো না। সেই ছাঁচের মঙ্গলবাড়ী করিতে গেলাম, সেই অনন্তকালের মঙ্গলবাড়ীর মত ; কিন্তু ঘর ভেঙ্গে গেল, সে রকম আর হলো না। সেই তো এই,—এই ভিত্তির উপর বাড়ী—পাড়া করিলাম। সেখানে যে বড় ভালবাসিতাম। ভবে এসে কেন এ বাড়ীতে ও বাড়ীতে ঝগড়া হয় ? এরা সুন্দর ছিল যে, কাল হলো কেন ? এরা সকলেই রাজপুত্র ছিল সেখানে ; এখানে এসে ছেঁড়া কাপড় পরে কেন ? হায়, হরি, পৃথিবী আর স্বর্গে অনেক তফাৎ ! সে দেবতারা কোথায় গেল ? জন্মের পূর্ব্বে আর পরে অনেক তফাৎ। এরা কি ভুলে গেল সে সব কথা ? হরি, বুঝিলাম, এ পৃথিবীতে সে ভাব রাখা বড় শক্ত, এ মাটী আর সে মাটী অনেক ভিন্ন, তাই দ্বিজ হবার প্রথা করিলে। সেই যে আমরা কত খেলা করিতাম, সেই যে সোণার পাখীগুলি গাছে ব'সে গান করিত, কেমন সেখানকার নদ নদী গাছ পালা ! কেমন সেখানকার বাঘ ভালুক ছাগল ভেড়া সকলে কেমন এক হ'য়ে ছিল ! এ সব কথা যাই মনে হয়, আর কাঁদিয়া উঠি। কিন্তু, মা, এরা সব ভুলে গিয়াছে, একজন লোকের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা বড় শক্ত। এরা কাল কি করেছিল, মনে আছে, আর সে দিন স্বর্গের বাগানে যে মিলে খেলা করিয়াছিল, সে সব ভুলে গেল। মা, এবার

দয়া কর, এবারকার শোকের ব্যাপারের পর, গর্ভযন্ত্রণার পর, মার পেট থেকে পড়ে, যেন দ্বিজ হ'য়ে, সেই সব ব্যাপার মনে পড়ে। আর ভাই ভাই ব'লে, পরস্পরের গলা ধ'রে আনন্দ করি। মা, আর না। আর পরস্পরের বিরোধী হব না, মানহানি করিব না। মা, আজ এত দুর্দ্দশা, কাল যে রাজপুত্রের মত ছিলাম! মা, কি ছিলাম, কি হয়েছি! দুঃখ দৈন্ত স্বার্থপরতা অহঙ্কার, কাদের এত কষ্ট দিচ্চিস্? ওরা যে একদিন রাজপুত্রের মত ছিল; আমরাই কি তারা না? আজ পশুর মত হ'য়ে, স্বার্থপরতা অপ্রেম অহঙ্কার পাপে পুড়্‌ছি? আজ অশৌচ গ্রহণ করি, শোকের মন্ত্র প'ড়ে প্রায়শ্চিত্ত করি। ভাগবতী তনু অশুদ্ধ হয়েছে। আজ পুড়ি, আজ নুতন মানুষ হই। আজ সংসার বিদায় দাও। আজ সকলে বিদায় দাও। হে দয়াময়, এই শোকসন্তাপের দিনে কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন উপযুক্ত অনুতাপ করিয়া শুদ্ধ হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মিলনের জন্য

(কমলকুটীর, রবিবার, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক;
১৯শে নবেম্বর, * ১৮৮২ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে বিধাতা, এই ভিক্ষা তোমার দাসের, তোমার ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়। তোমার রাজ্যে ফাঁকি তো চলে না, স্বর্গেতে তুমি একজন মানুষ প্রস্তুত করিয়াছিলে, সেই মানুষ আমি। যখন আমি হইলাম,

* ইংরেজী ১৯শে নবেম্বর(১৮৩৮খৃঃ), আচার্য্যদেবের জন্মদিন।

আমার হস্ত পদ নাসিকা কর্ণ সমুদয় হইল। যখন তুমি পৃথিবীতে আমাকে আনিলে, তখন আমি ছিলাম সদল অখণ্ড। গোড়ার কথা বলিতেছি, ভগবান, নববিধানের প্রথম অক্ষর বেদের ওঁকার। ক্রমে নাক চক্ষু কর্ণ ঠোঁট সব বিদেশে গেল, শরীরের অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দিকে গেল। কেহ দক্ষিণে, কেহ পশ্চিমে, কেহ উত্তরে প্রচার করিতে গেল। জায়গা খালি পড়িয়া রহিল, অখণ্ড খণ্ড হইল; মানুষ নাই, তার চক্ষু কর্ণ কি? মূল না থাকিলে গাছ কি? নববিধান একজন মরিবার পূর্ব্বে আবার অখণ্ড হইবে, এই বাসনা আছে। আমি বিনয় ও অহঙ্কারের সহিত বলিতেছি, আমি আসিলাম অঙ্গ লইয়া, আমাকে ছাড়ুক, শুকাইবে। মাধবী থাকে বৃক্ষ জড়াইয়া, বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া। বৃক্ষ ছাড়ুক, তখনি শুকাইবে, কেহ বাঁচাইতে পারিবে না। হে ঈশ্বর, ইঁহারা আমার যোগেতে আশ্রিত, এঁদের বসিবার পাহাড় আমি, যোগ করিবার গহ্বর আমি। দয়াল হরি, নববিধান একটা। এঁরাও যা, আমিও তা; আমিও যা, এঁরাও তা। আমি আর এঁরা একটা। ঈশা যে কাঁশর বাজান, তাও আমাদের কাণে আসে; গৌরাঙ্গ যে ঘণ্টা বাজান, তাও আমরা শুনি। কত ব্যাপার দেখি আমরা, যা অন্যে দেখে না; কত শুনি আমরা। পরমেশ্বর, এই ভিক্ষা, এক শরীর, এক প্রাণ কর। সকলে এই ঘরে ব'সে একখানা মানুষ হই। একখানাই গড়াইতে গড়াইতে উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব দক্ষিণে যাবে। এই তো আমার গৌরব, হরি, যে কেউ নিলেও আছি, না নিলেও আছি। স্বর্গের ছাপমারা দলিল আছে আমার কাছে। গোড়াও ঠিক আছে। এজন্য বড় গ্রাহ্য করি না, কে কি বলে, কে কি করে। দয়াময়, মনুষ্যসমাজের এই ভ্রান্তি দূর কর, যে তাকে কখন কি বিদল করা যায়, যে স্বর্গে ছিল সদল অখণ্ড? মা, তোমার সন্তান তো কখন এক একজন হ'তে পারে না স্বার্থপর হ'য়ে। সেখানে সকলে মিলে একখানা। একজন মানুষ, কিন্তু তার চক্ষু কর্ণ

নাসিকা অঙ্গ সকলে। একখানা মানুষ। ঋষিরা দর্শন করেন সমস্ত বর্ণমালা—ক হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত, সেই বর্ণমালার একটি কথাতে একটি ভাব। সমুদয় যখন এক হইল, বর্ণমালার যোগ হইল, তখন একটি কথা হইল। বেদ, পুরাণ, বাইবেল, ভাগবত সব স্বতন্ত্র; কিন্তু সব একখানি হইল নববিধানে। প্রাণেশ্বর, এ সকল প্রচার, সাধন ভজন, পড়া শুনা কিছু হচ্চে না। এ সকল বিয়োগের ব্যাপার। সব এক হউক, এক বিধানের অঙ্গ হইয়া থাকুক। এঁদের বুঝিতে দাও যে, এখানে কেউ আমি আর আমরা হ'তে পারে না, সব এক। এক ঈশ্বর উপরে, এক সন্তান নীচে, কৃপা করিয়া এই দৃশ্যটি কিছুদিন দেখাও। হাত যোড় করিয়া এই ভিক্ষা করি, পাঁচটা মানুষ যেন না দেখি। এক উপরে, এক নীচে। "একমেবাদ্বিতীয়ং" ব্রাহ্মসমাজ বলিয়াছিলেন উপরে; "একমেবাদ্বিতীয়ং" নববিধান বলিতেছেন পৃথিবীতে, সমুদয় মনুষ্যসমাজ এক। নবদুর্গার সন্তান নবমানুষ। শত শত হস্ত, শত শত কর্ণ, শত শত নাসিকা, শত শত চক্ষু, এই যে প্রকাণ্ড নবাকৃতি মানুষ, সেই আমি। আমার শরীরে বিশটা প্রচারক, যিনি যেখানে থাকেন, আমি যাই। এঁরা এক শরীরের অঙ্গ। যিনি যেখানে যান, যিনি যেখানে প্রচার করেন, সেই এক পুরুষ করেন। দয়াময়, এক কর, এক কর। এ ঘরে তুমি দয়া করিয়া নববিধানের লক্ষণ বিবৃত কর, আমরা সেইগুলি চরিত্রের সঙ্গে মিলাইয়া লই। দেবতারা দিন কতক এই ঘরে খুব যাতায়াত করুন; আহার সাত্ত্বিক, বসন সাত্ত্বিক ও বাড়ী সাত্ত্বিক, স্নান সাত্ত্বিক, সব সাত্ত্বিক। অন্যের দ্রব্য লইব না, ব্রহ্মহস্ত হইতে যা প্রদত্ত হইবে, কেবল তাহাই লইব। অসাত্ত্বিক কাপড়, শরীরে উঠিও না; অসাত্ত্বিক ধন, হস্তে আসিও না; অসাত্ত্বিক বাড়ী, আমার শরীরকে আশ্রয় দিও না। যদি কেউ আজ এই ব্রত লইয়া, আবার ডুব দিয়া জল খান (এই রকম লোক আছেন আমার শরীরে), তাঁরা

নববিধান কাটিবেন। অতএব, মা, সাবধান করিয়া দাও। যোগচক্ষে দেখতে দাও, তুমি এক, আমরা এক। যোগী ক'রে লও, আর ফাঁকি নয়। হে প্রেমময়, হে গতিনাথ, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর এই ঘরে যাচাই হইয়া, পরীক্ষা দিয়া, যেন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া, খুব শুদ্ধ ও খাঁটি হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জন্মদিন উপলক্ষে

(কমলকুটীর, সোমবার, ৫ই অগ্রহায়ণ,* ১৮০৪ শক ;
২০শে নবেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

প্রাণদাতা, আজ প্রাণ তোমাকে পূজা করুক। জন্মদিনে প্রাণ তোমার কথা বলুক। রসনা যেন না বলে। পূর্ব্বজন্মের পর ইহজন্ম, আজ প্রাণের ঘরে বড় ধুম। আজ প্রাণ, প্রাণের প্রাণ, প্রাণের প্রাণ ব'লে ডাকৃছে; আজ প্রাণ উৎসব কচ্চে, আনন্দ কচ্চে। আজ বাহিরে ধুম নাই, প্রাণের ভিতর। অনেক বৎসর হইল, হে আমার ভগবান্, আমি ভীত হইয়া মনুষ্যের সম্মান-গ্রহণে পশ্চাদ্গামী হইলাম, ভক্তির আতিশয্য-দর্শনে ভীত হইলাম। আমি তোমার সন্তান হইয়া, মানুষের কাছে অবশ্য মান মর্য্যাদা লইব, এরূপ লালসা রাখি না। যদি লইতাম, আরও লইতাম, লোকে দিত, আরও দিত। এই যে এত বড় নববিধান, এর ভিতর মুক্তের নাই, সোণার মুক্তের নাই, প্রাণের মুক্তের নাই। দেখ্‌লে, ঠাকুর, তোমার প্রসাদে ও সব বন্ধ করিতে পারিলাম তো। লোকে বলেছিল, পারিব না। আজ আমি এই কথাটা বলিতে এলাম, যার জন্য

* বাঙ্গলা ৫ই অগ্রহায়ণ আচার্য্যদেবের জন্মদিন।

হাসিলাম, তার জন্য কাঁদিলাম; লোকের মান্য নিলাম না, ভাই বন্ধু পাইলাম; কিন্তু সেই থেকে পরের বিশ্বাস ও প্রাণ আকর্ষণ করিতে পারিলাম না। বিশ্বাসের গোড়া কাটা, কিন্তু লতা পাতা ঢের। এখন দেখি ভক্তি, কিন্তু সে ভক্তির সঙ্গে যোগ নাই। আমি তো নিরপরাধী হলাম; কিন্তু তাদের কি হ'লো, যাদের রেখে এলাম মুঙ্গেরে সন্ধ্যাবেলা মাঠে নদীর ধারে? আছে তো তারা? সে সব লোক কোথায় গেল, হরি হে,—আমি না হ'লে চলিত না যে তাদের। প্রাণেশ্বর, আমি ভুলে গেলাম, কিন্তু রক্তারক্তি কাটাকাটি যে। আমি বুঝ্‌ছি, একটা মাঝে খুঁটি চাই। কোথা থেকে আস্‌বে আদেশ, মা? একটা গোড়া না হ'লে চলে না যে। তুমি কেন মানুষের মায়ায় ভক্তকে জড়াও? কি আছে একজনের, যাতে লোকের মন টানে? এ সব গোপনের কথা বটে। কিন্তু তুমি একজনকে দাঁড় করিয়েছ। ছেড়ে তো দিলাম, রাগ ক'রে বল্লাম, এরা প্রত্যক্ষভাবে তোমার কাছে যাক্‌। মান মর্য্যাদা তো লইলাম না, কিন্তু পাঁচ জনে যে পাঁচ দিকে গেল। নানা মত হ'লো, একটা লোক চাই, যে শেষ কথা সকলকে মীমাংসা ক'রে দেবে। অনেক লোক্‌সান হ'লো আমার। অনেক হারালাম, জন্মদিনের উৎসবে এ সব গণনা করিলে, আমার সুখও হয়, দুঃখও হয়। আমার দলের লোক কি এত কমে যায়, মা? আমি দেখ্‌লাম, যুগে যুগে তাই একটা লোককে ধ'রে পাঁচ জনে চলে। সকল ধর্ম্মে দেখ্‌ছি, একজনকে একজনকে গুরু করে। গুরু যদি গুরুগিরি না চায়, তবু শিষ্যেরা তাকে গুরু করে। কিন্তু, মা, গুরু হ'ব কি ক'রে? গা যে কাঁপে। ক্ষমতা কৈ, আমি গুরু হ'তে পারি না যে। মধ্যবর্ত্তী হ'য়ে এতগুলি লোকের আত্মার ভার লওয়া, আমার কর্ম্ম নয় যে। শিষ্য বলিতে পারি না যে, হরি, আমি পারি না, দোহাই, আমি পারি না। কিন্তু তুমি যেন বল্‌ছ, "দেখ্‌লি, শেষটা কি হ'লো? আমার

কর্ম্ম তুই নষ্ট কচ্চিস্। তুই যাবার আগে, সব কাজ গোছাল ক'রে দিলি না ?" ভগবান্, তুমি আমায় কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্চ ? কেন ? আমি যদি এই কর্ম্মে কর্ম্মী হই, হে চন্দ্র সূর্য্য, সাক্ষী হও, আমি নিজে কচ্চি না, আমার বাবা আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্চেন। আমার এত দিনকার কৌশল মিথ্যা হ'লো, আমি এত দিনে এই ঘরের দুটো লোককেও এক করিতে পারিলাম না। ভগবতি, সাক্ষাৎসম্বন্ধে এঁরা যদি তোমায় ডেকে ভাল হতেন, পৃথিবীতে প্রমাণ হয়ে যেতো, আর গুরুর দরকার নাই। শ্রীহরি, ইঁহারা কেন ভাল হলেন না ? তা হ'লে যে দুদিক বজায় থাক্‌তো। লোকগুলো আবার গুরু গুরু ব'লে টানাটানি করিলে, পৃথিবীতে যে আবার কুসংস্কার আসিবে। হে ঈশ্বর, এ বিষয়ে আমি দোষী নই, কৃপা করিয়া সকলের কাছে প্রকাশ কর। আমি যে লইব না, লইলাম না, তা তুমি দেখ্‌ছ। গুরুকে গুরু বলা দূরে থাকুক, এঁরা যে ক্রমে আমাকে পায়ের নীচে ফেলিতেছেন। এত দূর হইয়াছে যে, এঁরা আমার মত মানিলেন কি না, আমি তা সকালে আর ভাবি না, বৈকালেও আর ভাবি না। যাঁর যা খুসি কচ্চেন, আরও যদি কিছুদিন থাকি, আরও কত স্বেচ্ছাচার দেখিতে হইবে। প্রেমময়, এ সব দেখে মনে হয়, গুরু হওয়া, বুঝি, ছিল ভাল। না হয় আমাকেই লোকে গালাগালি দিত। আমরা তো গালাগালি খাইতে, মরিতেই পৃথিবীতে আসিয়াছি। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা কে কোথায় মান মর্য্যাদা পেয়েছেন ? এ রকম তো হ'তো না। আমার মুঙ্গেরের সে ছবি কোথায় গেল ? সে বিনয়, সে ভক্তি, সে বিশ্বাস, পরস্পরের প্রতি সে অনুরাগ কোথায় গেল ? একটু সন্দেহ দ্বিধা নাই কথাতে। তাই বল্‌ছি, যদি মুঙ্গেরের কেল্লার ভিতর ব'সে এঁরা সাধন কর্ত্তেন, নিরাপদ থাকিতেন। আমারই দোষে, কি গুণে, গোলমাল হ'য়ে গেল। তুমি বলছ, "এখন তুই মথুরার রাজা, কত কি তোর হয়েছে।

কত বড় নববিধান।" কিন্তু আমার সে মুঙ্গেরের বৃন্দাবনে রাখাল হ'য়ে থাকার মিষ্ট ভাব কি ক'রে ভুলিব? আমি তো মথুরার রাজা হ'তে চাই নাই। আবার গুরু হ'তে চল্লাম। কি ভাবে গুরু হ'ব? আমার কথা এখন, যাঁর খুসি, যেটা ইচ্ছা নিচ্চেন, যেটা ইচ্ছা ফেলে দিচ্চেন। আমি যেন গরীব, বানের জলে ভেসে এয়েছি। কেবল যেন দুটো কথা এঁদের শেখাতে এয়েছি। তা করিলে তো হ'বে না। যদি মানিতে হয়, ষোল আনা মানিতে হইবে। নববিধান সম্পূর্ণ লইতে হইবে। তা এতে একজন থাকুন, দেড় জন থাকুন। আমার এখনও এমন ক্ষমতা আছে, আমি সমুদায় পৃথিবীকে ধানের ক্ষেত্র ক'রে ফসল করি! আমার বৃদ্ধ শরীরে এখনও তরুণ হাড়। আমি যে কখন পৃথিবীকে গ্রাহ্য করি নাই। তোমার হুকুম পেলে আমি কি না করেছি, মরি আর বাঁচি। মা, আমি এখন গঙ্গার ধারে ব'সে ভাব্ছি, কি করিলাম। স্বাধীন প্রচারক তৈয়ার করিলাম, গুরু তৈয়ার করিলাম, যাঁরা অনেক শিষ্য করিতে পারেন। কিন্তু, মা, ওদিক উল্টে নিলে কি ভয়ানক কাল দাগ। এঁরা শান্তির উপদেশ দেন লোককে, কিন্তু নিজের মনে কত রাগ। এঁরা শিষ্যদের উপদেশ দেন, কিন্তু নিজেরা কি রকমে চলেন। মা, তুমি যেন বল্ছ, তুই তো এই গোলমাল করিলি। তুই কেন সে সময় ভয় পাইলি। সে মুঙ্গের আর হ'লো না। জগদীশ, এই ক'টি লোককে স্বেচ্ছাচার থেকে বাঁচাও, এখন এই আমার বিশেষ প্রার্থনা, আর ব্যাকুলতার কথা হয়েছে। মা, আজ তো জন্মদিন। ৪৪ বৎসর পূর্ণ হ'য়ে, ৪৫ বৎসর আরম্ভ হ'লো। আজ এঁদের জীবনের পরিবর্ত্তনের দিন। আজ মুঙ্গেরের প্রত্যাগমন। আজ সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি, নববিধানের ধর্ম্ম। অদ্য গুরু-লাভ। অন্য ধর্ম্মের গুরুর মত নহে, নববিধানের গুরু। এক শরীরের সকলে অঙ্গ, এই বিশ্বাস। আমাকে সেবা করিতে হ'বে না এঁদের। বাহিরে সম্ভ্রম

দিতে হ'বে না, আমি বাহিরে সেবা আর নেব না। আমি সকলের কাছে ধর্ম্ম শস্তা কর্ত্তে গিয়েছিলাম, আজ ৪৪ বৎসর পরে হিসাব মেলাতে পাল্লাম না। মা আমায় ধমক দিলেন। বল্লেন, "তুই দেড় আনা, এক আনা, তিন আনা, যে যা দিয়েছে, সকলকে এর ভিতর আন্‌লি; আমি বলেছি, ষোল আনা যে দেবে, সে আস্‌বে।" মা আজ বল্‌ছেন জন্মদিনে, "যে আমার ভক্তকে ষোল আনা বিশ্বাস দেবে, সেই আসুক, আর কেহ নয়।" এ আগেকার গুরু আচার্য্য নয়। এ ভাই ব'লে পরস্পরকে খুব ভালবাসা দেওয়া, কোলাকুলি করা, বিশ্বাস দেওয়া। হে প্রাণেশ্বর, গতিনাথ, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকলে এই ষোল আনা বিধি পালন করিয়া, ষোল আনা বিশ্বাস তোমাকে, তোমার বিধানকে, তোমার প্রত্যাদেশকে, তোমার ভক্তকে দিয়া, স্বর্গের উপযুক্ত হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পবিত্রাত্মার বিধান

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক ;
২১শে নবেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে পরিত্রাণের মূল, ত্বরায় পবিত্রাত্মা প্রেরণ কর। আমরা যে শুনিলাম, মানিলাম, তৃতীয় বিধান নববিধান, পবিত্রাত্মার বিধান। এতে, ভগবান্, তুমি তো বড় হ'বে না, তোমার সাধুরা তো বড় হ'বেন না, সে সমুদয় পুরাতন বিধান। গুরুর কাছে পড়ে থাকা, গুরুর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান, কাণার মত গুরুর পথ ধরা, সে ঢের পৃথিবী দেখেছে। দ্বিতীয়তে কুলাইল না, তাই তৃতীয় বিধান আসিল। মানুষ না কি তোমায় মেনেও, তোমার

সাধুদের মেনেও, ভিতরে ভিতরে সংসারে লিপ্ত রহিল, তাই ঘুঘু আসিল— পবিত্রাত্মা আসিলেন। হে ঈশ্বর, স্বর্গ থেকে তাঁকে পাঠিয়ে দাও। হে মহর্ষি ঈশা, তুমি যে ব'লে গিয়েছিলে, পবিত্রাত্মাকে পাঠাবে। তুমি যা করিতে পারিলে না, তা পবিত্রাত্মা আসিয়া করিবেন। এবারকার গুরু সে, যে বলে, আমার কথা কিছু শুনিও না, আমার শিক্ষা মানিও না, যদি না পবিত্রাত্মার সহিত মিলে বুঝিতে পার। মা, আমরা এবার কপোতের দল হইব। বিধানতন্ত্রী কৈ? এবারকার বিধান দাও না? তুমি দয়া ক'রে পবিত্রাত্মার আগুন দাও, যে আগুনে কাম ক্রোধ সব রিপু পুড়ে যাবে। যে ভগবান্‌কে ধরিল, খুব বাড়াইয়া ডাকিল, লম্বা লম্বা প্রার্থনা করিল; আবার যে তোমার সন্তানকে ধরিল, সে আরও বাড়াইল তাঁদের। এ দুইয়ের কেউ স্বর্গে যেতে পারিল না। তুমি যে বলেছ, কেবল তোমার পূজা করিলে কেহ স্বর্গে যেতে পারিবে না, তা হলে তো য়িহুদীরা স্বর্গে যাইত। তাই তুমি তৃতীয় বিধান নববিধান সাজিয়ে পাঠালে। মা, ভগবতি, পবিত্রাত্মার আকারে না এলে এবার বাঁচিব না। এবার গুরু যিনি, উপদেষ্টা যিনি, চাকর যিনি, ব'লে দিয়েছেন যে, এবার সন্তানকে বড় করা হ'বে না। পবিত্রাত্মাকে বড় করিতে হইবে। আলোক, তুমি এস; অগ্নি, তুমি এস; ব্রহ্মাগ্নি, তুমি ভিতরে না আসিলে, রিপু কিছুতে যাবে না। পিতঃ, তুমি নিজেই বলিলে, আমাকে কেবল ডাকিলেও পরিত্রাণ পাবে না। আপনি পেছিয়ে গেলে, গিয়ে পবিত্রাত্মাকে পাঠিয়ে দিয়ে বলিলে, তুমি এবার রাজ্য কর। এবার 'ব্রহ্ম ব্রহ্ম' হাজার বার বলিলেও কিছু হ'বে না, আর সাধুদের জুতো নিয়ে টানাটানি কল্লেও কিছু হ'বে না। পবিত্রাত্মার অগ্নিতে পাপ রিপু সব পুড়ে গিয়ে, নূতন ভাব, নূতন রুচি, নূতন শুদ্ধ জীবন, নূতন তেজ উৎসাহ হ'বে, এটা চাও, ভগবান্। মিছামিছি 'জগদীশ্বর জগদীশ্বর' না বলিলে, পবিত্রাত্মা

আসিবেন। তুমি একটু সরে দাঁড়াও, ভগবান্। পবিত্রাত্মা কপোত আসুন, শরীর ধর, ধূ ধূ ক'রে পুড়ুক। নূতন অগ্নি, অগ্নি যিনি, তিনিই জল হ'য়ে ভক্তদের বাঁচান। তার ভিতর ভগবান্ ও তাঁর সন্তানেরা সকলেই এয়েছেন—একে তিন, তিনে এক। দীনদয়াল প্রেমসিন্ধো, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, পবিত্রাত্মার চরণে শরণাগত হইয়া, যেন নববিধান পূর্ণ করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দয়াভিক্ষা

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক ;
২৪শে নবেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীননাথ, হে উজ্জ্বল ব্রহ্ম, প্রার্থনা কি করিব তবে? এক দিন, এক রাত্রির মধ্যেই ত ফল দেখাইতে হইবে। এমন কি বিষয় প্রার্থনা করা উচিত তবে, যাহাতে মন সায় দেয়? খুব গোলমালের প্রার্থনায়, কপট প্রার্থনায় যোগ দেওয়া আজ কাল বড় কঠিন। যা চাই, পাব না ত। কারণ, যা মনের সহিত চাব না, তুমি তা দেবে না। হে পিতঃ, আমাদের নববিধানের প্রথম প্রার্থনা এই হওয়া উচিত যে, "ঈশ্বর, আমাদিগকে দয়ালু কর।" দয়া প্রথম ধর্ম্ম, প্রেম সনাতন ধর্ম্ম। প্রেম স্বর্গ হইতে যদি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাই, তাহার কিয়দংশ বিলাই ভাইদের। হরি, জিহ্বাকে সতর্ক কর। চাব এবার। প্রার্থনা আস্‌চে এবার। ভিখারীর ধন, ভিখারী এবার তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিবে। প্রেম চাই তোমার কাছে। আমাদের প্রত্যেকের দ্বারা ধন-দান, বস্ত্র-দান, ঔষধ-দান, উপদেশ দান, সান্ত্বনা-দান; প্রত্যেকের প্রতি এই তোমার বিধি। শ্রীহরি,

দয়াধন দাও। দয়া কয়াও, পুণ্য বাড়াও; নইলে মরিব আমরা। আমাদের পরিত্রাণের অধিকার তোমার দয়ার উপর। যে দয়া এত বড়, তা আমাদের দাও। মহর্ষি ঈশা বলেছেন, "যে দয়া করি আমি অন্যকে, সেই দয়া, সেই ক্ষমা, আমাকে দাও।" তবে সকলকে দয়া করে, দয়া দাও আমাদের অন্তরে। ভাইদের কষ্টে মনে সহানুভূতি হ'বে। দয়াধন দান কর। আর নির্দ্দয় হ'তে দিও না। আমাদের ব্যবসায় এক রকম, দয়া করিবার ভার আর পাঁচ জনের উপর, এটা আর মনে করিতে দিও না। লুকিয়ে লুকিয়ে দয়া করিতে দিও। দুঃখী দুঃখিনীদের দুঃখ মোচন ক'রে, নিজের জন্য স্বর্গে একটু স্থান প্রস্তত করিতে পারি যেন। মাতঃ, তোমার দয়া না থাকিলে ত স্বর্গে যেতে পারিব না। তোমার কাছে বারম্বার আস্‌ছি, আর দয়া শিখিব না? তুমি কত সহ্য করিতেছ! কত প্রেম তোমার! প্রেম করিতে শিখি যদি, তোমার সন্তান ব'লে পরিচয় দিতে পারি। তোমার এত দয়া সন্তানেরা বুঝ্‌ছে না। এখন যাতে এইটি হয়, এমন উপায় কর। এবারকার শিক্ষায় দয়াটা প্রধান শিক্ষা হোক্। হে দয়াসিন্ধো, হে মঙ্গলময়, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন যথার্থ খাঁটি দয়াধন লাভ করিয়া, জীবনের মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত হই। প্রেম আস্বাদন করি, আর প্রেম বিলাইয়া শুদ্ধ ও সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ধর্ম্মসামঞ্জস্য

(কমলকুটীর, সোমবার, ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক ;
২৭শে নবেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, অপার প্রেমের ঠাকুর, প্রথমে তুমি ভাঙ্গ, তার পর তুমি গড়। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ধর্ম্ম প্রথমে তুমি প্রকাশ কর, তার পর তুমি সমুদায় নববিধানে গড়। তবে, দয়াময়, আমাদের জীবনেও তা কর না! আমরা এক সময় ভক্ত হয়েছিলাম, এক সময় সত্যবাদী হয়েছিলাম, এক সময় যোগী হয়েছিলাম, এক সময় প্রেমিক হয়েছিলাম ; তবে এই সব খণ্ডধর্ম্ম আমাদের জীবনে এক ক'রে জমাট কর না কেন? সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি, এখনকার নববিধানের ভাব, এই বিজ্ঞান, এই তিন এক কর না কেন? এই তিন এক হ'লে সোণায় সোহাগা হয়। আমি খুব বড় বড় ভিক্ষা কচ্চি না ; আমাদের পরিবারের মধ্যে, আমাদের জীবনে যা এক সময়ে হয়েছিল, তাই দাও না কেন? তবে সে সময়ে চার স্বতন্ত্র ছিল, এখন এক সময় সব ভাব এক ক'রে দাও না? হে মঙ্গলবিধি, বড় সুখ পেয়েছি সেই সেই সময়। নীতি সাধন ক'রে তোমার সঙ্গতে বড় সুখ ও উপকার পেয়েছি। আর মুঙ্গেরে কত সুখী ছিলাম, তাও তুমি দেখেছ। আর এখন নব-বিধানের নিশান উড়িয়ে, নুতন ধর্ম্ম লাভ ক'রে কত সুখ পেয়েছি, তাও তুমি জান। হরি, মেলাও তিনকে। জ্ঞান, ভক্তি, নীতি—আর নীতি, ভক্তি, জ্ঞান—তিনকে মেলাও। তিনকে তিন সময়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখিয়েছিলে, এখন সেইগুলি মিলিয়ে গড়, এক কর। নববিধানের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্ম চাই। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, কৃপা করিয়া আমাদের জীবনে খণ্ড খণ্ড সব ধর্ম্মের ভাবগুলি

জমাট ক'রে মিলিয়ে দাও; মা, আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আশার নিদর্শন

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক ;
২৮শে নবেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে সুন্দর ঈশ্বর, কে আমাদের? কি লক্ষণ থাকিলে মানুষ আমাদের হয়? যে ভালবাসাতে সমস্ত পৃথিবীকে আত্মীয় করা যায়, আপনার করা যায়, যে ভালবাসাতে সমুদয় ধর্ম্ম এক করা যায়, সমুদয় জাতির মিলন করা যায়, সকলকে এক করা যায়, সেই ভালবাসা যাদের, তারাই আমাদের। প্রেমিক যিনি, শুদ্ধচরিত্র যিনি, তিনি আমাদের। হে হৃদয়েশ্বর, এই প্রধান লক্ষণ তোমার নববিধানে,—সকলকে এক করা, প্রেমেতে সকলকে এক করা। এই ভাবের ভাবুক যাঁরা, তাঁরা আমাদের। তোমার এই ভাব একটু একটু দেখা যাইতেছে পূর্ব্বাঞ্চলে—যেখানকার মনোহর সংবাদ এই কষ্টের সময় মনকে সুখী করিতেছে। তোমার চরণ ধ'রে বলি, তোমার বিশেষ আশীর্ব্বাদ তাঁদের মস্তকের উপর অবতরণ করুক। ইঁহারা ক্ষুদ্র অলক্ষিত মান্যভ্রষ্ট অত্যন্ত নীচাবস্থায় কাল কাটাইতেছেন, কিন্তু প্রেমিকের চিহ্ন তাঁদের জীবনে দেখা যাইতেছে। এখানকার যে সকল বিষয় লইয়া আমরা আক্ষেপ করি, সেই ক্ষুদ্র দলের মধ্যে তা নাই কেন? জন কতক লোক একত্র হইয়া, পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া জীবন কাটাইতেছেন। তাঁদেরও পাপ আছে বটে, কিন্তু যে যে বিষয়ের জন্য আমরা আক্ষেপ করি, তা

তাঁদের মধ্যে নাই। শ্রীহরি, দীনাত্মাদের দ্বারা তুমি অনেক কাজ করাইয়া লইলে। দুঃখীকে তুমি বুকে ক'রে রাখ। ঐ ক্ষুদ্র ভাইয়ের দলকে তুমি তোমার নববিধানে বিশেষ আশ্রয় দিয়া, আমাদের শিক্ষাগুরু করিয়া রাখ। উঁহারা আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। তুমি বলিতেছ, "দেখ রে, কলিকাতার প্রচারকগণ, এদের বিনয়, নম্রতা, শান্তি এত বাড়িতেছে কেন? তোদের এত কমচে কেন? এরাই বা এদের দলপতির কথা এত শুনে কেন? তোরাই বা শুনিস্ না কেন? এদেরই বা পরস্পরের প্রতি এত প্রেম কেন? তোদেরই বা তা নাই কেন?" ঠাকুর, আমরা নেবে যাই, ওঁরা উপরে উঠুন। যেখানে সরলতা নম্রতা, সেখানেই পুরস্কার। এর ভিতর যদি একটি একটি প্রচারক একটি একটি স্থানে আরো প্রচারক প্রস্তুত করিয়া, দলপতির প্রতি কিরূপ করিতে হয়, দলপতি কিরূপ হইতে হয় দেখাইতেন, আর প্রেমরাজ্য স্থাপন করিতেন, কত ভাল হইত। আমার মনে কত সুখ হইত। ইহাও আমার পক্ষে সুখের সংবাদ। এক জায়গায়ও ত আমার পিতার কীর্ত্তি স্থাপিত হইল। মা, তাঁদের কাছে চিরকাল থেকো। তাঁরা বড় গরিব। বড় মধুর ভাব তাঁদের। হৃদয়ের সাধ খানিক তাঁরা মিটাইতেছেন। প্রেমের ধর্ম্ম কি, তাঁরা তাহা দেখালেন। নববিধানের প্রধান লক্ষণ ওখানে দেখা দিচ্চে। এখনো বলি না, যে পূর্ণপরিবার হয়েছে; কিন্তু আমাদের চেয়ে ত ভাল। দলপতির প্রতি কিরূপ ভক্তি, ভালবাসা দেখাতে হয়, তাঁরা আমাদের শিক্ষা দিন; কেমন ক'রে গরিব হ'তে হয়, কেমন ক'রে পরস্পরকে ভালবাসিতে হয়, শিক্ষা দিন। একটা প্রেমের দুর্গ হইল, একটা দীনাত্মাদের আশ্রয় স্থান হইল, এ আশার কথা। বড় সুখের সংবাদ। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে পরিত্রাণের সংবাদ আসিবে? তাই হউক। আমাদিগকে শিক্ষা দিবার

ভার ওঁদের উপর? তবে তাই হউক। যাতে আমরা ভাল হই, তাই হউক। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অমূল্যধনলাভ

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক ;
১লা ডিসেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, হে পতিতপাবন, আমাদের এই পরম সৌভাগ্য যে, পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট যাতনার মধ্যেও তোমাকে লাভ করিতেছি, তোমাকে মা বলিয়া ডাকিতেছি, তোমার সম্মুখে বসিতেছি। শ্রীহরি, কি আশ্চর্য্য তোমার করুণা, এই পাপলোকের মধ্যে আসিয়াও তোমাকে দেখিতেছি। আর কি তুমি দিবে? পিতৃরূপ, মাতৃরূপ, সরস্বতীরূপ, লক্ষ্মীরূপ, শক্তিরূপ, শান্তিরূপ দেখাইলে। এর চেয়ে আর কি দিবে? এইবার যেন চিরকাল তোমাতে আনন্দে মিলিত হইতে পারি। দয়াল হরি, এই যে অমূল্য ধন দিয়াছ, ইহা কি পৃথিবীকে জানিতে দিব না? এই যে এই দশ জন লোককে বৎসরে বৎসরে সুখ শান্তি দিলে, আদর মান বাড়াইলে, এই কথা কি চাপিয়া রাখিব? খাওয়ালে, পরালে, কত উপকার করিলে। আবার ধর্ম্মের সম্বন্ধেও কত সুখ দিলে; এমন সুন্দর ধর্ম্ম দিলে, যে কাহারো সঙ্গে আর বিবাদ রহিল না। সব সাধুদের পাইলাম, সব ধর্ম্ম পাইলাম, পৃথিবীর রাজা করিলে। যতই নববিধানের তত্ত্ব ভাবি, ততই সুখী হই। মা, এর চেয়ে আর কি দিবে? তুমি অমূল্য ধন দিয়া কৃতার্থ কর। মা, আমরা যেন, যে অমূল্য ধন পাইয়া সুখী হইয়াছি, তাহার তত্ত্ব পৃথিবীকে জানাইতে পারি। হে মঙ্গলময়, হে দয়াময় কৃপা করিয়া

আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর তুমি যে এত অমূল্য ধন দিলে, সে দানের জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া, যত্নে তাহা হৃদয়ে পোষণ করি, আর তার উপযুক্ত হইতে পারি ; কৃপা করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিনয়ের মহত্ত্ব

(কমলকুটীর, শনিবার, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক ;
২রা ডিসেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, হে শান্তিদাতা, বিনয়েতে এক হইতে দাও। অহঙ্কারে মানুষ কোন কালে মিলিত হয় না। হাজার আমাদের সদ্‌গুণ থাক্ না, যদি তার সঙ্গে অহঙ্কার থাকে, কোন দুই জন এক হইতে পারিব না। যেখানে বিনয়, সুশীলতা, সেই খানেই প্রেম সদ্ভাব। হে দীনাত্মাদের ভগবান্, কেন অহঙ্কারী হইয়া মলিন হইতেছি ? বিনয় শিখাও। অমিলের প্রধান কারণ অহঙ্কার। আর প্রেম হয় না, সুখের পরিবার হয় না, মিলন সামঞ্জস্য হয় না। ইচ্ছা হয়, এঁরা আপনাদিগকে খুব নীচ হীন মনে করেন। কিসে হয়, তাহা ব'লে দাও। অদ্য রজনীতে আমরা তোমার আদেশে পরের বাড়ীতে অভিনয় করিতে যাইতেছি। এরূপ আমাদের জীবনে কখন ঘটিবে, আমরা জানিতাম না। কিন্তু কি করিব, মার আজ্ঞা ; তাই আপনার মান ত্যাগ করিয়া, ছোট লোক হ'য়ে, পরের বাড়ীতে অভিনয় করিতে যাইতেছি। আজ মানহানির জন্য যাচ্চি। আমাদের জীবনে মানহানির প্রথম দৃষ্টান্ত এই। লোকে জানুক, আমরা মার জন্য নীচ হইতে পারি। যদি আজ্ঞা হয়, আমরা গরিবের মত, ছোট লোকের মত, যাত্রাওয়ালার মত, বাড়ী বাড়ী গিয়া গান করিব,

বাজাইব। আমরা বড় মানুষের মত হয়ে, গাড়ি চড়ে অভিনয় করিতে যাইতেছি না; আমরা গরিবের মত যাব। আমরা নীচ হীন জাতির মত যাব। আমরা মনে মনে এই আলোচনা করিব, আমরা মার কাজ ত করিলাম; ফাঁকি দিয়ে মার মহিমা ত গান করিয়া লইলাম। আমাদের আহ্বান তোমার মুখে; মান সম্ভ্রম রাখিতে হয়, তুমি রাখিবে, আমরা যেন সাধু হ'য়ে যেতে পারি। অভিমানশূন্য হ'য়ে, মান অপমান সমান, জ্ঞান করিয়া যাইতে হইবে। ঠাকুর, তুমি যে দয়া ক'রে আমাদিগকে তীর্থস্থানে নিয়ে যাচ্ছ, আমরা তার উপযুক্ত হ'তে পাচ্চি না। গরিব দীনহীন হ'য়ে যেতে হবে। শ্রীহরি, তোমার আজ্ঞায় আমরা সেখানে যাব। তুমি একটি কর্ম্ম কর, মানীর মান রেখো না। মান থাকে থাক্, যায় যাক্, যেন এই ব'লে যেতে পারি। তোমার ছেলেদের অভিমান খুব আছে। আজ অভিমানশূন্য হ'তে হ'বে চিরকালের জন্য। এই ব্রত-সাধনের জন্য আমরা যাচ্চি। আজ শ্রীহরির জয়। আজ মানী অমানী হ'লো, এই সত্যের জয়। হে দয়াসিন্ধো, করুণাময়, দয়া করিয়া আমা-দিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই উচ্চ ব্রতে ব্রতী হইয়া, তোমার প্রেমলীলার অভিনয় করিয়া, অভিমানশূন্য হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ত্রিবিধ ভাব

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক;
১০ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো! হে করুণার অনন্ত সমুদ্র! কি সুখ হয়, যদি তোমার কোলে গিয়া বসিতে পারি। অনেক বয়স হইয়াছে, জ্ঞান হইয়াছে, ধর্ম্ম

করিয়াছি, ভাবিলে অপরাধ হয়। কিছু হয় নাই, মার কোলে থাকিব, এই কথা যত মনে রাখি, তত সুখ হয়। বুড়ো হওয়া দূরে থাকুক, তোমার কোল হইতে আর কেহ যদি কোলে নিতে আসে, ভয় হয়। বৃদ্ধ দেখিলে আমার ভয় করে। আমি মা ভিন্ন আর কিছু চিনিলাম না, এই জ্ঞান মুক্তিপ্রদ জ্ঞান, সুখপ্রদ জ্ঞান। এই জ্ঞানের বৃদ্ধি হোক্, এই প্রার্থনা। মা, কেবল তোমার স্তনদুগ্ধই যেন খাই। পৃথিবীতে আসিয়াই আমি অন্ন খাইতে পারিব না, মাংস খাইতে পারিব না। বয়স হয় নাই; দাঁড়াইতে পারিব না। মা, তোমার কোলে থাকিব। শক্ত জিনিস খাইতে পারিব না। দয়াময়ি, তোমার পূজা করিতে করিতে যত স্তন্যদুগ্ধ পান করিলাম, বাল্যাবস্থায় যত সুখ পাইলাম, ততই আমার পাগল আর মাতালের ভাব হইতে লাগিল। মনে হইল, ধূতরা আছে, কি মদ আছে, মার স্তনের দুগ্ধ খাইলে যেন শিশুর আবল্য ধারণ করে। যতবার তোমার দুগ্ধ টানিয়াছি, মা, ততবারই বিভোর হইয়াছি। সাদা চক্ষে যদি বক্তৃতা করিতে যাই, ভুল হয়। সাদা চক্ষে সাধন করি, হয় না। নেশা হলে, এ সব বেশ হয়। দয়াময়ী, দয়াময়ী বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে, তোমার স্তনদুগ্ধ মুখে আসে; ধূতরার মত কি এক পদার্থ তুমি দুধের সঙ্গে মিশাইয়াছ, তাই খাই, আর পাগল হই। কত এলোমেলো বকি, কত মাতলামি করি। মা, এতেই আমি সুখী থাকি। এই পাগলামি মাতলামি ভাল। পৃথিবীর জ্ঞানী হইতে চাই না। বালক করিয়া রেখো; বৃদ্ধ যেন কখনও না হই। মাথার চুল যদি পাকে, ক্ষতি নাই; আত্মার বার্দ্ধক্য যেন না হয়। দোহাই, ঠাকুর, বালক থাকা বড় সুখের। প্রাণের ভিতর গোলমাল নাই, শিশুর মত উপাসনার সময় সহজ কথা কহিব। আঁকাবাঁকা চাই না; কুটিল হ'লে সুখ হ'বে না। বৃদ্ধের বিষ বালক অঙ্গে প্রবেশ করিতে দিও না। তুমি মা, আমায় হাতে ক'রে দোলাবে,

মুখচুম্বন করিবে, এই চাই। ব্রহ্মমন্দিরের প্রার্থনা শোন; আমাদের কোলে তু'লে আদর কর। কৃপাময়ি, কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ কর, চিরকাল বালক থাকিব, পাগল, মাতালের প্রকৃতি লইয়া বাস করিব। যে কিছু বার্দ্ধক্য সঞ্চয় করিয়াছি, পরিত্যাগ করিয়া যেন বালক হই। দয়াময়ি, তোমার ধর্ম্মরস পান করিয়া, খুব উন্মত্ত অবস্থা লাভ করিব, বালকের মত, পাগলের মত নাচিব, নাচিতে নাচিতে স্বর্গে প্রবেশ করিব, এই আশা করিয়া ভক্তির সহিত তোমার শ্রীপাদপদ্মে বার বার নমস্কার করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জাতি-নির্ণয়

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ৩রা পৌষ, ১৮০৪ শক ;
১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো! হে করুণাময়! পৃথিবীর উচ্চপদ পাইয়া মন কত সময় অহঙ্কারে গর্ব্বিত হয়; ধন মানের মধ্যে থাকিয়া হৃদয় কত সময় বিচলিত হয়। কিন্তু, হে ঈশ্বর, জন্ম হইতে, বাল্যকাল হইতে যাহাকে দীনতায় স্থির করিয়া রাখ, অহঙ্কার কিরূপে তার কাছে স্থান পাইবে? আমি দীন জাতীয় বলিয়া, দীনদের দলে কত ফল লাভ করিলাম, দীনদের সঙ্গে নগরকীর্ত্তনে কত মাতিলাম। অনেক ধন মানের মধ্যেও প্রচুর ফল লাভ করিলাম। যদি বড় মানুষের জাতীয় হইতাম, বড় পাপ করিতাম। সামান্য শাকান্নে যদি আসক্তি না থাকিত, হে দীনহীনগতি, আমি তা হ'লে তোমায় চিনিতাম না; বেদীতে আজ বসিতাম না। তুমি দেখিলে, সন্তানকে ধনী জাতীয় করিলে, সে ধনের গরমে মরিবে, তাহাকে দীন জাতীয় করা উচিত। বিপদ জানিয়া, অহঙ্কার, মৃত্যু বিনাশ করিবে

দেখিয়া, দয়াসিন্ধো, তুমি বলিলে, সন্তানকে দুঃখীর মন দিই, গরিবের আত্মা দিই, রুচিগুলি দুঃখীর মত করিয়া দিই। দীনজাতীয় হইয়া আসিয়া অবধি কত সুখই পাইলাম; সকলেরই কারণ দেখিলাম এই দৈন্য। দৈন্যস্বভাব আমার পক্ষে অভিসম্পাত না হইয়া আশীর্ব্বাদ হইল। এত বিপদ মস্তকের উপর দিয়া গেল, কিছুতেই কিছু হইল না। উচ্চ পদে কত উঠিতেছি, কত উচ্চ লোকের করস্পর্শ করিতেছি, ধনের উষ্ণতা বোধ করিতে হইল না। ব্রাহ্মদলের মধ্যে আমার কাছে যত প্রলোভন আসিয়াছে, এত যে কাহারও কাছে আসে নাই; এত পরীক্ষা যে কাহারও হইল না। আমার সংসারের ভিতরে রাজার সংসার আসিয়াছে, মান্য অনেক দূর উঠিয়াছে, কিন্তু জাতি আমার গেল না। তোমার প্রতি মতি থাকাতে বড় তুফানের ভিতরেও মরিলাম না। আমি না কি সেই মাদুরই প্রস্তুত করিতেছি, জাতীয় স্বভাবের গুড় বেচিয়া না কি রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইতেছি, সামান্য ছোট সঙ্গই না কি খুঁজিতেছি, তাই বাঁচিয়া গেলাম; নতুবা ধন সম্পদের মধ্যে ডুবিয়া মারা যাইতাম। বুঝিলাম, তুমি যাকে বাঁচাও, তাকে মারে কে? ঠাকুর, দীনতা আমার পরিত্রাতা। এখন তোমার কাছে থাকিয়া ডাকিতেছি; ধনীকে ডাকিতেছি, ধনী, এস; গরিবকে ডাকিতেছি, ভাই, তুমিও এস। ধনীর সংসারে ছিলাম, ধনীরা ডাকেন, সেখানে যাই; বড় মানুষকে ভালবাসি, রাজরাণীকে ভালবাসি, মহারাণীকে ভক্তি দিই, বিদ্বান্‌দেরও ভক্তি দিই। এখন ধনীর সঙ্গে মিশিলেও ভয় আর নাই। সিদ্ধ হলে আর ভয় থাকে না। হে দীনবন্ধো, ধর্ম্মের শান্তভাব, দীনতার ভাব সকলকে দাও। দুঃখী আমরা যথার্থই। আমাদিগের নববিধান যে দুঃখীদের বিধান। আমরা দুঃখীর মত রাস্তায় চলিব, ধূলি হইয়া যাইব, দন্তে তৃণ করিব; তবে হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইব। কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা সকলেই দীনাত্মা

হইয়া, পৃথিবীতে যে পবিত্র স্বর্গীয় সুখ, তাহাই সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শিষ্যপ্রকৃতি

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ১০ই পৌষ, ১৮০৪ শক ;
২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

হে সদ্‌গুরু, অনুগ্রহ করিয়া এ পৃথিবীতে অনেক শিখালে, অনেক দেখালে। অন্ন দিয়া যেমন শরীর পোষণ করিতেছ, আত্মার মুখে নূতন নূতন সত্যান্ন দিয়া তেমনই আত্মাকে পোষণ করিতেছ, ইহার জন্য ধন্যবাদ করি। আমার গোপন কথা কিরূপে ব্যক্ত করিব? প্রকাশ্যরূপে যে বলিয়া উঠিতে পারি না। তোমার কাছে বসিয়া অশেষ সুখ ভোগ করিতেছি। যত সত্য শিক্ষা করি, ততই সুখ হয়! নূতন সত্য লাভ করিয়া এত সুখ হয়, যেন হৃদয় পাগল হইয়া যায়; খুব চীৎকার করিতে ইচ্ছা হয়, প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ করে। কেবল ভাবি, এ নূতন কথা কোথা হইতে আসিল, কে দিয়া গেল? ঠাকুর, গুরুর কাছে সত্য শিক্ষা বড় সুখপ্রদ। নিরাশ্রয় শিশুকে সুখই দিতেছ। মা, তোমায় ছাড়িয়া আর কোনও গুরুর বাড়ী কি আমি গিয়াছি? স্কুলে পড়িয়া শিক্ষা শেষ করিতে কখনও কি চাহিয়াছি? টোলে পড়িয়া পণ্ডিত হইবার কি কখনও প্রয়াসী হইয়াছি? আমার প্রত্যাদেশ ঐ চরণে; আমার বিদ্যা-বুদ্ধি ঐ পদধূলিতে। আমি অন্য জ্ঞানে জ্ঞানী হই নাই; তাই, মা, তুমি আমায় বেদ বেদান্ত সাহিত্য ইতিহাস সকলই শিখাইতেছ। মা যার সরস্বতী, তার বাড়ী যে ব্রহ্মবিদ্যালয়। তার মা ত কখনও শিখাইতে

ভুলেন না। তুমি আমাদিগকে চির শিখ্ করিয়া রাখ; আমরা কেবলই শিক্ষা করিব। সামান্য লোকের এত অভিমান কেন? অধ্যাপকের সংখ্যা এত বাড়িতেছে কেন? সকলেই যে শিখাইতে চায়, কেহই যে শিখিতে চায় না। সুমতি দাও মনুষ্যকে; শিখিলেই শিখান হইবে। আর প্রচার করিতে যাইতে চাই না; সত্য আসিলেই আপনা আপনি বাহির হইবে। সত্য পাইতে পাইতে যদি ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলে দেওয়াও ফুরাইবে। অনন্ত বেদে যদি পণ্ডিত কর, তবেই বলিতে পারি, শিক্ষাও ফুরাইবে না, দেওয়াও ফুরাইবে না। সত্যের অভাব এ জীবনে কখনও বোধ করিতে হইল না। রাশি রাশি সত্য আসিতেছে। অবশিষ্ট জীবন শিখিতে শিখিতেই কাটাইব। শিষ্য হইয়া চিরদিনই তোমার বিদ্যালয়ে পড়িব। নূতন নূতন শত সহস্র বেদ তোমার এই উপাসক-মণ্ডলীকে শিক্ষা দাও। দম্ভ নাশ করিয়া, সকলকে বিনীত করিয়া দাও; যত দিন বাঁচিব, আমরা শিষ্যব্রত সাধন করিব, মুক্তিপ্রদ সত্য সকল লাভ করিয়া প্রাণকে সুশোভিত করিব, কৃপা করিয়া তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার শ্রীচরণে আমাদিগের এই প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অনৃত-খণ্ডন *

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির)

হে দীনবন্ধো, হে আশ্রয়দাতা, এ জীবনের পঁচিশ বৎসর তোমারই সাক্ষী। এ জীবন তোমাকেই জগতের কাছে প্রকাশ করুক, আমি কৃতার্থ হই। আমার জীবনে আমি কি করিলাম? পাপ করিলাম। তুমি কি করিলে? সমুদয় করিলে। সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে। আমার বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, তুমি আমাকে ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝাইলে। হে দীনবন্ধো, এখন একজন ভক্তকে স্বয়ং দেখা দিয়া কৃতার্থ কর। আমি পাপ বিনাশ করিবার উপযুক্ত নই; কিন্তু তুমি আমার জীবনে কি করিয়াছ, করিতেছ, তাহার সাক্ষ্য দিতে আমি প্রস্তুত আছি। আমার জীবন যে সোণার জীবন হইল। পরমেশ্বর, আমার জীবনকে সোণার করিয়াছ। হৃদয়কে হীরকখণ্ড করিয়াছ। এমন হীনকে এত বড় করিলে? আমি যে আগে পিপীলিকার গর্ত্তে থাকিতাম। এক একবার বাহির হইতাম, আর এক একটী চাল মুখে করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতাম। আজ ব্রহ্মমন্দিরের পবিত্র বেদিতে বসাইয়াছ। কেন এমন হইল? ভগবান্ যাহাকে সুখী করেন, সেই সুখী হয়। তুমি যাহাকে ধনী, মানী ও জ্ঞানী করিবার প্রতিজ্ঞা কর, সেই কৃতার্থ হয়। এই জীবনবেদ পৃথিবীর লোকে পাঠ করুক, আলোচনা করুক। এজন্য নয় যে, আমাকে সুখ্যাতি করিবে। লোকে বলে, হরি আগে যেমন ভক্তকে লইয়া অলৌকিক ক্রিয়া করিতেন, এখন আর সেরূপ করেন না, এখন ঈশ্বর দূরে গিয়াছেন। হে হরি, আমার প্রাণের সহিত এ অনৃত খণ্ডন

* ইহাতে কোন তারিখ ছিল না। ৩১শে ডিসেম্বর (১৮৮২ খৃঃ) তারিখ হইবে, মনে হয়। ১লা জানুয়ারী (১৮৮৩) হইতে উৎসবের প্রস্তুতির সাধন আরম্ভ হয়।

করিয়া যাই। লোকে এই ক্ষুদ্র পাপীর জীবনবেদ পড়ুক। এক একটী শব্দ আলোচনা করুক। তাহাদিগের মনে তোমার প্রতি বিশ্বাস ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক। তুমি আমাকে টাকা কড়ি আনিয়া দিলে, তুমিই আমাকে জ্ঞান দিলে। তুমি কত করিলে, এখন এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। আমার বেদিতে বসা যেন এই উপকার করে, যেন লোকে ভাবে, এ ব্যক্তি মন্দ ছিল, এখন কি হইল! ইহার যে কিছু ছিল না, এখন এত হইল! আমার জীবনতরী কোথায় পড়িয়াছিল, আর আজ কোন্ ঘাটে লাগিল! এ যে বৈকুণ্ঠের কাছাকাছি! এখন তুমি আমাকে যাহা বলাবে, আমি তাহাই বলিব, যাহা করাবে, আমি তাহাই করিব। হরি, আমি তোমারই। আমার জীবনবেদ পড়িয়া লোকে তোমাকে ভাল বলুক। এই জীবনবেদ পড়িয়া পৃথিবী যেন তোমারই পাদপদ্মে প্রণত হয়, তোমারই প্রেমভক্তিতে প্রমত্ত হয়, কৃপা করিয়া তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দুঃখীদিগের জন্য

(কমলকুটীর, রবিবার, ২৪শে পৌষ, ১৮০৪ শক ;
৭ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীননাথ, হে দীনবৎসল, তুমি যেমন দুঃখীর মান রক্ষা কর, এমন আর কেহ পারে না। দীনবন্ধু নাম ধর তুমি। দুঃখীকে মানী কর তুমি, পৃথিবীতে দুঃখীর অপমান চিরদিন। সম্পত্তিবিহীন, মানবিহীন, জ্ঞানবিহীন, জীর্ণ-শীর্ণ, শোকে ক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ গরীব রাস্তা দিয়া চলিতেছে। দুঃখী যেন অকিঞ্চিৎকর সামান্য, অপমানের বস্তু। দুঃখী কি করে? কি উপকার করে? কেবল নেয়। কি প্রয়োজনের জন্য আসে? মনে হয়, কিছুই না।

কিন্তু, মা, তুমি যে ধনীকে এক ক্রোড়ে বসাইলে, আর এক ক্রোড়ে কর্দ্দমলিপ্ত দুঃখীকে বসাইলে। তুমি দুঃখীকে ক্রোড়ে বসাইলে, জগতের আশা হইল, কোটী কোটী শঙ্খধ্বনি হইল। তুমি দুঃখীর মান রক্ষা করিলে। ব্রহ্মাণ্ডপতি, তুমি কাঙ্গালকে ক্রোড়ে করিলে। যে কাঙ্গালকে কেউ গ্রাহ্য করে না, কেউ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না, সেই কাঙ্গালের মান তুমি রাখিলে। আমরা দুঃখীর কাছে বিনয় শিক্ষা করি। কারণ; দুঃখীর মত বিনয়ী না হইলে, কেহ তোমাকে পায় না। মা, আজ পবিত্র উৎসবের সময়, আমরা তোমার অধম উপাসকগণ দীনদিগের জন্য বিশেষ আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। তোমার কত দুঃখী আজ অন্নাভাবে পৃথিবীর রাস্তায় রাস্তায় বেড়াচ্চে। কত রোগী রোগশয্যায় পড়িয়া অবসন্ন হইয়া, জীবনের অপরাহ্ণকালে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে। কত লোকের গৃহ নাই। ঝড় তুফানে বিপন্ন কত লোক। তাদের মাথা রাখিবার স্থান নাই। কত শ্রেণীর দুঃখী আছে। কত দুঃখ, কত কষ্ট আছে তাদের। মা, দুঃখীরা যে আমাদের ভাই, আমাদের ভগিনী। তাঁদের দুঃখ স্মরণ করি, আর এই উৎসব সময়ে তোমার পা জড়াইয়া ধরিয়া এই মিনতি করি, যদি এই সকল দুঃখ বিপত্তি কল্যাণের হেতুই হয়, তবে তুমি তোমার দুঃখী পুত্র কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া তাঁদের সহিষ্ণুতা দাও। তাঁরা বিপত্তিভঞ্জন বলিয়া তোমাকে ডাকিতে পারেন। মা, দুঃখ যে বড় তীব্র, দুঃখের যাতনা যে বড় অসহ্য। মা, সমুদয় দুঃখ বিপত্তি ব্রহ্মনির্ভরের হেতু হউক। দুঃখ যাইবার উপায় নাই তো। মনুষ্যশরীর ধারণ, আর দুঃখভোগ, এই দুইয়ের যে অত্যন্ত যোগ। দুঃখ অসম্ভব কর, তাহা তো বলিতেছি না। তাহা যদি তোমার ইচ্ছায় হয়, তাহাই হউক ; কিন্তু দুঃখের মধ্যে ধর্ম্মজনিত যে অপূর্ব্ব সুখ, তাহা মনে যেন হয়। দুঃখ হইলেই সকলে যেন তোমার কাছে দৌড়িয়া যায়, তোমার প্রতি যেন

বিশ্বাস বাড়ে। মা, দীনতা আমাদিগকে অনেক শিক্ষা দেয়। মা, দুঃখই তো তোমাকে ভালবাসিতে শিক্ষা দেয়। দুঃখ দৈন্য সন্ন্যাসব্রত শিক্ষা দেয়। যে দুঃখ ধার্ম্মিক করে, ব্রহ্মভক্ত করে, সে দুঃখকে আশীর্ব্বাদ কর। আমাদের সকলের মধ্যে দীনাত্মার ভাব বিস্তার কর। হে পরমেশ্বর, দুঃখীর ভাল কর, দুঃখীদের ক্রোড়ে কর। হে গতিনাথ, হে দীনবন্ধো, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা খুব চেষ্টা করিয়া দুঃখীর দুঃখ মোচন করি এবং পৃথিবীতে যত প্রকার দুঃখী আছে, যত ধনহীন, গৃহহীন, মানহীন, রোগগ্রস্ত আছে, সকলের সেবা করিয়া পবিত্র হই এবং দীনাত্মা হইয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সাধুদর্শন

(কমলকুটীর, সোমবার, ২৫শে পৌষ, ১৮০৪ শক ;
৮ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

হরি হে, উৎসবের সময় সাধুদর্শন কিরূপে হইবে? তোমাকে দেখিব, সাধুদের দেখিব, এই দুইটি আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্য। তোমার বাগানে মহাপুরুষদের সঙ্গে আমোদ করিব। তোমার পূজা করিয়া, যে সাধুদের দেখিতে না পায়, সে দুঃখী, সে অভাগা। আমরা কি তাঁদের বাড়ী ঘর দরজা খোলা পাব না? ভগবান্, তোমার অমর বাগানে বেড়াইতে ক'দিন যেতে যেন পাই। বৎসরকার দিনে, যেন কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে না ফিরি। সাধুগণ, ওঠ একবার, জানেলা খোল একবার, দেখা দাও একবার। শান্তি বিতরণ করিবার ভার

তোমাদের হাতে ; শান্তি বিতরণ কর। এস একবার, কৃপা কর, বৎসর-কার দিনে যেন তোমাদের দেখা পাই, নিরাশ হইয়া না ফিরি যেন। আমরা প্রাণের সহিত বিশ্বাস করি, সাধুগণ, তোমরা আছ। মার ছেলে মেয়ে, তোমাদের দেখি একবার ; দেব দেবি, এই ঠাকুর ঘর আলো ক'রে বোস। ঘর সাজিয়ে আলো ক'রে বোস। একবার দেখি তোমাদের। সাধু সজ্জনগণ, তোমাদের কাছে যেতে পা কাঁপে। বরং হরির কাছে, যেতে পারি, কিন্তু তোমাদের কাছে পারি না। কারণ, হরির কাছে যাবার সময় তাঁর প্রেম বড় মনে হয়। তিনি বিনা পাপীর যে আর গতি নাই, তাঁর কাছে যেতেই হয় ; কিন্তু তোমরা যে রকম গম্ভীর, তোমাদের কাছে যেতে ভয় হয়। কি তেজের ছড়াছড়ি! কি শুদ্ধতা! অবসন্ন ভগ্নহৃদয় লইয়া পাপীরা আস্‌ছে জ্যেষ্ঠদের কাছে, কিছু পাইয়া যাক্। ভগবান, তুমি না নিয়ে গেলে, সাধুদের কাছে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কে যেতে পারে? ঈশার বাড়ী কোথায়, আমি কি জানি? পৃথিবীর অসার কীট আমরা, স্বর্গের খবর কি জানি? কোন্ ঋষি কোন্ হিমালয়ের উপর ব'সে আছেন, বৈকুণ্ঠের কোন্ গহ্বরে ব'সে আছেন, আমরা কি জানি? মা, তুমি নিয়ে চল। একবার যদি ও সকল চেহারা দেখে আসিতে পারি উৎসবের আগে, একেবারে পাগল হ'য়ে যাব। কি সুন্দর বৈকুণ্ঠধাম রত্ন-মণিখচিত! সমুদয় শ্রীগুলি একত্র, শ্রীঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ, কি চমৎকার পোষাক, কি চৎকার চেহারা! কৃতার্থ হইলাম এই বৈকুণ্ঠধামের বাগানের শোভা দেখে। এ পামর স্বর্গে থেকে আর কি নিয়ে যাবে? একখানা ছবি এঁকে বাড়ী নিয়ে যাই। মা, তোমার ছেলেরা কি সুন্দর! ধন্য শ্রীঈশা, ধন্য শ্রীগৌরাঙ্গ, ধন্য শ্রীবুদ্ধদেব, ধন্য শ্রীমোহম্মদ, ধন্য সাধু সাধ্বীগণ! মা দয়াময়ি, সাধুদের জননি, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার সাধুদর্শনরূপ

সৌভাগ্য আমরা চিরদিন লাভ করিয়া, কৃতার্থ ও শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

জনহিতৈষীদিগের জন্য

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২৬শে পৌষ, ১৮০৪ শক ;
৯ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, ভালবাসা মানে ঈশ্বর। পৃথিবীতে ভালবাসেন যাঁরা, ভালবাসিয়া উপকার করেন যাঁরা, তাঁরা তোমার অংশ। পিতঃ, কি উদার প্রেমই দিয়াছ! এই ভালবাসার রাজ্যে বিভিন্নতা মানি না। স্বজাতীয় বিজাতীয়, স্বদেশীয় বিদেশীয় মানি না। ভালবাসাই স্বর্গ। স্বার্থপরতাই নরক, জন্তুদের এই ধর্ম্ম, এটাতে বাহাদুরি নাই। আর যে বুক কাটিল, রক্ত দিল পরের জন্য, সে মানুষ, সে বীর। আজ পৃথিবীর হিতকারীদিগের প্রশংসাবাদের জন্য। কিসে পৃথিবীর দুঃখ দূর হয়, কিসে জগৎ সুখী হয়, এই বলিয়া যে পাগল হইয়া বেড়ায়, যারা পৃথিবীর হিতৈষী, জনহিতৈষী, তাদের ভিতর তোমার অংশ আছে। আজ দেশের বিচার করিব না, ধর্ম্মের বিচার করিব না। যে পরোপকারী, তাকে নমস্কার করিব। আজ হিতৈষীদের সম্মান করিতে দয়াসিন্ধু ডেকেছেন। পামর স্বার্থপর মন কেমন ক'রে হিতৈষীদের সম্মান করিতে যাইবে ? হাত যে ভাই ভগিনীদের রক্তে লাল হয়ে রয়েছে। জনহিতৈষী তো হ'লাম না। পরের দুর্গতি দূর করিবার জন্য চিন্তা তো হয় না। লোকে তো পরহিতৈষী বলে না। বক্তৃতা করিবার দরকার হ'লে ক'রে আসি ; কিন্তু পরের দুঃখমোচন করিবার জন্য কিছুইতো করি না। দয়া

যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়। শ্রীহরি, বুকের ভিতর খুব প্রেম ঢেলে দাও। প্রেমেতে হিতৈষণা হউক। কিসে মূর্খ জ্ঞান পায়, গৃহহীন গৃহ পায়, ধনহীন ধন পায়, বিদ্যাহীন বিদ্যা পায়, দুঃখী সুখী হয়, এই ভাবিব কেবল। দেশের উপকার করি, পৃথিবীর উপকার করি। ধন্য সমাজসংস্কারকেরা! ঐ এখানে ওখানে বড় বড় উন্নত পুরুষ সকল ব'সে আছেন। এই সমুদয় তোমার প্রেমের খেলা। তোমার প্রেম খণ্ড খণ্ড হইয়া, এঁদের ভিতর বাস করিতেছে। মা, তাঁদের ইহলোকে সৎকীর্ত্তি স্থাপন, পরলোকে সদ্গতি কর। আর, মা, এই অধম উপাসকগুলিকে এই কৃপা কর, যেন স্বার্থপর কীট হইয়া না থাকি। যত প্রকার পরোপকার আছে, যেন করিতে পারি। স্বার্থপরতার কীর্ত্তি যেন রেখে না যাই। হে ঈশ্বর, সৎকীর্ত্তির গৌরব যেন চারিদিকে প্রবাহিত হয়। চিরকাল যেন পৃথিবীকে ভালবাসি। জনসমাজের কল্যাণ করিব; যাতে পৃথিবীর অমঙ্গল অকল্যাণ দূর হয়, দুঃখ পাপ মোচন হয়, সত্য ধর্ম্ম স্থাপন হয়, তাই করিব। হে গতিনাথ, হে দয়াময়, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া, সরল অনুরাগের সহিত জনসমাজের হিতসাধন করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

উপকারীদিগের জন্য

(কমলকুটীর, বুধবার, ২৭শে পৌষ, ১৮০৪ শক;
১০ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, তুমি যে উপকার কর, তুমি যে উপকারী, তাহাই ঠিক। আমার মা, তুমিই মানুষের মত হইয়া, মানুষের আকার ধরিয়া

জীবের উপকার কর। এই জন্য যিনি উপকার করেন, তিনি দেবতা। তাঁর দক্ষিণ হস্ত যখন আমার চক্ষের জল মোচন করে, সেই তোমার হাত। ইহা যেন আমি মানি, আমি যেন বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করিলে কি হইবে? মানুষেরা বলিবে, তা হ'লে তুমি উপকারী মানুষের প্রতি আর কৃতজ্ঞ হইবে না। হরি, আমি তাহা বলি না। আমি বলি, আমি তো মানুষকে আরও বড় করিলাম, মানুষে দেবত্ব আরোপ করিলাম, মানুষকে তো বিলোপ করিলাম না। ঐ যে বন্ধু আসিতেছেন, আমার রোগের জন্য ঔষধ লইয়া, মা তাঁর আকার ধরিয়া আসিতেছেন। যখন আমি প্রেম দেখিব, তখন দেখিব মার প্রেম। যখন যিনি উপকার করিবেন, আমি বলিব, মা উপকার করিতেছেন। ধনেতে, ঔষধে বস্ত্রে, আহারে, নানা দ্রব্যে তুমি অবস্থান কর। ঐ সকলই প্রেমাধারে প্রেম-বিন্দু, যে আমার একটু উপকার করিবেন, আমি তাহা মনে রাখিব। যাঁহারা এই দীন দাসের সেবা করিবেন, এ সকল লোক দেবাংশ। এঁরা কি সহজ লোক? যাঁরা এই অকর্ম্মণ্য লোকের গা টিপিয়া দেন, গা স্পর্শ করেন, নানা রকমে উপকার করেন, তাঁরা দেবাংশ। এ তুমি নিজে পার, আর কেউ নয়; তুমি সুমতি হ'য়ে দয়াবান্ পুরুষের মনে উপস্থিত হও। মানবদেহে অধিষ্ঠিত হ'য়ে, মানুষের উপকার কর। হরিধন, মানুষের ভিতর মানুষ হ'য়ে, ঔষধের ভিতর ঔষধ হ'য়ে, আহারের ভিতর আহার হ'য়ে, জলের ভিতর জল হ'য়ে, এত লীলা খেলা কর? যাঁরা এই সেবকের উপকার করিলেন, আমার মা, তুমি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে? যে যে পরিমাণে উপকার করিলেন, সেই পরিমাণে তিনি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। মা, কৃতজ্ঞতার বল প্রার্থনা কচ্চি তোমার কাছে। আমি অন্তরের অন্তরে খুব কৃতজ্ঞ যদি উপকারীর কাছে না হই, আমি তবে পাষণ্ড, নারকী, নরকের কীট। মা তুমি আমার বুকের ভিতরের

কেতাব দেখেছ, যাতে আমি লিখে রেখেছি, কোন্ বৎসরে কোন্ দিনে, কোন্ মুহূর্ত্তে, কার কাছে কি উপকার পেয়েছি। উপকার যেখানে পাওয়া যাবে, সেখানে চিরকালের ঋণ। সে ঋণ ফুরায় না। কারও দোষ আমার ঋণ তো কমায় না। যে ঋণ দিয়েছে, সে দিয়েছে; তার পর সে হাজার দুষ্কর্ম্ম করিলেও, আমি তার কাছে ঋণী। তার ঋণ শোধ করিতেই হইবে। এই প্রত্যেক উপকারী বন্ধু যাঁরা আছেন, প্রত্যেকের পদানত হ'য়ে, ঋণ স্বীকার করিবই করিব। এ জীবনে যিনি যে উপকার করেছেন, তাঁরা যেখানে থাকুন, তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ হইব। হে উপকারী বন্ধুগণ, তোমরা সকলে বন্ধু, তোমরা সকলে আমার পিতার অংশ, তোমরা সকলে দেবতা। হরি তোমাদের ভিতর দিয়া সেবা করিবেন পামর অসার জীবদের। তোমরা ধন্য হও, ধন্য হও! হে শ্রীভগবান্, যে যা উপকার করেছে, তা যেন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। তোমাকে বলিব, তাদের আশীর্ব্বাদ করিতে। দীনবন্ধো, করুণাময়, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যতদিন বাঁচিব, উপকারী বন্ধুদিগকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা দিয়া, তাঁদের দেবাংশ দেখিয়া, চিরদিন যেন তাঁদের পদানত হইয়া থাকিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শত্রুদিগের জন্য

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ২৮শে পৌষ, ১৮০৪ শক;
১১ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে শত্রুবৎসল, শত্রুর পিতা, তুমি যখন শত্রু মান না, তখন আমি কোথাকার কে যে, শত্রু মানিব? যে শত্রু মানে, সে স্বার্থপর, সে

অহঙ্কারী। তোমার চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ ধার্ম্মিকের ঘরেও যায়, পামরের ঘরেও যায়। তোমার ধানের ক্ষেত নাস্তিক আস্তিক দুইয়েরই সম্মান করে। তোমার নিদ্রা পরিশ্রমের আরাম, তাহা যোগীর চক্ষুকে শীতল করে, নাস্তিক ব্যভিচারীকেও আরাম দেয়। তোমার জগৎ শত্রু মিত্রের বিচার করে না। ভগবান্ যখন শত্রু মিত্র দুইয়েরই মুখে অন্ন দেন, তাঁর ব্রহ্মাণ্ডও তাই করে। হরি, আমি তোমার জগতের মত হইতে পারিলাম না। আমাকে যে কটু বলে, তার মুখে আমার অন্ন দিতে ইচ্ছা করে না। পিতঃ, দুষ্মনের মন দেখ। পিতঃ, তোমার প্রতি লোকে কত শত্রুতা করে। তোমার মুখ বেজার হয় না। তোমার সূক্ষ্ম বিচারের নিক্তি কোন দিকে একটু টলে না—পাছে তোমার অনন্ত করুণার উপর দোষ পড়ে। সমস্ত রাত্রি পাপ করিয়া শরীর কলঙ্কিত করেছে, এমন যে পাপী, সকালে স্নান করিতে গেল, তোমার উদার গঙ্গা তাকে জল দিয়ে শীতল করিল; আর সমস্ত রাত্রি যোগসাধন করিয়া, শরীর পুণ্যের তেজে পূর্ণ করেছেন যে যোগী, তাঁকেও সেই ঘাটে স্নান করিতে বলিল। কি ভয়ানক বিচার! তোমার ন্যায়ের বিচারের চেয়েও দয়ার বিচার অধিক। যে তোমার নামও করে না, যদি বা করে, গালাগালি দিবার জন্য, তার মুখেও তুমি অন্ন দাও। আর আমি কি করি? মা, আজ না কি উৎসবের ক্ষমার দিন; যিনি যেখানে আছেন, যাঁরা আমাদের শত্রুতা করেন, বা আমাদিগকে শত্রু মনে করেন, তাঁদের মাথায় তোমার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ রাখ। তাঁদের অন্তরের সহিত যেন ভালবাসিতে পারি। যদি না পারি, অপ্রেমের ভয়ানক নরকে যাইতে হইবে। মা, ধর্ম্মসাধক হ'য়ে কেন ভালবাসা দেব না? পাপী হ'য়ে, অধম হ'য়ে কি সাহসে অন্যকে ঘৃণা করিব? যদি কেউ অত্যাচার করে, একটু তবে তোমার সৃষ্টির দিকে একবার তাকিয়ে দেখিলেই, ক্ষমা শিখিতে পারিব। আমরা কে? কেবল

ক্ষমা করিতে আসিয়াছি, ভালবাসিতে আসিয়াছি, বিচার তুমি করিবে। পিতঃ, উৎসবের সময় আমাদিগকে ক্ষমা করিতে শেখাও। আমরা বড় ক্ষমাবিহীন। পিতঃ, আমরা সাধু হ'ব ব'লে সাধন কচ্চি, আমরা ক্ষমা দেব না? যাঁরা যাঁরা আমাদের প্রতি কুব্যবহার করেন, আমরা যদি কেবল তাঁদের উপকার করি, অন্যায় তো হ'বে না। মা, এবারকার উৎসবের সময় ক্ষমাবৃক্ষ সতেজ হউক, সহস্র অত্যাচারেও যেন উত্যক্ত না হই। হে পরমেশ্বর, হে দয়াময়, কৃপা করিয়া গরীবের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর, যেন আমরা সকলে অক্ষমার নরক হইতে মুক্ত হই, এবং সকলকে ক্ষমাপাশে প্রেমের আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আত্মার জন্য

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ২৯শে পৌষ, ১৮০৪ শক ;
১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে নিরাকার চিন্ময় হরি, শরীরের ভিতর শরীর ছাড়া একটি বস্তু আছে, আজ উৎসব সেই আত্মাকে বড় করিবে। অতএব তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে শরীরবিস্মৃত, সংসারবিস্মৃত কর। হে ঈশ্বর, অঙ্গহীন কর সম্পূর্ণরূপে, সব অঙ্গ বিলোপ কর। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব গেল, আমি নিরাকার হইয়া গেলাম, শরীর আর নাই। কেবল আত্মা। জড় কি, চিনি না, চিন্ময় বস্তু আমি। আমি আকাশ, আমি শূন্য, আমি পঞ্চভূতের অতীত। আমি অদ্ভুত, আমি ভূত নই, ভৌতিকের অতীত। সেই "আমিকে" আমি ভাল করিয়া অনুভব করুক। হে আমি, জগন্ত

জীবন্ত পদার্থ, তুমি না কি আমি? তুমি না কি আমার দেহ নও, তুমি না কি নিরাকার? সেই তুমি না কি আমি? সে আমি নাই, যে আমি খায়, যে আমি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে। এ আমি ঘনীভূত, শক্তি সামর্থ্যের অপ্রকাশিত প্রকাশক। প্রচ্ছন্ন পদার্থ, গুরুত্ব, সার, নীরেট। হে অদ্ভুত, তোমাকে বরণ করি। তুমি আমি যে অভেদ জানিতে দিয়াছ, এ জন্য কৃতার্থ হ'লাম। তোমার শরীর নাই, আরও "নাই" হোক্। স্বস্তি স্বস্তি ক'রে ক'রে, সচ্চিদানন্দে লীন হউক। বড় সচ্চিদানন্দ, আর ছোট সচ্চিদানন্দ। আর কিছু "আমি" নহি। হাত পা চোখ মুখ কিছু নহি। সার চিন্ময় আমি রহিলাম। তুমি আর আমি। বড় চিন্ময়, আর ছোট চিন্ময়। বড় অদ্ভুত, আর ছোট অদ্ভুত। স্মরণ করাও, ভগবান্। নতুবা সংসার আমার সর্ব্বনাশ করিল। সেই অদ্ভুত দেশ, যেখানে সংসার নাই, পরিবার নাই, দেহ নাই, স্ত্রী পুত্র নাই, সেই দেশে আছি। সে দেশে দুটি পাখী থাকে ভাল। শরীর নাই, অথচ পাখী। জীবন নাই সে দেশে; অকূল সাগর, কূল নাই, নৌকা নাই। অকূল সাগরে বিন্দু আত্মা মিশাইল। অকূলে অকূল। আজ আর শরীর নাই। ভিতর থেকে একটি পদার্থ বাহির হইল, সেইটি হরিকে ডাক্‌ছে। এমন তেজ, এমন পুণ্য এই আত্মার! বড় বিক্রম, বড় ভয়ানক শক্তি তোর। এতটুকু সরিষার চেয়ে ছোট তুই। সূক্ষ্ম তুই, কিন্তু এত গন্ধ, এত তেজ বাহির করিয়াছিস্! তুমি বস্তু, তুমি ইহকাল পরকালে থাক। তুমি পদার্থ, আর শরীরটা জন্তু। চলে যাক্ শরীর। জ্যোতির কোলে জ্যোতি, চিন্ময়ের কোলে চিন্ময়, গোলাপের কোলে ছোট গোলাপ, সৌরভের কোলে সৌরভ, আত্মার কোলে আত্মা। এই আমার যোগ, এই আনন্দেই আছি। এ কি কম যোগ? চিন্ময়, ভাই, তুমিই যথার্থ বস্তু। মানুষ তোমাকে জন্ম দেয় নাই, পবিত্র আত্মাজাত চিন্ময় পদার্থ, তোমার জন্ম

প্রচ্ছন্ন। তোমার পিতা আকাশে। তুমি কিরণ, ভগবানের চিদাকাশে চিক্‌মিক্ চিক্‌মিক্ কর। হে আমার আত্মন্, তুমি আমার ভিতর ঠিক হ'য়ে থাক। তা হ'লে আমার কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা সব অসম্ভব হ'বে। হে পবিত্রাত্মা, তুমি একবার আত্মাকে "শ্রীঅদ্ভুত" নামকরণ ক'রে, ক্রোড়ে লইয়া বোস আমার সম্মুখে। আমি ভাল করিয়া দেখি, ভাল করিয়া চিনি। হে বৃহচ্চন্দ্র, তুমি ক্ষুদ্র চন্দ্রকে কোলে নিয়ে বোস। আমার আত্মা কে, তাহার নাম, ধাম, বাড়ী, জন্মবৃত্তান্ত সব বল। বল, জগৎপতি, বল, বিশ্বপতি, আমার গৌরবের কথা তোমার মুখে শুনিলে, আমি যে বড় মানুষের ছেলে, তাহা বুঝি। সব নীচতা চ'লে যাক্। হে আত্মার পরমাত্মীয়, হে আত্মার পিতা মাতা, আত্মাকে তোমাতে বিলীন কর। হে দয়াসিন্ধো, হে গতিনাথ, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, এই যে নবপ্রকৃতিবিশিষ্ট নবকুমার, যাঁহার নাম শ্রীঅদ্ভুত হইল, যিনি ইঁহার পিতা মাতা কর্ত্তৃক প্রশংসিত, স্বর্গ কর্ত্তৃক আদৃত, এই আত্মাই আমি, তাহা বুঝিতে পারিয়া, যেন আমরা সকল নীচতা পরিহারপূর্ব্বক, স্বর্গীয় জীবন লাভ করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

চিত্তশুদ্ধির জন্য

(কমলকুটীর, শনিবার, ১লা মাঘ, ১৮০৪ শক ;
১৩ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, উৎসবের রাজা, উৎসবের পূর্ব্বে গম্ভীর করিয়া দাও। কেবল বাহ্যাড়ম্বরে ঘুরিতে দিও না, নয়নকে ফিরাইয়া দাও হৃদয়ের

দিকে—যেখানে পাপ অনেক দিন হইতে বাস করিতেছে। শুদ্ধ না হইলে, উৎসব করা বৃথা। চিত্তশুদ্ধির জন্য, সাধনের জন্য, যথেষ্ট সময় তুমি দিয়াছিলে ; এখন আর কোন ওজর করিবার নাই। আমরা কি বলিতে পারি, আমাদের মনে ভাই ভগিনীদের প্রতি কোন কুভাব নাই ? রাগ নাই, লোভ নাই, রাগ লোভ হইতে পারে না ? হৃদয়ের বিষ, মনের পাপ কি ঘুচিবে না ? এবার উৎসবের দ্বারে ঢুকিবার পূর্ব্বে, দ্বারবান্ হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, এই সব লক্ষণগুলি আছে তো তোমার ? তা হ'লে ঘরে প্রবেশ কর। মা, কি উত্তর দিব ? কি বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিব ? মা, আমি দেখি, প্রেরিতেরা খুব শুদ্ধ হইয়াছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, আর তাঁদের নাই। হে কৃপাসিন্ধো, যাহা করিবার তুমি কর। প্রত্যেককে শুদ্ধ কর, উৎকৃষ্ট জীবন দাও। উৎসবের সময় মা কালীর রূপ ধর। ধ'রে এই ঘরে বলিদান কর। নিকৃষ্ট জীবন সংহার কর। দীনবন্ধো, এইটি চাই। এখন, নাথ, আর "হ'লো না, হ'লো না, হয় না, হয় না", সে সব নয়। এখন আর সময় নাই, ভাল হ'তেই হ'বে। বুক চিরে দেখাই, বুকের ভিতর কুবাসনা পাপ নাই। তার পরে তোমার পা ধ'রে পাগল হ'য়ে বেড়াই। এঁদের বল্‌তে হ'বে সকলের কাছে, স্ত্রীলোকের প্রতি কোন কুভাব পোষণ করেন কি না, মনে অহঙ্কার আছে কি না, কল্যকার জন্য ভাবেন কি না। প্রতিজন যেন তোমার চরণপ্রান্তে পড়িয়া বলিতে পারেন, এবারকার মাঘই যথার্থ মাঘ। এবার শুদ্ধ হয়েছি, পাপশূন্য হয়েছি। এবার, ঠাকুর, হরি ব'লে স্বর্গের পবিত্রতা লাভ করিব। এবার উৎসবে যেন অশুদ্ধ লোক না আসে। যদি আসে, অশুদ্ধ থেকে যেন ফিরে না যায়। বিশেষরূপে ব্রাহ্মসমাজের মাথার মাণিক যাঁরা, প্রেরিত যাঁরা, তাঁদের জন্য প্রার্থনা করি। হরি, তাঁদের রক্ত শুদ্ধ ক'রে দাও। তাঁদের রাগ ঈর্ষা লোভ

একেবারে অসম্ভব ক'রে দাও। হে ঈশ্বর, তোমার সাধুদের একবার আন। আজ তাঁদের বিশেষ প্রয়োজন। মা, কারও পাপ আর থাকিবে না। হে পিতঃ, আর চাব, এই চাব, জুডাস্ যদি কেউ আমাদের মধ্যে থাকে, সর্ব্বান্তঃকরণে তাকে যেন আশীর্ব্বাদ করিতে পারি, সকলের মঙ্গল যেন প্রার্থনা করি। আমাকে কেবল প্রেম শিখাও। লোভ, রাগ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা দূর কর। এই দলকে সাধুদল কর। আর পুরস্কার চাই না। মফঃস্বল থেকে যে ভায়েরা আসিবেন, যেন যাবার সময় ব'লে যান, খুব দল প্রস্তুত হয়েছে। এমন নির্ম্মল চরিত্র, এমন শুদ্ধতা, এমন সাধুতা এঁদের ভিতর! মা মঙ্গলময়ি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন যথার্থ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া, কৃতার্থ হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ঈশ্বরের করুণার সাক্ষী

(কমলকুটীর, রবিবার, ২রা মাঘ, ১৮০৪ শক ;
১৪ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনদয়াল, হে আশ্চর্য্য দলপতি, তুমি এই দলের কর্ত্তা, তুমি ইহার সংস্থাপক, ইহার পুণ্য-ও-মঙ্গল-বিধাতা, ইহা যেন আমাদের স্মরণে থাকে, বিশ্বাস থাকে। তুমি তোমার দলকে এবার খুব জমাট করিবে। কার্য্যভার প্রত্যেকের হস্তে দিবে। এবার সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিবেন, এবার উৎসবে সকলেই ভাগীদার হইবেন। পশ্চাতে থাকা কারও ঘটিবে না। সম্মুখে আসিয়া সৈন্যদল সব কার্য্য করিবেন, দেশের নিকট পরিচিত হইবেন। দলপতিরা যাঁহাদিগকে আবরণ করিয়া রাখিয়া-

ছিলেন, তাঁরা এবার সম্মুখে আসিবেন। আদর করিয়া, আমোদ করিয়া, সকল ভাইগুলি দৌড়িয়া আসিবেন। বলিবেন, আমরাও মার প্রেমের কথা বলিব। একজন দুজন যে স্বর্গের প্রেম একচেটে করেছে, তা নয়, সকল ঘটে ব্রহ্মের করুণা, ব্রহ্মের প্রেম। শ্রীহরি, তাই হউক। এই ক'জন ভক্ত কি পেয়েছেন, তাই জগৎকে বলুন ; আমার ক্ষীণ স্বরের সঙ্গে এঁদের স্বর মিলুক। নববিধানের আশ্চর্য্য মাধুরী, হরির কি অপরূপ রূপ, প্রেমের লীলা, সকলে খুব চীৎকার করিয়া বলুন। উৎসব এবার বড় প্রবল ব্যাপার! ভগবান্, এই যে নূতন ব্যাপার উৎসবের সময় হইতেছে, ইহাতে যা শিক্ষা পাইবার, সকলে যেন পান, পবিত্রাত্মা যেন সকলের ভিতর থাকেন। এ কি সহজ কথা? আমার ভাই যতগুলি আছেন, চীৎকার করিয়া তোমার কথা বলিবেন। এবার সকল প্রচারক, প্রেরিতদল, ভক্তমণ্ডলী, বৈরাগী, গৃহস্থ সাধক, সকলেই একে একে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সুসমাচার লইয়া আসিয়াছেন। সাক্ষীর দল ক্রমশঃ বাড়িবে। ক্রমে দশ জন নয়, শত জন নয়, হাজার হাজার লোক মার দয়ার প্রমাণ লইয়া আসিবেন। নববিধানের লক্ষণ মিলাইয়া দিবেন চরিত্রে। হে দেব, তুমি ইঁহাদিগকে বলে দাও। মা, হাসিতে হাসিতে বাহির হও। একটি একটি ছেলে সকলকে কোলে লইয়া দেখাও পৃথিবীর কাছে। জয়ঢাক বাজিবে, তূরী ভেরী বাজিবে। হরি, এমন সুদৃশ্য কবে দেখিব? এবারকার উৎসবে যেন দেখি। লোকে যেন বলে, প্রাণেশ্বর, এই ক'টি লোকের জীবনে এমন প্রমাণ ঢেলে দিয়েছেন যে, তাঁদের মুখ দেখিলে পরিত্রাণ হয়। এক একজন বেদিতে দাঁড়াইবেন। রাগ, লোভ, অহঙ্কার এঁদের ভিতর নাই। এঁরা মুক্তির সৈন্য চলেছেন। এঁরা ব্রহ্মকে পেয়েছেন, এঁরা বিশ্বাস পেয়েছেন, নববিধানের লক্ষণগুলি পেয়েছেন। এমনি ক'রে, ঠাকুর, এঁরা বলুন। এঁদের একেবারে রাগ

লোভ সব রিপু দমন হয়েছে, তাই এঁরা চীৎকার ক'রে বলুন। যার প্রেমের প্রমাণ পেয়েছেন, তা বলুন। ক্ষুধিত ভারতভূমি এঁদের মুখের ভাল ভাল সত্যান্ন গ্রহণ ক'রে আহার করুক। সকলকে লোকে দেখুক। এই ক'টা লোক তৈয়ার ক'রে, তুমি জগতের সম্মুখে দাঁড় করাও। হে কৃপাসিন্ধো, হে দয়াময়, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, শত শত আত্মা আপন আপন জীবনে তোমার দয়ার প্রমাণের কথা বলুন, বলিয়া কৃতার্থ হউন। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

দুঃখের পর সুখ

(কমলকুটীর, সোমবার, ৩রা মাঘ, ১৮০৪ শক ;
১৫ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে ভক্তবৎসল, হে আনন্দের প্রস্রবণ, এইটি প্রত্যেককে বুঝিতে দাও যে, শোক এবং দুঃখকে পশ্চাতে রাখিয়া, দিন দিন আনন্দের রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি। খুব সুখী হইতেছি, এই অনুভবটি মনের মধ্যে থাকিবে। কেন, তা বুঝিতে পারিব না, বলিতে পারিব না; কিন্তু যে কারণেই হউক, পবিত্রাত্মার উত্তেজনা সেই ফল দিয়াছে, যাতে পাপ শোকের জ্বালা আর কষ্ট দেয় না। এক রকম দুঃখকে পরাজয় করা হইয়াছে। এই বিনীত ভিক্ষা, তোমার প্রত্যেক সন্তান এইটি যেন অনুভব করেন, লাভ করেন। সমস্ত ঝড় উপদ্রব পশ্চাতে রাখিয়া, আমাদের নৌকা শান্তি-উপকূলের দিকে যাইতেছে, এইটি যেন সকলে দেখে। তখন ঝড় হইত, বজ্রধ্বনি হইত, কোথায় কূল, কোথায় কিনারা, কোন্ ঘাটের নৌকা কোন্ ঘাটে যাইতেছে, কাল অন্ধকার নদী,

ডুবিলেও মাও বলিবার নাই, বাপও বলিবার নাই; সেই এক সময় গিয়াছে। বিপদ পরীক্ষার রজনী মনে হইলে ভয় হয়। হে ঈশ্বর, এমন কত দিন এ জীবনে ঢের ঝড় তুফান হ'য়ে গিয়েছে। কি দুঃখের ভগ্ন শরীর, একবার তাকিয়ে দেখ। কিন্তু দুঃখটা এখন পশ্চাতে, ঝড় এখন পশ্চাতে রেখে এয়েছি; তাদের ব'লে এলাম, শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। নববিধানতরী এখন শান্তি-উপকূলের দিকে যাইতেছে। মাঝিরা এখন দাঁড় ছেড়ে দিয়ে ব'সে আরাম করিতেছে। কি মজা! কি শান্তি! কি আরাম! নদীবক্ষ কি শান্ত! কল কল শব্দে নৌকা আপনি চলেছে। বিপদের রাজ্যটা তো ছেড়ে এসেছি। জীবন, এখন কি আর দুঃখ পাও? মার কাছে সাক্ষ্য দাও না। জীবনের গভীরতম প্রদেশ থেকে হাসি উঠে। আত্মাকে হাসায়। হে মাতঃ, তুমি দীনের সমস্ত দুঃখ যদি দূর ক'রে দিয়ে থাক, তবেই এখানে তুমি টেঁকিবে। তুমি যদি সুখ দিয়ে থাক, তবেই তুমি আমাদের, আমরা তোমার। তোমার উপাসনা ক'রে সুখী হয়েছি, মঙ্গলপাড়া সুখে ভরা, এইটি যদি বলিতে পারি, তবেই জানিলাম, তোমাকে সাধন করিয়াছি। প্রাণেশ্বর, ঝড় অন্ধকার বিপদ কাটিয়ে এয়েছি? দিন হয়েছে? আর রাত্রি হ'বে না? দীনবন্ধো, ঝড় তুফান দস্যুর ভাবনা গিয়াছে? যে জায়গায় যাব, সেখানকার সৌরভ আস্‌ছে? শ্রীমতী মার গায়ের সৌরভ, সুসমাচারের সৌরভ, তুমি আগে এয়েছ? আমাদের সুখের জায়গায় নিয়ে যাবে ব'লে এয়েছ? জগতের মিলনের স্থান ঐ যে দেখা যাচ্চে। যা কিছু সু আছে প্রকৃতিতে, ধর্ম্মে, শাস্ত্রে, সব ঘনীভূত হয়েছে মা? তবে কি এখন বলিতে পারিব, আর কাঁদি না, আর দুঃখ নাই, বিপদ নাই? সুখের কলসী চুরি করেছি, এখন মজা ক'রে খাই। দীনবন্ধো, আমরা ক'টি ভাই স্বর্গে চ'লে যাই, আর ঝগড়ার কাঁটা নাই, আর কুবাতাস বয় না। আকাশ পরিষ্কার, এ

এ কথা বল্‌তে পারি কি ? সে দিন কি এয়েছে ? করুণাসিন্ধো, জগৎ যেন বলে, এই গরীবের দল বড় সুখী। না খেতে পেয়ে, গরীব হ'য়ে, মাতাল হ'য়ে, পাগল হ'য়ে, ব'য়ে গিয়ে সুখী এই দল। আর কিছু নই, সুখী বই, এ কথা যেন বলিতে পারি। হাসির ব্যাপার আগা গোড়া, আনন্দময়ি, বুকের ভিতর স্বর্গের হাসির প্রতিধ্বনি হউক। মা, অনেক দুঃখ জ্বালা পরীক্ষা উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছি ; এখন যেন শেষ জীবনে সুখী হই। মা, সুখী কর, সুখের সমুদ্রে ডোবাও, সুখের বাগানে ছেড়ে দাও, সুখের পাহাড়ে বসাও। হে সুখদায়িনি, হে মঙ্গলময়ি, কৃপা করিয়া দুঃখসন্তপ্ত সন্তানদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন বিপদ শোক দুঃখ অন্ধকারের রাজ্য পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছি, ইহা প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিয়া, হৃদয়বৃন্দাবনে সুখের রাজ্যে তোমাকে লইয়া নৃত্য করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

খাঁটি প্রেম

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ৬ই মাঘ, ১৮০৪ শক ;
১৮ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াময় বিচারপতি, আমি যে অভিযোগ কচ্চি, এ সত্য কি না, বল, হরি। আমি পৃথিবীর লোকের কথা বলিতেছি না, এই ঘরের লোকগুলির কথা বলিতেছি। কেউ তোমাকে ভালবাসে না, তা আমি বলিব না। আমার বিশ্বাস হয় না যে, হরি, আমার ভাইরা কেউ তোমাকে তেমন ভালবাসেন, যতক্ষণ না হরি ব'লে উন্মত্ত হন ইঁহারা। মা, যাত্রীরা এলেন, প্রেমিক তো এলেন না ? জ্ঞানী কর্ম্মী ভক্ত যোগী

বিশ্বাসী নববিধানবাদী দলে দলে সকলে আস্‌ছেন, আমার মাকে যে ভালবাসে, সে তো আস্‌ছে না? সে যে কেবল হরি হরি বলে, সে যে প্রেমে কেবল নয়নজলে ভাসে, সে যে মত্ত হয়েছে, সে যে হরি বই কিছু জানে না। তার ঘর বাড়ী হরি; সে শোয় হরিতে, বসে হরিতে, হরিতে পাগল হয়েছে। সে তো আসে নাই। তোমার প্রেমিক কি এবার আস্‌বেন? প্রেমিকের মুখ দেখিব কবে? আমাদের বাড়ীতে প্রেমিক নাই? দলে প্রেমিক নাই? একজনও নাই, একটা মেয়ে নাই, একটা ছেলে নাই, যে হরিকে ভালবাসে? আমার অন্ন জল শয্যা টাকা কেমন প্রিয়, কেমন সুখের জিনিষ। আমি বহুদিন পরে বাড়ী এলে, সে কেমন সুখের। আর, হরি, তোমাকে ভক্তেরা গ্রাহ্যও করে না, একটা জিনিষের সঙ্গে তুলনাও করে না। হরি, প্রেমিক কি আসিবেন না? মাকে যে ভালবাসে, তাকে আমি চাই, আর কাউকে চাই না। আমার মাকে ভাতের চেয়ে, জলের চেয়ে, কাপড়ের চেয়ে, টাকার চেয়ে, বাড়ীর চেয়ে, পুকুরের চেয়ে, গঙ্গার চেয়ে ভালবাসে, এইটুকু আমি চাই। হরি, এ আব্দার কি জেয়াদা হ'লো? মার প্রেমিক যে কেবল হরি হরি হরি হরি বলে। তার মুখে হরি, নয়নে হরি। হরি, আমরা যে তোমাকে ভালবাসি, খড় বিচালির সমান। মা, প্রেমের মিষ্টতা একবার ভাল ক'রে বুঝিয়ে দে। মত্ত কর্, মুগ্ধ কর্, আর যেন সংসারের বিষকে অমৃত না বলি। তোর চেয়ে আর টাকাকে, অন্নকে বড় যেন না বলি। তোর সঙ্গে যেন সব জিনিষের তুলনা করিতে পারি। সংসারের উপমা দূর হও। আমার মা হন পৃথিবীর সাহিত্য, রূপকের আকর। আমার মাকে যখন সুন্দর বলেছি, তখন মা ভিন্ন আর তুলনার বস্তু পা'ব না। প্রচারকেরা মাকে আগে সৌন্দর্য্য বলুক, ধন বলুক, বাড়ী বলুক, মিষ্ট বলুক, অন্ন জল বলুক, মিছরী বলুক; তবে তো মার মান রক্ষা হ'বে।

হে কৃপাময়ি, হে মঙ্গলময়ি, কৃপা ক'রে আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার স্বর্গের খাঁটি প্রেমরস পান ক'রে, একেবারে আদ্‌মরা হ'য়ে, চিরমুগ্ধ হ'য়ে থাকিতে পারি ; মা, তুমি তোমার উপাসকদিগের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

ব্রহ্মবাণী

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ৭ই মাঘ, ১৮০৪ শক ;
১৯শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়ার রাজা, ভক্তের ঝড় তুমি, ভক্তিরাজ্যের তুফান তুমি। সামাল্ সামাল্ নাবিক, উৎসবের ঝড় উঠিয়াছে। লাগিল প্রবল বাত্যা নৌকাতে। ভয়ানক ঝড় উঠিয়াছে। ঝড়ের ভগবান্, ঝড়ের উপর চড়িয়া তুমি বেড়াও আকাশে আকাশে, বাতাসে বাতাসে। ঝড় তোমার ঘোড়া, ঝড় তোমার গাড়ি। ঝড়ে তোমার মহিমা প্রকাশ পায়। আমার এই প্রাণবায়ু, আমার এই নিশ্বাস, তোমার সেই ঝড়েরই এক কণা। ১১ই মাঘের ঝড় উঠিয়াছে। ঝড়ের চক্রের ভিতর ভক্তেরা পড়িলেন, তাঁদের টানিয়া আনিল উৎসব যেখানে। ঝড় কি ? প্রত্যাদেশ। ব্রহ্মমুখবাণী এই ঝড়। এ হাওয়ার ঝড় নয়, মিথ্যা সোঁ সোঁ শব্দ নয়, গাছের পাতার শব্দ নয়, নদীর তরঙ্গের আস্ফালন নয়, সমুদ্রের গর্জ্জন নয় ; এ ব্রহ্মের কথা, ভারতে ঘুরিতেছে, আমার কাণে লাগিতেছে। প্রত্যাদেশ ঘনীভূত হইয়াছে এই ঝড়ে। কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে, কে বারণ করিতে পারে ? ঐদিকে সকলে চলিতেছে। হে অগ্নিময় ঝড়, নিম্নভূমি বঙ্গদেশে তুমি আসিলে, এ সময় যেন নির্জ্জীব না

থাকি। ব্রহ্ম কথা কহিতেছেন, এ সময় যেন নির্জ্জীব না থাকি। ঝড়ের প্রত্যাদেশ যেখানে, সেখানে শান্ত থাকিবার যো নাই। ভারতসাগরে ঢেউ উঠেছে। ব্রহ্মবাণীর ঝড় উঠেছে, এই নাম ঘোষণা কর; এই নাম নিশানে লেখ। নিদ্রিত জগৎকে চাই না। যে রাজ্যে প্রত্যাদেশ নাই, ব্রহ্মবাণী শোনা যায় না, সে রাজ্যে, সে নরকে থাকিতে চাই না; মানুষের নির্জ্জীব কথা আর শুনিতে চাই না। তুমি কথা কও স্পষ্টাক্ষরে, আমরা যে তোমার কাছে আসিয়াছি, ব্রহ্ম। আমরা যে তোমার মানুষ হইয়াছি, হরি। কথা কও; মেদিনী বিকম্পিত করিয়া, হে ঈশ্বর, তুমি কথা কও। পৃথিবীর উপদেষ্টারা চুপ করুন, ক্ষান্ত হউন। এখন মানুষের শাস্ত্র-প্রচারের সময় আর নাই। এ যে উৎসব, এ যে ১১ই মাঘ। ঝড় আসুক। নৌকাখানা এদিক ওদিক করিয়া তুলুক। এই কথা বলিবে, ব্রহ্মমুখে এমন বাণী শুনেছি যে, আর চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। আমি তো নির্জ্জীব শাস্ত্র মানি না। আমি কেবল জ্বলন্ত শাস্ত্র মানি; আমি কেবল ঝড়ের কথা শুনি। হরি হে, নির্জ্জীব নিদ্রিতদের জাগাও; অলস-দিগকে উঠাও। নির্জ্জীব শাস্ত্রসকলকে বন্ধ রাখিয়া, এখন কথা কও, কথা কও। তোমার কথা শুনি। ঝড় আস্‌ছে, ৪০ হাজার বেদ বেদান্ত তার সঙ্গে ছুট্‌ছে। বড় বড় বেদ, প্রকাণ্ড বৃহৎ বেদ, ব্রহ্ম, তোমার মুখ হইতে ক্রমাগত বাহির হইয়া আসিতেছে। জাগিব না? হরি হে, এত ধূমধাম, এত শব্দ কিসের? জীবন্ত ঠাকুর এসেছেন। "আমি এয়েছি, আমি এয়েছি" এই শব্দ আরও জাঁকিয়ে আসুক। "আমি আছি, আমি আছি" "আমি আছি, আমি আছি" এই ব্রহ্মের শব্দ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া, ঝড় হইয়া আসুক! মা শক্তিরূপিণীর কথার তাড়িতগুলি হৃদয়ে এসে লাগ্‌ছে। বজ্র, তুমি আর কোথায়? ব্রহ্মমুখবাণীতে। আমার মার মিষ্ট কথাগুলি এখন বজ্রধ্বনিতে আস্‌ছে। এ শব্দ কি আর না শুনে থাক্‌তে পারি?

া, চুপ্; ব্রহ্ম, কথা কও। মা আমার, কথা কও, হৃদয়ের ভিতর, রক্তের ভিতর, বুকের ভিতর কথা কও। ব্রহ্মবেদ সকলে শ্রবণ করি; ব্রাহ্মদের রাজা, ব্রহ্মবাক্য শ্রবণ করাও। লাগুক বুকে ব্রহ্মের ঝড়। প্রেমময়ি, এই আনন্দের সংবাদ জগৎ তরাইবার জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ। তোমার কথায় তোমার সত্য প্রমাণ। তোমার ঝড় লোকগুলিকে শুনিয়ে, তোমার সত্যের প্রমাণ করি। মাতঃ শক্তিরূপিণি, জোর হ'য়ে, পরাক্রম হ'য়ে এস। আর অবিশ্বাসী নাস্তিক নির্জ্জীব যেন কেহ না থাকে। ঐ শব্দ আমাদের পথের নেতা হউক। ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নব-বিধানের উৎসবের স্থানে উপস্থিত হই। ভাই বন্ধুকে নিয়ে চল। সকলে মিলে ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠধামে যাই। শুনি, আর আরও পবিত্র হই। হে করুণাময়ি, তুমি দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, তোমার প্রত্যাদেশের যে এই প্রকাণ্ড ঝড় উঠিয়াছে, তাহা ভাল করিয়া শুনি, স্পর্শ করি, দেখি, নবজীবন লাভ করি এবং দিন দিন শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মহত্ত্বলাভ

(কমলকুটীর, শনিবার, ৮ই মাঘ, ১৮০৪ শক ;
২০শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনদয়াল, হে নববিধানের বিধাতা, তোমার সকলই ভাল। তুমি ছোট যদি, তবে ভাল; তুমি বড় যদি, তা হ'লেও ভাল। তুমি যদি ছোট হও, আমার ঘর ছোট, প্রাণ ছোট, হৃদয়কুটীর ছোট, প্রেমের দড়ি ছোট, ভক্ত-সংসারে, ভক্ত-পরিবারমধ্যে গৃহনাথ বলিয়া তোমাকে বাঁধি। ছোট

ঘরে ছেলেখেলা খুব মজার হয়। বড় ঘর তো খেলাঘর নয়, খেলাঘর এক কোণে হয়। বড় ঘর, বড় হাঁড়ি হাতা দিলে, বালক হাসিয়া বলিবে, এতে কি খেলা হয়? এতে যে রান্না হয়। সে ছোট হাঁড়ি, ছোট হাতা লইয়া খেলা করিবে। পিতঃ, ছেলেরা ছোট চায়; তাই তুমি ব'লেছ, যে আমার ছেলে হবে, আমি তার খেলাঘর হ'ব। তোমার সাধক ছেলে মানুষ, তুমি ছেলেদের হ'য়ে ছেলে ভুলাও, তা জানি। এতে আমোদ আছে, প্রমোদ আছে, ভগবান্‌কে নিয়ে খেলা করাতে সুখ আছে, মজা আছে। আমার বুক যেমন ছোট, আমার চোক যেমন ছোট ছোট, মার রূপও তেমনি ছোট, পা দুখানিও তেমনি ছোট ছোট। আবার মা বড় হ'লেন যখন, তখন আমি ছোট থাকিতে পারি না। নববিধান যে অতি প্রশস্ত ব্যাপার। ও যে বিস্তীর্ণ ধর্ম্ম, প্রকাণ্ড ধর্ম্ম, এসিয়া আমেরিকাকে গ্রাস করিল। আমি কথা কহিলাম ছোট ছোট স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে, এখন কথা কচ্চি প্রকাণ্ড পৃথিবীর সঙ্গে। সেই ছোট আমি বড় হ'লাম। কেন জান? সেই ছোট তুমি বড় হ'লে ব'লে। আমি ছোট হই, ধূলিকণার ভিতর ব'সে ব্রহ্মসাধন করি। আবার চড়াৎ ক'রে গিয়া, চন্দ্র সূর্য্যকে দুই দিকে রেখে, বিশ্বপতি তুমি, তোমার আরাধনা করি। আমার মন রবারের মত দুই দিকে টানা যায়, টানিলে বড় হয়, আবার ছোট হয়। ভগবান্, তোমার সন্তান ছোট, আবার বড় হয়। এই যে দুই রকম, তোমার সাধনের দুই দিক, আমার পক্ষে প্রয়োজন। আমি কেবল ছোট হইলে হইবে না। আমি যদি মাটীর ঢিপিকে পাহাড় কল্পনা করিয়া যোগসাধন করিয়া জীবন কাটাইলাম, তবে প্রকাণ্ড হিমালয়ে দাঁড়াইয়া কথা কহিলাম, সেই কথা এণ্ডিস্ পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি হইল, ইহা তো দেখিতে পাইলাম না। হে পরমেশ্বর, নববিধানবাদী হ'লাম, ব্রহ্মাণ্ডকে বুকে রাখিতে পারিলাম না। আমি ছোট ছিলাম, ছোট রহিলাম, ছোটর

বড় দুঃখ। আমরা ছোট গ্রামের জন্য প্রেরিত নই, আমরা মহাসমুদ্র, প্রকাণ্ড পৃথিবীর জন্য প্রেরিত। হে দীননাথ, আর কেন ছোট? হৃদয়কে প্রশস্ত কর, মনটাকে খুব বড় কর। নাথ, তুমিও বাড়ুতে থাক, আমরাও বাড়ুতে থাকি। ভারতে করেছি প্রচার সম্মিলনের মন্ত্র, এখন পৃথিবীতে প্রচার করিব তোমার সম্মিলনের মন্ত্র। রাজা হ'ব মেদিনীপুরে, রাজ্য করিব আনন্দের রাজ্যে। এবার ভারি মিলন হ'বে, প্রত্যাদেশের ঝড়ে হৃদয়ের সব দরজা খু'লে দাও। স্বর্গের বাতাস খুব আসুক। এবার এক এক ভাই এক এক দেশের রাজা, আর শ্রীরাজাধিরাজ রাজা হাসিতেছেন যে, সকল ছেলেকে এক এক রাজ্যাভিষিক্ত করিলাম। মা, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। সময় আসিয়াছে, আসিতেছে, ভগবান্, যখন বড় বড় ভূখণ্ড আসিবে, আর আমি গৃহে স্থান দিব। আমি দুই ভূখণ্ডকে দুই দিকে রাখিব। ভাই হও ভাই, স্বামী স্ত্রী হও ভাই, আনন্দের মিলন কিন্তু চাই। আজ পৃথিবী তোমার কাছে গলবস্ত্র হ'য়ে বল্‌ছে, "কত কাল আর কাঁদিব, ভগবান্। ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ধর্ম্মসম্প্রদায়ে কত কাল আর ঝগড়া থাকিবে? দুঃখের নিশি কবে অবসান হ'বে?" মা, পৃথিবীর ক্রন্দন শোন। নববিধান এয়েছেন, সব ধর্ম্ম মিলিয়ে দাও। হাতে হাতে, মুখে মুখে, বুকে বুকে মিল ক'রে দাও। যত ভাই, যত ভগ্নী তোমায় মা মা ব'লে ডাক্‌বে। সকল জাতি তোমাকে ডাক্‌বে। একটি বিস্তীর্ণ নববৃন্দাবন ক'রে দাও, তাতে সকল সাধকেরা নৃত্য করুন। হে কৃপাময়, হে মঙ্গলময়, কৃপা ক'রে আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন ছোট ছেড়ে বড় হই, যেন তোমার প্রকাণ্ড পৃথিবীর মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত হই, এবং সমস্ত জাতি, সমস্ত পৃথিবী তোমার হইয়াছে দেখিয়া কৃতার্থ হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নিত্য নূতন হরি *

(কমলকুটীর, সোমবার, ১০ই মাঘ, ১৮০৪ শক ;
২২শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনদয়াল, ধর্ম্মরাজ্যের রাজাধিরাজ, তোমার বিস্তীর্ণ দরবারে বসিয়া, ভাই বন্ধু সকলে মিলে তোমার পূজা করিতেছি। আগে তুমি যেমন ছিলে, তেমনি হ'য়ে আছ কি না, বল; অর্থাৎ আগে আমরা তোমাকে যেমন দেখিতাম, তেমনি করিয়া দেখি কি না, বল। ঈশ্বর আছেন, তিনি তো চিরকাল সমান ; কিন্তু প্রাপ্ত ঈশ্বর, তিনি কি সমান ? তবে ধর্ম্মকর্ম্ম যাক্, আর কিছু চাই না। এমন গরীব, এমন নাস্তিক হইলাম এত দিনে? এমন দুর্দ্দশা দুর্গতি আমাদের? তুমি সমান ? তবে তুমি যাও। তুমি বল, আমার হরি, এই কথাটি সহজ ক'রে বল যে, যা ছিলে, তুমি তাই কি না? তোমার সম্বন্ধে তুমি তাই থাক, আপত্তি নাই। যদি না থাক, আপত্তি আছে। কিন্তু আমার সম্বন্ধে যদি সমান থাক, আমার দ্বারা লব্ধ হরি যদি চিরকাল সমান থাক, তবে আমার মরা ভাল। তুমি ঘটে যা, সমুদ্রে তা! আকাশে যা, আমার বাড়ীতে তা! রোজ ভাঙ্গা ঘরে ব'সে ডাকব? তিক্ত রসে, মিষ্ট রসে মিশ্রিত উপাসনা রোজ! এখনও সেই ব্রহ্মচিন্তা, শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞান? যাও, হরি, ভাল লাগে না, অরসিক ঈশ্বর, গণিতশাস্ত্র রাখ, দুই আর দুই সমান রেখে দাও চিরদিন! ও আমার ভাল লাগে না। এক মুষ্টি অন্ন, এক বাটি চিনির

* পূর্ব্ব সংস্করণে এই প্রার্থনার তারিখ ২১শে জানুয়ারী ছিল। ২১শে জানুয়ারী (৯ই মাঘ) রবিবার দিনব্যাপী উৎসব হয়। "আত্মাই আমার বন্ধু, আত্মাই আমার শত্রু" এই বিষয়ে উপদেশ হয় (আঃ কেঃ ১৯৬১পৃঃ)। অতএব এই প্রার্থনা ২২শে জানুয়ারীর প্রার্থনা হ'লেই মনে হয়।

রস চিরদিনের জন্ম বরাদ্দ থাকিবে ? আমি এ মানি না, হরি। আমি মানি নূতন নূতন পরিবর্ত্তন। রঙ্গ বেরঙ্গ, রোজ নূতন নূতন ঈশ্বর, নূতন নূতন হরির লীলা না হ'লে হরিকে ভাল লাগে না। আমার হরিতে অরুচি হয় না। এই সৌভাগ্য, একতারায় অরুচি হয় না। কেন না একটা তার বটে, কিন্তু ঐ শব্দের ভিতর কত রকম মজা আছে। আমি ওর ভিতর থেকে, মহাদেব দুর্গা শ্রীমতী কালী সকলকে বাহির করি। আমি শক্ত গুরুকেও উহার ভিতরে পাই, আবার মিষ্ট মা নামও উহাতে পাই। মা, তুমি যে এক হ'য়ে মাতৃরূপ হও। এক হরির কত লীলা! আমার হরি, তুমি যে জীবের প্রিয় হতে পারিবে, এইতে আমি বুঝিতে পারি। মুখস্থ ঈশ্বর এক রকম থাকে। আমাদের হরি রোজ রোজ নূতন নূতন রকম। কত রকম তুমি জান। তোমার এত কাপড় আছে আলমারির ভিতর! তুমি আমাদের মা, জরির কাপড় পরিতে ভালবাস। কত রকম রকম পোষাক পর। তোমার কাপড়ের রঙ্গ বেরঙ্গ কত রকম। নাথ, তুমি চিরকাল ভক্তরাজ্যে এই রকম বিচিত্রতা প্রকাশ করিও। মা, রোজ নূতন সরস সতেজ না হ'লে, মানুষের ভাল লাগে না। একটা প্রকাণ্ড সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্য্যামী অদ্বিতীয় দেবতা রোজ মুখে ব'লে গেলাম, তাতে তো হ'বে না। নববিধানের ঠাকুর যে নবীন। তাঁর ছেলেরাও নবীন। ঈশা, মুষা, গৌরাঙ্গ, ওঁরাও মার মত নূতন নূতন ছোট ছোট জরির পোষাক পরেন। মা যে দিন যে পোষাক পরেন, ওঁরাও সে রকম ছোট ছোট পোষাক প'রে আসেন। তুমি যে দিন মধুময় হও, তোমার আকাশও সে দিন মধুময়। নবীন গাছ, নবীন ফুল, নবীন জগৎ, নবীন হরি। আমি চিরদিন যেন তোমায় নবীনভাবে পূজা করিতে পারি। যে একতারা ছোঁবে, আর তার ভিতর হইতে তেত্রিশ কোটী দেবতা বাহির করিতে না পারিবে, তার এ দলে আসা মিথ্যা। আমরা রোজ মাকে দেখি যে, নূতন নূতন

কাপড় প'রে আসেন। এক এক ১১ই মাঘে, এক এক রকম অলঙ্কার প'রে, পোষাক প'রে আসেন। আমার সমুদয়গুলি মিষ্ট লাগে। দয়াময়ি, কেন এত রকম রূপ ধ'রে কাঁদাচ্চ, মাতাচ্চ? তোমার রূপ যে আর ফুরাবে না। তোমার আলমারির ভিতর যে জরি দেখা যাচ্চে, তাহা কত রকম! ঈশার সময় এক রকম পোষাক পরেছিলে, আবার গৌরাঙ্গের সময় এক রকম পোষাক প'রে এসেছিলে। আবার আমরা যখন নাচি, আমাদের সঙ্গে নাচ্‌বার পোষাক প'রে এস। কত রূপ তোমার! এক মা, লক্ষ মা। কোটী কোটী রূপ তোমার, তুমি চির-নবীন; বীণা বাজাও, কিন্তু প্রতিবার যেন বীণার নূতন সুর বাহির হয়। দয়াময়ি, আমাকে যদি বাঁচাতে চাও, তোমায় রোজ নূতন হ'তে হ'বে। আর আমি এঁদের সেবক ভৃত্য, আমাকে যদি নূতন দেখাও, শুনাও, আমি এঁদেরও নূতন শোনাব, দেখাব। নূতন নূতন প্রার্থনা করিব, নূতন উৎসব করিব। ভ্রাতৃপ্রেম নূতন করিব, ভাব নূতন করিব। তুমি চিরনবীন থাক, তা হ'লে আমাদের ভাবনা থাকিবে না। নববিধান নূতন বিধান, নবীন বিধান, চিরদিনই নূতন। আমার হরি রোজই নূতন, রোজই নবীন। নবীন কর। নূতন বিশ্বাস, নূতন চক্ষু, নূতন দর্শন, নূতন শ্রবণ, নূতন প্রতিষ্ঠা, নূতন স্থাপন। নবীনের নবীন, নবীনের ভক্তবৎসল। তুমি নবীন, আমরা নবীন, নিশান নূতন, সবই নূতন, তুমি নূতন হ'লে সবই নূতন। আকাশকে নূতন কর, জীবনকে নূতন কর। নূতন যৌবন দাও; নূতন উৎসাহ দাও। নবীন দলকে মাতিয়ে, এবার পৃথিবীকে দেখাও, তোমার ছেলেদের ঘরে কত টাকা, কত নূতন কাপড়। নববিধানের লোকেরা তোমাকে নূতন ক'রে রেখেছে। নবীন চন্দন ঘস্‌ছে, নবীন ফুল দিয়ে পূজা কচ্চে, নূতন বরণ হ'বে, মেয়েরা নূতন পূজা করিবে। দয়াময়ি, নবীনভাবদায়িনি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা

যেন নূতন ভাব, নূতন উৎসাহ, নূতন মত্ততায় মত্ত হইয়া, চিরদিন নবীনভাবে তোমাকে পূজা করিতে পারি, এবং নবীন যে তুমি, তোমাকে সকলকে দেখাইয়া কৃতার্থ হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

আত্মপরিচয়দান

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ১১ই মাঘ, ১৮০৪ শক ;
২৩শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমময় হরি, আনন্দের সমুদ্র, রোগাক্রান্ত হইয়া শরীর ভাঙ্গিবার জন্য যেন গত বৎসর প্রস্তুত হইতেছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, উৎসব আর শেষ করিতে পারিব না। কিন্তু শান্তিধাম, সুখধাম তুমি, আমার মাথায় যখন হাত দিয়া কোলে করিয়া রাখিলে, তখন আমি বুঝিলাম, তোমার সেবা করাই জীবন, আলস্যই মৃত্যু, মৃত্যু তো আর কিছু নয়। আবার খাটিতে লাগিলাম, বন্ধুদের সেবা করিতে লাগিলাম, আবার তো উৎসব সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। প্রেমের কথা, পুণ্যের কথা, অগ্নির কথা আবার যেন বলিতে পারি। মরি নাই যদি, তবে মৃতের ন্যায় থাকি না যেন ; তবে ভাগবতী তনু পাই যেন। এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে, যেন বীরের মত শক্তি সামর্থ্য আমার ভিতর আইসে। আমার দক্ষিণ হস্ত লৌহের মত কঠিন হইবে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আমার কথা হইতে বাহির হইবে। তোমার তালুকে তবে বুঝি ভাল ক'রে বসিলাম। ইউরোপ, আফ্রিকা, এসিয়া, আমেরিকা, চারিটি নাম নিশানে উড়িল। ভাঙ্গা শরীরে এত জোর কেন দিলে ? ব্রাহ্মসমাজ কি নববিধানের ভিতর গিয়ে বিলীন হ'য়ে যাচ্চেন ? বাঙ্গালী প্রচারকেরা কি পৃথিবীর প্রচারকের উচ্চতর পদ

পাইবেন ? হে ভগবান, এবার পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছি। আমাদের কাজের নূতন বন্দোবস্ত দেখ্‌ছি। আমি যেন এঁদের আর সামান্ত মনে না করি। যথার্থ সন্ন্যাসী, বৈরাগী হ'য়ে এঁদের সেবা করি। এবারকার বীরেরা তোমার দ্বারা আহূত হইয়া, খুব বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছে। এবারকার গোলা একটা প্যাসিফিক্ মহাসাগরে, একটা আমেরিকার বুকে গিয়া পড়িবে। প্রেমস্বরূপ, আমরা কি প্রমাণ দেখিয়াছি যে, একজন কেউ আমাদের মধ্যে ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গের মত হয়েছে ? নববিধানের নিশান আকাশে উড়ে, নববিধানের মানুষ কি পৃথিবীতে বেড়ায় ? এমন কি এক জন কেউ আমাদের ভিতর হয়েছেন, যাঁর বুকে হাত দিয়ে বলিতে পারিবে লোকে, ইঁহার ভিতর চারি বেদ এক হয়েছে ? ঈশা মুষা গৌরাঙ্গের বিধানে যে লোকে জীবন দেখেছে, এবারও মানুষ চাই। এমন মানুষ চাই, যারা ভগবানেতে আনন্দ পেয়েছে, যাদের চক্ষু মুখ কর্ণ দিয়ে অমৃত পড়িতেছে। এমন লোক কি নববিধানে হয়েছে ? হরি, মানুষ নাই ? জীবন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের ভিতর নাই ? ভগবান, বল এই বেলা, মানুষ যদি না হ'য়ে থাকে কেউ নববিধানের ভিতর, তবে সব মিথ্যা। সব ফেনার মত দুই চারি বছর পরে চিহ্নও থাকিবে না। দোহাই, হরি, দৃষ্টান্ত দাও, মানুষ দেখাও। গরীব বলিতে চায় যে, ঈষা মুষার বিধানের সঙ্গে এ বিধান মিলেছে, যদিও স্বতন্ত্রতা আছে। এ গরীব বলিতে চায়, কাল পাপী বাঙ্গালী সিদ্ধ হইয়া আসে নাই, মহাপুরুষদের সঙ্গে কিছুতেই তুলনা হয় না ; কিন্তু সে অপ্রেমিক ছিল, প্রেমিক হইল,—সাম্প্রদায়িক ছিল, হইল সার্ব্বভৌমিক,—কাল মলিন ছিল, ক্রমে জ্যোতির্ম্ময় হইল,—কঠিন ছিল, কোমল হইল। এ পাপীর জীবন যেন এমন হয় যে, তা দেখে লোকের আশা হয়। সাধুদের পদধূলি শরীরে মুখে সে মেখেছে, তোমার প্রসাদে, তোমার নববিধানের প্রসাদে অনেক সাধন ক'রে, অনেক কেঁদে, অনেক

কষ্ট ক'রে নববিধান পেয়েছে, লোকে যেন ইহা বলে। আমি যে কঠিন ভাবে সাধন করিতাম, এখন আমার মত সুখী কে, হরি? আমার বাগানের মত ফুল কার বাগানে? এই জন্য আমি সুখী যে, আমি নববিধানে সব ধর্ম্মের সমন্বয় মিলন দেখিতেছি। আমি তো সিদ্ধ হইয়া জন্মি নাই। আমি অবিশ্বাসী পাপী অপ্রেমিক ছিলাম। পরিবর্ত্তিত পাপী এই বিধানে কেবল দেখা যায়, অন্য বিধানে তো তা হয় নাই। প্রেম ভক্তি ছিল না, ভক্তদের জানিত না, ক্রমে সে নববিধানের প্রসাদে পরিবর্ত্তিত জীবন পাইল; সকলের আশা হইবে। সকলকে বুঝাইয়া বল, আমার চেয়ে খারাপ আর কে হ'বেন? তবু আমার এ পথে তিনি আসিতে পারেন। আমার জীবনে যেমন নববিধানের বিরোধ ছিল, এমন আর কার জীবনে আছে? কিন্তু, হরি, প্রেম চাই। প্রেম ভিন্ন কিছু হয় না। হে মাতঃ, তোমার মঙ্গল হস্ত ভাইদের মাথায় রেখে বল, তোমরা প্রেমিক হও, প্রেমিক হও। সকল দেশের সকল ধর্ম্মের মিলন কেবল প্রেমেতে। হে ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ, সকলের কাছে এস। আর কিছু না, আর কিছু না, হরি, প্রেম বাঁচাবে পাপীকে। আর কিছু চাই না। প্রত্যেক ভাই মৌমাছির চাক হ'য়ে পৃথিবীতে বসিবেন, যত লোকে খোঁচা দেবে, মধু দেবেন। খোঁচা না দিলে তো মধু বেরয় না, প্রেম পড়ে না। প্রেমসিন্ধো, দলপতি হ'য়ে এই বালককে যদি একটি দল দাও, প্রেম দাও তাদের। আমার জীবনের পরিবর্ত্তন সকলের পক্ষে আশাপ্রদ; আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, আমার জীবন দেখ, বিপদ অন্ধকারে কেশবচন্দ্র চন্দ্র হ'বে। নারকী উদ্ধার হ'তে পারে, এ যদি দেখিতে চাও, তবে, ভাই, এই বন্ধুকে লও, সঙ্গে রাখ। জগৎ সংসারকে ভালবাসিব, বিরুদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রকে এক ক'রে নেব, সমস্ত সাধুদের হৃদয়ে রাখিব, ক্ষমা প্রেম দেব। তোমরা যাও পঞ্জাবে, যাও উড়িষ্যায় ফিরে, কিন্তু একজন ভাই তোমাদের সঙ্গে

থাকিবে। পাপ শয়তান যদি আগে চলে, সেই লোকটা * পাপ শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে শেষে তো নববিধান পেলে, তবে আমি পাব না কেন? আমি তো মরি নাই, আমার রোগ হইয়াছে কত বার। গ্রন্থ শেষ হয় হয় এমন হয়েছে, কিন্তু আমার যে জোর বল বেড়েছে। কত ভয়ানক বিপদ দারিদ্র্য সম্মুখে ছিল, তবু তো কাঁদি নাই; পাছে আমার ভাই কাঁদে। আমি যদি এক গেলাস মদ খাই, ভাইরা যে বোতল বোতল খাবে। আমি যদি দুর্ব্বল হই, আমার ভাইরা আরও দুর্ব্বল হয়। হরির দাস তো ভগ্ন-হৃদয় হয় না। শত্রুদের আক্রমণ আমার মত কে সয়েছে? এমন একজন আছে, যাকে ক্রমে শত্রুরা আরও আক্রমণ করিবে। করুক! আমার কেউ কিছু করিতে পারিবে না, কখন পারে নাই। আমার প্রাণের রক্ত, বুকের রক্ত তুমি। আমায় কে কি করিবে? আমি যে তোমার কাছে শিখে নিয়েছি ভালবাসিতে। আমি যে ক্ষমা ক'রেছি, প্রেম দিয়েছি। আমি যখন আছি, কারও ওজর নাই। হরি, আমি আছি তোমার গোলাম, আমি প্রমাণ ক'রে দেব যে, আমি জঘন্য হতভাগা পাপী, আমার তো যোগ ভক্তি ছিল না। এখন কি আমার লাভ হয় নাই? আমার যোগ ভক্তি প্রেম বড় হয়েছে, আমার প্রেমে আমি সাঁতার দি। আমার জ্ঞান ছিল না, জ্ঞান হয়েছে, আমি বুঝিতে পারি। বাইবেল পর্য্যন্ত আমি বুঝছি, সন্ন্যাসধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব বুঝেছি। আর তোমার জন্য বড্ড খাটি। নাথ হে, যদি কেউ বলে, কম্ম করি ব'লে বোধ হয় না, তাঁরা আমার জীবন দেখুন। হরি, আমার শরীর থাকিতে থাকিতে, কারও কিছু উপকার ক'রে লও। এঁদের বন্ধু দরকার, একটা বন্ধু এঁরা সঙ্গে নিয়ে যান। এঁদের যখন বড় খিদে পাবে, একটা মেঠাইয়ের দানা আমাকে করিও। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নববিধানের দৃষ্টান্ত দেখাতে চাই। আমি কেবল

* নববৃন্দাবনের অবিনাশ।

মেলাবার চেষ্টায় আছি। স্বদেশ বিদেশকে, হিন্দু মুসলমানকে, তেল জলকে, সকল ধর্ম্মকে মিলাইতে চাই। আমি পাপী হ'য়ে পুণ্যাত্মা হ'তে চাই না, আমি সিদ্ধ হ'য়ে জন্মেছি, তা বল্‌ছি না। আমি এই একটা আশার কথা বলিতে চাই যে, একটা খুব পাপী ছিল, মার প্রসাদে তার খুব পরিবর্ত্তন হয়েছে। হয়নি যা, তা হ'বে; অসম্ভব যা, তাও হ'বে। একটা কাল ছেলে সুন্দর হয়েছে, একটা ছেলে তোমার কাছে দৌড়ে যাচ্চে, এই আশার কথা শুনিব, আর সকলে ভাল হ'য়ে যাব, মা, দয়া ক'রে এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

তেজোময় প্রকাশ

(বিডন পার্ক, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ, ১১ই মাঘ, ১৮০৪ শক ;
২৩শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে অগ্নিস্বরূপ! হে জ্যোতির্ম্ময়! হে আর্য্য জাতির প্রাচীন দেবতা! উপরের ঐ মেঘের মধ্য হইতে দর্শন দাও। দাও, দাও, দর্শন দাও। ঐ মেঘ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হও। যেমন সূর্য্য পূর্ব্বদিকের মেঘ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া চারিদিকের অন্ধকার বিনাশ করে, তেমনই করিয়া ভারতবাসীদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হও। আমার নিকট প্রকাশিত হও। তেত্রিশ কোটী দেব দেবীর পরিবর্ত্তে, হে পরাৎপর ব্রহ্ম! তুমি আসিয়া উপস্থিত হও। আমি তোমাকে ডাকিতেছি, কৃতাঞ্জলিপুটে আসিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। ভ্রাতৃগণ আসিয়াছেন, কি বলিতে হইবে, বলিয়া দাও। সকলের সঙ্গে মিলিয়া, সাহস পাইয়া, ভারত উদ্ধার করিতে হইবে। কাঙ্গালশরণ, দয়া কর, দেখা দাও; সহাস্যভাব ধারণ

করিয়া, কয়েকটী কথা বলিয়া, সদ্‌গতি লাভ করিব। এই আকাশ পূর্ণ করিয়া তুমি বর্ত্তমান রহিয়াছ। সুবুদ্ধি দাও, রসনায় স্বর্গীয় রস দান কর; জীবনপ্রদ কথা বলিয়া ভাইগণকে সন্তুষ্ট করি, কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পরিবর্ত্তিত জীবন *

(কমলকুটীর, বুধবার, ১২ই মাঘ, ১৮০৪ শক ;
২৪শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াল হরি, হৃদয়বৃন্দাবনের শ্রীনাথ তুমি, তোমাতে আমাদিগকে আর একটু টানিয়া লও। আর একটু টানিয়া লইতে হইবে। বাহিরে বাহিরে দেখিতেছি ভাল, অন্তরের অন্তরে দেখি না ভাল। বন্ধুগণ উৎসবে আসিয়াছেন, বাহিরের মজা লুটিলেন, বাহিরের উৎসব সম্ভোগ করিলেন। গৌরাঙ্গের পিতা, অন্তরের অন্তরে কি তাঁরা নববৃন্দাবন স্থাপন করিতে পারিলেন? পিতঃ, আমি যে সেই লোক, যে বাহির দেখিয়া তুষ্ট হয় না, বার বার পরীক্ষা করিতে চায়। ভাল যে হয়েছে খুব, ভারি সন্দেহ সে বিষয়ে। মনে হয়, হরিকে এরা কেন আর একটু ভালবাসিল না, উৎসব কেন এত শীঘ্র শীঘ্র শেষ হয়। ব্রহ্মদর্শন ভিতরে ভিতরে তত যেন হচ্চে না। মেয়েদের আমোদ কেন এত শীঘ্র শেষ হইতেছে? মা মা বলিতেছে

* পূর্ব্বসংস্করণে এই প্রার্থনার তারিখ ২৫শে জানুয়ারী ছিল। ২৫শে জানুয়ারী আর্য্যনারীসমাজের উৎসব হয়। ২৪শে জানুয়ারী মঙ্গলবাড়ীর উৎসব ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাধারণসভার কার্য্য হয়; সুতরাং এই প্রার্থনা ২৪শে জানুয়ারীর বলেই মনে হয়।

সকলে, কিন্তু তত বলিতেছে না। পরীক্ষিত বিষয় ভিন্ন এই কঠোরহৃদয় লোকের কাছে কিছুই যে আদরণীয় নয়। এঁরা বাড়ী যাবেন কি নিয়ে? হরিদর্শন পেয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হ'য়ে? তাই হউক। হরি হে, আশীর্ব্বাদ কর তুমি, কিছু যেন দেখি। বাহিরের নৃত্য গীত ভাল, কিন্তু মন দেখাও তুমি, এ হ'লে বিশ্বাস করি, নতুবা কিছুতে নয়। বুকে হাত দিয়া দেখি আমি চিকিৎসকের মত, ভিতরে কি হইয়াছে; জমাট নীরেট ব্রহ্মবাজনার সুর পাওয়া যায় কি না, কাণ দিয়া দেখি। হরিনাম বাজে, একতারা বাজে, নববৃন্দাবনের পাহাড়ের উপর যোগ ধ্যান চল্‌ছে বেশ, এ বোঝা যায় কি না? বুকের ভিতর যদি এ সব শোনা যায়, দেখা যায় বেশ, তোমার উৎসব সফল হয় তবে। উৎসবান্তে এঁরা এমন কিছু নিয়ে যাচ্চেন কি না, যা ছিল না। এ হতভাগার বাড়ী হইতে বৎসরান্তে কিছু লইয়া যাইতেছেন কি না, দেখিব। শূন্য মন নিয়ে যাচ্চেন কি? কিছু পেলাম না ব'লে পাছে ফিরে যান! ঈশ্বর, যে কিছু না পেয়ে চলে যাচ্চে, তার মনে তো এ ভাব হচ্চে। পিতা মাতা, আরও একটু সহজ হ'বে না? ধর্ম্মকে এত কঠিন ক'রে রাখবে? এঁরা যে এলেন দেশদেশান্তর থেকে, কিছু কি নিয়ে যাবেন না? প্রচারকেরা উৎসবের পূর্ব্বে যা ছিলেন, তার চেয়ে কি ভাল হ'বেন না? পাঁচ মিনিট ধ্যান ক'রে যা হইত, এখন এক মিনিট ধ্যান ক'রে তা কি হ'বে না? নূতন নাচ কি শেখাবে না? দেবতাদের বাড়ী থেকে নূতন বাদ্য কি আসিবে না? ব্রহ্মদর্শন ভাল হয় না, ধ্যানের সময় ব'সে "চিন্তা তাড়া তাড়া" যত বলি, তত অন্য চিন্তা আসে। সব ব্যাঘাত রহিল কি? ধ্যান করিতে শিখিলাম, কেহ তো ব'লে যাচ্চে না? ধ্যানে বসিলেই ব্রহ্মদর্শন হয়, কেউ ব'লে যেতে পাচ্চে না? ভক্তির নৃত্য ভাল জমাট হ'লো না, যোগ প্রেমের মিলন হ'লো না ভাল। ভাইতে ভাইতে

মিল হ'লো না। সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় এক হ'বার কথা ছিল, কৈ হ'লো এক। * * * *। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আশার কথা *

হে শান্তিদাতা হরি, হে প্রেমের জ্যোৎস্না, এখনো তোমার বীরদল প্রস্তুত হইবে। হে ঈশ্বর, বেদের প্রমাণ দুর্ব্বল, বাইবেলের প্রমাণ দুর্ব্বল, এই সকল প্রমাণের কাছে! যখন তোমার পবিত্রাত্মা দ্বারা চালিত হই, তখন সিংহের গর্জ্জন সামান্য তার কাছে। তোমার ভক্তের হৃদয়ে যখন প্রেমকুসুম ফুটে, গোলাপও লজ্জায় অধোবদন হয়। যখন সাহসী ধর্ম্মবীর তোমার পবিত্রাত্মার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া দাঁড়ায়, তখন দাবানলও লজ্জিত হয়। অন্য প্রমাণ চাই না, বেদ বাইবেলের প্রমাণ লজ্জিত হ'য়ে ফিরে গেল, যখন নববিধানে জীবনে জীবনের প্রমাণ দেখা গেল। ব্রহ্মের বরে ব্রহ্মপদের প্রমাণ ভারতে প্রচার হচ্চে। * * * [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জীবন্ত প্রমাণ

স্বয়ং ব্রহ্ম এবার প্রমাণ হ'য়ে এসেছেন। ভক্তদের জগৎ ক্ষেপিয়াছে। ভক্তদের হিমালয় গা ঝাড়া দিয়াছে। ভক্তদের চন্দ্র সূর্য্য উঠেছে। এ আন্দোলনের ভিতর মন কি স্থির থাকিতে পারে? পাছে কারো বিশ্বাস

* পর পর এই তিনটী প্রার্থনার তারিখ নাই। উৎসবের সময়ের প্রার্থনা ব'লেই মনে হয়।

মলিন হয়, পাছে কেহ নাস্তিক হয়, তাই মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড প্রমাণ দেখাইতেছ। মার বীরদল বাড়িতেছে, ইহা অপেক্ষা সুমধুর সংবাদ কি হতে পারে। আমার মা ঘর দেশ পৃথিবী টানিতেছেন। মা বঙ্গদেশ টানিয়াছেন, পাঞ্জাবও টানিলেন। পাঞ্জাবে আগুন জ্বলেছে? সত্য সত্য ধর্ম্ম প্রচার হইতেছে? ভগবান্, বল। উত্তর হিন্দুস্থান জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে উঠেছে? এ যে জাগ্রত জীবন্তভাবে আমার হরিকে দেখ্‌ছি। দিগ্বিজয়ী বীরশ্রেষ্ঠ। শক্তিতে শক্তি আছে। ঘোর শক্তি পরাক্রম মহিমা তোমারই। প্রাণেশ্বরি, তুমি এমনি ক'রে মজাও, মজাও চির-কাল। এমনি ক'রে খাওয়াও যদি, খাওয়াও চিরকাল। দুখানা পুরাতন বই প'ড়ে থাকিতে চাই না। নূতন নূতন প্রেমের প্রমাণ দাও, আমার পুরাতন ভিক্ষা এই উৎসব-ক্ষেত্রে দাও। পুরাতন মাকে যাঁরা এনেছেন, ফেলে দিয়ে, আমার লাবণ্যময়ী মাকে নিয়ে যান। যে মা আছে কি নাই, যে মা শুয়ে আছে, যে মা রোগ সঙ্গে ক'রে এনে ভক্তদের কষ্ট দেয়, শরীর মনে কেবল কষ্ট দেয়, তপস্যায় দুঃখ দেয়, শান্তি দেয় না, বিচালির মা, পুতুল মা, মাটির মা, সে মাকে সকলে ফেলে দিন। দিয়ে এই মাকে সকলে লউন। এই যে আসল মা, যাঁকে আমি মা বলেছি; ভারত, তুমি তাঁকে লও, লও, ভাই বন্ধু, দেশস্থ ভাই ভগিনীগণ, লও। পরীক্ষিত মা, সোণার মা, এঁকে লও। এঁর ব্যবহার দেখে দেখে বুঝ্‌তে পেরেছি যে, ইনি সুচতুরের চেয়েও সুচতুর, সুরসিকের চেয়েও সুরসিক। ভয় কি, রে ভাই, ভয় কি, রে ভগিনী, আমাদের কি দুঃখ আছে? অমর-বংশের কি ভয় আছে? এই মাকে লও। ভারতে জেগে আছেন তিনি; যাই ভক্তগুলো ঘুমায়, এক হুঙ্কারে সকলকে জাগান। যাবার সময় সকলে যেন ছুঁয়ো দিয়ে যাচ্চে। প্রেমসিন্ধো, আর একটু সহজ হও। এঁরা যেন পরিষ্কার ক'রে ব'লে যান, কে কি নিয়ে যাচ্চেন।

হরিদর্শন, ধ্যান, যোগ, কে কি নিয়ে যাবেন। সকলের মনে একটু একটু যেন সঞ্চয় হয়, এই তোমার নিকট প্রার্থনা। কেহ যেন ফাঁকিতে না পড়েন, সকলেরই কিছু কিছু হইল, ইহা যেন দেখা যায়। নতুবা বিদায় দিব না, বিদায় দিতে পারিব না। হে প্রেমময়, আর একবার ভাল ক'রে প্রেমিক হ'য়ে, বাঁশী হাতে নিয়ে মোহন মূর্ত্তি ধ'রে দাঁড়াও, সকলকে মাতাও। একবার যেরূপে ঈশাকে. মুষাকে, মুসলমানদের, বৈষ্ণবদের মোহিত করেছিলে, সেই রূপ ধ'রে সকলকে মাতাও, ব্রহ্মদর্শন সহজ কর। ভাইয়ের সঙ্গে এক, আর পরম বন্ধু হরির সঙ্গে এক, ইহা সত্যকে সাক্ষী ক'রে সকলে লিখে দিয়ে যান। হে পরমেশ্বরি, তুমি একবার্ দয়া ক'রে খুব সহজ হও। নববৃন্দাবনের মনোহর রূপ ধারণ কর। এবার একবার সম্পূর্ণরূপে মত্ত হই। খুব উচ্চ দরের পাগল হই। দয়া কর, ঠাকুর, এই হরি, এই হরি, বলিতে বলিতে, সকলে দর্শন করিবেন, সকলে তোমায় স্পর্শ করিবেন, হরির চরণারবিন্দে সকলে মিলিবেন ; শ্রীহরি, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, এবারকার উৎসবান্তে জীবেতে মিলন, ব্রহ্মেতে মিলন, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া, যথার্থ একত্ব, আর প্রেমের যোগ তোমার সঙ্গে আর ভাইদের সঙ্গে স্পষ্টরূপে লাভ করিব। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জাগ্রত জীবন

হে দয়াময় ঈশ্বর, আবার যদি সে সময় ফিরিয়া আসে! ইচ্ছা হইলে, সে সময় আসিতে পারে! সমস্ত নিস্তেজ মানুষগুলো যেন জড় পাথরের মতন পড়িয়া আছে, নড়ে না, চড়ে না; এখনকার সময় তেজস্বী হইতে হইবে। যাহারা ঘুমায়, তাহারা বিধানের লোক নয়। বিধানের লোক

সর্ব্বদা জাগিয়া থাকে। যাহারা পুরাতন মত বুদ্ধির অনুসারে চলে, তাহাদের দেখিতে ইচ্ছা হয় না। মানুষেরা নিজের মনে মরে, নিজের মনে বাঁচে। যদি বিশ্বাসচক্ষু খুলিয়া দেখে, এখনি দেখিতে পাইবে নূতন রাজ্য। যেমন আর্গিনের চাবি ফিরালে বাজিতে থাকে, সেই প্রকার বিশ্বাসীর চক্ষে সমস্ত নববিধান দেখাইবে। ঘুমন্ত বাঘের নিকট দিয়া সকল মানুষ চলিয়া যায়, ভয় করে না; কিন্তু জাগ্রত বাঘের নিকটে কেহ, যাইতে পারে না। হে হরি, আমাদের এখন ঘুমালে চলিবে না, এখন কত লক্ষ লক্ষ লোককে চাঙ্গা করিতে হইবে, কত ব্যাপার দেখাইতে হইবে, তোমার সন্তানদের নববিধানের একটা কীর্ত্তি রাখিতে হইবে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কাঁপাইতে হইবে, পর্ব্বত গুলো সর্ব্বদা কাঁপিবে। চারিদিকে পুলিশ থানা, ঈশ্বরের গইন্দা বাহির হইয়াছে। যিনি ঈশ্বরের মহিমাকে খর্ব্ব করিবেন, তাঁহাদের তৎক্ষণাৎ ধরিয়া কয়েদ করিবে। যেমন হিন্দু, যে বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব হয়, সে বাড়ীর দ্রব্যসকল পরিষ্কার; আর যাহাদের বাড়ীতে তা না হয়, তাহাদের দ্রব্যগুলো ছাতা ধরা পড়িয়া আছে; সেইরূপ, হরি, যাহাদের বুদ্ধিতে ছাতা পড়িয়াছে, তাহাদের জিহ্বা হরিকথা কহে না; ছাতা পড়িয়াছে, সে সকল আর দেখিতে ইচ্ছা হয় না, বড় পচা গন্ধ। হে দয়াময়, আমাদের খুব বিশ্বাসী ও উৎসাহী কর, আনন্দে তোমার কার্য্য করিয়া, সুখী ও শুদ্ধ হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জলাভিষেক

(কমলকুটীর, কমলসরোবর, মধ্যাহ্ন, রবিবার ১৬ই মাঘ, ১৮০৪ শক ; ২৮শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

ঈশা যে জলে স্নান করিয়া পবিত্রাত্মাকে দেখিয়াছেন, সেই জলে স্নান করি, স্নান করিয়া পবিত্রাত্মাকে হৃদয়ে ধারণ করি। ঋষিগণের সঙ্গে ঋষি হইয়া, ঈশার ন্যায় হইয়া আমরা ঈশা হইব, আমাদিগের জীবনে নবজীবন সঞ্চারিত হইবে। উৎসবের হরি, তোমার স্তব করি, ব্রহ্মময় জলে তোমার সঙ্গে হাসিতে হাসিতে অবতরণ করি। জল, তোমার মাকে দেখাও, তোমার ভিতরে মা আছেন। সচ্চিদানন্দ, একবার জলে হাস। হাসিতে হাসিতে জলে ডুবি, প্রাণ শীতল করি, সর্ব্বাঙ্গ শীতল করি। প্রাণ যে জুড়াইল। সচ্চিদানন্দের গভীর আনন্দে মগ্ন হইয়া ঋষিকুল দাঁড়াইলেন। আজ পূর্ব্ব পশ্চিম দুই এক হইল। স্বর্গ স্পর্শ করিলেন পৃথিবীকে, পৃথিবী স্পর্শ করিলেন স্বর্গকে। আজ ভক্তির ঘাটে স্নান করিয়া, আমরা সকলে পাপমুক্ত হই।

মা, দেবি, দেখা দাও, জলে দেখা দাও। মা, প্রাণ জুড়াক, জল মধু বর্ষণ করুক, স্বর্গ হইতে বৈরাগ্য পুণ্যধন জলে অবতীর্ণ হউক। মা, দেখা দাও, মা, দেখা দাও, মা, দেখা দাও, এই তোমার শ্রীপাদপদ্মে বিনীত প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

হরিতে তন্ময়ত্ব

(কমলকুটীর, সোমবার, ১৭ই মাঘ, ১৮০৪ শক ;
২৯শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় ঠাকুর, মত হইতে অনুষ্ঠান বহু দূরে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে নববিধান বহু দূরে, সাধনক্ষেত্র হইতে মুক্তিধাম বহু দূরে, আমাদের চেষ্টা হইতে লক্ষ্য বহু দূরে। তোমার সঙ্গে এক হ'য়ে, প্রেমে তদ্গত আর তন্ময় হইব। এই যে শরীর আছে, ইহাকে ব্রহ্মময় দেখিব। উৎসবে ধন দান করেছ, আশীর্ব্বাদ করেছ, এখন আমার হাতে, শ্রীহরি, তন্ময় হওয়া। হরির যা করিবার করেছেন। মা লক্ষ্মী স্বয়ং সন্তানের হাত ধ'রে নৃত্য করেছেন। মার হস্ত সন্তানের হস্তের সঙ্গে একত্র হয়েছে। ধ্যানেতে, ভক্তিতে, যোগেতে মার এবং ছেলের চক্ষু এক হয়েছে। ভক্তের মাথায় মার আশীর্ব্বাদ পড়েছে। এখন, প্রেমময়ি, যে মিথ্যা কথা বলিয়া ওজর করিবে, তার কথা কেহ যেন বিশ্বাস না করে। তোমার আশীর্ব্বাদ যখন হ'য়ে গিয়েছে, তখন, নাথ, হরিময় হওয়া আমার হাতে ; তোমার হাতে কৈ ? ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়ে দিয়েছ, এই ঘরে হীরা মুক্তা সোণা ঢেলে দিয়েছ ; আর কি দিবে ? আর কি করিবে ? সুধাসমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়ে বসাইয়া দিয়াছ। বাড়ী যাওয়ার সময়, উৎসবের যাত্রীরা হয় ব্রহ্মকে লইয়া যাইবেন, নতুবা যার বাড়ীর ব্রহ্ম তার বাড়ীতে থাকিবেন। তন্ময় হ'য়ে যাব, ব্রহ্মচক্রে ঘুরিব, ব্রহ্ম আকাশে উড়িব। শরীর স্বর্গময় হ'য়ে যাবে। তাই হ'য়ে যাব, ঈশার, গৌরাঙ্গের যা হয়েছিল। আমাদের কাল শরীর যদি গৌরাঙ্গ হ'য়ে যায়, ব্রহ্মেতে লীন হ'য়ে যদি ব্রহ্মদেহ হ'য়ে যায়, তবে কিছু কাজ গুছিয়ে নিয়ে চলিলাম। ভিতরে সমস্ত হরি হ'য়ে গেল। নিশ্বাস পড়ে হরিতে, রক্ত চলে হরিতে,

হরিপাদপদ্ম হইতে রক্ততরঙ্গ বাহির হইয়া শরীরে চালিত হয়। তন্ময় হরিময় শরীর। তনু, তুমি কি তন্ময়? না, সংসারময়, পাপময়, লোভ-ময়, নরকময়? তনু, বল, তুমি হরিময়? গৌরাঙ্গ-ঈশা-বুদ্ধময় কি না, বল। শরীর আমার তন্ময় কি না, আগে পরীক্ষা করিব। বুকের তার সুতার সেতার, চমৎকার সুতান বাহির হয়। ব্রহ্মেতে সমুদয় শরীর তন্ময়। পূজার সময় স্বামী স্ত্রীকে গহনা দেয়, সেই গহনাগুলি পাড়ার সকলকে না দেখাইলে সতীর আমোদ হয় না। শ্রীহরি, উৎসবে এতগুলি সতী হয়েছেন, এঁরা সকলে কি ভাঙ্গা এক একখানি গহনা নিয়ে বাড়ী যাবেন? না, সকল সতীকে ঘরে ডেকে গহনা দিয়েছ? হে দয়াসিন্ধো, তুমি দিয়েছ পিতা হ'য়ে, পতি হ'য়ে; তোমার ধন নিয়ে ধনী, তোমার ভূষণে তন্ময়। এবার তোমার একখানি গহনা নিয়ে পরেছি। আহ্লাদ আর ধরে না। পাড়ার সকলে দেখ, সৎ সতীকে কি দিয়েছেন। এবার তন্ময় শরীর। হরি আমাতে, আমি হরিতে, তোমার ভিতর ঐ আমি, আর আমার ভিতর এই তুমি, এই যে নিবিষ্ট হওয়া, এইটি তুমি এই কয়জন ভক্তকে, হরি, ক'রে দাও। এলে যদি, তবে দুর্ব্বল পাপ কলঙ্কিত শরীরকে রূপবান্ কর, কৃষ্ণাঙ্গকে গৌরাঙ্গ কর, তন্ময় কর। ঋষিতেজ আমাদের ভিতর দাও, তুমি আমার হ'য়ে যাও, আর আমি তোমার হ'য়ে যাই। আমার মাংস রক্ত আর জড় যেন না থাকে। আমি এবং আমার বন্ধু বান্ধব সকলে এক হ'য়ে তন্ময় হ'য়ে যাই। সাধনে ভজনে প্রত্যেক ভক্তকে খেয়ে ফেলেছি। আর ভাইদের ছেড়ে দেব না। হৃদয়ের দ্বার বন্ধ করেছি। তন্ময় হরিতে, আর তন্ময় ভাই বন্ধুতে, সকলে এক হ'য়ে গেলেন। ভিতরে কেবল ব্রহ্মনিনাদ শুনি, ব্রহ্মবাদ্য শুনি, চিরকাল উৎসব সম্ভোগ করি। পিতঃ, দয়াময়, সকলকে একাকার করিয়া, তোমার চরণে তন্ময় করিয়া দাও, এই তোমার শ্রীপাদপদ্মে ভিক্ষা। [মো] শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নিত্যবৃন্দাবনবাস

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ১৮ই মাঘ, ১৮০৪ শক ;
৩০শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

হরি হে, এই দুই দিনের মধ্যে উৎসবচক্র থামিবে। সম্ভাবনা এই, ইহার পর পাপী আবার পাপ করিবে, ঝগড়াটে আবার ঝগড়া করিবে, অবিশ্বাসী অবিশ্বাসে ডুবিবে। শয়তান ছুটি লইয়াছিল এক মাসের জন্য, আবার বুঝি, আসিতেছে গাড়ী প্রস্তুত করিয়া ; আবার বুঝি, নরকের দরজা খুলিতেছে। আমাদের মনের কুপ্রবৃত্তি সকল বাড়ী গিয়াছিল, এই এক মাসের জন্য ছুটি লইয়া। আবার যে তারা বিকটাকার ধরিয়া আসিবে না, কে বলিল ? একটা মাস তোমার সঙ্গে লেখা পড়া, তা তো শেষ হ'য়ে আস্‌ছে। যাঁর যেটি প্রিয় পাপ, যাঁর রক্ষিত যে পাপ হৃদয়ে ছিল, যাঁর পোষিত যে শয়তান ছিল, এক মাস খেতে না পেয়ে কাঁদিতেছিল, আবার আসিবে। ধর্ম্মরাজ্যের সুবসন্ত এমনি ক'রে আসে, আবার চ'লে যায়। শ্রীহরি, পৃথিবীর এই জোয়ার ভাঁটা নিবারণের উপায় কি আছে ? পাপ একেবারে কি দূর করিয়া দিবার উপায় নাই ? দয়াসিন্ধো, উপায় কিছু ক'রে দাও। এই যে আমরা একটা মাস সংসারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এয়েছি, আছি ভাল। এই অবস্থাটা স্থায়ী ক'রে দাও। হে প্রেমসূর্য্য, চির-উজ্জ্বল থাকিয়া, হৃদয়ের গগন পরিষ্কার করিয়া রাখ। এবার বৃন্দাবনে এসে সপরিবারে, নিজস্ব বাড়ী জায়গা জমি কিনেছি। মা, আমার শ্রীবৃন্দাবনে এ কি বাসা ? ভাড়া বাড়ী ? এক মাস পরে কি তাড়িয়ে দেবে ? ভাড়া ফুরিয়েছে ব'লে কি মাসের শেষে দূর করিয়া দেবে ? এমন বৃন্দাবনের সুখ হইতে কি বিচ্যুত করিবে ? নববৃন্দাবনের সম্বন্ধ শেষ হইল ? যে যার আপনার আপনার পুরাতন বাড়ীতে চ'লে

যাবে? আবার সেই রাগ লোভ কাম রিপুদের বাড়ীতে যাব? পাপ-নগরে গিয়া ডাকাতদের দলে গিয়া মিশিব? হে ভগবান্, দয়া ক'রে এমন ব্যবস্থা কর, এইখানেই যাতে জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটাই। বৃন্দাবনের শ্রীহরি, হাত জোড় করিয়া তোমার কাছে প্রার্থনা করি, তোমার আনন্দের শ্রীবৃন্দাবনে চিরবাসী করিয়া রাখ। আবার রাগিব? আবার লোভ করিব? আবার অহঙ্কারের আগুনে পুড়িব? আবার কুপ্রবৃত্তিগুলো আমাদের কাছে আসিবে? সাধ্য কি? দয়াময়, চির-কালের জন্য স্থান দাও। বৃন্দাবনে থাকিব। এমন বাতাস আর কোথা তো বয় না। এমন যমুনা আর কোথাও নাই। এমন ফুল আর কোথাও ফুটে না। আর পুরাতন বাড়ীতে কেন যাব? এবার বৃন্দাবনবাসী হ'য়ে থাকিব। ভক্তকুল আমাদের কুটুম্ব হ'লেন। সাধুদের পাতের খেয়ে মানুষ হ'ব। ওঁদের বাগানে গিয়া বেড়াব। হে মাতঃ, নূতন বাড়ীর প্রেমে খুব মাতিয়ে দাও। সমুদয় শ্রীসম্পত্তি এখানে পেলাম, ভাই বন্ধুদের নিয়ে এখানে থাকি। হে মঙ্গলময়ি, শ্রীমতী জননি, অনুগ্রহ করিয়া আমা-দিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন নববৃন্দাবনে, নিত্যবৃন্দাবনে চিরবাসী হইয়া, এখানে শ্রীসম্পত্তি সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া, কৃতার্থ হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শান্তিবাচন

(কমলকুটীর, বুধবার, ১৯শে মাঘ, ১৮০৪ শক ;
৩১শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে হৃদয়নাথ, হে হৃদয়শোণিতের জীবন এবং উজ্জ্বলতা, অদ্য অপরাহ্ণে কমলসরোবরের চারিদিকে তোমাকে আমরা ধ্যান করিয়া, যোগেতে

তোমাকে লাভ করিয়া, উৎসবান্ত করিব। উৎসবের সমুদয় রস আজ ঘনীভূত হইবে। তোমাকে আজ বুকের ভিতর করিয়া রাখিবার দিন, আজ মহাপুরুষদের সঙ্গে নিত্যকুটুম্বিতাস্থাপনের দিন, আজ হরিধ্যানের দিন, ভক্তমণ্ডলী আজ ব্রহ্মেতে এক হইবেন, তাহার দিন। আজ এক হইয়া ব্রহ্মবিরুদ্ধে, ভ্রাতৃবিরুদ্ধে সমুদয় পাপের প্রায়শ্চিত্তের দিন। আনন্দ-সরোবরের চারিদিকে, শান্তিসরোবরের চারিদিকে, ভক্তমণ্ডলী আজ ব্রহ্মেতে বিলীন হইবেন। আজ ভাগবতী তনু হইবে, সকলের শরীর আজ ব্রহ্মেতে উজ্জ্বল হইবে; তাই কর। আজ তোমার সহিত গভীর মিলন, আজ তোমার অন্তঃপুরে আমাদের নিমন্ত্রণ, আজ অন্তঃপুরে যাইয়া মার হাতের রান্না খাইব। আজ দাস দাসীদের বেতন পাইবার দিন। আজ হাত পেতে তোমার কাছে দাঁড়াইব, তুমি পরিশ্রমী সাধকের হাতে পুরস্কার দিবে, বেতন দিবে, আজ কল্পতরু হইতে ফল পাইব। এই এক মাস গাছের গোড়ায় যে জল দিলাম, আজ তাহার ফল পাইব। আজ পৃথিবীর সঙ্গে যে স্বর্গের শুভ উদ্বাহ হইবে। আমরা শঙ্খ বাজাইব। এক মাসের উৎসব আজ বুকের ভিতর বাঁধিব। আজ যে পাপ ধৌত করিব, হৃদয়কে নির্ম্মল করিব। আজ এমন সুধা মুখে ঢালিব, যে সুধা কখন খাই নাই। আজ এমন খাওয়া খাইব, যে খাওয়া কখন খাই নাই। আজ এমন কাপড় পরিব, যা কখনও পরি নাই। আজ যে মা শান্তি-দায়িনি, তুমি স্বয়ং তোমার করকমলদ্বারা ভিতরের সমুদয় পাপ অশান্তি দূর করিয়া দিবে। আজ অনেক সাধ, অনেক আশা মিটাইবার দিন। হরি বিনা এত আশা মিটাইবে কে? হে শান্তিদাতা, আজ ভক্তদিগকে সমস্ত ঘনীভূত করিয়া লইতে দাও। বেতন লইবার দিনে, কেহ যেন অনুপস্থিত না হয়। আজ অমৃতসরোবরের ধারে খেলা করিব। হে হৃদয়ের ঈশ্বর, আমরা যে সমস্ত সাধন এক করিতে গেলাম, আজ যে

মহাযোগের দিন। ব্রহ্মোৎসব শেষ করিতে চাই শান্তিজলপানে। আজ যুগলসাধনে যত স্বামী স্ত্রী ব্রহ্মচরণে প্রণাম করিয়া, শান্তিজল পান করিবেন। তোমার চরণে প্রত্যেকে "শান্তিঃ" বলিবেন। ধ্যানশীল সদাত্মা সকল আজ পরস্পরকে স্মরণ করিয়া শান্তি বলিবেন। আজ সমুদয় দেশ শান্তি বলুক। আজ ভাই ভাইয়ের হাত ধরিয়া শান্তি বলিবেন। কলহ আর রহিবে না। প্রেরিতে প্রেরিতে চিরমিলন। আজ সমস্ত অশান্তি দূর করিতে হইবে। আজ ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হইয়া, সকলে শান্তিতে মিলিত হইবেন। তোমাকে প্রণাম করি, শান্তিজল পান করি, ভাইদের স্মরণ করি, শান্তিতে উৎসব শেষ করি। শ্রীমতি, তোমার যথার্থ শ্রী তো পাই নাই এখনও। আজ সস্ত্রীক সবান্ধব শ্রীবিশিষ্ট হই। আজ সমুদয় দলকে জোর করিয়া সুন্দর সুশ্রী সুখী কর। দেবি, আজ এস সন্ধ্যার সময়, দেখা দিও সরোবরতীরে। আজ সরোবরে, কমলা, কমলের উপর দাঁড়াও। আজ সকলকে দেখা দিও। আজ বক্ষের ভিতর তোমাকে বসাইয়া চিরপ্রসন্ন হইব। আজ আনন্দের সহিত সকলকে লইয়া ব্রহ্ম-সরোবরে ঝাঁপ দিব, ঝাঁপে দিয়া নিত্যানন্দের ভিতর চিরমগ্ন হইব। আজ সাধুদের আহার করিতে দিও। শ্রীঈশার বিবেক, শ্রীমুষার ব্রহ্মবিশ্বাস, শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণ, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমের মত্ততা এক করিবে? ক'খানি চরিত্র একখানি ক'রে আজ খাইয়ে দিও। আজ আমরা ক'জন তোমার অন্তঃপুরের ঘরে ব'সে খাব। আজ মার হাতের রান্না খেয়ে, শান্তিজল পান ক'রে, মার চরণে প্রণাম করিব। হে মঙ্গলময়ি, হে দয়াময়ি মা, কৃপা করিয়া তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর. আজ তোমার অন্তঃপুরে গিয়া, তোমার হাতের রান্না খাইয়া, খুব আনন্দে মত্ত হইব, এবং মাতৃপ্রেমানন্দসাগরে ডুবিয়া কৃতার্থ হইব। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রাপ্তধনরক্ষা

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ২০শে মাঘ, ১৮০৪ শক ;
১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনশরণ, আনন্দবর্দ্ধন, উৎসবের পরের সময় এই যে সময়, বিশেষ বিপদের সময়, পরীক্ষার সময়। যাহা পাইলাম, তাহা যদি রাখিতে পারি, তবে আর বিপদ নাই। যাহা পাইলাম, যদি অবহেলাতে হারাই, মহাবিপদ। এই জন্য তব সিংহাসনতলে মিনতি করি, যাহা পাইলাম, যেন অবহেলাতে না পলায়ন করে। এ যাত্রায় উৎসবধনকে হৃদয়ে রক্ষা করিতে যেন সমর্থ হই। তুমি আর বাহিরের আড়ম্বর হ'য়ে থেকো না, আমাদের কাছে। তুমি রসনায় রস হও, প্রাণের রক্ত হও। তুমি যদি সহায় হও, তবে এবার জন্মের মত সংসারকে ফাঁকি দিলাম। তুমি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এরূপ ভাব স্থাপন কর, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে দেখিবে তোমার ভিতর দিয়া। দুই জনের মধ্যে ব্রহ্ম। এমনি হ'বে পিতাপুত্র ও ভ্রাতাভগিনীর সম্বন্ধ। চক্ষে চক্ষে ব্রহ্মদর্শন, তার পরে স্ত্রীদর্শন, পুত্রদর্শন, ভাইভগিনীদর্শন। যাহা দেখিব, হরিভাবে দেখিয়া, তবে উপলব্ধি করিব। ব্রহ্মের ভাবে সকলকে দেখিব। তোমার পুণ্যের অঞ্জনে চক্ষুকে রঞ্জিত করিয়া, তবে সকলকে দেখিব। এবার ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা, কেবল ব্রহ্মসমাগম নয়। এই প্রার্থনা করি তোমার কাছে, এবার চক্ষে চক্ষে, কর্ণে কর্ণে, রক্তের ভিতর বসিয়া যাও। এবার আমাদের হাড়ে হাড়ে ব্রহ্ম হ'বে। মা জননি, তোমার প্রেম, তোমার ধর্ম্ম আমাদের হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়া যাইবে। এবার ধর্ম্ম সীমার অতীত হ'বে, হাত বাড়িয়ে ধর্ম্মের সীমা আর পাব না। পরমেশ্বর, এক জন মহাজন খুব ধর্ম্মরত্ন সঞ্চয় করিয়া বাড়ীতে রাখিল, সিন্দুকে রাখিল, চাবি হাতে রাখিল, যখন দরকার হইল, খুলিয়া

খরচ করিল, ক্রমে ক্রমে সব শেষ হইল ! আর এক জন সুচতুর সুরসিক মহাজন অনেক ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া সিন্দুকে রাখিয়া, চাবি বন্ধ করিয়া, চাবি সমুদ্রে ফেলিয়া দিল, তার পক্ষে ইচ্ছা হইলেও ধনক্ষয় করা অসম্ভব। হরি, আমরা যদি উৎসবধন সঞ্চয় করিয়া, বুকের ভিতর বাক্সবন্দী করিয়া, চাবি হরির অতলস্পর্শপ্রেমসমুদ্রে ফেলিয়া দি, তবে ইচ্ছা করিলেও ধনক্ষয় করিতে পারিব না, পাপ করিতে পারিব না। তিনি নিরাপদ, যাঁর চাবি নাই হাতে। প্রেমজলে চাবি ফেলে দি আজ। হে হরি, এমনি ক'রে পাপ শেষ ক'রে ফেল, যেন আর আসিতে না পারে। আপনার হাতে ধর্ম্ম যার, তার কুপ্রবৃত্তি ফিরিয়া আসিবেই। দয়াসিন্ধো, মানুষের ধর্ম্মসাধন তার ক্ষমতার অতীত করিয়া দাও। ঠাকুর, সঙ্কটের সময় তোমার দাসদের রক্ষা কর। হরির পাদপদ্মে পড়িয়া আছি, আর যেন উঠিতে না পারি। পাপের বাড়ী যাইতে পারিব না, আর পাপ করিতে পারিব না। ছেলেমানুষদের মত তোমার পদতলে পড়িয়া থাকিব। নরকে যাইবার দ্বারটা যেন বন্ধ হ'য়ে যায়। হে দয়াময়, এই যে তোমার প্রসাদে এত ধন সঞ্চয় করিলাম, তা যেন আমাদের চিরদিনের সম্পত্তি হয়। আমা-দের পক্ষে পতন হওয়া যেন একেবারে অসম্ভব হয়; আর ভয় যেন না থাকে; কেহ যেন মনের শান্তিভঙ্গ করিতে না পারে। এবারকার ধন চাবিবন্ধ ধনের মত হইয়া রহিল। হাড়ের ভিতর শিষ্ট ভাব, মধুর ভাব, পুণ্য ভাব যেন প্রবেশ করে, মা মঙ্গলময়ি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

সকলের একই হরি

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ২১শে মাঘ, ১৮০৪ শক ;
২রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে ভক্তের হরি, নববিধানের হরি, তুমি তো কেবল হরি নও, কেবল ঈশ্বর নও, তুমি ভক্তের হরি, আমাদের হরি, নববিধানের হরি। ইচ্ছাময়, হরি, ইচ্ছা হয়, তুমি যা ঠিক, তাই আমরা মানি। অনেকে যে ঈশ্বর ঈশ্বর বলে, হরি হরি বলে, সে হরি তুমি তো নও ; পুরাতন হরি, পুরাতন দেবতা, পুরাতন ঈশ্বর যত, সকলকে বিনাশ কর। মিথ্যা হরি, কল্পনার হরি, নাস্তিকের হরি, পৌত্তলিকের হরি, ব্রহ্মজ্ঞানীর হরি সকলকে কাট। হে পরমেশ্বর, ফি জন এক এক হরি গড়েছে, তার সিংহাসন করেছে। প্রাণের হরি, তুমি একবার ঠেলে বাহির হও। সমুদয় কল্পনার হরিকে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দাও। সে সব থাকিলে দেশের অকল্যাণ। আমার একটা ভাইয়ের হরি এক রকম, আর একটা ভাইয়ের হরি আর এক রকম, এই যে হরিতে হরিতে বিসংবাদ বিবাদ, আমার প্রাণের হরি, তা তুমি বিনাশ কর। বিনাশ ক'রে তুমি আপনার সিংহাসন স্থাপিত কর। হরি, তোমার রাজ্যমধ্যে, তোমার ঘরে কি সর্ব্বনাশ হইল ! পাঁচটা হরির ঝগড়া অনৈক্য, কি হইবে ইহাতে ! ইহার ইষ্টদেবতা এক রকম, ওর আর এক রকম। ভয়ানক অসহ্য হইয়া উঠিল। এক ঈশ্বর থাকিবেন আমাদের মধ্যে, এত ঈশ্বর হইয়া উঠিল কেন ? মানুষের দৌরাত্ম্য ছিল, এখন আবার হরির দৌরাত্ম্য ? এতে ব্রাহ্মসমাজ যায়, দেশ যায়, নববিধান যায়। নববিধানের হরি, তোমার সঙ্গে কোন দেবতার মিলে না। আর সমুদয় অপবিত্র, ভ্রান্ত হরি, ঝুটো হরি। ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর হও, আর ঈশ্বর যেন থাকে না আমাদের মধ্যে। আবার শেষে পৌত্তলিকতা !

এর ভিতর কল্পনার মাটি নিয়ে দেবতা গড়েছে সকলে! অসার, চ'লে যা; অসার দেব দেবী, ম'রে যা; কল্পনা, চ'লে যা। চাই, হরি, তোমাকে; সিদ্ধিদাতা সদ্বুদ্ধি অপাপবিদ্ধ যা, তুমি তাই। আমার ভাল লাগুক না লাগুক, তুমি খাঁটি, অদ্ভুত তোমার আচরণ। এই আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করি তোমার কাছে, এই কয়েকটি লোকের কাছে তুমি ব'স। তুমি আমার মা, তুমি আমার ভায়ের মা। তোমার এক সৌন্দর্য্যে সকলের মিলন হউক। একই তুমি, যাঁহাকে আমরা ডাকি। মা দয়াময়ি, ঠিক পরিষ্কৃত তুমি ভ্রান্তি যাঁহাতে নাই, সেই যে তুমি মনে প্রকাশিত হইবে। সত্য ঠাকুর, স্বর্গীয় ঠাকুর, আসল ঠাকুর, অকৃত্রিম ঠাকুর, তুমি এস। এক হরির পূজা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। সকলকে একহৃদয়, একাত্মা কর। সমস্ত ভক্তনয়ন ঠিক এক জায়গায় পড়ুক। সকলে দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন, সকলের এক পিতা, এক বন্ধু, ক'জনেরই এক ঈশ্বর। ঠাকুর, ঘরে গিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমাদের ক'জনেরই এক হরি। সব এক, এক বলিতে বলিতে, সমুদয় ভক্তমণ্ডলী একখানি হ'য়ে যাবে। প্রেমসিন্ধো, বিবাদের মীমাংসা হয়েছে তো? এই তো মহাভ্রান্তি বাহির করিলাম, যে কারণে আমাদের এত অনৈক্য। সত্য হরি বলেন, আমি সিংহাসনে বসিব, অন্য হরি সহ্য করিব না, অন্য হরিকে সিংহাসনে বসিতে দিব না। আমি এক হরি, এই বলিয়া তুমি রাজদণ্ড ধরিবে। আর কোন হরি নাই, একখানি হরি সোণার বর্ণ। দ্বৈতভাব—বিবাদের হেতু—দূর হইল। আমার বুকের ভিতর যে সোণার ঠাকুর, এঁর বুকের ভিতরও তাই, ওঁর বুকের ভিতরও তাই। আমাদের ঠাকুর এক, একই হরি। হরি, তোমারও সহিত যদি শত্রুরা আসিয়া বিবাদ করিতে লাগিল, তখন আমরাও ঝগড়া করিবই। অতএব, হে হরি, তুমি এই হরিগণ বিনাশ করিয়া, নির্ব্বিবাদে একাধিপত্য স্থাপন কর। সমস্ত কল্পিত হরি বিনাশ

করিয়া জয়ী হও। ঠাকুর, ঘরে কেবল দেখি, একখানি হরি। যোগের ঈশ্বর, প্রেমের ঈশ্বর, মিলনের ঈশ্বর, এক বই আর দ্বিতীয় নাই। রাজা, আজ তুমি রাজা হও, আমরা দেখি। সকলের নিশ্বাসে রক্তে হৃদয়ে সেই এক হরি। একেতে বিলীন, একেতে মিলন, আর অপ্রেমশত্রু থাকিবে না। কৃপাসিন্ধো, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমাতে একত্ব পাইয়া, তোমার প্রেমে, তোমার বিশ্বাসে একীভূত হইয়া, সকল প্রকার অসারতা, ভ্রান্তি, বিবাদ দূর করিয়া দিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে প্রেম

(কমলকুটীর, শনিবার, ২২শে মাঘ, ১৮০৪ শক ;
৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, অপার দয়া, ভাল হওয়া, ভাল করা পুরাতন হয়েছে; আপনার দলকে ভালবাসা পৃথিবীতে পুরাতন হয়েছে। তবে, নববিধান-বাদী, এতে গৌরবের মুকুট আমি তোমার মস্তকে দিব না। ইহাই নূতন দেখিতেছি যে, পূর্ব্বদিকের প্রেম পশ্চিম পাইবে। পূর্ব্বদিকের প্রেম পূর্ব্বদিক তো পাইবেই, পিতঃ। প্রেম তোমার নববিধান। সমস্ত পৃথিবীকে ভালবাসিতে পারা নববিধান। এইটি নূতন। নববিধানবাদীরা পৃথিবীতে দেখাইবেন যে, এমন প্রেমের দল কখনও হয় নাই। মত্ত হইলাম, নাচিলাম, গান করিলাম, দুবার পাঁচবার উৎসবে মাতিলাম, প্রেম করিলাম, ইহাতে হইবে না। সমস্ত পৃথিবীকে প্রেম করিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক ভাব দূর কর। আর গালাগালির জন্য কুণ্ঠিত হওয়া হ'বে না।

যার জন্য এসেছি, তা ভুলিয়া বাজে কাজ যেন না করি। সকল মহাপুরুষকে এক করা, সকল ধর্ম্মশাস্ত্র, সকল জাতি, সকল সম্প্রদায় এক করা, ইহা কবে হইবে? প্রেমের উৎসব কবে হইবে? আমাদের মধ্যে প্রেমের পরিবার আনিয়া দিতে পারিলে না? তুমি আমাদের ছোট ঠাকুর ঘরটিকে প্রেমের ঘর করিয়া দিতে পারিলে না? প্রেমের ঠাকুর, খুব মনে ভালবাসা এনে দাও। তোমার নববিধানের প্রেমে চারিদিকে লোক এক হবে। প্রেমে আমাদিগকে কাঁদাও। আমরা ছোট বিষয়ে আর কাঁদিব না, ভাবিব না। আমরা দুঃখ পাইব এই ভাবিয়া, পৃথিবী কেন ভাল হইল না, সম্প্রদায়-ভেদ কেন রহিল, এখনও কেন এত বিবাদ, এত অপ্রেম। দীনবন্ধো, তোমার প্রেমের পৃথিবী কোথায় রহিল? তোমার যে বড় সাধ, পৃথিবীর সব অপ্রেম কেটে যাবে, আর সকলে একপ্রাণ হ'য়ে, তোমায় ভালবাসিবে। তোমার রাজ্যে এমন বিরোধ কেন? তোমার মহাপুরুষেরা যে এক বৈকুণ্ঠবাসী, এক জাতি। কিন্তু এ কি বিপদ্! হিন্দু মুসলমানে বৌদ্ধে এত বিরোধ কেন? ঠাকুর, সকলের মনে প্রেম সঞ্চার কর। পরস্পরের প্রতি ঘৃণা অপ্রেম চ'লে যাক। এমন সোণার মহাপুরুষেরা কেহ কাহাকেও মারিবেন না, তাঁদের দলের লোকেরা কেহ কাহাকেও মারিবেন না। এমন ধর্ম্মশাস্ত্র সব। কিছু বাদ যাবে না। শত্রুতা আর থাকিবে না। আমরা খুব ব্যাকুল হই, খুব কাঁদি, আর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পূর্ণ মিলনের ব্যবস্থা করি। আমরা ক'টি ভাই সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্ম্মের মধ্যে মিলন স্থাপন করি। তব প্রেমের রাজ্য কি আশ্চর্য্য, যাহা আসিতেছে। এবার কারো কথা শুনিব না, কেবল ভালবাসিব, প্রেম সমস্ত জগতে বিস্তার করিব। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিবেন। হে কৃপাসিন্ধো, হে দয়াময়, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন

জগতের কুশলের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিয়া, সকল সম্প্রদায়ের মিলন স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

আচার্য্যগ্রহণ

(কমলকুটীর, রবিবার, ২৩শে মাঘ, ১৮০৪ শক ;
৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে কৃপাসিন্ধো, এক দুঃখ আমার আছে, অন্য দুঃখ অনেক দূর হইয়াছে। সুখী হইলাম তব পাদপদ্মে ; কিন্তু, নাথ, যদি অনুমতি কর, দুঃখের কথাও এক আদটা বলি, বলা ভাল বোধ হয়। দুঃখ এই, লোক বুঝিল না। অনেক দিন পৃথিবীতে আসিয়াছি আমি। বহুরূপে বহুদিনের পরিচিত ; কথায় কার্য্যে জীবন দ্বারা পরিচিত। একত্র থাকা হয়েছে, অনেক কথা কওয়া হয়েছে। হরি, পরিচয়ের বাকি আর নাই। আত্ম-পরিচয় দিলাম অনেক দিন, কিন্তু এ আত্মা পরিচিত হইল না। এক জনের কাছে এক রকম আমি, আর এক জনের কাছে আর এক রকম। হৃদয়ের ঠাকুর, ইঁহারা বলিতে পারিলেন না, কে আমি, কি আমি। বুঝিতে যে পারিবেন, সে আশাও কমিতেছে। যদি ঠিক বুঝিতেন, এত বিবাদ বিসংবাদ দুঃখ থাকিত না। হরি, কেন এ প্রকার হইল এবং হইতেছে ? যার কাছে দিবানিশি আছি, তাকে কেন বুঝিতে পারিতেছি না ? ইহার কারণ কি ? প্রেম কি এমন জটিল যে, ধরা যায় না ? বিশ্বাস কি এমন গোলমেলে যে, সেখানে গেলে পথ চেনা যায় না ? প্রেমের হরি, যদি ইঁহারা পাঁচ পথে না গিয়ে এক পথে যান, তবে বুঝাইতে পারি, যা কিছু না বুঝিয়াছেন। যদি এ জীবনে নববিধানের কিছু দৃষ্টান্ত

দেখাইয়া থাক, তবে এইবার ইঁহারা স্বস্থানে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে এক জনকে বুঝিয়া যান, এক জনকে বন্ধু করিয়া, বরণ করিয়া, হৃদয়ে লইয়া যান। ইঁহারা এক এক জন যা বলিবেন, আমি তা নই, ইঁহাদের স্বাতন্ত্র্যে আমি নই। এক জন আমার ভক্তির ভাগ, এক জন আমার যোগের ভাগ, এক জন আমার কর্ম্মশীলতার ভাগ লইয়া গেলেন, তাতে হ'বে না। এমন যেন দুর্ঘটনা না হয়। কাটা মানুষ যেন কেহ নিয়ে না যান। জল মাছের আধার। সেই জলে আদত মাছ রেখে, সবশুদ্ধ মাছটা নিয়ে যাও, এই ভাইদের কাছে প্রার্থনা। জল থেকে মাছ আলাদা করিও না। বুদ্ধিখাঁড়া দিয়ে মাছ কেটো না। এই জীবনসরোবরের জীবমীনকে নিয়ে যাও। মীনকে কেটো না—ভক্তমীন তোমাদের দাস হ'য়ে সরোবরে খেলা করিবে, শোভা দেখিতে চাও, দেখিতে পাইবে। মিছামিছি একটা কেশবকে খাড়া করিও না। একটা দৃষ্টান্ত বুকের ভিতর নিয়ে যাও। হরি, ইঁহারা, যা আমি, তাই নিয়ে যান। আদতটি নিন, আমার নাক কাণ কেটে আমাকে যেন নিয়ে না যান। জীবন শুদ্ধ যেন ভাইদের ভিতর মিশি। তাঁদের হৃদয়সরোবরে এ মীন খেলা করিবে। বুদ্ধির শুষ্ক ভূমিতে, ভাই, আমাকে রেখো না। দীননাথ, সেইখানে থাকিতে চাই, যেখানে তুমি আমাকে রাখিতে চাও। তোমার পদানত হ'য়ে, তোমার পদপ্রান্তে ভক্তের হৃদয়সরোবরে থাকিব। ভাইদের বুকের ভিতর প্রশস্ত সরোবরে এই মীন খেলা করিবে, বাড়িবে! বৃহৎ ভারত-সাগরে, এসিয়াসাগরে, সমস্ত দেশের সমস্ত ভাইয়ের, সমস্ত পৃথিবীর বুকের ভিতর এই মাছ বাড়িবে, এই কর। মা, দেবি, দাও আমায় স্থান। বুঝিয়ে দাও, কোথায় আমি থাকিব। ইঁহাদের বুঝিতে দাও, আমি কে? আমার জীবন দেখিয়া, যেন খুব নিরাশেরও একটু আশা হয়। সব ভাই এক হ'য়ে, শেষে এক মাছ হ'য়ে, ভক্তির সাগরে, আনন্দের সাগরে, ব্রহ্মের

সাগরে ভাসিয়া বেড়াইব। গভীর জলে মীন যেমন, ভক্তমীনেরা তেমনি এক হ'য়ে কুশলের সাগরে ভাসিবে। হে মঙ্গলময়ি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন সকল প্রকার বিবাদ বিরোধ ত্যাগ করিয়া, আমরা সকলে এক হ'য়ে, এক মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হ'য়ে, বিধানসাগরে ভাসিতে থাকি, এবং তোমার প্রেমের জ্যোৎস্নায় খেলা করিতে থাকি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিধান-শিক্ষা

(কমলকুটীর, সোমবার, ২৪শে মাঘ, ১৮০৪ শক ;
৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে বিধাতা, পরিত্রাতা, দয়ার প্রার্থী আমরা। নববিধানের গভীর প্রেম, জ্ঞান, যোগ আমাদিগকে শিখাইয়া দাও। নববিধানের যা কিছু, সবই সুগভীর। দেখা শুনা সব উজ্জ্বল। আন্দাজি নয়, চালাকি নয়। যোগের তো কথাই নাই। যোগটা ভারি নীরেট জিনিষ। দীনবন্ধো, সেই গভীর যোগ শিখিয়ে দাও। ইহার জ্ঞানই বা কি গভীর! একখানা বই পড়িলে ব্রহ্মশ্রীপদ লাভ। ইহার বৈরাগ্যের আনন্দই বা কি! সুখের সাগরে মন ভাসে। সেই সুখের সংন্যাস এনে দাও। গভীর ভালবাসা, পৃথিবীশুদ্ধ লোককে প্রেমের বন্ধনে বদ্ধ করা, সেই উচ্চ দরের প্রেম দাও। অতএব অসার উপাসনা বিদায় ক'রে দাও। নববিধানের যথার্থ মতগুলি জীবনে পরিণত ক'রে কৃতার্থ হই। এ সময় গোলমাল ক'রে দিন কাটালে চলে না, সুশিক্ষিত না হ'লে চলে না। হে শ্রীহরি, তুমি কি চাও আমাদের কাছে, শিখিয়ে দাও; অনেক শিখিবার আছে এখনও। অহঙ্কার অভিমানের জন্য শিখিতে পারি না। ভাই বন্ধুর কাছে, পৃথিবীর

কাছে, তোমার পদতলে ঢের শিখিবার আছে। অহঙ্কারের জন্য ভালবাসিতে পারিতেছি না, শিখিতে পারিতেছি না। মা, অহঙ্কারসূত্রে এত পাপ গাঁথা, তা তো জানিতাম না। অনন্ত জ্ঞানের দেবতা স্বয়ং গুরু হইয়াছেন, এখন শিখিব না? হরি, খাঁটি জ্ঞান শিখিয়ে দাও। হে মাতঃ, নববিধান কি, তা এখনও শিখিবার ঢের দেরি আছে। তোমার স্বর্গের পবিত্র মত সকল নিজ বুদ্ধিতে মিশাইয়া ফেলিলাম, ঘরে ঘরে সাম্প্রদায়িকতা। হরি, তোমার নববিধান কৈ? হে জ্ঞানদাতা, হে প্রেমদাতা, দয়া করিয়া এই সুবুদ্ধিবিহীন লোকদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন অসার কল্পিত বিধান ত্যাগ করিয়া, তোমার পদতলে খুব ভালরূপে শিক্ষিত হইয়া, নববিধানের সার সত্য সকল জীবনে আবদ্ধ করিয়া, খুব পুণ্য এবং সুখ সঞ্চয় করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মনের উচ্চতা

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২৫শে মাঘ, ১৮০৪ শক ;
৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে মুক্তিদাতা, বিধানের মাণিক, সেই পুরাতন ব্রাহ্মসমাজের দিন চলিয়া গিয়াছে, প্রায় অতীত হইল। একটি সামান্য শিবির হইতে বাহির হইয়া, সম্মুখে দেখিতেছি প্রকাণ্ড পৃথিবী। সেই এক ভাব, এই এক ভাব। পিতঃ, কোথায় আনিলে? পৃথিবীর ভূপতিদের সঙ্গে আমাদের কুটুম্বিতা আলাপ পরিচয় হইল, এসিয়া আমেরিকা আমাদের এক একটা ঘর হইল, পৃথিবী আমাদের বাড়ী হইল। যাহাদের উচ্চতর পদ হইল, তাহাদের মনও বড় হওয়া উচিত। পিতঃ, অবস্থা যদি বড় হইল, মনও বড় কর।

ছোট দলের বন্ধন দূর হইল, ছোট বন্ধন ঘুচিল, ছোট ঘর বাড়ী ভেঙ্গে গেল। প্রেমের প্লাবন এসে সব ভাঙ্গিয়া দিল। পিতঃ, এ সমুদয় তোমার দয়াতে। ছোট মন নিয়ে বড় কাজ করিতে কেমন করিয়া পারিব? প্রসন্ন হও, দয়া কর, দয়া ক'রে মন বড় ক'রে দাও। বড় বড় সাধু ঈশা মুষার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ, এই মন থাকিলে লোকে অহঙ্কারী বলিবে, পাগল বলিবে। তোমাকে ছেড়ে যেন এত বড় কাজ করিতে না যাই। ক্ষুদ্র কীট আমরা, এত বড় কাজ এনে দিলে আমাদিগকে, এই এক বিপদ। এত বড় কাজে আমরা আমাদিগকে সক্ষম মনে করিতে কোন মতে পারিতেছি না। ক্ষুদ্রতা যদি না গেল, আসক্তি যদি তেমনি রহিল, অপ্রেমিক যদি তেমনি রহিলাম, তবে, মা, সেই জায়গায়ই আমরা রহিলাম। এ সময় বিশেষ প্রেম স্বর্গ হইতে পাঠাও, মন দরাজ হউক। ক্ষমাতে প্রাণ গ'লে যাক। এ সময় সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মিলন করিতে হইবে। সকল মহাপুরুষকে মাথায় গ্রহণ করিতে হইবে। এখন সংকীর্ণ একটু প্রেম বা সন্দেহযুক্ত একটু বিশ্বাসে হইবে না। এখন প্রেমধন দাও, মাতঃ। মন খুব প্রশস্ত কর। মনকে প্রেমে ভাসাও। পৃথিবীর ভার কেন আমাদের হাতে দিলে, যারা সামান্য একটা দেশের ভার লইতে পারে না। ভগবান জানেন, আমি কি জানি। মা জানেন, আমি জানি না। ভার দিয়েছেন, ডেকেছেন আমাদিগকে, এই জানি; কেন, তা জানি না। বড় জমিদারীর ভার হাতে দিয়েছেন। হরি, এত বড় বড় সাধুদের সঙ্গে আমরা বসিব কিরূপে, এত বড় কলেজে কি শিখিব, কি পড়িব, কি বুঝিব? ওঁদের গণিত আমি কোন কালে বুঝিলাম না। ওঁরা যেমন অন্ধকারের মধ্যে বলেন, সব সত্য এক, আমি বুঝিব কিরূপে? মা, এই সময় প্রেমে ভাসিয়ে দাও। খুব প্রেম দাও। মনটা মাঠের মত হ'য়ে যাক্। মা অভয়া, কাছে এস। এ সময় খুব প্রেম ভক্তি মনে

দাও। জগতের সুসমাচার জগৎকে দিই। মাকে সুখী করি। হে দীনবন্ধো, হে কৃপাসিন্ধো, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই উচ্চ প্রশস্ত কার্য্যভারের উপযুক্ত হইয়া, শীঘ্র শীঘ্র শুদ্ধ এবং সুখী হই। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

চিরযৌবন

(কমলকুটীর, বুধবার, ২৬শে মাঘ, ১৮০৪ শক ;
৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াময়, যেরূপ সময় পড়িয়াছে, ইহাতে নবীন যৌবন ভিন্ন আমরা কিছুতে চলিতে পারিব না। তোমার রথ আর টানা যায় না। পথে আর দৌড়ান যায় না। ছেলে বেলা আমরা ঢের খাটিয়াছি, এখন আর খাটা যায় না। এ শরীর মন লইয়া আর কি হয়? তোমার কাজের ঢের বাকি, অন্য লোক ডাক,—এইটি কি আমরা শেষজীবনে বলিব? যাদের তুমি স্বর্গের এত ভাল ভাল ফল খাওয়ালে, এই কথা বলিয়া কি তারা তোমাকে ফাঁকি দিবে? মজুরি করিলাম, খাটিলাম, এখন তোমার বাড়ীতে থাকিব; এখন কি ছুটি লইব? ফসল ফলিল যখন, তখন চলিয়া যাইব? ত্রিশ দিন খেটে, মাইনে লইবার সময় চ'লে যাব? কি নির্ব্বোধ আমরা! মাইনে দ্বিগুণ হ'বে যে এবার। পুরাতন দাসদাসীদের বেতন যে বাড়িয়ে দেবে। পিতঃ, এই সময় এখন আমাদের সময়। পুনরায় যৌবনপ্রাপ্তি ভিন্ন আমাদের উপায় নাই। দিন রাত জেগে খেটে মরেছি, গাছে ফল হ'বার সময় খাব না? এখন দ্বিগুণ উৎসাহ চাই, নতুবা হ'বে না। হরিপদারবিন্দে এই ভিক্ষা করি, এ সময় জড় না হই, শুয়ে না

পড়ি, মিছামিছি ওজর না করি। খুব পরিশ্রম করি উপাসনাতে, ধ্যানেতে, আগেকার দ্বিগুণ হই। এখনকার যোগ ধ্যান ব্রহ্মদর্শন এমন শান্তব্যাপার হ'বে যে, আগেকার সঙ্গে তুলনাই হ'বে না। বীরের মত, যোদ্ধার মত দাঁড়িয়ে উঠি। হইলই বা চিন্তার উদ্বেগ, হইলই বা যোগ, এবার যে খাবারের যোগাড় করিতেছ। নববিধানের নবরস পান করা পৃথিবীর ভাগ্যে কি কখন হয়েছে? এবার ভক্ত যোগী সন্ন্যাসী গৃহস্থ সমস্ত একত্র নাচেচন; এরূপ কি হয়েছে কখন? সমস্ত কালের সাক্ষী এই বিধান, এরূপ কখন হয় নাই। মা তারিণি, কি আশ্চর্য্য তোমার স্বর্গের যৌবন! হাজার হাজার বৎসর খেটে মরে, তবু নূতন চাঁদটা উঠে কত হাজার বৎসর থেকে, বসন্ত কাল কত বার আসে; তবু কি পুরাতন হয়? সমুদয় নবীন সৌন্দর্য্য। তোমার সৃষ্টি যেমন, স্রষ্টাও তেমনি। মা যেমন, ছেলেগুলিও তেমনি। হে মাতঃ, বালকের মত হ'ব, পরিশ্রমী হ'ব, অনলস হ'ব, নব উদ্যমে পূর্ণ হ'ব, আগুনের মত হ'ব। আগুন আমাদের খাদ্য, আগুন আমাদের শয্যা হউক। মা, সময় যখন এয়েচে, বৃদ্ধদিগকে নব-যৌবনের উদ্যমে পূর্ণ ক'রে দাও। দাও, মা, তোমার মত ক'রে দাও, তোমার এক তিলভর সৌন্দর্য্য আমাদিগকে দাও, চিরলাবণ্য, চিরকান্তি, চিরসৌন্দর্য্য এনে দাও। হে মঙ্গলময়ি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা চিরযৌবনে, চির উদ্যমে পূর্ণ হইয়া, চিরনবীন উৎসাহে তোমার নববিধান ঘোষণা করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নিত্য নূতন ফুল

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ১১ই ফাল্গুন, ১৮০৪ শক ;
২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে অনাথশরণ, যাহারা কেবল ভাল ভাল কথা সাজাইয়া তোমার পূজা করিল, বৃদ্ধ বয়সে তাহাদিগকে কষ্ট পাইতে হইবে। কেন না ফুল তুলিয়া আনিয়া তোমাকে দিলে, দুদিনের পর তাহা পচিবেই পচিবে। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ জানিতে পারে, সরস সজীব উপাসনার কত দাম। যখন কথা যোগাইতে পারিব না, পরের বাগানের ফুল তুলিয়া আনিতে পারিব না, তখন কি কুসুমে তোমাকে পূজা করিব? যদি ঘরের ভিতরে বাগান করি, হৃদয়ের ভিতর ফুলের বাগান হয়, তা' হ'লে বৃদ্ধ বয়সে আর ভাবিতে হইবে না। রোজ রোজ নূতন সরস ফুলে তোমার পাদপদ্ম পূজা করিতে পারিব। প্রেমসিন্ধো, তোমার প্রেমের নদীর কাছে আমরা বাগান করিব। টাট্‌কা ফুল তুলিব, আর তোমার পায়ে দিব। বাসি ফুল কখন ছুঁইতে হইবে না। গুরুই হউক, আর বই হউক, ফুলের জন্য আর কারো কাছে যাইতে হইবে না। পরের বাগান থেকে ফুল এনে, তোমার অর্চ্চনা কে করেছে, বার্দ্ধক্যে বোঝা যাবে। ভক্তের হৃদয়ের ফুলের বাগান তুমি হও। আমাদের প্রাণের ফুলবাগান তুমি হও। চিরদিন যেন নূতন নূতন টাট্‌কা ফুলে তোমাকে পূজা করি, বাসি ফুল কখন যেন তোমার পায়ে না ফেলি। এ শক্ত হৃদয়ভূমিতে ফুলের চারা কিছুতেই যে গজায় না। প্রেমময়, আশীর্ব্বাদ কর, রোজ যেন নূতন নূতন ফুলে তোমার পাদপদ্ম পূজা করি। যেন বলিতে পারি,—কখন বাসি ফুল মাকে দি নাই। টাট্‌কা প্রার্থনায়, টাট্‌কা উপাসনায় মার পূজা করিয়াছি। মা সকলের মনের মধ্যে এক

একখানি ফুলের বাগান প্রস্তুত করুন। নিজের মনোবাগানে যা চাব, তাই পাব। ধ্যানের ফুল, সঙ্গীতের ফুল, সব নিজের মনের মধ্যে পাইব। হে কৃপাসিন্ধো, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা হৃদয়মধ্যে প্রেমফুলের বাগান প্রস্তুত করিয়া, প্রতিদিন রাশি রাশি সরস ফুলে তোমার পূজা করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

সত্যে বিশ্বাস

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ১২ই ফাল্গুন, ১৮০৪ শক ;
২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দয়াল হরি, নিরাপদ বিশ্বাসরাজ্য সেই রাজ্যে, যেখানে সূর্য্যের আলো। চন্দ্রের আলো সুমিষ্ট জ্যোৎস্নাতে সকলেরই আমোদ। কিন্তু একবার তীব্র জ্যোতি, কঠোর জ্যোতি, সাদা আলোক কৃপা করিয়া দেখিতে দাও ; ঠিক সরল সত্য বিশ্বাস করিয়া, পরিত্রাণের দিকে দৌড়িয়া যাই। জীব ভ্রান্ত হয়। সূর্য্যের তেজ জীব সহ্য করিতে পারে না। যিনি চক্ষের অলোক, আবার তাঁকেই দেখে অন্ধ হয়, এ জন্য মানুষ সূর্য্যকে ত্যাগ করিয়া চন্দ্রকে চায় ; অসহ্য পুণ্যের তেজ ত্যাগ করিয়া, সুধাংশুর জ্যোৎস্নার জন্য প্রতীক্ষা করে ; কিন্তু, পরমেশ্বর, সূর্য্যকে দেখা চাই। যাহা উজ্জ্বল সত্যের তেজ, আমাদের তাহা দেখা চাই। পরিষ্কার সত্যের পবিত্র সরল সৌন্দর্য্য আমাদিগকে দেখিতে দাও। সুকুমার সন্তান ঈশ্বরপুত্র 'সত্য', ব'সো সম্মুখে। তুমি আছ ? তুমি অশোভিত, তুমি পূর্ণ শোভিত। তুমি আছ, এই আমাদের মহত্ত্ব, এই আমাদের গৌরব। তোমাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলে, আমরা লড়াই করিতে পারি।

চারিদিকে সত্য। সত্যের জালে আমরা বেষ্টিত। এ একটা ভয়ঙ্কর বস্তু, এ একটা অগ্নিময় পুরুষ, আমরা এই পুরুষকে বিশ্বাস করিতে চাই, এই পুরুষে আনন্দিত হইতে চাই। সত্যস্বরূপ আগে, তার উপর মঙ্গল-স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ সব। সত্য শুনিতে ভাল, দেখিতে ভাল, ধরিতে ভাল, বিশ্বাসীর কাছে কেবল নেড়া সত্যস্বরূপও ভাল। আমাদের কাছে খুব বেশভূষা ক'রে তুমি না এলে, আমাদের প্রিয় হও না তুমি। কিন্তু বৃদ্ধ মুষা কেবল একটা ঝোপে আগুন জ্বল্‌চে দেখে, বিশ্বাস করিলেন। আমি কেবল "আমি আছি" যাঁর নাম, তাঁকে বিশ্বাস করিতে চাই। কেবল সত্য ঈশ্বর, আর কিছু নাই। কেবল সত্য, প্রকাণ্ড আলোক, আর কিছু নয়। পরমেশ্বর, আমাদের মধ্যে সত্যের এক কণা কেউ যেন অবিশ্বাস না করে। এঁরা যেন বিশ্বাস করেন, সব ঘটনা সত্যমূলক, আগাগোড়া সত্যময়। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা রঙ্গ চঙ্গ দেখে খুব মোহিত হ'য়ে, দুবাহু তুলে নৃত্য করেন। আরো ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা ঈশ্বরের কাছে "আমি আছি" এই নামটি শিখে, কাঁপিতে কাঁপিতে চারিদিক ব্রহ্মময় সত্যময় দেখেন। হে পিতঃ, হে মাতঃ, অনুগ্রহ করিয়া আমা-দিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন পূর্ণ সত্যালোক দেখিয়া পূর্ণ বিশ্বাসী হই, পূর্ণ সাধক হইয়া, তোমার উজ্জ্বল আলোকের মধ্যে সত্যে বিশ্বাসী হইয়া, পরিত্রাণরাজ্যে চলিয়া যাইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পূর্ণ বিশ্বাস

(কমলকুটীর, শনিবার, ১৩ই ফাল্গুন, ১৮০৪ শক ;
২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনের গতি, এব্রাহিমের বংশের লোক দেখিতে হইলে, একখানি জিনিষ দরকার—বিশ্বাস। যুগে যুগে সাধুরা পাপীকে বরং প্রশ্রয় দিতেন, কাছে বসাতেন, কিন্তু অবিশ্বাসী দলন করিতেন। সব সাধুরা বিশ্বাসীকে বাড়ালেন কেন? বিশ্বাস গেলে বিশ্বাস শীঘ্র হয় না; বরং পাপ থাকিলে পাপ যায়, কিন্তু অবিশ্বাস যায় না শীঘ্র। পাপটা হইল রোগ, বিশ্বাস হইল ঔষধ; রোগ ঔষধে যায়। কিন্তু ঔষধ গেলে যে গোড়া গেল। তোমার রাজ্যে অবিশ্বাস বড় ভয়ানক। পাপশয়তান অপেক্ষা অবিশ্বাসশয়তান বড়। মা, অবিশ্বাস তুমি দূর কর, আমাদিগের ভিতর হইতে। অবিশ্বাস থাকিলে তোমার বাড়ীর ভিতর কেহ ঢুকিতে পারিবে না, একেবারে নীচে। তোমার আজ্ঞা এই, অবিশ্বাসীরা বড় নরকে যায়, পাপী ব্যভিচারী নরহত্যাকারী তার চেয়ে ছোট নরকে যায়। পাপীরা বরং তোমার ঘরে আসিতে পারিবে, কিন্তু অবিশ্বাসী তোমার ঘরে যাইতে পারিবে না। দলের, বিধানের একটি বিধি যে অস্বীকার করিবে, সন্দেহ করিবে, সে খুব শাস্তি পাইবে। পাপীর অনুতাপ শীঘ্র হইবে, কিন্তু হাড়শক্ত অহঙ্কারী, বিধি-অবিশ্বাসী এরা আপনারা ডুবিল; নরকের আগুনও শীঘ্র এ পাপ পোড়াতে পারে না। অবিশ্বাস বড় ভয়ানক! অবিশ্বাসীদের ক্ষমা হয় না, প্রেম হয় না। এরা যে আপনারা ডুবে, আবার জগৎকে ডুবায়, ওদের পাপ ভয়ানক। মহাপ্রভো, এই সত্য বিশ্বাস করিতে দাও যে, অবিশ্বাসীদের পাপ বড় ভয়ানক। ছোট পাপীদের ছোট নরক, ছোট আগুন। অবিশ্বাসীদের পাপ বড়, নরক বড়। হরি, আমাদের

অবিশ্বাস দূর ক'রে দাও। পিতঃ, অবিশ্বাসীর নরকে যাব না, যেতে হ'বে না, এই আশা দাও। যে একটা সভ্যদের নরক তৈয়ার হয়ে রয়েছে, আগুন ধূ ধূ ক'রে জ্বলচে, ওখানে যেন যেতে না হয়। এই দলকে পূরো বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেকে ভগবানের প্রেরিত। এই ভেবে ভক্তি সম্মান ভালবাসা দি। দয়াময়, পাকা বিশ্বাসী যে নববিধানের জন্য প্রাণ দেয়। একবার দয়া কর, কোথায় রহিলাম আমরা। পূর্ণ বিশ্বাস দাও, মানিতে হয় তো সব মানিব। দয়া ক'রে বিশ্বাসী কর। সত্য বলি, আর পৃথিবী কাঁপাই। পরমেশ্বর, অবিশ্বাসের পথ হইতে দূর ক'রে দাও। এব্রাহিমের বংশ হইতে পারিব না? দীননাথ, বিশ্বাসীরা কোন্ পাড়ায় থাকেন, সেখানে নিয়ে চল। অবিশ্বাসের হাতে যেন না পড়িতে হয়, দোহাই হরি। দয়াল হরি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন অবিশ্বাসের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া, বিশ্বাসীদের স্বর্গে বসিয়া, চিরকাল হরি নাম করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পবিত্র সুখ

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ১৮ই ফাল্গুন, ১৮০৪ শক ;
১লা মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে কৃপাসিন্ধো, হে মনোরঞ্জন, উপাসনা লোকে তত ধরে না, পবিত্রতা লোকে যত ধরে। আমি অত্যন্ত মোহিত হইয়া তোমার ভক্তদের সহিত নৃত্য করি, পরক্ষণেই পৃথিবী বলিল—চরিত্র তেমন হইল না। উপাসনা ছাড়া কিছু আছে, যাহা না হইলে পৃথিবী মানে না, ভবিষ্যতে কীর্ত্তি থাকে না, লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারি না, মানুষ প্রস্তুত হয় না। আমরা

স্বর্গসুখের লোভে এই ঘরে দৌড়িয়া আসি যে, প্রাণেশ্বরের সঙ্গে দুই দণ্ড বসিয়া সুখী হই। উপাসনা শ্রেষ্ঠ বন্ধু; উপাসনাকে বড় করিব, মহিমা দিব। কিন্তু পরমেশ্বর, উপাসনা ছাড়া আরো কিছু আছে। আপনার লোকেরাই বলে, রাগীর রাগ গেল না, হিংসুটের হিংসা গেল না, লোভীর লোভ গেল না, স্বার্থপরতা গেল না। হে ঈশ্বর, পৃথিবী যেন সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলে। সকলে দেখ্‌চি যে, বৈকুণ্ঠধামের নিকটে এয়েচি, এইবার স্বর্গের অমৃত ফল খাব; এমনি উপাসনা করিতেছি তোমার চরণ ধরে যে, মনে হয়, স্বর্গের আর বাকি কৈ। এই বলিতে বলিতে যেন এক জন অসুর এসে মাথায় আঘাত করে এবং ভণ্ড বলে। উপাসনার সুখ পাই, তা তো সত্য; তবু, হরি, লোকের কথা মিথ্যা নয়।/ আমি সত্যে বিশ্বাস না ক'রে, কেমন ক'রে বৈকুণ্ঠে যাই? আমি মিথ্যার সঙ্গে ভক্তি কেমন ক'রে সম্ভোগ করি? আমি কালো বুকের উপর কেমন ক'রে তোমায় নাচাই? তোমার চরণ ধ'রে এই মিনতি করি, সুখের স্বপ্ন যা, তা যেন না ভাঙ্গে। তা থাক্‌, কিন্তু তার ভিতর যদি মিথ্যা থাকে, তা যেন দূর হ'য়ে যায়। সুখের যে সুখ, সেটুকু বজায় থা'ক। সুখের যে দুঃখ, সেটুকু দূর কর। হরি-পাদপদ্মে গরিবদের যেটুকু সুখ বৃদ্ধ বয়সে হয়, সেটুকু নিয়ে টানাটানি ক'রো না, হরি। এমন কোন উপায় যদি থাকে, মা, যে গোলাপ ফুলটি বজায় থাকে, অথচ তার নীচের কাঁটাটি না থাকে, তাই কর। হরি, পাপ থাকিতে আপনাকে সুখী বোধ করিব না। মন থেকে পাপ ছিঁড়ে দূর ক'রে দাও। হে দয়াল, আমাদের দলটিকে নির্ম্মল ভক্তদল কর। পাপ নাই, দুষ্কর্ম্ম নাই, সাদা চক্ষে শ্বেত মহাদেবের মূর্ত্তি দেখে মোহিত হ'ব। উপাসনায় সত্য সত্য সুখ হ'বে। মদ খেয়ে নেশা করে, এমন লোক ঢের আছে; মদ না খেয়ে নেশা করে, এমন দেবতা কম আছে। এই শেষের শ্রেণীর লোক আমাদিগকে কর। সাদা সুখ

বড় চমৎকার। দীনবন্ধো, পুণ্যের সঙ্গে যে মজাটি থাকে, ধর্ম্মের সঙ্গে যে বাহার থাকে, তাই দাও। শুদ্ধ হাসি মুখে বাহির হ'বে, বসন ভূষণ মন প্রাণ শরীর সমুদয় শুদ্ধ হ'বে। নির্ম্মলতার সঙ্গের সঙ্গী যে সুখ, বিবেকের সঙ্গের সঙ্গী যে সুখ, তাই আমাদিগকে দাও। বিনয়ী হইতেছি, স্বার্থপরতা কমে যাচ্চে, নিরহঙ্কারী হইতেছি, এইটি ব'লে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর। দীনবন্ধো, হাসিব না, যদি প্রাণের ভিতর শ্মশান থাকে। যে হাসিতে পরিত্রাণ, সেই হাসি দাও। গুণধাম, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, ভ্রম ভ্রান্তি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া, পবিত্র হইয়া, শুদ্ধ চক্ষে যেন তোমাকে দেখি; দেবতাদের হাসি আমাদের মুখ সুশোভিত করিবে। শুদ্ধ হ'য়ে, খাঁটি হ'য়ে, মনের সাধে পৃথিবীর লোককে স্বর্গের হাসি দেখাব, মা, দয়া ক'রে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পিতার মনের মত হ'বার জন্য

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ১৯শে ফাল্গুন, ১৮০৪ শক ;
২রা মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে ভগবান্, আমার উপর চৌকীদারীর ভার যখন দিয়াছ, দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া পড়িয়া রহিলাম; শরীর যাক, আর মৃত্যু আসুক, ভার লইয়া থাকিতেই হইবে। যাকে যে কাজ দিয়াছ, সে তাই করুক। মানুষ প্রস্তুত করিবার জন্য রাখিয়াছ, বিনীতভাবে এই কাজ করিয়া, তোমার চরণপ্রান্তে পড়িয়া থাকি। তুমি আশীর্ব্বাদ করিলে, কার্য্য সফল হইবে। হে প্রেমের আকর, সকল ভাই বন্ধুকে তুমি সুবুদ্ধি দাও। তোমার কার্য্য

করিব আমরা, তজ্জন্য সদ্ভাব দাও। পিতঃ, বসিয়া তো কাজ করিলাম অনেক দিন, লোকেও তো খুব প্রশংসা অভ্যর্থনা করে, ইঁহাদের উপর লোকেরও খুব শ্রদ্ধা ভক্তি। ইঁহাদের মধ্যে সামান্যতম যাঁরা, তাঁহারাও ভারতের কোন না কোন দলের প্রার্থনীয়। এ গৌরব ইঁহাদের, ইঁহাদিগকে বিদেশস্থ লোকে কোথায় রাখিবে, কি খাওয়াইবে, ইহার জন্য কি দৌড়াদৌড়ি করে, ইঁহারা জানেন। তোমার ব্রাহ্মসমাজের নামে যিনি একবার বিদেশে যান, কত আদর পান, তাহা ইঁহারা জানেন। হে পরমেশ্বর, বিদেশে অভ্যর্থনা এবং আদর তোমার প্রেরিতদিগের মহিমার সাক্ষী। প্রেরিতগণ, সাধকগণ, উপাসকগণ, বিদেশে গেলেই কত উপকার খাতির পান, বলা যায় না। পল প্রশংসা পেলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ গৌরব পেলেন, তা বুঝিতে পারি; কিন্তু আমাদের দলের সামান্য লোকেরাও তো কম আদর প্রশংসা পাইলেন না। কেবল পরিমাণে তাঁদের চেয়ে একটু কম। তোমার জগৎ ইঁহাদের জন্য কি না করিল। যত দিন বাঁচিব, তোমার এ গুণ গান করিব, আর দাতাদের জন্য প্রার্থনা করিব। যাঁহারা খাটেন, টাকা দেন, ঔষধ দেন, বস্ত্র দেন ইঁহাদের জন্য, তাঁহাদের তুমি চরণপ্রান্তে রেখে আশীর্ব্বাদ কর। জগতের সকলেই তুষ্ট ইঁহাদের উপর, কিন্তু এক জনের কেবল তুষ্টি হয় না। আমার মন তুষ্ট ইহাতে হয় না। দয়াবান্ ঈশ্বর, গরিব প্রচারক যেখানে যান, তাঁর ছেঁড়া কাথা দেখিয়া লোকে শাল দেয়, তাঁদের সাদর নমস্কার করে। এ তুমি রোজ রোজ দেখাইতেছ। আমার ভাইদের কষ্ট কোথাও নাই। এ তুমি দেখাইতেছ, লোকের আদর ইঁহারা পাইয়াছেন। গুরু ইঁহারা হইয়াছেন, লোকে ইঁহাদের চরণের ধূলি লইয়া, অন্তরের সহিত প্রণাম করে। ইঁহাদের আর কিছু হউক না হউক, লোকের সম্মান শ্রদ্ধা খুব পাইয়াছেন। ইঁহারা বলুন যে, সর্ব্বস্ব দিয়া থাকেন যদি, তার অপেক্ষা অনেক অধিক পাইয়াছেন।

হরি, সব হইল, কিন্তু দুঃখীর আশা পূরিল না। এই একজন লোকের মন সম্পূর্ণ তুষ্ট হয় না। একটু একটু উন্নতিতে আমার তুষ্টি হয় না; ইঁহাদের চরিত্রের পূর্ণতা হইল না। মনের মানুষ কৈ? এখনও তো হইল না। সেই উচ্চ দরের মানুষ কৈ? নববিধানের আদর্শ ত এখনও হইল না। নববিধানের মানুষ কৈ আমাদের ভিতর? পৃথিবী শ্রদ্ধা করিতে লাগিল, ভাল; ইঁহারা যত দিন পৃথিবীতে থাকিবেন, লোকের উপকার পাবেন, টাকা পাবেন, আদর শ্রদ্ধা পাবেন। কিন্তু, প্রেমময়, এ কাঙ্গালের মনের আশা পূর্ণ করিবার উপায় কর। অল্প সাধনে মন তো তুষ্ট হয় না; ইঁহাদের মধ্যে অপ্রেম, ক্ষমার অভাব, পুণ্যের অভাব দেখিলে, মন যে দুঃখিত হয়, বিরক্ত হয়। আরও বৈরাগ্য, আরও প্রেম, আরও ক্ষমা, আরও ব্রহ্মনিষ্ঠা, আরও ভক্তি কবে দেখিব। ইঁহারা প্রচার করিতে যান, জগতের সুখ্যাতি সম্মান শ্রদ্ধা লাভ করুন; কিন্তু এ লোকটির মনের মতন হইয়াছেন কি না, তা যেন মনে থাকে। হে প্রেমস্বরূপ, চৌকীদার এই চায়। একটু যদি অভাব থাকে, সুখ্যাতির উপযুক্ত বলিব না। মানুষ শ্রদ্ধা করিল আমার ভাইদের; কিন্তু গরিবের কাছে তুমি যা চেয়েছিলে, যে দল চেয়েছিলে, যে মণ্ডলী তৈয়ার করিতে ব'লেছিলে, তা পারিলাম না, এ জন্য কাঁদিব। যত দিন আমার মনের মত না হইবে, আমার পিতার মনের মত পরিবার না হইবে, আমার প্রাণের গভীর দুঃখ যাইবে না, আমার কান্না থামিবে না। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলেই, আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। প্রেমসিন্ধো, গতিনাথ, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন অন্য ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া, তোমার শ্রীপাদ-পদ্মে স্থান লইয়া, তোমার মনের মত দল হইতে চেষ্টা করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জাগ্রত হরি

(কমলকুটীর, শনিবার, ২০শে ফাল্গুন, ১৮০৪ শক ;
৩রা মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ)

হে দীনদয়াল, ঠিক তোমাকে জাগ্রত দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিলে, যেরূপে তোমার রাজ্যে চলা উচিত, তাই যেন আমরা করি। দুঘণ্টা সকালে তোমার সঙ্গে জাগ্রত সম্বন্ধ উদ্দীপন করিব, তা হ'লে তুমি জাগ্রত দেবতা কৈ হইলে ? যে দেবতা সমস্ত দিন ঘুমান, কেবল দুঘণ্টা জাগেন, সে রাজার রাজ্য কেমন ক'রে ভাল ক'রে চলে ? তাঁর আমলারা সকলে গোলমাল ক'রে রাজ্য চালায়। হরি, তুমি তো অনন্ত কালই জেগে আছ, কেবল কুমতি মানব মনে করে যে, তুমি ঘুমিয়ে আছ। দুঘণ্টা জাগ্রত দেবতার পূজা করে, তার পরে একটা ঘুমন্ত দেবতাকে আনে। রাজা তুমি, প্রকাণ্ড, জাগ্রত, বলবান্, সমস্ত দিন সম্মুখে। আমরা দিনরাত্রিগুলো আমাদের ক'রে রেখে, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক কেবল সকালবেলা দুঘণ্টার জন্য রাখি। কোন একটা বিচারের নিষ্পত্তি করিতে হইলে বলি, এখন কাছারি বন্ধ, আবার সেই কাল সকালে কাছারি খুলিলে বিচার হ'বে। হরি, ভক্তদের হরির নিদ্রা নাই, দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা জেগে আছেন ; জাগ্রত দেবতা তাঁদের। আর যে হতভাগারা মনে করে, দেবতা ঘুমায়, তাদের উপাসনাঘরের দরজা বন্ধ হ'য়ে গেলে, রাজা প্রজা সকলে নিদ্রিত হ'ল। কি ভয়ানক ! দেবতা, তুমি সর্ব্বদা জাগ্রত। ভক্তেরা কি কথায় বার বার তোমার সঙ্গে কথা কন ? জেগে আছ তুমি যখন, তোমাকে দিয়াই সব কাজ করাইয়া লন। না, তুমি চিরকাল জেগে থাক। হে দয়াসিন্ধো, হে কৃপাময়, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমাকে নিদ্রিত ঈশ্বর মনে না করি ; কিন্তু, জাগ্রত দেবতা, তোমাকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া, তোমার রাজ্যে কার্য্য করি, এবং তোমাদ্বারা সুশাসিত হইয়া, ধর্ম্ম-ভয়ে ভীত হইয়া, জীবন যাপন করি। [মো] শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !